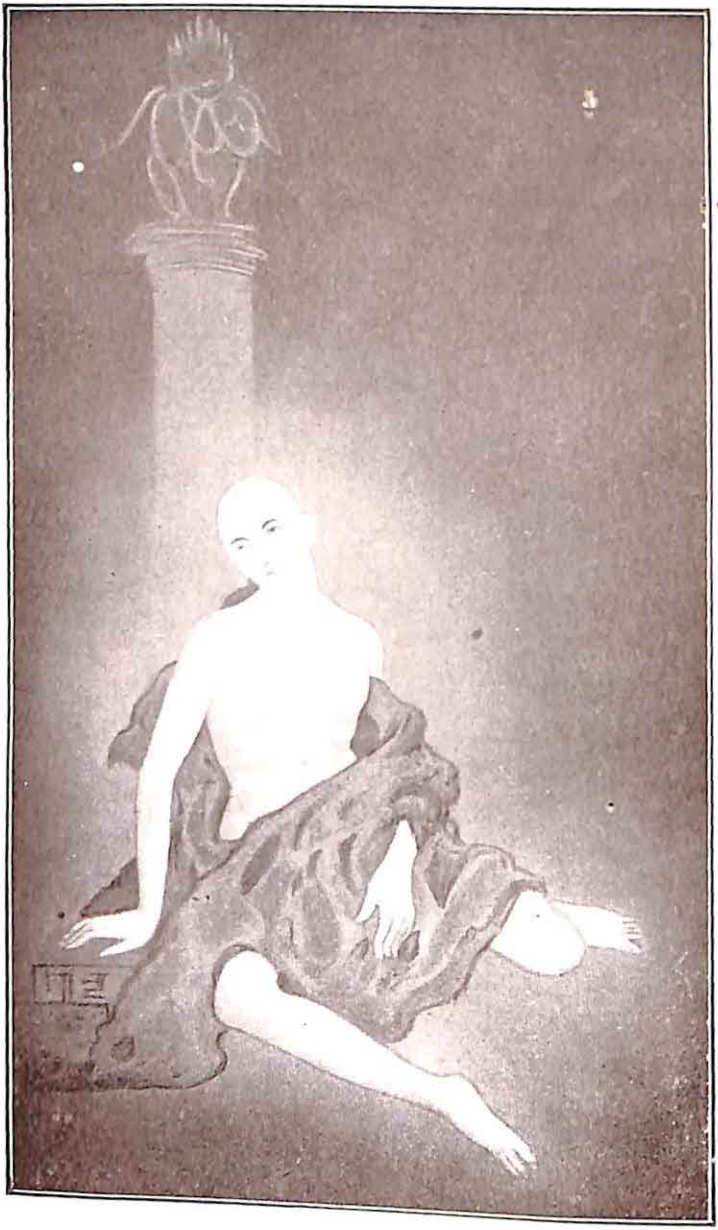


মান-বিরহ ভাবে

চিত্র শিল্পী

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু

(২০০ পৃষ্ঠা)

শ্রীপদামৃতমাধুরী

মাধুরী-নাম্নী সরল ব্যাখ্যা সম্বলিত মহাজন পদাবলী

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী

ও

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্‌-এ

সম্পাদিত

১৯৩৩

প্রকাশক :
শ্রীনগেন্দ্রকুমার লোধ এম্ এ, বি এল্
১৭৭ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য তিন টাকা

—:o:—

প্রথম খণ্ড মূল্য তিন টাকা
দুইখণ্ড একত্র লইলে পাঁচ টাকা

মানসী প্রেস
৭৭ হরিঘোষ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা
শ্রীঅম্বিকা চরণ বাগ দ্বারা মুদ্রিত।

6611

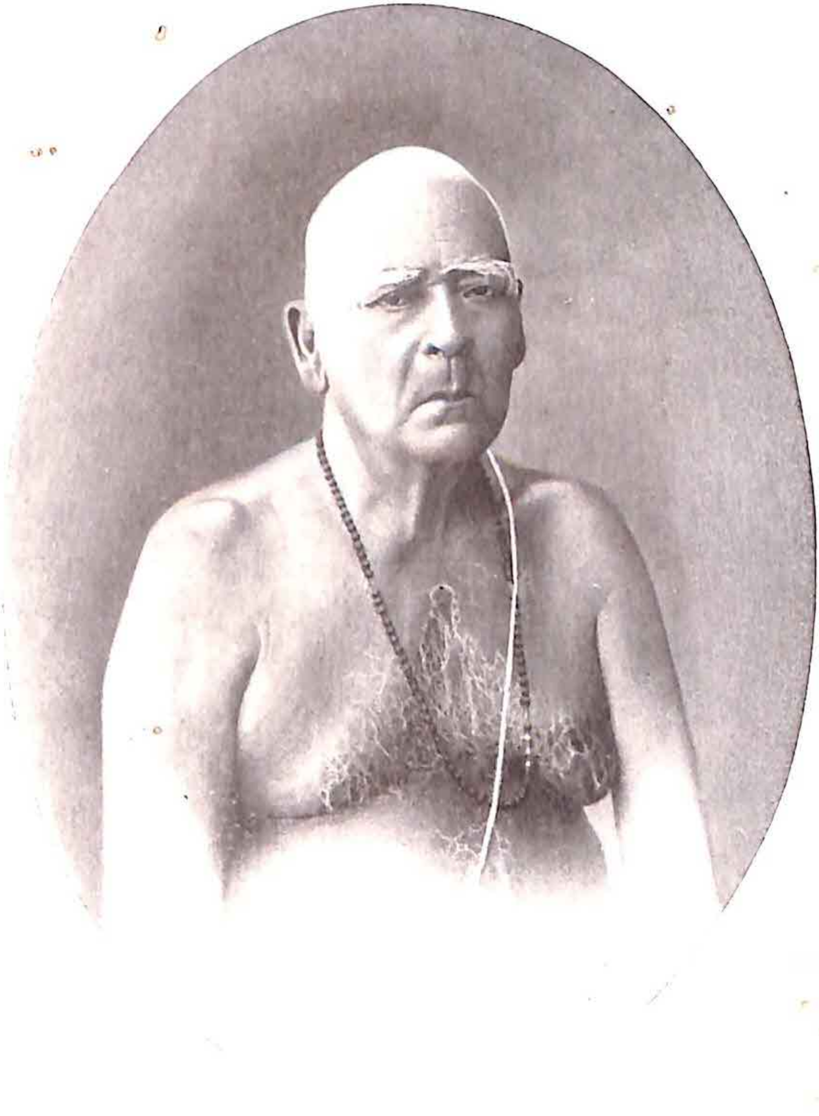
মহারাজা রাও শ্রীল যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর
সি, আই, ই মহোদয়ের করকমলে

মহাত্মন্,

বিদ্যালয়-পরিদর্শন উপলক্ষে একবার জঙ্গীপুর গিয়াছিলাম। সেখানে এক স্থলে পাশাপাশি দুইটি সুরম্য অট্টালিকা দেখিয়া আমার এক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম 'এ দুইটি বাড়ী কা'র ?' আমার বন্ধুটি বলিলেন 'এ দু'টি বাড়ী লালগোলার মহারাজা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। যাহারা মকদ্দমা উপলক্ষে জঙ্গীপুর আগমন করে, তাহারা এখানে অবস্থান করিতে পারে। ইহার একটি হিন্দুদের জন্য, অপরটি মুসলমানদের জন্য।' মহারাজ, আপনার বহু কীর্ত্তি নানা-স্থানে আছে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্-মন্দির, রমেশ-ভবন হইতে আরম্ভ করিয়া নানা স্থানের নানা প্রতিষ্ঠান আপনার অপরিসীম বদান্যতার সাক্ষ্য দিতেছে। কিন্তু জঙ্গীপুরের ঐ দুটি সুদৃশ্য ভবন দেখিয়া সত্যই সেদিন আমার হৃদয় শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল। ভাবিলাম একি বদান্যতা ! একি উদারতা। আমি বহু স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু এমন অকপট মানব-প্রীতি বেশী দেখি নাই ! এই দুইটি সৌধ এক মুহূর্ত্তে আপনার অপার মহানুভবতার চিত্র উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইয়া দিল। আমাদের গৃহহীন ভ্রাতাদের কথা ক'জনে ভাবে ? এমন করিয়া পরের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কতজনে অকুণ্ঠিত ভাবে অর্থব্যয় করিতে প্রস্তুত হয় ? হিন্দু ও মুসলমান

অতিথির জন্য নির্ম্মিত ঐ দুইটি ভবন অভ্রান্ত ভাষায় আমাদের ভবিষ্যৎ মহামিলনের সূচনা করিতেছে না কি ? যাঁহারা মকদ্দমা করিতে আসিয়া আপনার গৃহে বাস করেন, তাঁহাদের মধ্যে কত লোক হয়ত আপনারই বিরুদ্ধে মকদ্দমা করিতে বা সাক্ষ্য দিতে আসিয়া থাকেন। তাঁহারাও আপনার অতিথি ! এমনি নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে গৃহে ফিরিলাম। শ্রদ্ধায় ও কৃতজ্ঞতায় আমার হাত দু'খানি আপনার উদ্দেশে ললাটে যুক্ত হইল। আপনি নানাভাবে উদারতা ও মানব-প্রীতির যে আদর্শ এই দুর্ভাগ্য দেশে স্থাপন করিলেন, যুগে যুগে তাহা দেশের কল্যাণ পথে আলোক বিকিরণ করুক, ইহাই সেদিন মনে প্রাণে কামনা করিলাম।

তাই অকৃত্রিম; শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ আমার ও ব্রজবাসী মহাশয়ের বহু পরিশ্রমের ফল এই শ্রীপদামৃতমাধুরী দ্বিতীয় খণ্ড আপনার ন্যায় সাধু মহাত্মার করকমলে শ্রদ্ধার সহিত অর্পণ করিয়া আমরা ধন্য হইলাম। ইতি



লালগোলাধিপ
মহারাজা রাও শ্রীল যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর, সি, আই, ই

ভূমিকা

নিজপ্রণয়িতাসুধামুদয়মাপ্নুবন্ যঃ ক্ষিতৌ
কিরত্যলমুরীকৃতদ্বিজকুলাধিরাজঃ স্থিতিঃ।
স লুণ্ঠিত-তমস্ততির্মম শচীসুতাখ্যঃ শশী
বশীকৃত-জগন্মনাঃ কিমপি শর্ম্ম বিন্যস্যতু॥

নীলাচলে দিগন্ত-বিস্তৃত জলনিধি অনন্ত তরঙ্গভঙ্গে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে, আর তাহারই অনতিদূরে গম্ভীরায় অপার ভাবনিধি শ্রীগৌরচন্দ্র ভাবের অনন্ত তরঙ্গ-হিল্লোলে থাকিয়া থাকিয়া বিক্ষোভিত হইয়া উঠিতেছেন। চঞ্চলচল নীলাম্বুধিরও তুলনা নাই, নবনব বিভ্রমশালী মহাপ্রভুরও তুলনা নাই। অপার পারাবার অশান্তভাবে ঢেউএর পরে ঢেউ তুলিয়া বালুকার বেলাভূমিতে আছাড়িয়া পড়িতেছে, আর গৌরচন্দ্রের ভাবাম্বুধি উচ্ছলিত হইয়া প্রতিক্ষণে তাঁহার সু-উন্নত দেহকে ক্ষুব্ধ বিধ্বস্ত মথিত করিতেছে। তাই বোধ হয় নীলাচলে সমুদ্র তাঁহার যোগ্য প্রতিবেশী হইয়াছিল।

শ্রীরূপ ও রায় রামানন্দ

একদিন রসিকভক্তগণের মুকুটমণি শ্রীরাম রায়, অসাধারণ কবি ও নিপুণ রসস্রষ্টা শ্রীরূপ গোস্বামীর কবিত্ব পরীক্ষা করিতেছেন। মহাপ্রভু মৃদুহাস্য সহকারে এই বিদগ্ধ-চূড়ামণি-যুগলের কথোপকথন উপভোগ করিতেছেন। রায় রামানন্দ রূপগোস্বামিপাদকে প্রশ্ন করিলেন, "তোমার ললিত-মাধব নাটকের নান্দী বল দেখি, শুনি।"

শ্রীরূপ রাম রায়কে বলিলেন, "তুমি সূর্য্যের ন্যায় ভাস্বর, আর আমি তোমার নিকট ক্ষুদ্র খদ্যোতেরও অধম। তোমার নিকট আমার কিছুই বলা সাজে না। আমার ধৃষ্টতা যদি নিজগুণে ক্ষমা কর, তবে আমি কিছু বলিতে পারি।" এই বলিয়া তিনি প্রথম নান্দী বা মঙ্গলাচরণ শ্লোকের ব্যাখ্যা করিলেন।

রামানন্দ পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, 'আচ্ছা, দ্বিতীয় নান্দী কি করিয়াছ, শুনি ?'

তখন শ্রীরূপ অত্যন্ত সংকোচের সহিত 'নিজপ্রণয়িতা সুধামুদয়ম্' ইত্যাদি উপরিলিখিত শ্লোকটি পাঠ করিলেন। সূত্রধার স্বীয় অভীষ্ট দেবতাকে ঐ শ্লোকের দ্বারা প্রণাম করিতেছেন; বলিতেছেন, যিনি ধরাতলে উদয়-প্রাপ্ত অর্থাৎ আবির্ভূত হইয়া নিজ প্রেমরস-পীযূষ রাশি রাশি বিলাইতেছেন, যিনি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া দ্বিজকুলাধিরাজ সংজ্ঞা লাভ করিয়াছেন, যিনি অজ্ঞানাদি কৈতবরূপ অন্ধকার-রাশির বিনাশক, এবং যিনি জগতের মন মুগ্ধ করিয়াছেন, সেই শচীসুত নামক চন্দ্র আমার অনির্ব্বচনীয় আনন্দ বিধান করুন।

এস্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, আমরা যে সকল গৌর-চন্দ্রিকার দ্বারা মহাপ্রভুর বন্দনা করি, তাহার অধিকাংশই পর-বর্ত্তীকালের রচনা। শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ যে গৌরচন্দ্রিকার দ্বারা নান্দী করিলেন, তাহার শ্রোতা মহাপ্রভু স্বয়ং। এ সৌভাগ্যের কি পার আছে ?

মহাপ্রভু শ্রীরূপের কবিত্বপূর্ণ শ্লোক শুনিয়া মনে মনে সুখী হইলেন। কিন্তু বাহিরে কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, 'তোমার সুন্দর কাব্যসুধা-সমুদ্রে এই মিথ্যা স্তুতি-ক্ষার-বিন্দু মিশাইলে কেন ?'

ইহা শুনিয়া রাম রায় আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'রূপের বাক্য অমৃতের পূর, তার মধ্যে এই এক-বিন্দু কর্পূর মিশাইয়াছেন।'

কি সুন্দর উপমা ! স্বভাবজ কাব্যপ্রতিভার সঙ্গে যদি ভগবৎ-প্রীতির মিলন ঘটে, ত তাহা পরমান্নে কর্পূরেরই ন্যায় সুস্বাদ ও উপাদেয় হয়। এ বিষয়ে বৈষ্ণব জগতে রূপের তুলনা নাই, রাম রায়েরও তুলনা নাই। শ্রীরূপ গোস্বামীর কাব্য বৈষ্ণব কবিতার যে কি অদ্ভুত প্রেরণা যোগাইয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। পরবর্ত্তী কবিরা অনেক স্থলে তাঁহার কবিতার ভাব লইয়াই তাঁহাদের বহু চিত্তবিমোহিনী কবিতা রচনা করিয়াছেন। তাঁহারই মূলধনে অনেক কবি বাণিজ্য করিয়া ধনী মহাজন হইয়া গিয়াছেন ! আমরা এখন কবি বলিতে যাহা বুঝি, রূপ সে শ্রেণীর কবি ছিলেন না। গৌড়ের বাদশাহের উজীরিপদ পরিত্যাগ করিবার পর তিনি সখের কবিত্ব অর্জ্জন করিয়া খ্যাতি লাভ করিতে প্রয়াসী হন নাই। ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল, সাধন-ভজনের অনলে বিশুদ্ধচিত্ত, ভগবচ্চরণে সর্ব্বেন্দ্রিয়াত্মাসহ একান্ত লীন এবং সর্ব্বোপরি মহাপ্রভুর শক্তিসঞ্চারে শক্তিমান শ্রীরূপ গোস্বামী যে প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার প্রেমাভিনয় বর্ণনা করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইবেন, তাহা হইতে পারে না।

দিনান্তরে শ্রীল রামানন্দ রায় মহাপ্রভুর সঙ্গে যখন ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছিলেন, তখন মহাপ্রভু কথা-প্রসঙ্গে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

'গান মধ্যে কোন গান জীবের নিজ ধর্ম্ম ?'

রামানন্দ উত্তর করিলেন,

'রাধাকৃষ্ণের প্রেম-কেলি যে গীতের মর্ম্ম।'

পুনরায় শ্রীগৌরাঙ্গ জিজ্ঞাসা করিলেন,

'শ্রবণ মধ্যে জীবের কোন শ্রেষ্ঠ শ্রবণ ?'

রায় রামানন্দ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন,

'রাধাকৃষ্ণ প্রেম-কেলি কর্ণ-রসায়ন।'

এই হৃৎকর্ণ-রসায়ন কথা বৈষ্ণব কবিতার বিষয়। হৃদয় এবং কর্ণকে রসসিক্ত করিতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলিই সমর্থ। শ্রুতি বলিয়াছেন, আত্মা বারে শ্রোতব্যঃ। নিখিল শ্রোতব্য বিষয়ের মধ্যে পরমাত্মার ন্যায় আর কি আছে ? জানিতে হয়, শুনিতে হয় ত তোমার আত্মার সম্বন্ধেই শ্রবণ, মনন ও ধ্যানের দ্বারা অবগত হও। রাম রায় সেই কথাই বলিলেন। বিশুদ্ধ জ্ঞানের ভাষায় যাহা 'পরমাত্মা'-সংজ্ঞক, তাহাই রসের ভাষায় আনন্দ-ঘনরূপ শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীরাধিকা তাঁহারই আনন্দ-স্বরূপের লীলাময়ী মূর্ত্তি।

জ্ঞান ও রসানুভূতি

কৃষির্ভূবাচক শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥

মহাভারত—উদ্যোগ পর্ব্ব।

কৃষ্ ধাতুর অর্থ সত্তা বা অস্তিত্ব, ণ শব্দের অর্থ নির্ব্বাণ বা অমৃত। দুইয়ের মিলনে কৃষ্ণ শব্দ নিষ্পন্ন হয়, অর্থ পরব্রহ্ম। শ্রীকৃষ্ণ অমৃতময়, সুখময় পুরুষ, তিনি রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি। যিনি বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গের পথিক, তিনি এই সংবাদটি অবগত নহেন। যিনি কর্ম্মমার্গে শুধু স্বর্গ-কামনায় যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন, তিনিও অবগত নহেন।

অরসজ্ঞ কাক চূষে জ্ঞান-নিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র-মুকুলে ॥
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্কজ্ঞান।
কৃষ্ণ প্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান ॥

চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যলীলা।

ইহার অর্থ অবশ্য এ নয় যে যাঁহারা জ্ঞানকে শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা সকলেই দুর্ভাগা। জ্ঞান যে ভক্তি হইতে সর্ব্বত্র বিচ্ছিন্ন হইবে, এমন কোনও কথা নাই। ভক্তি-বর্জ্জিত, প্রীতি-বিরহিত যে বিশুষ্ক জ্ঞান, তাহাই বৈষ্ণবের চক্ষে ব্যর্থ ও নিরর্থক। অন্যথা জ্ঞানই রসের প্রবাহকে ধারণ করে। জ্ঞানের গুরু মহেশ্বরের জটায়ই পুণ্যপীযূষবাহিনী জাহ্নবী অবতীর্ণা হন! কঠোর কঠিন হিমগিরির উপলমণ্ডিত কক্ষে কক্ষে লীলায়িত পাদক্ষেপ পূর্ব্বক পতিতপাবনী গঙ্গা হরিদ্বারে নামিয়া আসিয়াছেন! সুতরাং বুঝিতে পারা যায় যে, জ্ঞান ও ভক্তির সম্মিলনে শ্রদ্ধা, রতি, ভক্তি ক্রমশঃ আবির্ভূত হইয়া জীবনকে সরস, স্নিগ্ধ ও সফল করে। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥

সপ্তম অধ্যায়।

যে চারিপ্রকার সুকৃতি-বিশিষ্ট ব্যক্তি আমাকে ভজনা করে, তাহার মধ্যে একমাত্র আমাতেই ভক্তিশীল মদৈকপ্রাণ জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ; আমি জ্ঞানীদিগের একমাত্র প্রিয় এবং জ্ঞানীরাও আমার প্রিয়।

শ্রীধর স্বামিপাদ এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—জ্ঞানিনো দেহাদ্যভিমানাভাবেন চিত্তবিক্ষেপাভাবাৎ নিত্যযুক্তত্বং একান্ত-ভক্তিত্বঞ্চ সম্ভবতি নান্যস্য। অর্থাৎ যিনি জ্ঞানী, তিনি দেহাদি অভিমান হইতে মুক্ত, এই কারণে তাঁহার চিত্তবিক্ষেপও রহিত হইয়াছে। সুতরাং জ্ঞানীর পক্ষেই নিত্যযুক্তত্ব ও একান্ত-ভক্তিত্ব সম্ভব হইতে পারে, অন্যের পক্ষে নহে।

জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির দ্বারা ভগবান্ সহজলভ্য হয়েন। তত্ত্বজ্ঞানী শ্রীশুকদেব ভক্তকুলশিরোমণি। শ্রীমদ্‌ভাগবত সেই শুকমুখ হইতে গলিত পরম স্বাদু ফল। বিশুদ্ধতত্ত্বজ্ঞানী তর্ক বিচারের দ্বারা এক অখণ্ড, পরিপূর্ণ অদ্বয় তত্ত্বে উপনীত হয়েন। জগতের কার্য্য-কারণ পরম্পরা অনুসন্ধান করিতে করিতে তিনি এক অনির্ব্বচনীয় অক্ষয়, অব্যয় চরম সত্যে উপস্থিত হইতে পারেন।* কিন্তু যিনি

* অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র :কথং তদুপলভ্যতে।—কঠোপনিষৎ
অস্তি এই মাত্র বলা যায়। তাহার বেশী উপলব্ধি হয় না।

জ্ঞানী এবং ভক্ত, তাঁহার নিকট সেই সত্য পরম রমণীয় রূপে প্রতিভাত হয়। জ্ঞানীর নিকট যাহা সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম ভক্তের ভাষায় তাহা :রসো বৈ সঃ।

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।

জ্ঞানীর চক্ষে যাহা নির্ব্বিকার, নিরালম্ব, নির্ব্বিকল্প, নির্গুণ; ভক্তের চক্ষে তাহা মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো···মধুরং মধুরং; সকলই মধুর।

রসের দ্বারে যাহা আস্বাদনীয়, তাহা কেবল জ্ঞানের দ্বারা লাভ করিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

গোপালতাপনী

দৃষ্টান্ত স্বরূপে গোপালতাপনী উপনিষদের একটি শ্লোকও তাহার ব্যাখ্যা গ্রহণ করা যাইতে পারে। গোপালতাপনী উপনিষৎ অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত। তাপনী অর্থ শ্রুতি। এই শ্রুতির প্রতিপাদ্য এই যে, কৃষ্ণই পরব্রহ্ম বা পরম দেবতা।

যে শ্লোকের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি, তাহা শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান—

সৎপুণ্ডরীক-নয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্।
দ্বিভুজং জ্ঞানমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্॥
গোপগোপীগবাবীতং সুরদ্রুমতলাশ্রিতঃ।
দিব্যালঙ্করণোপেতং রত্নপঙ্কজ মধ্যগম্॥
কালিন্দীজল-কল্লোল-সঙ্গিমারুত-সেবিতম্।
চিন্তয়ংশ্চেতসা কৃষ্ণং মুক্তো ভবতি সংসৃতেঃ॥

ইহার অর্থ রসিকজনের নিকট সুগম;—নির্ম্মল কমলের ন্যায়

যাঁহার নয়নযুগল, যিনি নবজলধরতুল্যকান্তি, যিনি বিদ্যুৎ সদৃশ পীতাম্বরধারী, যিনি দ্বিভুজ এবং জ্ঞানমুদ্রাখ্য চিহ্নযুক্ত, বনমালা-বিভূষিত এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র কর্ত্তা; যিনি শ্রীদামাদি গোপগণ, শ্রীরাধা প্রভৃতি গোপীগণ এবং কপিলা আদি গাভীগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা পরিবৃত; যিনি কল্পবৃক্ষের নিম্নে বাস করেন; দিব্যাভরণ সমূহে যিনি ভূষিত এবং সিংহাসনস্থ রত্নময় পদ্মের উপরে অধিষ্ঠিত। যিনি যমুনাজলকল্লোলবাহী পবনের দ্বারা সেবিত—সেই শ্রীকৃষ্ণকে মনে মনে চিন্তা করিলে মানব সংসার-যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে।

টীকাকার ইহার একটি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সে ব্যাখ্যানুসারে গোপ অর্থে জীব, গোপী অর্থে মায়া এবং গাব অর্থে বেদ। এই সকলের আশ্রয়ভূত—শ্রীকৃষ্ণ। বনমালী অর্থে যিনি বনে বা নির্জ্জনে (অর্থাৎ ভক্ত-হৃদয়ে) প্রকাশমান। সুরদ্রুমতলাশ্রিতং অর্থাৎ সুরদ্রুমঃ=বেদঃ, তস্য তলং=স্বরূপং, আশ্রিতং=তৎপ্রতিপাদ্যং ইত্যর্থঃ।

এরূপ ব্যাখ্যা অধিক দূর অনুসরণ করিবার প্রয়োজন নাই। শুষ্ক জ্ঞানের দিক দিয়া শ্রীকৃষ্ণ-লীলা বুঝিতে যাওয়া যে কিরূপ নিষ্ফল, তাহা উপরি উক্ত উদাহরণ হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। যাঁহারা কেবল জ্ঞানমার্গের পথিক, তাঁহাদের পক্ষে বেদান্তবেদ্য ব্রহ্মবিদ্যা রহিয়াছে। তাঁহারা উহারই অনুসন্ধান করুন। রসিক ভক্ত লীলা-রসে ডুবিয়া থাকিতে ইচ্ছা করেন। লীলা ধ্যানগম্য বস্তু। ভগবান কেন লীলা করেন, তাহা কে বলিবে? কারণ

বলিতে পারা যায় না বলিয়াই তাহা লীলা নামে অভিহিত হয়। সেই অজ, নিত্য, শাশ্বত, অদ্বিতীয় পুরুষ যেদিন মনে করিলেন; আমি বহু হইব (বহু স্যাম্ প্রজায়েয়—শ্রুতিঃ), সেই দিন লীলার আরম্ভ হইল। সেই অখণ্ড আনন্দ হইতে যে দিন সমস্ত ভূত-নিবহ জন্মলাভ করিল, সেই দিন লীলা দিগ্‌দিগন্তে কুসুম সৌরভের মত বাহিত হইল। লীলাময়ের লীলা হইতেই সৃষ্টি, সৃষ্টির ললামভূত মানব সেই লীলা অনুধ্যান করিবার অধিকারী। যে ভাগ্যবানের হৃদয়ে ভগবল্লীলা প্রতিভাত হয়, সেই আস্বাদন করিতে পারে। চিন্তার দ্বারা, ধ্যানের দ্বারা ইহা বেদনীয়। রসের দ্বারা, আনন্দের মধ্য দিয়া ইহা আস্বাদনীয়। ভক্তের আস্বাদন-সামর্থ্যের জন্যই ভগবানের লীলা।

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ॥

অধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিলে লীলার রসাস্বাদন ত দূরের কথা, সত্যের মর্য্যাদাও রক্ষিত হওয়া কঠিন। যেখানে নবজলধরকান্তি পীতবসনধারী কালিন্দী-জলকল্লোল-কোলাহল-কুতূহলী শ্যামচন্দ্রের রূপ বর্ণনা হইতেছে, সেখানে তাহার পরিবর্ত্তে এক মায়াতীত নির্গুণ ব্রহ্মের স্থাপন-চেষ্টা মানসিক ব্যায়ামের কসরৎ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

লীলা কি রূপক ?

আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা রাধাকৃষ্ণলীলা রূপক বলিয়া মনে করেন। কেহ বলেন, ইহা প্রকৃতি পুরুষের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া! কেহ কেহ আবার মনে করেন যে, ইহা জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ ব্যতীত

আর কিছুই নহে। যাঁহারা সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন যে পুরুষ নিষ্ক্রিয়, নির্লিপ্ত, দ্রষ্টা মাত্র। যাঁহারা দার্শনিক তত্ত্বরূপে জীবাত্মা পরমাত্মার সম্বন্ধ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে জীবাত্মা নশ্বর, মায়াধীন, দুঃখাধার এবং সসীম; পরমাত্মা অবিনাশী, মায়াতীত আনন্দময় এবং অসীম। সুতরাং এই সকল উপায়ে রাধাকৃষ্ণ-লীলা বুঝিতে যাঁহারা চেষ্টা করেন, তাঁহারা সহজ পন্থা ছাড়িয়া গহন কণ্টক বনে গিয়া পড়িয়াছেন বলিয়া মনে হয়। রাধাকৃষ্ণলীলা রূপক বলিয়া মনে করিলে আর যাহাই হউক, ইহার মাধুর্য্য-উপভোগে বঞ্চিত হইতে হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এই প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলেরই প্রণিধান-যোগ্য—

চিত্তরঞ্জন দাস

"যাঁহারা বাঙ্গালার প্রাণকেন্দ্র হইতে ইয়ুরোপীয় বিশ্ব সাহিত্যের ঝড়ে শতধা দীর্ণ ও বিচ্ছিন্ন, তাঁহারাই এই বিশাল বিশ্ব-লীলার জীবন্ত মূর্ত্তি-স্রোতের মাঝে বৈষ্ণব কবিতাকে প্রাণহীন রূপক বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন।......কৃষ্ণ বাস্তবিকই বৈষ্ণব পদাবলীর মহাজনদিগকে কৃষ্ণ পাওয়াইয়া দিয়াছিলেন, তাই তাঁহাদের কবিতা এত সরল, এত সুন্দর, এত রূপ-বৈচিত্র্যে ভরা ভরা। এই সব কবিতা বুঝিতে হইলে ইয়ুরোপীয় সাহিত্যের মোহ হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে হইবে। বাঙ্গালার যে প্রাণ, তাহার খোঁজ করিতে হইবে, মুখস্থ করা জ্ঞানের যে অহঙ্কার, তাহাকে দূর করিয়া দিতে হইবে।"

চিত্তরঞ্জন বৈষ্ণব কবিতা যেমন বুঝিয়াছিলেন, ইহার প্রাণের

পরশটুকু যেমন দরদ দিয়া অনুভব করিয়াছিলেন, তেমন খুব অল্প লোকেই করিয়াছেন। তাঁহার 'বাঙ্গালার গীতি-কবিতা' প্রবন্ধে বৈষ্ণব কবিতার রসমাধুর্য্য অপূর্ব্ব সম্পদে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে।

বাঙ্গালীর প্রাণের সঙ্গে সুর মিলাইয়া বৈষ্ণব কবিরা গাহিয়াছিলেন, তাই তাহার রস-নিষেকে এখনও আমাদের উষর চিত্তভূমি স্নিগ্ধ হইয়া রহিয়াছে। তত্ত্বের দিক্ অপেক্ষা রসের দিক দিয়া দেখিলে বৈষ্ণব কবিতার প্রকৃত স্বরূপ সহজে আমরা বুঝিতে পারিব।

'এস এস বঁধু এস, আধ আচরে ব'স
নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।'

ইহার তত্ত্ব যাহাই হউক, ইহা আপনার সৌন্দর্য্যে আপনি ভরপুর। প্রাণের অন্তরতম অন্তস্তলে ইহার একখানি সুন্দর নিখুঁত ছবি নিমেষে ভাসিয়া উঠে। সুতরাং আমরা বলিব যে, রসই বৈষ্ণব কবিতার প্রাণ।

রস আনন্দেরই নামান্তর। যে কবিতা রস বা আনন্দ সৃষ্টি করিতে পারে না, তাহা কবিতা নামের যোগ্যতা প্রাপ্ত হয় না। মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিচারে এই রস নবধা বিভক্ত; যথা আদি, বীর, করুণ, হাস্য, রৌদ্র, বীভৎস, অদ্ভুত, ভয়ানক, শান্ত। বাৎসল্য রস গণনা করিলে সর্ব্বশুদ্ধ দশটি রস পাওয়া যায়। কবিতামাত্রই ইহার কোন না কোনও রসপর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে। কবিরা যে এই রস-বিভাগকে উপলক্ষ্য করিয়া কবিতা রচনা করেন, তাহা নহে। কাব্যসৃষ্টির একটি প্রধান লক্ষণ এই যে, প্রকৃতির রম্য উদ্যানে

বসন্তপবনে নানারঙের ফুল যেমন আপনি ফুটিয়া উঠে, তেমনি কবির মানসকুঞ্জে কবিতা আপনি বিকশিত হয়। নিসর্গের ফুলসৃষ্টি ও কাব্যসৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য এই যে, জড়জগতের জিনিষ অল্পেই ঝরিয়া পড়ে; আধ্যাত্মিক জগতের জিনিষ যুগযুগান্তর ধরিয়া আনন্দ বিতরণ করে।

বৈষ্ণব কবিতার শ্লীলতা

আমার মনে হয় আর যাহাই হউক, রসের দিক দিয়াই বৈষ্ণব কবিতার সার্থকতা বেশী। আনন্দময়ের লীলা অবলম্বন করিয়া যে কাব্য রচিত হয়, তাহা যে আনন্দের খনি ইহবে, ইহা আর বিচিত্র কি! এই জন্য কাব্যজগতে বৈষ্ণব কবিতা এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। ইহা আদি বা শৃঙ্গাররস প্রধান বলিয়া কেহ কেহ একথা মানিয়া লইতে চাহেন না।তাঁহাদের মনে দ্বিধা উপস্থিত হয় রুচি লইয়া। আধুনিক রুচিসম্পন্ন অনেকের মনেই এইরূপ ধারণা আছে। একজন সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক বৈষ্ণব কবিতাকে বলিয়াছেন 'মদনমহোৎসব'। (বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কৃষ্ণচরিত্র দ্রষ্টব্য।) বঙ্কিম বাবুর সময়ে বৈষ্ণব কবিতার সমালোচনার সবে সূত্রপাত হইতেছে। এমন সময়ে তাঁহার ন্যায় ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির মনে যে ভাবটি প্রথমেই আঘাত করিয়াছিল, তিনি তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; কিন্তু তার পরে বহুবর্ষ চলিয়া গিয়াছে। বৈষ্ণব সাহিত্যও দর্শনের অনেক আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখনও অনেকের মধ্যে সেই পূর্ব্ব ধারণা প্রবল দেখিতে পাওয়া যায়।

এইরূপ সমালোচনার উত্তরে বক্তব্য এই যে, আদিরস বা

শৃঙ্গাররস সকল রসের সার। শৃঙ্গার রসের অপর নাম উজ্জ্বলরস। দাম্পত্যপ্রেম সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশে কাব্যের প্রধান উপাদান যোগাইয়া আসিতেছে। তবে সকলের রুচি সমান নহে ; সকল সময়ে এক রস সকলের আনন্দ উৎপাদন করে না। একই ধরিত্রী হইতে রসঃসংগ্রহ করিয়া ইক্ষু হয় মিষ্ট, নিম্ব হয় তিক্ত। আধার অনুসারে, পাত্র অনুসারে রসের ও রুচির বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। এখনও এমন বৈষ্ণব আছেন যাঁহারা রাধাকৃষ্ণের আদিরসাত্মক লীলা শ্রবণ করেন না। কোনও স্থানে আদিরসের পদ গীত হইলে, তাঁহারা সে স্থান ত্যাগ করেন। ইঁহারা শান্ত, বাৎসল্য বা সখ্য রসের অধিকারী।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ভগবানের লীলা আস্বাদন করিবার পথ একটিমাত্র নহে। প্রথমে স্থির করিতে হইবে যে, কোন ভাবে আমরা তাঁহাকে আস্বাদন করিতে বা অনুভব করিতে চাই। যদি আমরা সর্ব্বকারণ-কারণ এক চরম সত্যরূপে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই, তাহা হইলে আমরা কোনও বিশেষণেই তাঁহাকে আর বিশেষিত করিতে পারি না।

নির্গুণ ব্রহ্ম

তিনি নির্গুণ, নিরঞ্জন, নিরাকার, তিনি মনোবুদ্ধির অতীত, তাঁহার রূপ নাই, নাম নাই, সীমা নাই, আছে শুধু এক অখণ্ড সত্তা। অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ ; কিন্তু এমন নঞ্ তৎপুরুষের অসীম সমষ্টি লইয়া কি ভক্ত তৃপ্ত হইতে পারেন? যাঁহাকে আমরা একান্ত আপনার বলিয়া গ্রহণ করিব, যাঁহার অপেক্ষা কেহ আমার আত্মীয় নাই, যাঁহাকে না পাইলে সমস্ত জীবন ব্যর্থ হইয়া যায়, তাঁহাকে সমস্ত বেদনা অনুভূতির

পরপারে নির্ব্বাসিত করা চলে কি? যিনি আমার নয়নের আলো, কণ্ঠের ভাষা, যিনি আমার প্রাণের প্রাণ, তাঁহাকে এমন করিয়া দূরে রাখা চলে না।

প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ।

—বৃহদারণ্যক

তিনি পুত্র অপেক্ষা প্রিয়, বিত্ত অপেক্ষা প্রিয়, অন্য সকলের চেয়ে প্রিয়।

পতিঃ পতীনাং পরমং পরস্তাৎ—শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ

অসীম ও সসীম

তাই ভক্ত অসীমকে সীমার মাঝে আনিতে চেষ্টা করেন। 'সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর'; তুচ্ছ জল-বিন্দুতে সূর্য্য প্রতিবিম্বিত হয়েন। সূচীরন্ধে ও সূর্য্যকে দেখিতে পাওয়া যায়। তুচ্ছ মানবের ক্ষুদ্র হৃদয়ের মাঝে যে সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী পরাদপিপর ব্রহ্ম কেমন করিয়া আবির্ভূত হয়েন, ইহা এক পরম রহস্য। এই রহস্যের নামই লীলা। ভগবান কেন লীলা করেন তাহা আমরা জানি না বলিয়াই উহাকে বলি 'লীলা'; বেদান্তসূত্র বলিয়াছেন—

লোকবৎ তু লীলা-কৈবল্যম্।

লীলার মাধুর্য্য

ইহা মানুষের মত কেবলই খেলা। ছোট শিশুরা যেমন অকারণে খেলা করে, হাসে কাঁদে, ছুটাছুটি করে। এ তেমনই এক ব্যাপার। কিন্তু বড় সুন্দর, বড় চমৎকার! লীলার চমৎকারিত্বই বৈষ্ণব সাহিত্যের

প্রাণ। ভক্তেরা কেহ সখাভাবে, কেহ পুত্র-ভাবে, কেহ পতি-ভাবে তাঁহাকে আস্বাদন করিয়াছেন।

কারও মাতা, কারও পিতা কারও সুহৃৎ সখা হও।
যে যা বলে প্রেমে গ'লে তাতেই তুমি সুখী হও॥

—ব্রহ্মসঙ্গীত

যাঁহারা সখাভাবে তাঁহাকে ভজনা করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার কাঁধে চড়িয়াছেন, উচ্ছিষ্ট খাওয়াইয়াছেন, তাঁহাদের রাখাল রাজাকে লইয়া কত খেলা খেলিয়াছেন! যাঁহারা পুত্রভাবে তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাকে বন্ধন করিয়াছেন, মাথায় খড়ম বহাইয়া লইয়াছেন, তুচ্ছ ননীর জন্য প্রহার করিয়াছেন। বাৎসল্যভাবে বিভাবিতা যশোমতী শ্রীকৃষ্ণকে প্রহার করিয়া উদূখলে বাঁধিয়াছেন। গোপীরা কৃষ্ণের জন্য ব্যথিতা হইয়া মা যশোদাকে অনুনয় করিতেছেন। কিন্তু ক্রুদ্ধা যশোদা আজ কাহারও কথা শুনিবেন না। গোপালকে আজ শিক্ষা দিতেই হইবে; নতুবা সে এমন অশিষ্ট হইলে লোকে তাঁহাকেই যে মন্দ বলিবে! যশোদা গোপীগণকে বলিতেছেন ;—

জাহ চলি অপনে অপনে ঘর।
তুমহি সব মিলি ঢীট করায়ো অব আয়ী বন্ধন ছোরন বর॥

তোমরা আপন আপন গৃহে চলিয়া যাও। তোমরা সকলে মিলিয়া আমার গোপালকে ঢীট (ধৃষ্ট) করিয়াছ, (অর্থাৎ তোমাদের জন্যই সে এমন ধৃষ্টতা শিখিয়াছে) আবার এখন তোমরা তাহার বন্ধন মুক্ত করিতে আসিয়াছ!

কি সুন্দর বাৎসল্যের চিত্র! মহাকবি সুরদাসের এ চিত্র ক্ষণেকের জন্য আমাদিগকে ভুলাইয়া দেয়, যশোদার গোপাল কে ছিলেন! বিশুদ্ধ বাৎসল্যের নিকট ভগবানও শিশু। আর পতিভাবে ভগবানকে যাঁহারা ভজনা করেন, তাঁহাদের আস্বাদনের সীমা কোথায়? কেহ কেহ বলিবেন, একটু সীমা থাকিলে হয় ত ভাল হইত। আমরা যাহারা পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করিয়াছি,—আমরা সমস্তই সেই শিক্ষার রঙ্গিন চশমার মধ্য দিয়া দেখি। যতক্ষণ আমাদের চোখের ঠুলি খসিয়া না পড়ে, ততক্ষণ আমরা ত অস্বস্তি অনুভব করিবই।

মানুষের রুচিরও যেমন বৈচিত্র্য আছে, আস্বাদনের প্রণালীও তেমনি নানাবিধ। সকলের অনুভূতি একই খাতে প্রবাহিত হয় না, চিত্ত-শুদ্ধি না হইলে আবার অনুভূতির পারিপাট্য জন্মে না। বিশুদ্ধ অনুভূতির দ্বারা যাহার যে রস উপলব্ধ হয়, তাহার সেই ভাবে ভজনা করা সঙ্গত। তাহাতেই তাহার সিদ্ধি। মধুর রসে যাঁহার প্রীতি নাই, তাঁহার পক্ষে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য রস রহিয়াছে। ফলকথা যেমন করিয়াই হউক তাঁহাকে ধরিতে হইবে, তাঁহাকে আস্বাদন করিতে হইবে, তাঁহারই চিন্তায় কাল কাটাইতে হইবে, ইহাই হইল প্রয়োজন। নতুবা সকলই বৃথা। ভগবানের লীলা নিয়ত ভাবনা করিতে করিতে হৃদয়ে ভক্তি, আরতি, প্রীতি ক্রমশঃ উদিত হয়, ইহা শাস্ত্র-বাক্য। ইহাই বৈষ্ণবদিগের সিদ্ধান্ত।

অনুভূতির সত্যতা

শুদ্ধচিত্তে তিনি যে ভাবে কল্পিত হয়েন, তাহাই সত্য।

ধর্ম্মাৎ অন্যত্রাধর্ম্মাৎ অন্যত্র অস্মাৎ কৃতকৃতাৎ।

—কঠোপনিষৎ

পদাবলী সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ভক্তহৃদয়ের সমস্ত স্নেহপ্রীতিভালবাসা দিয়া ভগবানকে আস্বাদন করিবার এক বিপুল চেষ্টা। কিন্তু বৈষ্ণব কবিতা ভগবৎ সম্বন্ধীয় হইলেও ইহা ধর্ম্মতত্ত্ব নহে। ভাগবতে ও গীতায় যে প্রভেদ, কাব্য ও ধর্ম্মতত্ত্বে সেই প্রভেদ। গীতা অনুপম হইলেও কাব্য নহে। ভাগবত একাধারে কাব্য ও ধর্ম্ম গ্রন্থ। রস-সৃষ্টি যেখানে, কাব্য সেখানে। ভগবান যে রস স্বরূপ; এ রস না থাকিলে কে বাঁচিত? জীব যে বিষয়ে আসক্ত হয়, তাহার কারণও এই যে, রস-স্বরূপ ভগবানের সত্তা বিষয়েও কিঞ্চিৎ রহিয়াছে। সেই অখণ্ড রসকে ওতপ্রোতভাবে কাব্যের সহিত মিশাইয়া বৈষ্ণবেরা উপভোগ করিতে চাহিয়াছেন।

আদি রস

সকল রসের সার—প্রীতি। কাব্যে এই প্রীতি-রসেরই নাম—আদি রস, শৃঙ্গার রস বা মধুর রস। ইহার অভাবে কোনও দেশেই কাব্য হয় না। এমন কি, ভাষাপরিচ্ছেদ নামক প্রসিদ্ধ তর্কশাস্ত্রের প্রণেতা তাঁহার শুষ্ক নীরস গ্রন্থের উদ্বোধন করিলেন 'নূতনজলধররুচয়ে গোপবধুটী-দুকূল-চৌরায়' বলিয়া। আমাদের গঙ্গাস্তবও কাব্যরসে অভিষিক্ত হইয়া সহস্র সহস্র নর নারীর কণ্ঠে বিহার করে—

যত্তৎতাল-তমাল-শাল-সরল-ব্যালোলবল্লী-লতাচ্ছন্নং
সূর্য্যকর-প্রতাপরহিতং শঙ্খেন্দুকুন্দোজ্জ্বলম্।

গন্ধর্ব্বামরসিদ্ধ-কিন্নরবধূত্তুঙ্গস্তনাস্ফালিতং
স্নানায় প্রতিবাসরং ভবতু মে গাঙ্গং জলং নির্ম্মলম্॥

কোন ভাগ্যবান সুরসিক বাল্মীকি এই গঙ্গাস্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন! এই একটিমাত্র কবিতায় তিনি অমর হইয়া গিয়াছেন। অশীতিপর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত শত শত নরনারী এখনও গঙ্গাস্নান করিতে করিতে স্বর্গলোকের এই গন্ধর্ব্বামর-সিদ্ধকিন্নরযুবতীগণের তুঙ্গস্তনাস্ফালিত জাহ্নবী-জলকল্লোলের শব্দ কল্পনায় শুনিয়া ভক্তিতে আর্দ্র হইয়া উঠেন। এই আদিরসটুকু না হইলেও গঙ্গাস্তব হইতে পারিত, কিন্তু সে স্তব বাঁচিত না। এমন করিয়া মুমুক্ষুর কণ্ঠে কণ্ঠে গঙ্গারই জলতরঙ্গের মত নাচিয়া নাচিয়া ফিরিত না। ইহাতে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত আমাদের মনে সঙ্কোচ বা দ্বিধা আসিতে পারে, কিন্তু কোটী কোটী নরনারীর হৃদয়ে নির্ম্মল গঙ্গাজলেরই মত, যুগযুগান্ত ধরিয়া ভক্তির প্রবাহ বহাইয়া দিতেছে এই স্তোত্র। ধার করা রুচি দিয়া ইহার বিচার করিলেই ইহা অসঙ্গত ঠেকিবে, অন্যথা নহে। কারণ বাল্যকাল হইতেই বাঙ্গালীর স্বভাবসিদ্ধ কাব্য-প্রিয়তা এই সংকোচ-দ্বিধা-সংশয় হইতে বাঙ্গালীকে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। বাল্যকাল হইতেই হিন্দু ছেলেমেয়েরা তাহাদের মাতা পিতা ভগিনী ভ্রাতার সঙ্গে 'নিঃশেষজাড্যাপহা' বীণাপাণি বাগ্দেবীর চরণকমলে 'কুচযুগশোভিতমুকুতাহারে' বলিয়া নিঃসংকোচে অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া থাকে।

কালিদাস কুমার-সম্ভবে হরপার্ব্বতীর লীলা বর্ণন করিয়াছেন

কালিদাসে আদিরস

কাব্যরসে ডুবানো তুলিকায়। তিনি জগতের মাতা পিতা পার্ব্বতী পরমেশ্বরকে যে সাধারণ নায়ক নায়িকার ন্যায় মনে করিতেন না, ইহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

স হি দেবঃ পরং জ্যোতিস্তমঃপারে প্রতিষ্ঠিতম্।
পরিচ্ছিন্নপ্রভাবর্দ্ধি র্ন ময়া ন চ বিষ্ণুনা॥

কুমার সম্ভব২য় সর্গ।

ব্রহ্মা বলিতেছেন,—'সেই পরমেশ্বর অবিদ্যার পরপারে তেজরূপে অবস্থান করেন। আমি তাঁহার প্রভাবের অন্ত পাই না, বিষ্ণুও পান না।'

পুরাণে কথিত আছে মহেশ্বরের তেজ কতখানি তাহা জানিবার জন্য কৌতূহলবশতঃ পদ্মযোনি ব্রহ্মা হংসারোহণে ঊর্দ্ধে গমন করিয়াছিলেন এবং শার্ঙ্গপাণি বিষ্ণু বরাহ রূপে পাতালে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই সে তেজের অন্ত পান নাই। কিন্তু কাব্যরসের নিকটে মহেশের সীমাহীন মহিমা, অনন্ত তেজ এক মুহূর্ত্তে মাধুর্য্যে পরিণত হইল। বসন্তসখ মদনের বাণে তিনি ঈষৎ বিচলিত হইয়া উমার মুখে নয়নত্রয়স্থাপন করিলেন, চন্দ্রোদয়ে অম্বুরাশির বক্ষ যেন ঈষৎ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

হরপার্ব্বতীর বিবাহের পরে যে মধুমিলন হইল, তাহাতে এই মাধুর্য্য আরও ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহাতে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব গেল কি না জানি না, তবে কালিদাসের অমরকাব্যের নায়ক

হিসাবে তিনি কাব্যামোদীর চিরানন্দের খনি হইয়া রহিয়াছেন। মহাকবি হরপার্ব্বতীর সম্ভোগ-বর্ণনায় কিছুমাত্র সংকোচ বা দ্বিধা করেন নাই। আলঙ্কারিকেরা অবশ্য এস্থলে কালিদাসের নিন্দা করিতে ত্রুটী করেন নাই। আমার বক্তব্য এই যে, বৈষ্ণব কবিতায় খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, রসোদ্গার প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল পদাবলী আছে, তাহার রুচি সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে রসশাস্ত্রের দ্বারাই করিতে হইবে।

বিষয়ের মোহে আমরা রাত্রিদিন ঊর্ণাজালে মক্ষিকার ন্যায় জড়িত রহিয়াছি। আমরা আহ্নিক করিবার সময়েও অর্থ চিন্তা করি, ভজনের মধ্যে ও পুত্রকলত্রের জন্য ব্যতিব্যস্ত হই। আমাদের চিত্তকে বিষয় হইতে ব্যাবৃত করিয়া পরমার্থের সন্ধানে প্রেরণ করা সহজ সাধ্য ব্যাপার নহে। রাধাকৃষ্ণ-লীলার অপার মাধুর্য্য যদি মনকে বিষয় হইতে বিরত করিতে পারে, তাহারই জন্য বৈষ্ণব মহাজনেরা এই অতুলনীয় কাব্যরসের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। মনে রাখিতে হইবে, যিনি এই রসের প্রধান স্রষ্টা—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, তিনি সন্ন্যাসী। শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন বিষয়-বিরক্ত মহাপুরুষ; জয়দেব, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস অসামান্য প্রেরণার অধিকারী। ইঁহারা কোনও ষড়যন্ত্র করিয়া লোকের রুচিকে পীড়া দিবেন এবং জন্মার্জ্জিত সংস্কারের মূলচ্ছেদন করিবেন, এমন ত মনে হয় না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কাব্যের প্রধান উপজীব্য আদি বা শৃঙ্গার রস হইলেও শৃঙ্গার রস ব্যতীত অন্য রসও আছে। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর অধিকারীর জন্য শান্ত, দাস্য প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রস রহিয়াছে।

অধিকারীভেদে রতি পঞ্চপ্রকার।
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য মধুর আর॥

চৈতন্যচরিতামৃত।

কোনও রসে অধিকার যাঁহার নাই, এমন লোক যদি থাকেন, তবে তাঁহার জন্য নামকীর্ত্তন রহিয়াছে। নাম করিতে করিতে যখন রুচি হইবে, তখন 'সুনির্ম্মল' কৃষ্ণপ্রেম আপনিই হৃদয়ে আবির্ভূত হইবেন। নামকীর্ত্তন সকলের পক্ষেই সুলভ। লীলায় প্রবেশ সকলের ভাগ্যে ঘটে না। যাঁহারা সে অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষেও বোধ হয় স্তরে স্তরে লীলা-রসের সেই অপূর্ব্ব মণিকুট্টিমে উঠিতে হয়। প্রথমে শান্ত ও দাস্যভাবের মধ্য দিয়া সখ্য, এবং সখ্য ও বাৎসল্যের মধ্য দিয়া উন্নতোজ্জ্বল বা মধুর রসে প্রবেশ করিতে হয়। শান্ত ও দাস্য ভাবে ভগবানকে ভজনা করিতেই সাধারণ লোকে অভ্যস্ত। দাস্য ভাবের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত শুধু যে যীশুখ্রীষ্টে মিলে, তাহা নহে। উদ্ধব ও বিদুর প্রভৃতি মহাপুরুষগণের চরিতেও ইহার সুন্দর অভিব্যক্তি পাওয়া যায়। এমন কি শ্রীরাধা বলিতেছেন—

রসের ক্রম

"কৃষ্ণ মোরে কান্তা করি কহে যবে প্রাণেশ্বরী
মোর হয় দাসী অভিমান।"—চৈতন্যচরিতামৃত।

আমাকে যখন তিনি প্রিয়তমার পদে বসাইয়া প্রাণেশ্বরী বলিয়া সম্ভাষণ করেন, তখন আমার মনে শুধু এই অভিমান হয় যে,

আমি তাঁহার শ্রীচরণের দাসী। আমরাও তাই প্রার্থনা করি তাঁহার দাসানুদাস হইতে—

গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়ো দাসদাসানুদাসঃ।

নামকীর্ত্তন ও প্রার্থনার পদে এই দাস্য ভাবে আত্মসমর্পণের প্রসঙ্গ প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। সুতরাং নামকীর্ত্তনেও রসাস্বাদনের যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া যায়। সখ্য ভাবের মধ্যে দাস্য অন্তর্নিবিষ্ট থাকায় আমরা ভগবানকে সখ্যভাবেও অনেক সময়ে অস্বাদন করিয়া থাকি। তিনি আমাদের বন্ধু, সখা, শরণং, সুহৃৎ। বাৎসল্য ভাবে ভগবানকে ভাবিতে পারা তেমন সহজ নহে। আমরা বরং অন্যদিকে ঐ ভাবের সঙ্গে বেশী পরিচিত। ভগবানকে পিতা বা মাতারূপে ভক্তি করা শুধু হিন্দুধর্ম্মে কেন অন্য ধর্ম্মেও আছে। মাতা পিতা স্বভাবতঃই সন্তানের ভক্তির পাত্র। মাতাপিতা ও সন্তানের মধ্যে যে বাৎসল্য ভাব আছে, সেই সূত্রে আমরা ভগবানের নিকট কত আবদার, কত অভিমান করি! ভক্তশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদের গানে ইহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার মধ্যেও প্রচুর মাধুর্য্য আছে। কিন্তু মাতাপিতার স্নেহে ঐশ্বর্য্যও অনেকখানি মিশ্রিত আছে। বিশুদ্ধ মাধুর্য্য আছে সেইখানে, যেখানে আমরা জনকজননীর ভাবে ভাবিত হইয়া ভগবানকে ক্রোড়ে ধারণ করিতে পারি। তখন আর তাঁহার নিকট আমাদের কিছু প্রার্থনার বস্তু থাকে না। তখন আমরাই বক্ষের সমস্ত স্নেহ উজাড় করিয়া তাঁহাকে দিতে চাই! মাতাপিতাকে পুত্র যে ভক্তি করে,

সখ্য ও বাৎসল্য

তাহার মধ্যে কতকটা ভয়ের ভাব থাকে, কিন্তু পুত্রের প্রতি মাতাপিতার যে স্নেহ, তাহাতে সেরূপ কোনও ভাব নাই। বৈষ্ণবদিগের মতে রস তখনই বিশুদ্ধ হয়, যখন আমাদের কোনও সংকীর্ণ স্বার্থ তাহার মধ্যে থাকে না।

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মাং
অদর্শনাৎ মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

তিনি আমাকে আলিঙ্গন করিয়া নিজ পদদাসীই করুন আর অন্যথা আমাকে পদদলিত করুন, দর্শন না দিয়া মর্ম্মান্তিক দুঃখে নিক্ষেপ করুন অথবা সেই বহুবল্লভ যেমনই বিধান করুন, তিনিই আমার প্রাণনাথ, অন্য কেহই নহে।

মধুর রস

ইহারই নাম মধুর রস। ইহা সকল রস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মাধুপুরী বরা।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ং আদ্য এব পরো রসঃ॥

শ্যামরূপ সকল রূপ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, মধুর পুরী বা বৃন্দাবন সকল পুরী, অপেক্ষা গরিষ্ঠ, নবকৈশোর রূপই অনুধ্যানযোগ্য এবং আদি রসই সকল রস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

মাধবেন্দ্র পুরী, যিনি মেঘ দেখিলে অচেতন হইতেন, তিনিই এই শ্লোকের রচয়িতা।

মাধবেন্দ্র কথা অতি অদ্ভুত কথন।
মেঘ দেখিলেই মাত্র হয় অচেতন॥

চৈতন্য ভাগবত, আদিখণ্ড।

বৈষ্ণব কবিতার মুখ্যরস প্রীতি। ইহার আধার ব্রজগোপী এবং আধেয় স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। প্রীতি অল্পবিস্তর অনেকস্থলে দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ব্রজগোপী ইহার আদর্শ।

রুচির শিষ্টতা

আদর্শপ্রীতি যদি কোথায়ও থাকে, তবে তাহা ব্রজগোপীগণের মধ্যে। ব্রজগোপীগণ শ্রীযমুনার কূলে যে প্রীতি-নির্ঝর বহাইয়াছিলেন, তাহা স্বর্গের মন্দাকিনীও দেখাইতে পারে নাই। তাই কবিরা বলেন যে, বৃন্দাবনলীলা 'বেদ-বিধির অগোচর।' সে যাহা হউক, ভগবানকে প্রীতি-বিলাসী বলিয়া ধরিয়া লইলেও বৃন্দাবন-লীলা সমর্থন করা যায় কি? রাসলীলায় শুকমুনি শ্রীকৃষ্ণের পরদার-প্রসঙ্গ যেরূপ উচ্ছ্বসিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে রাজা পরীক্ষিতের মনেও সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, যিনি ধর্ম্মের সংস্থাপন ও অধর্ম্মের প্রশমনের জন্য অবতীর্ণ, সেই ভগবান নিজে অধর্ম্ম করিলেন, এ কেমন কথা হইল? শুকদেবের উত্তর রসজ্ঞ পাঠকের নিকট অবিদিত নাই। আমরা এসম্বন্ধে যতটুকু চিন্তা করিয়াছি, তাহাই এস্থলে নিবেদন করি।

ভগবান নিজে ধর্ম্মাধর্ম্ম ও শুভাশুভের অতীত। ন্যায়ান্যায়রূপ বিবেকবুদ্ধি ভগবান মানবকে দিয়াছেন সমাজ-স্থিতির জন্য। ভগবান মানব সমাজের অন্তর্গত হইলে তাঁহাকে মানবের কৃত

মানদণ্ড মানিয়া চলিতে হয়। কিন্তু ভগবান দোষী কি নির্দ্দোষ সে বিচারে আমাদের কোনও ফল আছে বলিয়া মনে হয় না। ভগবৎ-প্রীতির আদর্শ হিসাবে আমরা গোপীগণের কার্য্যই দেখিব। তাহাতে আমাদের কল্যাণ আছে। গোপীগণ সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। রূপ যৌবন কুলমান লাজভয় সমস্ত ত্যাগ করিয়া গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিয়াছিলেন। যাঁহারা তাহা পারেন নাই, তাঁহারা ভৌতিক তনু ত্যাগ করিয়া তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন। ইহাই মানবের আদর্শ। এখানে ভগবানের দোষগুণ বিচারে কি ফল হইবে?

ব্রজগোপী প্রেমের আদর্শ

মানবের আদর্শ কেন বলিলাম, তাহার কারণ এই যে, যাঁহারা ভগবচ্চিন্তা করেন তাঁহারা ঐ পরব্যাসনিনী নারীরই মত। সমস্ত গৃহকাজ করিয়া যাইতেছেন, অথচ মন পড়িয়া রহিয়াছে সেই প্রিয়তমের নিকটে। হাতে গৃহস্বামীর কাজ করিতেছি, মুখে (সাংসারিক) প্রভুর কথা কহিতেছি। সংসারের জন্য যাহা কিছু করিতে হয়, তাহা না করিয়া উপায় নাই। সংসার বল্‌গা ধরিয়া আমাদিগকে নিজ প্রয়োজনে ছুটাইতেছে। আর আমরা গোপনে, নির্জ্জনে, মনে মনে সেই পরপুরুষের চিন্তা করিতেছি। অবসর পাইলেই কর তাঁহার নাম জপ করে, মন তাঁহার মাধুর্য্য ধ্যান করে, পদ তাঁহার মন্দিরে যাইবার জন্য ধাবিত হয়। বাধা মানিতে চাহে না, নিষেধ শুনিয়াও শুনে না। এই যে ভক্তের চিত্র, ইহা ঐ পরকীয়া প্রীতিরই চিত্র।

প্রেমের চরম প্রকাশ বিরহে। বিরহব্যাকুলা গোপবালার প্রেম প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদর্শ ছিল। গোপীপ্রেমের মত এমন প্রেমও হয় নাই, মহাপ্রভুর মত এমন অবতারও হয় নাই। বিরহের স্বাদ যদি কখনও জীবনে পাওয়া যাইত, তাহা হইলে বোধ হয় আমরা গোপীপ্রেমের স্বরূপ কিছু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতাম। বুঝি না বলিয়াই কোলাহল করি। ভগবানের পরদারাভিমর্ষণ প্রসঙ্গে আমরা কুণ্ঠিত হইয়া পড়ি। কিন্তু স্বদার-প্রসঙ্গ হইলেই কি ভগবানের লীলা আমরা আরও ভাল বুঝিতে পারিতাম? আমার বোধ হয়, যদি আমরা আত্মপ্রবঞ্চনা না করিয়া ভাবিয়া দেখি, তাহা হইলেই ব্রজগোপীর আদর্শ, বৈষ্ণব কবিতার লীলা-মাধুর্য্য কিছু কিছু বুঝিতে পারি।

"মানুষের হৃদয়ে যাহা কিছু পবিত্র সুকুমার ও উৎকৃষ্ট ভাব আছে, ভক্তি প্রীতি স্নেহ দয়া প্রেম—তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) সকলেরই উদ্দিষ্ট। এই ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের দৈব রাসায়নিক মিশ্রণে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র। সেই জন্যই বোধ হয় তিনি স্বয়ং ভগবান। তাঁহার ভজনা করিলে ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য উভয়বিধ ভজনের ফললাভ হয়। আমাদের বড় সৌভাগ্য যে আমরা ভারতবর্ষে জন্মিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের অধিকারী হইয়াছি; কারণ কৃষ্ণভক্তি আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ।"—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন লিখিত উপনিষদ (ব্রহ্মতত্ত্ব) ২৮১ পৃষ্ঠা।

কৃষ্ণভক্তি যে আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ, ইহা ভারতের অমোঘ বাণী। অন্য কোনও দেশে এমন কথা শুনিতে পাওয়া যায় নাই।

'নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।' কৃষ্ণপ্রেম অর্থবিত্ত বা জ্ঞানের মত চেষ্টা করিয়া লাভ করিতে পারা যায় না; কৃষ্ণপ্রেমের জন্যচেষ্টা করিতেও হয় না। 'শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়।' কোনও রূপে চিত্ত শুদ্ধ হইলেই অমনি কৃষ্ণনাম শ্রবণ, কীর্ত্তন প্রভৃতি হইতে প্রেমের আবির্ভাব হয়। সূর্য্য আকাশেই বিরাজ করিতেছেন, আমরা মেঘের জন্য দেখিতে পাইতেছি না। মেঘ অপসারিত হইলেই সূর্য্য আপনিই প্রকাশিত হয়েন। সেইরূপ মনের মলিনতা দূর হইলেই আত্মায় কৃষ্ণপ্রেম স্বতঃই স্ফূর্ত্ত হয়েন। এই কথাটি বৈষ্ণবেরা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন।

কৃষ্ণ-প্রেম স্বভাব-সিদ্ধ

আমরা বুঝিতে পারি না। কোথায় সেই জাম্বুনদ স্বর্ণ অথবা হরিদ্বারের গঙ্গার জলের ন্যায় বিশুদ্ধ নির্ম্মল কৃষ্ণপ্রেম, আর কোথায় ক্ষুদ্র কীট আমরা! আমাদের পক্ষে কৃষ্ণপ্রেম যে স্বতঃসিদ্ধ, ইহা বিশ্বাস করিতে ভরসা হয় না। আর একটি প্রধান দোষ আমাদের এই যে, আমরা যে কত ক্ষুদ্র, আমাদের চিত্তবৃত্তি যে কত নীচ, তাহাও আমাদের সব সময়ে মনে থাকে না। ক্ষুদ্র হওয়া অপরাধ নহে, জন্ম-জন্মান্তরের নীচতা ও দৈন্য কোনও না কোনও কালে ক্ষমা লাভ করিতে পারে। কিন্তু আমরা যে ক্ষুদ্র, তাহা একেবারেই ভুলিয়া যাই। অভিমান আসিয়া আমাদের হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে। অভিমানের কুয়াসা সৃজন করিয়া আমরা চিরদিনের জন্য অন্ধ সাজিয়া বসিয়া রহিয়াছি। এ কুয়াসার যবনিকা তুলিয়া কে আমাদিগকে

অভিমানের বাধা

সত্যের আলোক দেখাইয়া দিবে? লীলা আমরা বুঝিতে পারি না। আমাদের বুদ্ধি, আমাদের সংস্কার, আমাদের রুচি বাধা প্রাপ্ত হয়। স্বীকার করি, কিন্তু সংসারে কোন জিনিষটাই আমরা ঠিক বুঝিয়াছি? একটি ক্ষুদ্র বালুকণার স্বরূপ বুঝি কি? বুঝি কি, সংসারে কেন দুঃখ? বুঝি কি, কোন অভিশাপে ফুটন্ত কুসুম হিমের শীতস্পর্শে কোরকে ঝরিয়া পড়ে? বুঝি না কিছু, কিন্তু ভাবি যে সবই বুঝি। এই দুরন্ত অভিমান আমাদিগকে ভুলাইয়া রাখিতেছে।

অভিমানের একটি সুন্দর পৌরাণিক গল্প আছে। ব্রহ্মার মনে দারুণ অভিমান যে, তিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র স্রষ্টা। এই অভিমান লইয়া একদিন তিনি মহাবিষ্ণুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। গিয়া দেখিলেন যে সেখানে কারণ-সমুদ্রে একটি অতি সুন্দর পদ্মফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। তাহার দল অগণিত। প্রত্যেক দলে এক একটি সুন্দরী কন্যা নৃত্য করিতেছে। তাহাদের প্রত্যেকের হস্তে একটি ক্ষুদ্র ক্রীড়া-গোলক। ব্রহ্মা মুগ্ধ হইয়া তাহাদের সেই নৃত্য দেখিতে লাগিলেন। এইরূপে কত যুগ যুগান্ত কাটিয়া গেল। তার পর একটি ক্রীড়া-গোলক সহসা ভাঙ্গিয়া গেল। তখন সেই কন্যাটি শোকার্ত্ত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। ব্রহ্মা ব্যথিত হইয়া বলিলেন 'মা, তুমি কাঁদিতেছ কেন? আমি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা; এখনই তোমাকে ঐরূপ শত শত খেলনা নির্ম্মাণ করিয়া দিতেছি!' ইহা বলিয়া ব্রহ্মা মেয়েটির জন্য গোলক নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু শত গোলক দূরে থাকুক, তিনি একটি গোলকও নির্ম্মাণ করিতে পারিলেন না। গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া তখন তিনি তাঁহার সঙ্গী গণেশের

দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন ; দেখিলেন তিনি মৃদুমন্দ হাস্য করিতেছেন। গণেশ ব্রহ্মার অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন—"কারণার্ণবের ঐ পদ্মটি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রতীক। প্রত্যেকটি দল এক একটি ব্রহ্মাণ্ড সূচিত করিতেছে। প্রত্যেক দলে সেই ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা লীলা করিতেছেন! আপনি যে ক্রীড়া-গোলক চূর্ণ হওয়া দেখিলেন উহা আর কিছুই নহে—ঐ ব্রহ্মাণ্ডের বিলয়; প্রলয়কালে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের এক একটি বিলয় প্রাপ্ত হয়। আবার সেই ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন। এইরূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও প্রলয় চলিতেছে। সৃষ্টিরও সীমা নাই, ধ্বংসেরও শেষ নাই।" আমাদের ব্রহ্মা লজ্জিত হইলেন।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কীটাণুকীট মানুষ। বিশ্ব-সৃষ্টি রহস্য দিয়া ঘেরা। মায়াময়ের ক্রীড়নক হইয়া আমরা স্বপ্নভ্রমণ-পরায়ণ জীবের ন্যায় ব্যবহার করিতেছি! কে এমন বন্ধু আছে যে আমাদের জাগাইয়া দিবে? সেই দিন আমরা বুঝিতে পারিব লীলার গূঢ়ত্ব। হৃদয়ের সমস্ত দৈন্যের সহিত, সমস্ত বিনয়ের সহিত প্রতীক্ষা করিতে হইবে সেই জাগরণের। সেই যে জাগা, তাহাই বা নিজের চেষ্টায় হয় কই?

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ (কঠোপনিষৎ)

যাহাকে তিনি বরণ করেন, সেই তাঁহাকে লাভ করে! তাঁহার কৃপা নহিলে কেহ তাঁহাকে জানিতে পারে না। কৃষ্ণলীলা বুঝিতে আমাদের শক্তি কোথায়? তিনি যাহাকে কৃপা করেন, সেই বুঝিতে

পারে। 'তুমি জানাও যারে সেই জানে।' কবির একথা মিথ্যা নহে।

তুমি সেই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ জান নিজ কর্ম্ম।
যারে জানাহ সেই জানে তোমার লীলামর্ম্ম॥

—চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে কথিত আছে যে, ভৃগু তাঁহার পিতা বরুণকে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—"আমাকে ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ করুন।" বরুণ কোনও উত্তর করিলেন না, শুধু বলিলেন, "ধ্যান কর।" ভৃগু ধ্যান করিয়া বলিলেন "অন্নই ব্রহ্ম"। বরুণ বলিলেন, "পুনরায় চিন্তা কর।" তখন ভৃগু আবার ধ্যানস্থ হইয়া দেখিলেন —প্রাণই ব্রহ্ম। বরুণ আবার তাঁহাকে ধ্যান করিতে উপদেশ করিলেন। তখন ভৃগু ধ্যান করিয়া দেখিলেন—ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ।

এই সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহই শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার এই আনন্দ-মূর্ত্তি নানা রূপে নানা লীলায় অভিব্যক্ত হয়। ভক্তগণ সেই রূপ ধ্যান করিয়া, সেই লীলায় ডুবিয়া তাঁহার আনন্দ-স্বরূপতা উপলব্ধির চেষ্টা করেন।

মহাজনগণ যেরূপ ভাবে এই রসাস্বাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহারই ক্রম রক্ষা করিয়া পদগুলি সাজাইয়াছি। পালাক্রমে সাজাইতে হওয়ায় কোন কোন বিষয় একাধিকবার বর্ণিত হইয়াছে।

প্রথমখণ্ড প্রকাশের সময় যে যে মহাত্মা আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন, এবারেও প্রায় তাঁহাদের সকলেরই কৃপালাভ করিয়াছি। লালগোলার ঋষিকল্প মহারাজের সাহায্যলাভ ব্যতীত এত

শীঘ্র দ্বিতীয়খণ্ড প্রকাশিত হইতে পারিত না। তাঁহাকে ও অন্যান্য বন্ধুগণিকে পরম করুণাময় ভগবান দীর্ঘজীবী করুন! বন্ধুবর শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন গুপ্তের ঋণ আমরা শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিতেছি। ইঁহাদের কৃপায় তৃতীয়খণ্ডও শীঘ্র প্রকাশ করিতে পারিব, আশা করি।

শ্রীপদামৃতমাধুরীর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর বহু বিজ্ঞ সজ্জনগণ ইহার সমালোচনা করিয়াছেন। অনেকে উচ্চ প্রশংসাবাদের দ্বারা আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন, আবার কেহ কেহ তীব্র সমালোচনা করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। তাঁহারা সকলেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের কৃপালাভ করুন, ইহাই প্রার্থনা করি। নিজের অজ্ঞতা বশতঃ কত ভুল ভ্রান্তি ঘটিয়াছে, তাহার জন্য আমিই দায়ী; আমার অপরাধের জন্য বৈষ্ণব ভক্তগণের চরণে ক্ষমাভিক্ষা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই।

পুনরায় শ্রীরূপের পদানুসরণ করিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়—

ন প্রেম শ্রবণাদিভক্তিরপি যোগোঽথবা বৈষ্ণবো
জ্ঞানং বা শুভকর্ম্ম বা কিয়দহো সজ্জাতিরপ্যস্তি বা।
হীনার্থাধিকসাধকে ত্বয়ি তথাপ্যচ্ছেদ্যমূলা সতী
হে গোপীজন-বল্লভ ব্যথয়তে হা হা মদাশৈব মাম্।

—ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু।

আমার প্রেম নাই, শ্রবণাদি নবলক্ষণযুক্ত ভক্তি নাই, যোগ বা বৈষ্ণবোচিত ধর্ম্ম নাই, তত্ত্বজ্ঞান, শুভকর্ম্মানুষ্ঠান বা সজ্জাতি, এসকল

আমার কিছুই নাই। তথাপি হে গোপীজনবল্লভ, আমার অন্তরে তোমার জন্য অচ্ছেদ্যমূল আশা সমুত্থিত হইয়া আমাকে ব্যথা দিতেছে।

আর কিছুই থাক্ বা না থাক্, শ্রীমদ্ দাস গোস্বামীর ন্যায় যেন সর্ব্বদা বলিতে পারি—

তবৈবাস্মি তবৈবাস্মি ন জীবামি ত্বয়া বিনা।

ভক্তচরণ-রেণু-প্রার্থী
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

—উপহার—

....

করকমলে।

বিষয়-সূচী

আক্ষেপানুরাগ

চিত্র-সূচী

সূচী পত্র

অ

আ

ঋ

এ

ঐ

ও

ক

ঘ

চ

ছ

জ

ঢ

ত

থ

দ

ধ

ন

প

ব

ভ

ম

য

র

ল

শ

স

হ

শ্রীপদামৃতমাধুরী

রূপানুরাগ

শ্রীগৌরচন্দ্র

সুহই—ধড়া।

গোরা অনুরাগে মোর পরাণ কাতরে[১]।
নিরবধি ছল ছল আঁখি-জল ঝরে ॥
গোরা গোরা করি মোর কি হইল বেয়াধি।
নিরবধি পড়ে মনে গোরা গুণনিধি ॥
কি করিব কোথা যাব গোরা-অনুরাগে।
অনুখণ গোরা-প্রেম হিয়ার মাঝে জাগে ॥
গৌরাঙ্গ-পিরীতিখানি বড়ই বিষম ॥
বাসু কহে নাহি রহে কুলের ধরম ॥

১। কাতর হয়।

সুহই—কাটাদশকুশী।

কি হেরিলাম যমুনার কূলে।
চিকণ কালিয়া রূপ কদম্বের তলে॥
কেমন বান্ধ্যাছে চূড়া কুটিল কুন্তলে[১]।
বেড়িয়া দিয়াছে তাথে বকুলের মালে॥
ময়ুরের পাখা তাথে করে ঝলমলে।
হেরিয়া কামিনী তাথে হারাইলুঁ কুলে॥
চন্দন-তিলক শোভে সুচারু কপালে।
অঙ্গদ বলয়া সাজে সুবাহু-যুগলে॥
হিয়ার উপরে দোলে মালতীর মালা।
কটি মাঝে পীতধটী সদাই চপলা[২]॥
চরণে পরশে আসি ধড়ার অঞ্চলে।
ভুবন মোহন রূপ নিমানন্দ বলে॥

ধানশী—একতালা।

সই এবে বলি কি আর কুল ধরমে।
দীঘল নয়ানে বাণ হানিল মরমে॥

১। কুঞ্চিত কেশে
২। চঞ্চল

সই এবে বলি তার কি সন্ধান।
তাকিয়ে[1] মেরেছে বাণ যেখানে পরাণ ॥
সই এবে বলি না রহে পরাণ।
জাগিতে ঘুমাতে দেখি রসিয়া বয়ান ॥
সই এবে বলি কি রূপ দেখিনু।
দেখিয়া মোহন রূপ আপনে নিছিনু[2] ॥
সই এবে বলি কি রূপ সাজনি।
যাচিয়া যৌবন দিব শ্যামরূপের নিছনি[3] ॥
সই এবে বলি মনে তাহাই জাগে।
গোবিন্দ দাস কহে নব অনুরাগে ॥

ধানশী—জপতাল।

কানু-অনুরাগে ঘরে রহিতে না পারি।
কেমনে দেখিব তারে কহনা বিচারি ॥
গুরুজন-নয়ন-পাপজন বারি।
কেমনে মিলিব সখি নিশি উজিয়ারি ॥

১। লক্ষ্য করিয়া

২। বিলাইয়া দিলাম।

৩। আরতি বা নির্ম্মঞ্ছন করিবার জন্য !

কানুর পিরীতি হাম ছাড়িতে নারিব।
রহিতে না পারি ঘরে কেমনে যাইব॥
শুনি কহে সখী শুন মো সবার বোল।
সবহুঁ ঘুমায়ব নহ উতরোল[১]॥
যৈছন যামিনী কৌমুদী ঘোর।
তৈছন বেশ বনায়ব তোর॥
এতহুঁ কহই করু বেশ বনান।
ধনি অনুরাগিনী জ্ঞানদাস ভান॥

তিরোথা ধানশী—মধ্যম একতালা।

(তুক)

ধনি অঙ্গে করলহি সাজ।
চলিলা রঙ্গে, সখির সঙ্গে,
ভেটিতে নাগর-রাজ॥
ধনির রূপে জগমন লোভা।
কোটি সুধাকর, বিনিয়া কাঁদিছে,
দেখিয়া ও মুখ শোভা॥
ধনির কটিতে কিঙ্কিণী বাজে।

১। উতলা হইও না, বা গোল করিও না।

মণিময় হার, তুলনা কি তার,
দোলিছে হিয়ার মাছে ॥
ধনির সঙ্গে নব ব্রজবালা।
কুঞ্জর-গামিনী, মোহিত দামিনী,
যৈছন চাঁদের মালা ॥
ধনি মিলিলা নাগর সঙ্গে।
আহা মরি মরি, কিশোরা কিশোরী,
ডুবল প্রেম তরঙ্গে ॥ ধ্রু ॥
এস এস বিনোদিনী বৈস সিংহাসনে।
অমূল্য রতন পাইলাম তোমায় দরশনে ॥
করে ধরি রাই লয়ে বসাইল বামে।
আঁচরে মোছায়ল রাই মুখ ঘামে ॥
নিজ পীতবাসে চরণ ধূলি ঝাড়ে।
ললিতা মুচকি হাসে কুন্দলতার আড়ে ॥
কহে শ্রীগোবিন্দ দাস হরষিত মনে।
তুহুঁজনে বৈঠল রত্ন সিংহাসনে ॥

সুহিনী—তেওট তাল।

কদম্বমূল মণ্ডপে হরি।
নবীন নারী সঙ্গেতে করি ॥

স্থরম্য নর্ম্ম নির্জ্জন বনে।
বিরাজিত ব্রজাঙ্গনা সনে॥
শ্রীনন্দ-রাজ-নন্দন রমে।
বৃষভানু-রাজ-নন্দিনী বামে॥
কিশোরী নব্য যৌবনী-বরা।
নীলরাগ-অম্বর-ধরা॥
প্রফুল্ল হেম পঙ্কজ কিয়ে।
ঘুমন্ত ভৃঙ্গ মাধুরী পিয়ে॥
নবীন নীরদে যেন বিধু।
গোবিন্দ দাস পিবই মধু॥

বিহাগড়—ছোট দুঠুকী।

দুহুঁ মুখ সুন্দর কি দিব উপমা।
কুবলয় চান্দ মিলল একু ঠামা[১]॥
শ্যামর নাগর নাগরী গোরী।
নীলমণি কাঞ্চনে লাগল জোরি॥
নিবিড় আলিঙ্গনে পিরীতি রসাল।
কনকলতা যৈছে বেঢ়ল তমাল॥

১। নীল পদ্ম ও চাঁদ যেন এক স্থানে মিলিত হইল।

রাই-পয়োধরে প্রিয়-কর সাজ।
কুবলয়ে পূজল শম্ভু কাম-রাজ[১]।
রায় শেখর কহে নয়ন উল্লাস।
নব ঘন থির বিজুরী পরকাশ॥

ঝুমর।

আজ এমনি থাকুক শ্রীরাধাগোবিন্দ।
দুহুঁ রূপ নিরখই যত সখীবৃন্দ॥

শ্রীগৌরচন্দ্র

বরাড়ি—মধ্যম দশকুশী।

নিরুপম কাঞ্চন, কাঁতি কলেবর,
মুখজিত শারদ চান্দ।
তন সুখ বসন, পহিরণ অদভুত,
জগ মন মোহন ফান্দ॥
সজনি গৌরাঙ্গ কি হেরলুঁ হাম।
নব অনুরাগ ভরে, সোই মন আকুল
বুঝলুঁ বচনক ঠাম॥ ধ্রু॥

১। মদনরাজ যেন শিবের শিরে নীলপদ্ম দিয়া পূজা করিল।

খেনে খেনে কহত, সোই ব্রজনন্দন,
নয়নে না হেরলুঁ থোর।
পুন কহ নাগর, বিদগধ আগর,
সোই বান্ধল মন মোর॥
ঐছন ভাতি, করত কত নব নব,
অনুভব মনহি বিচার।
রাধামোহন-পহুঁ, করতহি নিতি নিতি,
যছু লাগি ইহ অবতার[১]॥

ধানশী—একতালা।

নীলমণি-অঁকুর-মকুর[২] নব আভা।
তাহে কি বলিব শ্যাম-শশি-মুখের শোভা॥
চান্দ হেন বলি, বলিতে লাজাই।
উহ কলঙ্ক ইহ কলঙ্ক না পাই॥
অতি অপরূপ কালিন্দী-নীপ তলে।
হিয়ায় হিলোলে নব রঙ্গ ফুলমালে॥ ধ্রু॥

১। যে জন্য (অর্থাৎ কৃষ্ণ প্রেমের নানাবিধ বিলাস আস্বাদন করিবার নিমিত্ত) এই গৌরাঙ্গ-অবতার।

২। মুকুর—দর্পণ ; একখানি ক্ষুদ্র নীলকান্ত মণি দিয়া প্রস্তুত যে দর্পণ।

চূড়ায় বরিহা নব মল্লিকা বকুলে।
গাঁথিয়া ভাঁতিয়া তথি মুকুতার মালে॥
অলি মধু পিয়ে বসিয়া থরে থরে।
আজু পুণ্যে পরাণ লইয়া আইলু ঘরে॥
অঙ্গের তরঙ্গে রঙ্গে কত কত কাম।
আঁখির পলকে থাকি অনেক সন্ধান॥
রূপের অবধি৩ বৈদগধি অপরূপ৪।
জ্ঞানদাস কহে যত কহিলা স্বরূপ॥

কল্যাণী—জপতাল।

অতি সুমধুর মধুর শ্যাম,
কুটিল কেশ কুন্তল দাম,
ময়ূর পক্ষী শোহনি।
ভাল উপরে চন্দন বিন্দু
অমল শরদ পুণিম ইন্দু,
ভুবন-মরম-মোহনি॥

৩। সীমা
৪। অপূর্ব্ব রসিকশেখর

আজু পেখলুঁ মরম-তীর[১],
মদন মোহন গতি সুধীর,
মুরলী গীত কে ধরু চিত
আনন্দ উলটি বহত নীর ॥ ধ্রু ॥
কম্বু কণ্ঠে কনক মাল,
গজমোতিম গাঁথি প্রবাল,
বিবিধ রতন সাজনি।
প্রতি কমল নয়ন জোর,
মাঝে মধুপ রহ আগোর,
রমণি-রমণ চাহনি ॥
উচ উরুপর কুসুমদাম,
রূপ নিরুপম পূজল কাম,
কটিপীত পট কাছনি।
ভুবন বিচিত্র এ অঙ্গ ঠাম,
বিধির অবধি ও নিরমাণ,
জ্ঞানদাস যাও নিছনি ॥

পূরবী—জপতাল।

ললিতার সনে, করে অনুমানে,
বিনোদ শ্যামের রূপ।

১। মর্ম্মস্থলে বাণ স্বরূপ

কি খেনে দেখিলাম, দেখিয়া ভুলিলাম,
রভস-রসের কূপ ॥
সই! কেমন তাহার রীত।
কত ঢালে মধু, বধে কুল-বধূ,
মুরলীতে গায় গীত ॥
একে যে অবলা, তাহে কুল বালা,
মন স্বতন্তর[১] নহে।
থাকি থাকি প্রাণ, করে উচাটন,
নয়ানে শাঙন বহে[২] ॥
এ মোর করম, কুলের ধরম,
রাখিতে বিষম হইল।
কৃষ্ণদাসে বলে, কুল-নিরমলে,
সহজে কলঙ্ক হইল ॥

শ্রীরাগ—জপতাল।

মুরলি তরল করল পরাণ,
রহিতে না দিলে ঘরে।

১। স্বাধীন
২। বর্ষার ধারার ন্যায় অশ্রু বহে।

অবলা পরাণে, না যায় সহনে,
নিতি নিতি আঁখি ঝরে ॥
যথা তথা যাই, বাজে সব ঠাঁই,
নাম সে কেমনে জানে।
শ্রবণে পরশি, হৃদয় মাঝারে,
হানয়ে যথা পরাণে।
শ্যামের মুরলী, ডাকে রাধা বলি,
না মানে প্রবোধ বোল।
গৃহের করম, ধরম আচার,
সব হইয়া গেল ভুল।
রমণীগণের মনের গরিমা
সকলি ভাঙ্গিল বাঁশী।
ভুলাইয়া মন, ব্রজ নারীগণ,
সবাকে করিলা দাসী ॥
হেদে সহচরী, রহিতে না পারি,
বাঁশী চুরি কৈল মন।
বেশ বনাইতে, না পারি তুরিতে,
চল যাব কুঞ্জবন ॥
সাজাইছে গোপী, অঙ্গুলি ধরিয়ে,
যেখানে যেমত সাজে।

অভরণগণ, উলসিত মন,
মলিন হইল লাজে ॥
সোণার নূপুর, কঙ্কণ কিঙ্কিণী,
না চলিতে বাজে তারা।
এ দাস বিহারী, সেবা অঙ্গীকরি,
নয়নে বহিছে ধারা ॥

সুরট—তেওট।

চলরি সখীরি হো যাঁহা মুরলী বাজে।
মদন মোহন গোপাল বিরাজে ॥
বাঁশী শুনি বিনোদিনী উলসিত মন।
নাগর ভেটিতে ধনি করিল গমন ॥
কুন্দ কুমুদ গজ মোতিম হার।
পহিরল হৃদয় ঝাঁপি কুচভার ॥
থোরহি শশধর কিরণ বিথার[১]।
ঐছন সময়ে করল অভিসার ॥
চৌদিগে সচকিত নয়নে নেহার।
মদন-মদালসে চলই না পার ॥

১। চাঁদ অল্প অল্প জোছনা বিস্তার করিতেছে।

মিললি নিকুঞ্জে কুঞ্জ-নীপ-পাশ।
কহ কবি-শেখর কেলি-বিলাস॥

কামোদ—মধ্যম দশকুশী।

নূপুর সুমধুর, শুনি শ্যাম নাগর,
দুবাহু পশারিয়া ধায়।
আদরে আগুসরি, রাই হৃদয় ধরি,
অনিমিখে চাঁদ মুখ চায়॥
তাম্বুল লইয়া করে, সমর্পই অধরে,
মধুর সম্ভাষই কান।
চুম্বই বেরি বেরি, আনন্দে হিয়ায় ধরি,
গিরিধারী সফল পরাণ॥
রতন সেজ আনি, বসায়ল বিনোদিনী,
পুষ্পমালা দিলেন আদরে।
বিদগধ নাগর, যেন রস-সাগর,
দুই পদ ধরি সেবা করে॥
এই মত পিরীতি, কেবা দেখিয়াছে কতি,
হেরইতে যাই বলিহারি।
নিকুঞ্জ কাননে, বৈঠল দুহুঁ জনে,
কহে দীন দাস নরহরি॥

করুণ বরাড়ি—মধ্যম একতালা।

বৃন্দাবন রম্য স্থান, দিব্য চিন্তামণি-ধাম,
রতন মন্দির মনোহর।
আনন্দে কালিন্দী জলে, রাজহংস কেলি করে,
কনক কমল উতপল॥
তার মধ্যে হেম পীঠ, অষ্ট দলে বেষ্টিত,
অষ্ট সখী প্রধানা নায়িকা।
মধ্যে রত্ন সিংহাসনে, বসিয়াছে দুই জনে,
শ্যাম সঙ্গে সুন্দরী রাধিকা॥
ওরূপ লাবণ্য রাশি, অমিয়া পড়িছে খসি,
হাস পরিহাস সম্ভাষণে।
নরোত্তম দাসে কয়, নিত্য লীলা সুখময়,
সদাই স্ফুরুক মোর মনে॥

বিহাগ—তেওট।

আজু কি শোভারে বৃন্দাবনে।
রাই কানু বসিলেন রত্ন সিংহাসনে॥
রতনে নির্ম্মিত বেদী মাণিকের গাঁথনি।
তার মাঝে রাই কানু চৌদিগে গোপিনী॥

হেম বরণি রাই কালিয়া নাগর।
সোণার কমলে জনু মিলিছে ভ্রমর॥
চৌদিগে যুবতীবৃন্দ বয়েস সমান।
কত সুধা বরিখয়ে নয়ানে নয়ান॥
এক এক তরু তলে এক এক অবলা।
নীল গিরি 'বেড়ি জনু কনকের মালা॥
বেণী চূড়ায় ঘেরাঘেরি ফিরাফিরি বাহু।
শরদ পূর্ণিমাচাঁদে গরাসল রাহু॥
নিকুঞ্জের মাঝে ইহ কেলি বিলাস।
দূরহি দূরে রহু নরোত্তম দাস॥

শ্রীগৌরচন্দ্র

সুহই—মধ্যম দশকুশী।

অপরূপ রূপ গোরা নদীয়া নগরে।
চল চল দেখি গিয়া অতি মনোহরে॥
ঢল ঢল কষিল[১] কাঞ্চন জিনি অঙ্গ।
কে দেখি ধৈরয ধরে নয়ন তরঙ্গ॥
আজানু-লম্বিত ভুজ কনকের শুণ্ড।
অরুণ বসন কটি বিপুল নিতম্ব॥

১। কষিত

মালতীর মালা গলে আপাদ দোলনি।
বাসু কহে চল দিব পরাণ নিছনি॥

মালসী—তেওট।

মরি মরি আলো সই শ্যামরূপের বালাই লৈয়া।
কোন বিধি নিরমিল কত সুধা দিয়া ॥ ধ্রু ॥
শারদ বিধুবর, ফুল্ল পুষ্কর[১],
সুন্দরানন মণ্ডলে।
রত্ন মণিময়, রবি সমোদিত,
গণ্ডে নৃত্যতি কুণ্ডলে॥

চারু চন্দ্রক চূড়া চিক্কণ
চঞ্চরীগণ[২] আবৃতে।
চমকিত হিয়া মোর ওরূপ দেখিতে॥ ধ্রু ॥
সজল জলধর তিমির পুঞ্জর
ইন্দ্রনীল মনোরমে।
বন্ধুরাধর, রঙ্গ[৩] সিন্দূর,
নিন্দি বিম্বুক বিভ্রমে॥

১। পদ্ম। ২। ভ্রমরী। ৩। সুন্দর।

লোচনাঞ্চল, বিমল চঞ্চল,
বিষম বাণ সহোদরে[১]।
শ্যামরূপ নিরখিতে হৃদয় বিদরে ॥
প্রবল ভুজবর, নিন্দি করিকর,
কঙ্কনাঙ্গদ শোভনে।
নখর তীখণ, রুচি বিলখণ,
গোপী-চিত্ত-প্রলোভনে ॥
হেম বিরচিত, মুদ্রিকাযুত,
পাণিশাঁখ মনোহরে।
ওরূপ দেখিতে প্রাণ কি জানি কি করে ॥
বিপুলবক্ষ, শ্রীবৎস লাঞ্ছন,
তারা হার বিলম্বিতে।
কৃশিম মধ্যম[২], উরগ বিক্রম[৩],
পীত অম্বর শোভিতে ॥
চরণ পল্লব, শরণ বল্লভ,
মঞ্জু মঞ্জীর রঞ্জিতে।
মথুরা দাসের চিতে রহ অবিরতে ॥

১। কটাক্ষ বাণের ন্যায়।
২। মাঝা ক্ষীণ।
৩। পীতাম্বর সর্পের ন্যায় বেষ্টিত।

শ্রীরাগ—তেওট ।

কি রূপ দেখিনু সই কদম্বের তলে ।
লখিতে নারিনু রূপ নয়নের জলে ॥
কি বুক্সি করিব সই কি বুদ্ধি করিব ।
নিতি নব অনুরাগে পরাণ হারাব ॥
কিবা নিশি কিবা দিশি কালা পড়ে মনে ।
দেখিলে এমন হবে জানিব কেমনে ॥
গৃহ কাজে নাহি মন কর নাহি সরে ।
শ্যাম নাম শুনিতে পুলকে অঙ্গ ভরে ॥
তাহে সে মোহন বাঁশী রাধা রাধা বাজে ।
পরাণ কেমন করে মলুঁ লোক লাজে ॥
রূপ দেখিলে এমন হবে জানিব কেমনে ।
এত কি সহিতে পারে অবলা পরাণে ॥
দ্বিগুণ দহয়ে তনু মুরলীর স্বরে ।
কুলীন[১] সাপিনী যেন গরল উগরে ॥
আর তাহে তাপ দিল পাপ ননদিনী ।
ব্যাধের মন্দিরে যেন কম্পিত হরিণী ॥

১। ভূমিলগ্ন (কু—পৃথিবী + লীন)। বিষধর সর্প দংশন করিবার সময় ভূমিতে ঈষৎ লগ্ন থাকিয়া উর্দ্ধে ফণা উদ্যত করে।

বিনোদ শ্যামের রূপ হিয়ার মাঝে জাগে।
গোবিন্দ দাস কহে নব অনুরাগে॥

তথারাগ।

নব অনুরাগ ভরে, রহিতে না পারি ঘরে,
চলে ধনি সখীগণ সঙ্গে।
চলিতে না চলে পা, ধরণে না যায় গা,
কুঞ্জে মিলল হেন রঙ্গে॥
বৃন্দাবনে রাই যাইয়া, আনন্দে ভরল হিয়া,
দেখিয়া ও শ্যাম চাঁদ মুখ।
দোঁহে দোঁহা দরশনে, আনন্দে ভরল মনে,
সখীগণে হেরি কত সুখ॥
দেখিয়া বিনোদ হরি, আনিলেন আগুসরি,
বসিলেন রসের আবেশে।
ধনি অনুরাগিনী, কহয়ে সরস বাণী,
শুনি নাগর প্রেম জলে ভাসে॥
সুবদনী কহে কথা, যেমন অন্তরে বেথা,
ছল ছল অরুণ নয়নে।
বিনোদিনী রসাবেশ, দৈন্য গ্লানি মোহলেশ,
গদ গদ মলিন বদনে॥

আর কত ভাব তাহে, মদন-মোহন মোহে,
ঈষত বঙ্কিম তাহে মাখা।
প্রেম দাস কহে ধনি, সরস বিরস জানি,
রাখিতে না যায় পুন রাখা[১] ॥

সখীর উক্তি।

সুহিনী—ছোট একতালা।

শ্যাম বামে নবীন কিশোরী।
কাল মেঘে পড়িছে বিজুরী ॥
তমালে দুলিছে হেমলতা।
কুবলয়ে চম্পকে গাঁথা ॥
নাগর নাগরী ভাল সাজে।
অতসী কুসুমে অলি রাজে ॥
দুহুঁ দোঁহে অতি বড় শোভা।
অনন্ত দাসের মন লোভা ॥

যথারাগ—মঠকতাল।

দুহুঁ মুখ সুন্দর কি দিব তুলনা।
কানু মরকত মণি রাই কাঁচা সোণা ॥

১। রাধে তোমার বাক্য সরসই হউক, বা বিষাদযুক্ত হউক, তোমার মনের কথা লুকানো থাকে না। অর্থাৎ তোমার কথা যেমনই হউক, অন্তরের উল্লাস চাপিয়া রাখিতে পার না।

নব গোরোচনা-গোরী কানু ইন্দীবর।
বিনোদিনী বিজুরি বিনোদ জলধর॥
হেম বরণী রাই কালিয়া নাগর।
সোণার কমলে যৈছে মিলল ভ্রমর॥
আঁধারে জ্বলয়ে যেন রসের দীপিকা।
তমাল বেঢ়ল যেন সোণার লতিকা॥
বিদগধ নাগর নাগরী করি কোলে।
কাল জলে সোণার কমল ভেসে চলে॥
হেরি হেরি সখীগণের আনন্দে উল্লাস।
দুহুঁ রূপ নিরখই গোবিন্দ দাস॥

ঝুমর—ঝুজঝুটিতাল।

নবরে নবরে নব দোঁহাকার প্রেম॥ ধুয়া॥
মরকতে মিশায়ল জাম্বু নদ হেম॥
দেখনা দুখানি অঙ্গ জড়া।
নিকুঞ্জের তমালের গাছে কনক লতার বেড়া॥
আধ কপালে চন্দনের চাঁদ, আধ কপালে ভানু।
আধ নয়ানে কাজর রেখা, আধ নয়নে ইন্দ্রধনু॥
দুহুঁ দোহা হেলাহেলি ফিরাফিরি বাহু।
গোবিন্দ দাসে কহে চাঁদে গরাসল রাহু॥

শ্রীগৌরচন্দ্র

সুহই—মধ্যম দশকুশী।

গোরা-রূপ দেখিবারে মনে করি সাধ।
গৌর-পিরীতিখানি বড় পরমাদ॥
কিবা নিশি কিবা দিশি কিছুই না জানি।
অনুখণ পড়ে মনে গোরা গুণমণি॥
গোরা গোরা করি মোর কি হইল অন্তরে।
কিবা মন্ত্র কৈল মোরে নয়নের শরে॥
নিঝরে ঝরয়ে আঁখি প্রবোধ না মানে।
বড় পরমাদ প্রেম বাসু ঘোষ গানে॥

মায়ূর—দশকুশী।

আজু দেখিলুঁ রূপ কদম্বের তলে।
হিয়ার মাঝারে মোর, না জানি কি হৈল গো,
নিরবধি ধিকি ধিকি জ্বলে॥ ধ্রু॥
আগে পিছু চলে মোর, কত প্রিয় সহচরী,
যমুনার জলে আজু যাই।

ঘুঙ্গট কাড়িতে[১] রূপ, নয়নে লাগিয়া গেল,
সরম রহিল সেই ঠাঁই[২] ॥
কেন বা চঞ্চল চিত, নিবারিতে নারি গো,
মন মোর স্থির নাহি বান্ধে।
তিলে তিলে বারে বারে, মূরছা হইয়া থাকি,
চেতন পাইলে প্রাণ কান্দে ॥
ধীরে ধীরে পা খানি, বাড়াই কত ছল করি,
তাহে গুরুজনেরে ডরাই।
বংশী বদনে কহে, শুন অনুরাগিণী,
পিরীতি অনল না নিভায় ॥

শঙ্করাভরণ—ডাঁশপাহিড়া।

সই আমার বচন যদি রাখ।
ফিরিয়া নয়ন কোণে, না চাইও তার পানে,
কালিয়া বরণ যদি দেখ ॥
আরতি পিরীতি মনে, যে করে কালিয়া সনে,
কখনো তাহার নহে ভাল।

১। ঘোমটা টানিতে

২। লজ্জা সেইস্থানে রহিয়া গেল, অর্থাৎ আমার নিকট ফিরিয়া আসিল না।

কালিয়া রভস কালা, মনেতে গাঁথিয়া মালা,
জাগিয়া জপিয়া প্রাণ গেল ॥
কানড়া কুসুম জিনি, কালিয়া বরণ খানি,
তিলেক নয়নে যদি লাগে।
তেজিয়া সকল কাজ, জাতি কুল শীল লাজ,
মরিবে কালিয়া অনুরাগে ॥
নিশি দিশি অনুখণ, প্রাণ করে উচাটন,
তিলে না দেখিলে জলে তনু।
ছাড়িলে ছাড়ান নয়, পরিণামে কিবা হয়,
কি মোহিনী জানে কালা কানু ॥
দারুণ মুরলী স্বর, না জানে আপনা পর,
মরম ভেদিয়া যার থাকে।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়, তনু মন তার নয়,
যোগিনী হইবে সেই পাকে ॥

ল'লত—দশকুশী।

ছাড়িয়া ঘরের আশ, করিমু যে বনে বাস,
এই চিতে দঢ়াইনু সার।
রাতি দিবস চিতে, হিয়ার উপরে থোব,
না করিব নয়নের আড় ॥

সখিরে তোমারে কহিনু মরম।
জাতি ভাসাইব, কুলে তিলাঞ্জলি দিব,
ঘুচাইব কুলের ধরম ॥ ধ্রু ॥
শাশুড়ি ননদীর ডরে, নিশ্বাস না ছাড়ি ঘরে,
এই দুঃখ হেন সাধ করে।
অঙ্গের উপরে অঙ্গ থুঞা, চাঁদ মুখ নিরখিয়া,
মনের কথাটি কব তারে ॥
নয়নে না দেখি আন, আন নাহি শুনে কান,
যত দেখি সব লাগে ধন্দ।
বলরাম দাসে বলে, না জানি সে কি করিলে,
ও নাগর গোকুলের চন্দ ॥

সমতাল।

(তুক)

চল চল বৃন্দাবনে শ্যাম দেখি গিয়া।
সব দুখ পাশরিব চাঁদমুখ চাঞা ॥
যব ধনি সাজই ভেটইতে শ্যাম।
জগত মোহিনী ধনি অতি অনুপাম ॥
নীলমণি চূড়ি হাতে কনয়া কঙ্কন।
শ্যাম অনুরাগে ধনি করিলা গমন ॥

কৃষ্ণ দরশনে যায় সখীগণ সঙ্গে ।
মন অতি উলসিত প্রেমের তরঙ্গে ॥
ললিতার হাতে হাত দিয়া বিনোদিনী ।
নব যৌবনী ধনী কানু মন-মোহিনী ॥
নীলবসন অঙ্গে ধনির করে ঝলমল
নব অনুরাগ ভরে করে টলমল ॥
বৃন্দাবনে আসি রাই চারি পানে চায় ।
মাধবী তরুর তলে দেখে শ্যাম রায় ॥
দোঁহে:দোঁহা দরশনে ভাবে বিভোর ।
দুহুঁক নয়নে বহে ঢরকত লোর ॥
আদরে আগুসরি রাই লেই শ্যাম ।
সখীগণ হেরই অতি অনুপাম ॥
করে ধরি রাই লইয়া বসাইলা বামে ।
নিজ পীত বাসে মুছে রাই মুখ ঘামে ॥
পন্থ কি দুখ পুছত বর কান ।
আনন্দে নিমগন কিছুই না জান ॥
শ্যামের বামে বৈঠল রসের মঞ্জরী ।
গোবিন্দ দাস মাগে চরণ মাধুরী ॥

ঝুমর—বিহাগড়া ।

দেখ রি সখী আজু দুহুঁ মুখচন্দ
উলসিত ভেল সব সহচরী বৃন্দ ॥
তরু ডালে বসি গায় শুক আর সারি ।
দুহুঁ মুখ হেরি নাচে ময়ূরা ময়ূরী ॥
নিকুঞ্জের মাঝে আজু সুখের নাহি ওর ।
বিনোদিনী বসিয়াছে বিনোদিয়ার কোর ॥
অপরূপ রাধা কানু বিলাস ।
আনন্দে নেহারই গোবিন্দ দাস ॥

শ্রীগৌরচন্দ্র ।

কামোদ—দশকুশী ।

কাঞ্চন দরপণ, বরণ সুগোরা রে,
বর বিধু জিনিয়া বয়ান ।
দুটি আঁখি নিমিখ, মুরখ বড় বিধিরে,
নাহি দিলে অধিক নয়ান[১] ॥

১ । বিধাতা মূর্খ, কারণ গৌররূপ দেখিবার জন্য সবে মাত্র দুইটি নয়ন দিয়াছেন ; তাহাতে আবার নিমেষ আছে । সুতরাং সাধ মিটাইয়া ভুবনমোহন গৌরাঙ্গরূপ দেখিবার উপায় নাই ।

হরি হরি কেন বা জনম হইল মোর।
কনক মুকুর জিনি, গৌরাঙ্গ সুলাবণি,
হেরিয়া না কেন হইলা ভোর ॥ ধ্রু ॥
আজানুলম্বিত ভুজ, বনমালা বিরাজিত,
মালতী কুসুম-সুরঙ্গ।
হেরি গোরা মূরতি, কতশত যুবতী,
হানল মদন-তরঙ্গ ॥
অনুখণ প্রেম ভরে, অরুণ নয়ান ঝরে,
না জানি কি জপে নিরবধি।
বিষয়ে আবেশ মন[১], না হেরিনু অনুখন,
বঞ্চিত করিল মোরে বিধি ॥
নদীয়া নগরী, সোই ভেল ব্রজপুরী,
প্রিয় গদাধর বাম পাশ।
মোহে নাথ অঙ্গী করু, বাঞ্ছা কলপতরু[২],
কহে দীন নরোত্তম দাস ॥

১। আমার মন বিষয়ে মত্ত।
২। গৌরাঙ্গপ্রভু আমাকে অঙ্গীকার করুণ অর্থাৎ নিজজন বলিয়া স্বীকার করুন।

সুহই—ছোট দশ কুশী।

সই লো ও বড় বিনোদিয়া কান।
কুটিল কটাখে লাখে লাখে কুলবতী
ছাড়ল কুল অভিমান॥
কুঞ্চিত অলকা উপরে অলি মণ্ডল
কাম কামান ভুরূ ভঙ্গী[১]।
মলয়জ তিলক ভালে অতি বিলখণ
যা দেখি চাঁদ, কলঙ্কী॥
পীত অঙ্গ সম ভূষণ ঝলমল[২]
উরে দোলত বনমাল।
জ্ঞানদাসে কহ অপরূপ দেখহ
বিজুরি তরুণ তমাল॥

১। কুঞ্চিত চূর্ণ কুন্তলরূপ অলি সমূহের উপর যেন মদনের ধনু বাঁকানো রহিয়াছে। এইরূপ ভুরূর ভঙ্গিমা।

২। সুবর্ণের অলঙ্কার এরূপভাবে ঝলমল করিতেছে যে কাল অঙ্গ পীত বা গৌর দেখাইতেছে।

ভূপালী—মধ্যম একতালা।

চল চল সুন্দরী হরি-অভিসার।
যামিনী উচিত রচহ শিঙার[১] ॥
যৈছন রজনী উজোরল চন্দ।
ঐছন বেশ ভূষণ করু বন্ধ ॥
এ ধনি ভামিনী কি কহব তোয়।
নিচয় নাগর তুয়া বশ হোয় ॥
তুহুঁ রস নাগরী নাগর রস-কঞ্জ[২]।
তুরিতে চলহ ধনি কেলি নিকুঞ্জ ॥
একলি নিকুঞ্জ বনে আকুল কান।
কবি বিদ্যাপতি কহে করহ পয়ান ॥

ধানশী—মধ্যম দশকুশী।

সুন্দরি ঝটকর[৩] মনোহর বেশ।
সময় হইল আসি, বাজিবে সঙ্কেত বাঁশী,
ধৈরযের নাহি রবে লেশ ॥

১। বেশ-বিন্যাস
২। রসের কমল
৩। শীঘ্র কর।

গমন মন্থর ভাবে, কবরী আউলাইয়া যাবে,
ঝটকর বেণীর রচনা।
শ্রম জলে যাবে ভাসি, মলিন হবে মুখশশী,
কাজর পরিতে করি মানা ॥
নীল অট্ট[1] পট্ট শাড়ী, আঁটিয়া পরহ গোরি,
খসিয়া না পড়ে সেই কালে।
কাঁচুলি পরিয়া হার, ভিতরে রাখহ তার,
ছিঁড়িলে থাকয়ে যেন গলে ॥
নূপুর পরিতে বলি, পুন তা নিষেধ করি,
চলিতে চরণ হবে ভারী।
আর এক ভয় আছে, গুরুজন জাগে পাছে,
কলরব শুনিয়া তাহারি ॥
দূতীর চাতুরী কথা, শুনি বৃষভানু-সুতা,
বদনে বসন দিয়া হাসে।
দিয়া প্রসাদী পান, দূতীর রাখয়ে মান,
কহতহি গোবিন্দ দাসে ॥

১। উচ্চ, শ্রেষ্ঠ

সিন্ধুড়া—মধ্যম একতালা।

সখি আমার কি কাজ ভূষণে।
আমার মন যা করে, শ্যামের তরে,
আমার পরাণ তা জানে ॥
আমার নয়ন ভূষণ, শ্যাম-দরশন,
শ্রবণ ভূষণ শ্যাম-গুণ।
আমার করের ভূষণ, শ্রীপাদ সেবন,
আমার বদন ভূষণ শ্যাম নাম ॥
আমার অন্তর ভূষণ, শ্যাম-প্রেম মণি,
শ্যাম নামে ঝরে পানি।
হিয়ার ভূষণ, শ্যামাঙ্গ পরশন,
গলার হার (শ্যাম) রতন মণি ॥
আমার কণ্ঠের ভূষণ, কলঙ্কের মালা,
নাসার ভূষণ (শ্যাম) অঙ্গ গন্ধ।
আমার পিরীতি ভূষণ, শ্যাম-প্রতি তনু,
(শ্যামের) অনুগত দাস গোবিন্দ ॥

শ্রী—ছুটা

সখীর সমাজে রাই আছিল বসিয়ে।
হেন কালে রাধা বলি বাজিল বাঁশীয়ে ॥

ললিতারে কহে রাই বলি যে তোমারে।
শোনো দেখি কোন কুঞ্জে বাঁশী ডাকে মোরে ॥

বেহাগ—জপতাল।

মন্দ মন্দ মধুর তান
বাঁশী কোন বা কুঞ্জে বাজিল রে।
নব নায়রী ও শ্রীরাধে
ধনি অনঙ্গ রঙ্গে মাতিল রে ॥
বাঁশী না জানে অন্য পর কি আপন
তনু মন সব দহিল রে।
সখি বাঁশী বাজে বেরি বেরি।
আর ত ঘরে রইতে নারি ॥
মুরলী গান, পঞ্চম তান,
যমুনা উজান ধাইল রে।
বাঁশী অন্তরে সরল উগারে গরল
কুলবতীর কুল নাশিল রে ॥
বাঁশী তোদের বাজে কানের কাছে।
আমার বাজে হিয়ার মাঝে ॥
তোরা সবাই ত শুনিলি বেণু।
(বল গো) আমার কেনে আউলাইল তনু ॥

গোবিন্দ দাসের তনু জর জর
পাঁজরেতে শর ফুটিল রে।
মোর বোল ধর, না বাজিহ আর,
জীবনের আশা মিটিল রে॥

বেহাগ ভাটিয়ারি—আড়া জপতাল।

তুক

শ্যামের মুরলী তান তরঙ্গগতি সঞ্চরুয়া[১]।
মোহিত ত্রিভুবন, মূরছিত গোপীগণ,
যমুনা বহই উজান হইয়া॥
ঐ কুঞ্জে বা—বাজিলরে মুরলী
জয় রাধে শ্রীরাধে বলে বাজে
শ্যামের মোহন মুরলী।
ঐ কুঞ্জে বা—মনমথ মনমোহন কারণ
ভৈরবী একি রাগরঙ্গ সুখদাইয়া—ঐ কুঞ্জে বা॥

১। জল তরঙ্গের ন্যায় ভাসিয়া চলিয়াছে।

কানাড়া—আড়াতেওট।

তুক

মুরলী ধীর ধীর ধীর ধীর গরজে গভীর।
তোমার মধুর স্বরে এই যে আমি হইলাম অস্থির॥

কল্যাণমিশ্র সুরট মল্লার—মধ্যম ডাঁশপাহিড়া।

তুক

আরে ও শ্যামের মুরলীরে এত কেনে বিষম সন্ধান।
শ্রুতি পথে আসি বাঁশী হৃদয়ে রহলি পশি
আমার অন্তরে উয়ল নবঘন শ্যাম॥
শুনিয়া মুরলী গান, প্রাণ করে আনচান,
ঘর দ্বার লাগে সব গহন সমান॥

সুহই বেহাগ—মধ্যম একতালা।

আর বেজনারে বাঁশী দোহাই বন্ধুর।
গানে গানে ঢালরে বিষ তোমায় কে বলে মধুর॥
চঞ্চল করিলিরে চিত মজাইলি দুকুল।
চলিতে না চলে পদ কুঞ্জ (আর) কতদূর॥
ওরে চিকণ কালিয়া মনচোরার বাঁশী
বাজ ধীরে ধীরে ধীরে।
ওরে বাঁশী আকুল করিলি ওই মুরলীর স্বরে॥

সুরটমল্লার—তেওট।

ওরে বাঁশী না বাজিহ খলের বদনে।
আমার শপতি রাখ, নীরব হইয়া থাক,
না বধিহ অবলা পরাণে॥
যে আছিল কুলাচার, সে গেল যমুনা পার,
তোমার বাঁশীর ডাকে ডাকে।
যে আছে নিলজ প্রাণ, শুনিয়া তোমার গান,
পথে যেতে থাকে বা না থাকে॥
তরলে জনম তোর, সরল হৃদয় মোর,
ঠেকিয়াছি গোঁয়ারের[১] হাতে॥
কানাই খুটিয়া কয়, বাঁশী গেলে ভাল হয়,
খল বাঁশী না রাখিহ হাতে॥

বিহাগড়া—মধ্যম ডাঁশপাহিড়া।

কি মোহিনী জানরে বাঁশী কি মোহিনী জান।
শ্রুতিপথে প্রবেশিয়া প্রাণ মোর টান॥
বসিয়ে থাকিয়ে যদি গুরুজনার মাঝে।
রাধা বলে বাজ বাঁশী মুঞি মরু লাজে॥

১। গোঁয়ার শব্দ গাঁওয়ার হইতে আসিয়াছে। অর্থ—গ্রাম্য।

তুমি যে ঝাড়ের বাঁশী সেই ঝাড়ের নাগাল পাই।
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাই ॥
ননদিনী বলে ধনি কি কর বসিয়া।
কে তোমারে ডাকে তুমি দেখ না বাহির হইয়া ॥
মরমে মরিয়া থাকি নাহি সরে বাণী।
গোপাল কহে হৃদে হের শ্যামরূপখানি ॥

যথারাগ—লোফা তাল।

বংশীগানামৃতধাম,[১] লাবণ্যামৃত জন্মস্থান,[২]
যে না দেখে সে চাঁদ বদন।
সে নয়নে কিবা কাজ, পড়ু তার মুণ্ডে বাজ
সে নয়ন রহে কি কারণ ॥
সখি হে ! শুন মোর হতবিধিবল[৩]।
মোর বপু চিত্ত মন. সকল ইন্দ্রিয়গণ,
কৃষ্ণ বিনা সকলি বিফল ॥

১। বংশীগানামৃতধাম—বংশীগানরূপ অমৃতের আশ্রয় বা গৃহ।
২। লাবণ্যামৃত জন্মস্থান—লাবণ্যরূপ অমৃতের উৎপত্তি-স্থান।
মুক্তাফলেষু ছায়ায়াস্তরলত্বমিবান্তরা।
প্রতিভাতি যদঙ্গেষু তল্লাবণ্যমিহোচ্যতে।
৩। হতবিধিবল—দুর্দ্দৈব বল।

কৃষ্ণের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিণী
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।
কাণা কড়ি ছিদ্র সম, জানিহ সেই শ্রবণ,
তার জন্ম হইল অকারণে॥
কৃষ্ণের অধরামৃত, কৃষ্ণগুণ সুচরিত,
সুধাসার স্বাদ বিনিন্দন[১]।
তার স্বাদ যে না জানে, জন্মিয়া না মৈল কেনে,
সে রসনা ভেক-জিহ্বা সম॥
মৃগমদ নীলোৎপল, মিলনে যে পরিমল,
যেই হরে তার গর্ব্ব মান।
হেন কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধ, যার নাহি সে সম্বন্ধ,
সেই নাসা ভস্ত্রার[২] সমান॥
কৃষ্ণ-কর-পদতল, কোটী চন্দ্র সুশীতল,
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি।
তার স্পর্শ নাহি যার, সেই যাউ ছারেখার,
সেই বপু লৌহ সম জানি॥

১। উৎকৃষ্ট যে অমৃত তাহার আস্বাদনকে নিন্দা করে এমন মধুর।

২। কামারের হাঁফর বা জাঁতা

করি এত বিলপন, প্রভু শচী-নন্দন,
উঘাড়িয়া[১] হৃদয়ের শোক।
দৈন্য নির্ব্বেদ বিষাদে, হৃদয়ের অবসাদে,
পুনরপি পড়ে এক শ্লোক ॥*

ধানশী বেহাগ—ছুটা।

বাঁশী রবে উনমত পুলকিত মনে।
সাজল নিকুঞ্জ-বনে শ্যাম দরশনে ॥
মণিময় অভরণ বিচিত্র বসনে।
সখীগণ সঙ্গে রঙ্গে করিলা গমনে ॥
গজেন্দ্র-গমনে যায় রাই বিনোদিনী।
রমণীর শিরোমণি কানু মন-মোহিনী ॥
চলিতে না পারে রাই নিতম্বের ভরে।
ধৈরয ধরিতে নারে মুরলীর স্বরে ॥
বৃন্দাবনে যাইয়া রাই ইতি উতি চায়।
মাধবী লতার তলে দেখে শ্যাম রায় ॥
আইস আইস বিনোদিনী ডাকে বিনোদিয়া।
চকোর ধাইল যেন চাঁদেরে পাইয়া ॥

১। উদঘাটিত করিয়া

* শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত—মধ্য লীলা ২য় পরিচ্ছেদ।

বাহু পসারিয়া নাগর রাই নিল কোলে।
নিজ অঙ্গ-বাসে মুছে বদন-কমলে ॥
হাঁটিয়া আসিতে কত বেজেছে চরণে।
এত দুঃখ দিলে মোর মুরলীর তানে ॥
দুহুঁ তনু মীলল মনের হরিষে।
বলরাম দাস হেরে রহি একপাশে ॥

কেদার বিহাগড়া—জপতাল।

দুহুঁ মুখ সুন্দর কি দিব তুলনা।
কানু মরকত মণি রাই কাঁচা সোনা ॥
কাজরে মিশাল কিয়ে নব গোরোচনা।
নীলমণি ভিতরে পশিল কাঁচা সোনা ॥
কনকের বেদী ভেদি কালিন্দী বহিল।
হেমলতা-ভুজদণ্ডে কানুরে বেঢ়িল ॥
আঁধারে জ্বলয়ে কিবা রসের দীপিকা।
তমালে বেঢ়ল জনু কনক লতিকা ॥
রাই সে রসের সিন্ধু তরঙ্গ অপার।
রসময় নাগর তাহে দিতেছে সাঁতার ॥
হেরি হেরি সখী গণ আনন্দ অপার।
ডুবল নরোত্তম না জানে সাঁতার ॥

শ্রীগৌরচন্দ্র।

বেলোয়ার--দশকুশী।

লাখবান কনক, কষিল কলেবর[১],
মোহন সুমেরু[২] জিনিয়া সুঠাম।
গদ গদ নীর থির নাহি বান্ধই
ভুবনমোহন কিয়ে নয়ন সন্ধান॥
দেখরি মাই সুন্দর শচীনন্দনা।
আজানুলম্বিতভুজ বাহু সুবলনা॥
মদমত্ত হাতী ভাতি গতিগমনা।
কিয়েরে মালতী মালা গোরা অঙ্গের দোলনা॥
শরদ ইন্দু জিনি সুন্দর বয়না।
প্রেম আনন্দে পরিপূরিত নয়না॥
পদ দুই চারি চলত ডগমগিয়া।
থির না বান্ধে পড়ত পহুঁ ঢুলি ঢুলিয়া॥

১। স্বর্ণকে যত বার দগ্ধ করা যায়, তত তাহার ঔজ্জ্বল্য বাড়ে। পদকর্ত্তা গৌর-অঙ্গের সহিত লক্ষবার দগ্ধ হইয়াছে যে কষিত সুবর্ণ, তাহার সহিত তুলনা দিতেছেন।

২। মহাপ্রভুর সুছাঁদ সুন্দর কনকগিরিকে নিন্দা করিতেছে।

গোবিন্দদাস কহে গোরা বড় রঙ্গিয়া।
বলিহারি যাঙ পহুঁ মুঞি সঙ্গের অনুসঙ্গিয়া[১] ॥

সিন্ধুড়া—বিজয়ানন্দ তাল।

কুন্দে কুন্দিল[২] দেহ বিদগধ বিধি।
বাছিয়া থুইল নাম শ্যাম-গুণনিধি ॥
চূড়ায়ে চন্দ্রক দিয়া কুন্দমল্লিকা।
চাঁদের অধিক মুখ চান্দের চন্দ্রিকা[৩] ॥
সখি আজু কি আর অনুবাদে[৪]।
মো পুন পড়িয়া গেনু ও নয়ন ফাঁদে ॥ ধ্রু ॥
আবেশে অবশ গা চলে বা না চলে।
পাষাণ মিলায়ে যায় ও মধুর বোলে ॥
নীলমণি হেন গা মুকুতা গাঁথনি।
আই আই মরে যাঙ রূপের নিছনি ॥

১। দাসানুদাস

২। শ্রীকৃষ্ণের দেহখানি এত মসৃণ, মনে হয় যেন রসিক চূড়ামণি বিধাতা কুন্দায় তুলিয়া ঐ দেহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

৩। তাঁহার মুখখানি চন্দ্র অপেক্ষাও সুন্দর, তাহাতে আবার মধুর হাসি যেন জোছনার মত ফুটিয়া উঠিয়াছে।

৪। বিড়ম্বনা—রূপবর্ণনার বৃথা চেষ্টায় কি প্রয়োজন?

কালা পাটে গলে কালা কটিতে প্রবাল।
তমাল শ্যামল সূতে নবগুঞ্জমাল[১] ॥
নাসামুলে দোলে কত মূলের মুকুতা[২]।
জ্ঞান কহে ভালে ঝুরে বৃষভানু-সুতা[৩] ॥

কেদার—ছোট কাওয়ালী।

আজু পেখলু ধনী-অভিসার।
জানি বিলম্ব, তেজি পরিজন গণ,
আপহি করল শিঙ্গার[৪] ॥ ধ্রু ॥
মনসিজ অন্তরে, মন্তর লেখল,
অঞ্জনে তিলকিত ভাল[৫]।

১। তাঁহার দেহ তমাল সদৃশ শ্যামল এবং তাহাতে সূতায় গাঁথা নবগুঞ্জার মালা বিলম্বিত হইয়াছে।

২। মূল্যবান মুক্তা

৩। পদকর্ত্তা বলিতেছেন যে, ঐ রূপ দেখিয়া যে শ্রীরাধিকার নয়নে অশ্রু বহিতেছে, তাহা স্বাভাবিক।

৪। পাছে বিলম্ব হয় এই জন্য পরিজনের অপেক্ষা না করিয়া নিজেই বেশ রচনা করিতে লাগিলেন।

৫। মন্মথ তাঁহার অন্তরে কি যাদু মন্ত্র লিখিল, যাহার ফলে তিনি কপালে কাজরের দ্বারা তিলক অঙ্কিত করিলেন।

মৃগমদে নয়ন- কমল-দলে আঁজন[১],
শোভাকর শরজাল॥
যাবক রসে কুচ- কলস রাঙ্গাওল,
তাকর অতুল ভাণ্ডার[২]।
কিঙ্কিনী কণ্ঠে, হার জঘনে ধরি,
তাকর পাশ বিথার[৩]॥
সম্ভ্রম ভরম মহোদধি ডুবল,[৪]
চললি নিতম্বিনী রঙ্গে।
কহে হরি বল্লভ, মদন করব কিয়ে,
সঙ্গর পশুপতি সঙ্গে[৫]॥

১। কাজরের স্থলে নয়ন-কমল মৃগমদে অনুলিপ্ত করিলেন, তাহাতে কটাক্ষ শর অতি চমৎকার হইল।

২। শ্রীকৃষ্ণের অতুল ভাণ্ডার স্বরূপ কুচকলস অলক্তকে রঞ্জিত করিলেন, এতই বিভ্রান্ত!

৩। শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণ-রজ্জুস্বরূপ হার নিতম্বে ও কিঙ্কিনী কণ্ঠে পরিলেন।

৪। সম্ভ্রম আজ ভ্রম-সমুদ্রে ডুবিয়া গেল।

৫। মদন আজ কি করিবে? যে পশুপতির রণে তাঁহাকে ভস্ম হইতে হইয়াছিল, সেই পশুপতির (গোপ—এখানে শ্রীকৃষ্ণ) সঙ্গেই আজ রণ। (সঙ্গর—রণ=রতিরণ)

কানাড়া—তেওট।

রাধা মধুরবিহারা।
হরিমুপগচ্ছতি, মন্থর পদগতি,
লঘু লঘু তরলিত হারা ॥ ধ্রু ॥
চিকুর তরঙ্গক-ফেন-পটলমিব কুসুমং দধতি কামম্।
নটদপসব্য দৃষা দিশতীব চ নর্ত্তিতুমতনুমবামম্॥
শঙ্কিত লজ্জিত, রসভরে চঞ্চল মধুর-দৃগন্ত-লবেন।
মধু-মথনং প্রতি সমুপহরন্তি কুবলয়-দাম-রসেন ॥
গজপতি রুদ্র-নরাধিপমধুনাতন-মদনং মধুরেণ।
রামানন্দ রায় কবি ভণিতং সুখয়তু রস-বিসরেণ ॥*

---

*মধুর-বিহারা-শ্রীরাধা অভিসারে চলিয়াছেন। তিনি মৃদু পদক্ষেপে হরির নিকট যাইতেছেন। (গতিবেগে) তাঁহার হার মৃদু মৃদু আন্দোলিত হইতেছে। তাঁহার কেশরাশিতে কুসুমদাম যেন যমুনার তরঙ্গে ফেনপুঞ্জের মত সুন্দর দেখাইতেছে। নৃত্যশীল দক্ষিণ নয়নে অপ্রতিকূল (অর্থাৎ সহায় স্বরূপ) মদনকে যেন নৃত্যকৌশল প্রদর্শন করিতেছেন। শ্রীমতী তাঁহার শঙ্কিত লজ্জিত রসভরে চঞ্চল কটাক্ষপাতের দ্বারা যেন দূর হইতেই শ্রীহরিকে নীলোৎপলমালা উপহার প্রদান করিতেছেন। রামানন্দ রায়ের এই বাণী রসবিস্তার দ্বারা সম্প্রতি মূর্ত্তিমান মদন স্বরূপ প্রতাপরুদ্র নরপতির সুখ বিধান করুক।

বেলোয়ার—মধ্যম একতালা।

সাজলি রসবতী রঙ্গিনী রামা।
মন্দ মন্দ গতি, নূপুর কলরব,
লজ্জিত রাজহংসকুল বামা[১] ॥
চম্পক কনক, কেশর কুসুমাবলি[২],
রুচি জিনি সুন্দর অপঘন[৩] সাজে।
অলিকুল অঞ্জন, জলদ নীলমণি-
ছবিচয়[৪] নিন্দিত বসন বিরাজে ॥
অমল ইন্দীবর- দল-লোচন যুগ
কত কত শশী জিনি কমল-বয়ানী।
সিন্দূর বিন্দু অরুণ ছবি নিন্দই,
অহি-রমণী ফণী বেণী বনি[৫] ॥
বিদ্রুম অধরে[৬], মধুর মদু হাসনি,
দশন সৌদামিনী দমন করে।

১। সুন্দর। ২। নাগকেশর অথবা বকুল ফুল।
৩। দেহ ; অপঘনোঽথ কলেবরম্ ইত্যমরঃ।
৪। ভ্রমর পাঁতি, মেঘ ও নীলকান্ত মণির দ্যুতিরাশি।
৫। ফণাযুক্ত সাপিনীর ন্যায় বেণী রচিত।
৬। প্রবালের ন্যায় অধরে।

অর-হার মণি- কুণ্ডল লম্বিত,
কত মণি দরপই দরপবরে[১] ॥
চৌদিশে সহচরী, যন্ত্র বাজায়ত,
ধীরে ধীরে রসবতী চলত সমাজে।
বল্লভ ভনত, প্রবেশলি নিধুবনে,
হেরি কত রতি-পতি ভাজল[২] লাজে ॥

সুহই বেহাগ—মঠক তাল।

চলিতে না পারে যৌবন ভরে।
ধাধসে[৩] ধরলি সখীর করে ॥
নবীন কামিনী কনক-লতা।
এ তিন ভুবনে তুলনা কোথা ॥
সত্বরে সরণি[৪] ধরল রাই।
নিভৃত নিকুঞ্জে বসলি যাই ॥
কনক চাঁপার কুঞ্জের মাঝ।
বৃন্দা করল বিবিধ সাজ ॥
বিনোদ বিছানা বিনোদ বন।
দেখিতে শীতল হইল মন ॥

১। গর্ব্বভরে দর্পিত হয়।
২। আশ্রয় করিল। ৩। ভ্রমে ৪। পথ

রাধিকা বসিলা ফুলের মূলে।
বিশাখা তুলিয়া দেয়লি চুলে॥
খলিত বসন পরিলা বালা।
ললিতা দেয়ল গাঁথিয়া মালা॥
গাওত কোকিল মধুর গীত।
তরল করল ধনির চিত॥
উন্মদ মদনে মাতল মন।
চৌদিকে বেঢ়ল সখীর গণ॥
পরাণ পিয়ারে না দেখি বনে।
আনল উঝলি উঠিছে মনে[১]॥
কহয়ে শেখর শুনহ রাই।
নাগর-বারতা বুঝিতে যাই॥

শ্রীকৃষ্ণের অভিসার

বেহাগ—তেওট।

জানল ঘর পর নিদেঁ ভেল ভোর[২]।
শেজ তেজি উঠি নন্দকিশোর॥

১। মনের ভিতর দুঃখরূপ অনল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

২। যখন গৃহস্থ পরিজন সকল নিদ্রিত হইয়াছে জানিতে পারিলেন।

৪

সঘন গগনে নখতর পাঁতি[১]।
অবধি না পাওত ছুটত রাতি[২] ॥
জলধর-রুচি-হর শ্যামর কাঁতি।
যুবতী-মোহন-বেশ ধরু কত ভাতি[৩] ॥
ধনি অনুরাগিনী জানি সুজান।
ঘোর আন্ধিয়ারে তব করল পয়ান ॥
পরনারী-পিরীতিক ঐছন রীত।
চললি নিভৃত পথে না মানয়ে ভীত ॥
কুসুমিত কানন কালিন্দী তীর।
তাহাঁ চলি আওল গোকুল-বীর ॥
শেখর পন্থপর মীলল যাই।
আনলি নাগর ভেটলি রাই ॥

করুণ কামোদ—মধ্যম একতালা।

দুহুঁ দুহুঁ নয়নে নয়নে যব লাগল
জাগল মনমথ-রাজ।

১। নক্ষত্র নিচয়
২। রাত্রি গত হইল কিনা বুঝিতে পারিতেছেন না।
৩। প্রকার

বদন ফিরাওলি অঞ্চলে ঢাকলি
রাধা অতি ভয় লাজ ॥
(আজু) কাননে কাম-কলা-রস-রঙ্গ।
কত কত চাটু করত নব-নাগর
ধনী না দেখাওত অঙ্গ ॥ ধ্রু ॥
অঞ্চল গহত[1] করে কর বারত[2]
কঙ্কণ ঘন ঘন সান।
পরশত চরণ[3] মানাওত সহচরী
লোচন ইঙ্গিত[4] জান ॥
ঘোঙ্গট খোলি[5] বদন বিধু-অলকনি[6]
কুন্তল ঝলকনি দেখি।

১। গহত—গ্রহণ করিতেছেন।

২। শ্রীমতী হস্ত দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের হস্ত সরাইয়া দিতেছেন।

৩। (অনন্যোপায় হইয়া) শ্রীকৃষ্ণ রাধারাণীর চরণ স্পর্শ করিলেন।

৪। সখীরা চোখের ইঙ্গিতে প্রবোধ দিতে লাগিলেন।

৫। ঘোমটা খুলিয়া

৬। বদন চন্দ্র প্রকাশ করিয়া (অলকনি—আলগা করিয়া)।

নিজ লোচন মন ভূলল বল্লভ
ভৈগেল চিত্রস লেখি[১] ॥

ঝুমর
নবরে নবরে নব দোহা কার প্রেম ইত্যাদি ॥

শ্রীগৌরচন্দ্র।

কামোদমঙ্গল—মধ্যম দশকুশী।

চাঁচর চারু, চিকুর চয় চূড়হি,
চঞ্চল চম্পাক মাল।
মারুত চালিত, ভালে অলকাবলী,
জনু উছলিত অলিজাল ॥
মাই রি কো পুন বিহরই ইহ।
সুরধুনি তীরে, ধীরে চলি আয়ত,
থির বিজুরী সম দেহ ॥ ধ্রু ॥
ঢল ঢল গণ্ড- মণ্ডল মণি মণ্ডিত,
ঝলমল কুণ্ডল বিকাশ।

১। শ্রীকৃষ্ণের (পক্ষান্তরে পদকর্ত্তা বল্লভ বলিতেছেন) নয়ন মন সেই রূপ দেখিয়া ভুলিয়া গেল। তিনি চিত্রার্পিতের মত অনিমেষে সেই মুখচন্দ্র দেখিতে লাগিলেন।

বারিজ বদনে, বিহসি বিলোকনে,
বর বধূ বরত বিলাস ॥
কটি অতি খীণ, পীন তহি চীনজ
নীলিম বসন উজোর।
জগদানন্দ ভণ, শ্রীশচী-নন্দন,
সতী কুলবতী-মতি-চোর ॥

বেলোয়ার—বড় দশকুশী।

অরুণিত চরণে রণিত মণি মঞ্জীর
আধ আধ পদ চলনি রসাল।
কাঞ্চন-বঞ্চন[১] বসন মনোরঞ্জন
অলিকুল মিলিত ললিত বনমাল ॥
ভালে বনি আওয়ে মদনমোহনিয়া।
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ তরঙ্গিম[২]
রঙ্গিম ভঙ্গিম নয়ন নাচনিয়া ॥ ধ্রু ॥
মাঝহি ক্ষীণ পীন উর অম্বর
প্রাতর অরুণ কিরণ মণিরাজ।

১। স্বর্ণকেও বঞ্চনা অর্থাৎ পরাভব করে এমন উজ্জ্বল পীত বসন।

২। প্রতি অঙ্গে যেন অনঙ্গ হিল্লোলিত হইতেছে।

কুঞ্জর করভ করহি কর বন্ধন
মলয়জ কঙ্কণ বলয় বিরাজ[১] ॥
অধর সুধা ঝরু মুরলী তরঙ্গিনী
বিগলিত রঙ্গিনী হৃদয়-দুকুল[২] ।
মাতল নয়ন ভ্রমর জনি ভ্রমি ভ্রমি
উড়ত পড়ত শ্রুতি উতপল ফুল[৩] ॥
গোরোচন তিলক চূড়ে মণি চন্দ্রক
বেড়ল রমণী-মন-মধুকর-মাল ।
গোবিন্দ দাস-চিতে নিতি নিতি বিহরই
ইহ নাগর-বর তরুণ তমাল ॥

বেলোয়ার—মধ্যম একতালা।

কি হেরিলুঁ নাগর নবীন কিশোর ।
শারদ শশধর বয়ান মনোহর
রঙ্গিনী-নয়ানহি লুবধ চকোর ॥

১। চন্দন চর্চ্চিত কঙ্কণ ও বলয় করে শোভা পাইতেছে।

২। রঙ্গিনীগণের হৃদয়-বাস স্খলিত হয়।

৩। আকর্ণ বিশ্রান্ত নয়ন যুগল যেন ভ্রমরের ন্যায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া শ্রুতিযুগল রূপ পদ্মফুলে উড়িয়া পড়িতেছে।

নীলেন্দীবর সুন্দর লোচন
অঞ্জন অরুণ তরুণী-চিত-চোর।
মাণিক অধর মনোহর বংশী
রসের তরঙ্গিম মোতি উজোর॥
অমিয় বচন শ্রবণ অনুরঞ্জন
গঞ্জন নীরদ ভাষ[১]।
এক অনুপম জগ মনোমোহন
হাসি যেন বিজুরী প্রকাশ॥
নাসা তিল-ফুল রঙ্গিম মুকুতা
ঝলকত কুণ্ডল গণ্ডহি লোল।
চাঁচর কেশ- পাশ নব মালতী
তঁহিপর শিখি-চাঁদ উজোর॥
কুঙ্কুম বিরচিত তিলক বিরাজিত
রাজিত জনু দ্বিজ-রাজকি রাজ[২]।
ও তনু আভরণ তড়িদিব নবঘন
উরপর বনি বন-মালা বিরাজ॥

১। মেঘ গর্জ্জনকে নিন্দা করে।
২। চন্দ্রের রাজা অথবা সর্ব্বোৎকৃষ্ট চন্দ্র

নীল লাবণি অবনী ভরল রূপ
নখ-মণি দরপণি তিমির বিনাশে।
রায় বসন্ত মন সেবই অনুখণ
ঐছন চরণ-কমল-মধু-আশে॥

বরাড়ী—একতালা।

মনোহর কেশ বেশ মনোহর
মনোহর মালতী-মাল।
মনোহর মণি- কুণ্ডল ঝলমল
মনোহর তিলক রসাল॥
দেখ সখি মনোহর রায়।
মনোহর অধরে মনোহর মুরলী
মনোহর তান বোলায়॥
মনোহর সবহুঁ অঙ্গ মনোহর
মনোহর চন্দন সাজ।
মনোহর কটিতট মনোহর পীত-পট[১]
মনোহর রসনা বাজ[২]॥

১। পীতবসন
২। কিঙ্কিণী সুমধুর বাজিতেছে।

মনোহর চলনি মনোহর বোলনি
মনোহর নূপুর বায়।
মনোহর প্রভুকে সবহুঁ মনোহর
কহ কবিশেখর রায়॥

ভূপালী—একতালা।

কাজর-রুচিহর রজনী বিশালা[১]।
তছুপর অভিসার করু ব্রজবালা॥
ঘরসঞে নিকসয়ে যৈছন চোর।
নিশবদ পদ-গতি চললিহুঁ থোর॥
উনমতি চিত অতি আরতি বিথার।
গুরুয়া নিতম্ব নব যৌবন ভার॥
কমলিনী মাঝা খিনি উচ কুচজোর।
ধাধসে চলু কত ভাবে বিভোর॥
রঙ্গিণী সঙ্গিনী নব নব জোরা।
নব অনুরাগিণী নব রসে ভোরা॥
অঙ্গক আভরণ বাসয়ে ভার[২]।
নূপুর কিঙ্কিণী তেজল হার॥

১। দীর্ঘ রজনী কাজলের ন্যায় অন্ধকার।
২। অঙ্গের আভরণ ভার বোধ হইতে লাগিল।

লীলা কমল উপেখলি রামা[১] ।
মন্থর গতি চলু ধরি সখি শ্যামা ॥
যতনহি নিঃসরু নগর তুরন্তা ।
শেখর অভরণ ভেল বহন্তা ॥

কেদার—মধ্যম একতালা ।

এ ধনি আঁচরে চান্দ বদন ঝাঁপাউ[২] ।
লুবধল মধুপ, চকোর বিধুন্তুদ,
আনত আনত চলি যাউ[৩] ॥

১। পথশ্রম হেতু লীলা কমল পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন।

২। অঞ্চলে তোমার চাঁদমুখ আবৃত কর।

৩। কারণ তোমার মুখকমলের সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমর কুল ধাবিত হইতেছে। সুতরাং চকোর ও রাহু অন্যত্র চলিয়া যাউক। (চকোর ও রাহু চাঁদের দ্বারা আকৃষ্ট হয়, ভ্রমর হয় না। এ স্থলে ভ্রমরের আগমনে শ্রীমতীর মুখ যে কমল সদৃশ তাহাই সখীকর্ত্তৃক ব্যঞ্জিত হইতেছে এবং চকোর ও রাহুর অন্যত্র গমন উপদিষ্ট হইতেছে।)

মুখ মণ্ডল কিয়ে, শরদ সরোরুহ,
ভাল হিঁ অটমিক চন্দ।
মধু-রিপু মরমে, ভরম যাঁহা ঐছন,
তাহে কি গণিয়ে মতি মন্দ[১] ॥
জনি কহ গরবে, পানি তলে বারব,
ও থল কমল উজোর[২] ।
তহি নখ চাঁদ, ভরম ভরে ঐছন,
ততহি পড়ত জনি ভোর[৩] ॥
ভাঙ ধনুয়া কিয়ে, সুতনু ধুনায়সি[৪] ,
যছু শরে গিরিধর কাঁপ।

১। তোমার মুখমণ্ডল চাঁদ অথবা শরতের কমল সদৃশ এ সম্বন্ধে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরই যখন ভ্রান্তি হয়, তখন মূর্খ চকোর কিম্বা ভ্রমরের যে ভুল হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি ?

২। গর্ব্বভরে যদি তুমি মনে করিয়া থাক যে, ভ্রমর আসে আসুক আমি করতলে আমার উজ্জ্বল স্থলকমল সদৃশ আনন আবৃত করিব।

৩। কিন্তু আমি বলি তাহাতেও বিপদ আছে, করতলে মুখ আবৃত করিলেও তোমার নখ-চন্দ্র দেখিয়া পাছে ভ্রমর আকৃষ্ট হয়!

৪। তোমার ধনু-সদৃশ ভ্রু-যুগল যাহার শরে (কটাক্ষবর্ষণে) গিরিধারী পর্য্যন্ত তাহা, কম্পিত সুতনু বিশিষ্ট জনকেও বিধুনিত অর্থাৎ প্রকম্পিত করে, সুতরাং অতনু (মদন) রূপ পতঙ্গের প্রতি যে সেই ধনুঃশর নিক্ষেপ করিতেছ, ইহাই গোবিন্দ দাসের মনে দুঃখ।

সো কিয়ে অতনু, পতগ-শিরে ডারসি,
গোবিন্দ দাস হিয়ে তাপ ॥

সুহই—লোফা।

হন্ত ন কিমু মন্থরয়সি সন্ততমভিজল্পম্।
দন্তরোচিরন্তরয়তি সন্তমসমনল্পম্ ॥
রাধে পথি মুঞ্চ ভূরি সম্ভ্রমমভিসারে।
চারয় চরণাম্বুরুহে ধীরং সুকুমারে ॥
সন্তনু ঘন-বর্ণমতুল-কুন্তল-নিচলান্তম্।
ধ্বান্তং তব জীবতু নখ-কান্তিভিরভিশান্তম্॥
সসনাতন-মানসাদ্য যান্তী গতশঙ্কম্।
অঙ্গীকুরু মঞ্জু কুঞ্জ-বসতেরলমঙ্কম্ ॥*

---

* হায়! তুমি কি আস্তে কথা কইতে পার না? (অর্থাৎ আনন্দভরে অনর্গল বকিয়াই যাইতেছ!) তোমার দশনকান্তি যে গাঢ় অন্ধকাররাশিকে দূর করিতেছে (তাহা কি দেখিতে পাইতেছ না?—অন্ধকার অভিসারের সহায়)। হে রাধে! অভিসার কালে পথে বেশী লজ্জা বা সম্ভ্রমের প্রয়োজন নাই। তুমি তোমার সুকোমল চরণকমলদ্বয় ধীরে চালনা কর। (তাহাতে তোমার পদনখের জ্যোতিতেও অন্ধকার বিনষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে অতএব) তুমি তোমার মেঘবর্ণ কেশরাশির প্রান্ত নখোপরি বিস্তৃত করিয়া দেও। যাহাতে তোমার নখকান্তি

বেহাগ মিশ্র শঙ্করাভরণ—নন্দন তাল ।

এ ধনি পদুমিনি পড়ল অকাজ।
জনি ভেটহ হরি কুঞ্জক মাঝ॥
তুহুঁ গজ-গামিনী মতি অতি ভোর।
উচ কুচ-কুম্ভ-গরবে নাহি ওর॥
যৌবন-গরবে না হেরসি পন্থ।
পরিমলে বাসিত করসি দিগন্ত॥
যব্ তোহে করব অরুণ দিঠি-ভঙ্গ।
নিয়ড়ে না হেরবি সহচরি সঙ্গ॥
সো খর-নখর-পরশ যব হোতি।
এ কুচ-কুম্ভে না রাখব মোতি॥
গণ্ডে করব যব দশনক ঘাত।
মূরছি পড়বি তহিঁ ধরণী নিপাত॥
গোবিন্দ দাস যবহুঁ সোঙরাব।
অধর-সুধা দেই তবহিঁ জিয়াব॥

প্রশমিত হইয়া কিছুক্ষণ অন্ধকার থাকে, তাহা কর। আজ সনাতনার্পিত চিত্ত (পক্ষান্তরে সনাতন গোস্বামীর মন) সহকৃত তুমি আজ নিঃশঙ্ক হইয়া অভিসার কর এবং সুমনোহর কুঞ্জধামের অঙ্ক অলঙ্কৃত কর।

ধানশী—ছোটদশকুশী।

নূপুর-কলরব শুনইতে মাধব
কুঞ্জক হোই বাহার।
চলইতে খলই বলই সব আভরণ[১]
অম্বর নহত সম্ভার॥
সজনি! অদভুত কানুক লেহ।
আগুসরি আদর ভাবহিঁ বাদর
কি করব না পাওই থেহ॥ ধ্রু॥
কর গহি সঙ্কেত লেই পরবেশই[২]
করু নীরাজন[৩] নিজ হাত।
শীকর-যুত সর- সিজ দলে বীজই[৪]
মলয়জ লেপই গাত॥
রাই পুন দরশ- পরশ-রসে নিমগন
লাজহিঁ অবনত মুখ।

১। মৃদু মৃদু শব্দ হইতে লাগিল।
২। করে ধরিয়া সংকেত কুঞ্জে প্রবেশ করিলেন।
৩। আরতি
৪। ঈষৎ আর্দ্র পদ্মপত্রে বীজন করিতে লাগিলেন।

হেরি রাধামোহন সোই সুশোভন
মীটব পূরুবক দুখ ॥

কেদার—ঝুজ্ঝুটী তাল।

অপরূপ রাধামাধব মেল।
দুহুঁ দোঁহা দরশনে উলসিত ভেল ॥
অকূল অমিয়া সাগরে ডুবি গেলি।
কো কহু দুহুঁজন নিরুপম কেলি ॥ ধ্রু ॥

দুহুঁ দিঠি দুহুঁ মুখে, অবধি নাহিক সুখে,
পুলকে পুরল দুহুঁ তনু।
চৌদিগে সখীর ঠাট, যৈছন চাঁদের হাট,
তার মাঝে শোভে রাধা কানু ॥
দোঁহার রূপের ছান্দে, মদন পড়িয়া কান্দে,
সুধাকর কিরণ লুকায়।
সুগন্ধি চন্দন দিয়া, কর্পূর তাম্বুল লৈয়া,
বিশাখিকা দোঁহারে যোগায় ॥
ললিতা-ইঙ্গিত পাঞা, নর্ম্মদা[১] আইলা লৈয়া,
বিনিসুতে গাঁথি ফুলহার।

১। লীলা-সহচরী

দেয়ল দোঁহার গলে, হিয়ার উপরে দোলে,
দেখি আঁখি শীতল সবার ॥
শেখর মধুর করি, কহে কথা ধীরি ধীরি,
কানন শোভন দেখিবারে।
শুনিয়া চতুর কান, মনে করি অনুমান,
উঠিল ধনির ধরি করে ॥

মায়ূর—মধ্যম দশকুশী।

অপরূপ রাধা মাধব সঙ্গে।
বৃন্দা রচিত, বিপিনে দুহুঁ বিলসয়ে,
করে কর ধরি কত রঙ্গে ॥ ধ্রু ॥
ললিতা নন্দদা কুঞ্জে, যাই দুহুঁ জন
বৈঠল সহচরী মেলি।
ক্ষণ এক রহি পুন, মদন-সুখদা নামে,
কুঞ্জহিয় সখিগণ মেলি ॥
চিত্রা-সুখদা কুঞ্জে পুন পুন ভ্রমি ভ্রমি,
চলু চম্পকলতা-কুঞ্জে।
সুদেবি রঙ্গদেবি, কুঞ্জে যাই দুহুঁ
করু কত আনন্দ পুঞ্জে ॥

পূর্ণ ইন্দু সুখদা নাম[১] কুঞ্জহি তহি,
কত কত কৌতুক কেল।
তুঙ্গবিদ্যা সখি কুঞ্জক [২] হেরইতে,
সহচরিগণ লেই গেল॥
ভ্রমইতে সকল কুঞ্জ দুহুঁ হেরল,
ষড়ঋতু শোভন রীতে।
ঐছন কুসুম সুষমাবর দ্বিজগণে,
উদ্ধবদাস রস গীতে॥

শ্রীরাগ—মধ্যম দশকুশী।

নিরবধি গোরা-রূপ মোর মনে লাগিয়াছে
কহ সখি কি করি উপায়।
না দেখিলে গোরা-রূপ বিদরিয়া যায় বুক
পরাণ বাহির হইতে চায়॥
কহ সখি কি বুদ্ধি করিব।
গৃহপতি গুরুজনে ভয় নাই মোর মনে
গোরা লাগি প্রাণ তেয়াগিব॥ ধ্রু॥

১। কুঞ্জের নাম 'পূর্ণেন্দু সুখদা'।

২। কুঞ্জের নাম 'তুঙ্গবিদ্যাসখী'। সখীগণের নাম হইতে কুঞ্জের নামকরণ।

সব সুখ তেয়াগিব কুলে তিলাঞ্জলি দিব
গোরা বিনে আন নাহি ভায়।
নিঝরে ঝরয়ে আঁখি শুনহে মরম সখি
লোচন দাস কি বলিব তায়॥

শঙ্করাভরণ—মধ্যম ডাঁশপাহিড়া।

সই কি জানি কদম্ব তলে।
ওরূপ দেখিয়া কুলে তিলাঞ্জলী দিয়া
ডারি দিনু যমুনার জলে॥ ধ্রু ॥
যো মুখ দেখিতে হিয়া মোর বিদরয়ে
কে তাথে পরাণ ধরে।
ভালে সে কামিনী, দিবস রজনী,
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরে॥
বঙ্কিম নয়ানে, ভঙ্গিম চাহনি,
তিলে পাশরিতে নারি।
এতদিনে সখি, নিশ্চয় জানিনু,
মজিল কুলের নারী॥
চাঁচর চুলে সে, মালতী ফুলের,
সাজনি ময়ূর পাখে।

বলরাম কহে, কোন বা দারুণী,[১]
কুলের ধরম রাখে ॥

স্বরট মল্লার—তেওরা।

নবীন নীরদ নীল নীরজ
নীলমণি জিনি অঙ্গ[২] ।
যুবতি চেতন- চোর চূড়হিঁ
মোর-পিঞ্ছ-বিভঙ্গ[৩] ॥
জয়তি গোকুল গ্রামে শ্যামর
নাম নব যুবরাজ[৪] ।

১। এই মোহন রূপ দেখিয়া যে কুলধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারে, তাহাকে দারুণ বা কোমলতা শূন্য স্ত্রীলোক বলা হইতেছে।

২। নব মেঘ স্নিগ্ধ কান্তি বিষয়ে, নীল কমল কোমলতা বিষয়ে, নীলমণি উজ্জ্বলতা বিষয়ে উপমিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের রূপের নিকট নব মেঘ ইত্যাদি ঐ ঐ গুণে হারি মানিয়াছে।

৩। যুবতীগণের চৈতন্য-লোপকারী চূড়ায় ময়ূর পুচ্ছের ভঙ্গী।

৪। শ্যাম নামে এক নব যুবরাজ।

চপল বনফুল দাম কামক
ধাম জাহ্নবি রাজ[১] ॥
খীন কটি তটে, চীন-ভব অতি[২]
পীন পীতম বাস।
বদনে বিলসিত, ইন্দু বিকসিত,
কুন্দ নিন্দুক হাস ॥
নিন্দি সিন্দূর অধর সুন্দর
বেণু বাওই মন্দ।
জগত-আনন্দ হৃদয়ে বিহরত
মূরতি ঐছন ছন্দ[৩] ॥

বেলোয়ার—মধ্যম দশকুশী।

করুণা-বরুণ নয়ন[৪] অরুণারুণ[৫],
তনু জনু তরুণ তমাল।

১। দোদুল্যমান বনফুলের মালা যেন কন্দর্পের বাসস্থল এবং (দেখিয়া মনে হয় যেন নীলগিরিতে) জাহ্নবী শোভা পাইতেছে। (রাজ—রাজতে, শোভতে)

২। চীনাংশুক

৩। ঐ প্রকার মূর্ত্তি

৪। করুণায় অশ্রু সজল ৫। অরুণের ন্যায় লাল

মারুত মিলিত বলিত অলকাবলি,[১]
কবলিত সুবলিত ভাল[২] ॥
জয় জয় নটবর নাগর কান।
যুবতিক হৃদয় পয়োনিধি উথলই,
হেরইতে চাঁদ বয়ান ॥ধ্রু॥
চৌদিশে চৌঙকি চৌঙকি করু চুম্বন
চঞ্চরিচয় বনমাল[৩]।
পীত বসনদলে কেলি করত খীন
কটি তটে বিজুরী রসাল[৪]।
যাহে হেরি হরিণী নয়নী হরু চেতন,
হুঁকরি তেজই নিশ্বাস।
জগদানন্দ মূঢ় মুরুখ তছু গুণ,
বরণিতে করতহি আশ ॥

১। চূর্ণ কুন্তল গুলি পবনে মৃদুমন্দ আন্দোলিত হইতেছে।
২। (অলকাবলী কর্ত্তৃক) সুন্দর ললাট আবৃত।
৩। ভ্রমর সমূহ বনমালাকে চুম্বন করিতেছে।
৪। রসময়ী বিদ্যুৎ; পীতবসন বিদ্যুতের মত, কিন্তু তাহাতে বিদ্যুতের জ্বালা নাই।

তুড়ি—মধ্যম একতালা।

কিবা রাতি, কিবা দিন, কিছুই না জানি।
জাগিতে ঘুমাতে দেখি শ্যামরূপ খানি॥
আপনার নাম মোর নাহি পড়ে মনে।
পরাণ হরিল রাঙ্গা নয়ন নাচনে॥
কিবা রূপ দেখিলুঁ সেই নাগর শেখর।
আঁখি ঝোরে মন কাঁদে পরাণ কাতর॥
সহজে মুরতি খানি বড়ই মধুর।
মরমে পশিয়া সে ধরম কৈল চুর॥
আর তাহে কত কত ধরে বৈদগধি।
কুলেতে যতন করে কোন বা মুগধী॥
দেখিতে সে চাঁদ মুখ জগমন হরে।
আধ মুচকি হাসে কত সুধা ঝরে॥
কালো কপালে শোভে চন্দনের চাঁদে।
বলরাম বলে তেঞি সদা প্রাণ কাঁদে॥

ইমন কল্যাণ—জপতাল।

(শ্যাম নাগরের গো)
মৌলি মিলিত শিখি-শিখণ্ড[১] ,
চলকুণ্ডল ললিতগণ্ড [২] ,
জলধর জনু ডগমগ তনু,
জগজন মনোহারি।
মদন-সদন বদন[৩] ইন্দু,
নিরখি যুবতি হৃদয় সিন্ধু,
ছল ছল দিঠি জলছলে কিএ[৪] ,
উছলি পড়ত বারি ॥

১। চূড়ায় ময়ূরের পুচ্ছ সংযুক্ত হইয়াছে।

২। গণ্ডস্থল চঞ্চল মণিকুণ্ডলে শোভিত।

৩। মদনের নিবাস স্থল

৪। যুবতীগণের ছল ছল নয়ন দেখিয়া মনে হইতেছে যেন তাহাদের হৃদয়-সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে এবং নয়নে জল দেখিয়া মনে হইতেছে যেন হৃদয়ে আর ধরিতেছে না বলিয়া উছলিয়া পড়িতেছে।

খঞ্জন গতি গরব-ভঞ্জ,
অঞ্জনযুত নয়ন-কঞ্জ [১]
অবিচল-কুল কুল যুবতিক,[২]
কুল টলমলকারী ॥
হেরি অপরূপ রূপকূপ,
নিরুপম রস রসিক ভূপ,
কো হেন ধনি ধরব ধৈরজ,
ধরিত্রি ধরিএ পারি ॥
মন্দ মন্দ বহ সমীর,
তপন তনয়া তটিনী তীর
গজপতি জিতি সুললিত অতি
গতি চলু গিরিধারী।
কেশরী জিনি খিন মাঝ,
পীন পীত বসন সাজ,
পদ যুগে শশি খসি পড়ি পশি,
রহু দশরূপ ধারী ॥

১। নয়ন কমল

২। যে সকল কুল রমণীর কুল অটল, তাহাদের কুলও টলমল করাইতেছে (নয়ন কমল)।

সুর পুর বধূ পড়ল ধন্দ,
সঘন খলত নীবি নিবন্ধ,
মনমথ মন-মথন মুরতি,
নিরখি বদন কারী[১]।
যাক লখিমী[২] করত আশ,
জগদানন্দ নবীন দাস,[৩]
রাতুল থল, জলরুহ দল,
পদতল বলিহারি ॥

শ্রীসুহই—নটশেখর বা ছোট দশকুশী।

শ্যাম রূপের কথা কইতেছিল সখি সঙ্গে বসি।
হেনকালে রাধা বলে বাজে শ্যামের বাঁশী ॥
আর না বাজিহ বাঁশী করি অহঙ্কার।
সর্প হইয়া দংশিলি শ্রবণে আমার ॥
তরলে জনম তোর কিছু লাজ নাই।
ঝাড়ের লাগাল পেলে সাগরে ভাসাই ॥
আর না বাজিহ বাঁশী নিরব হইয়া থাক।
সাজিয়া বেরালাম আমি আর নাহি ডাক ॥

১। মলিন; ২। শোভা
৩। দাসত্বে নূতন ব্রতী

কি ধন পাইয়া বাঁশী কর দূতপনা।
পর কি জানয়ে বাঁশী পরের বেদনা॥
তরলে জনম তোর হৃদয় সরল।
খলের বদনে থাকি উগার গরল॥
যদুনাথ দাস বলে বাঁশীর দোষ কি।
যা বলায় খল জন তাই বলে বাঁশী॥

মায়ূর—মধ্যম দশকুশী।

বাঁশী রব শুনিল কানে, চিতে না ধৈরজ মানে,
অমনি উঠিল রসবতী।
কে যাবে আমার সাথে, ফুলধনু লও হাতে,
ভেটি গিয়ে গোকুলের পতি॥
ললিতা বলিছে রাধে, সাজাব মনের সাধে,
অমনি যাইবে কেন ধনি।
শেষে সব সখি সঙ্গে, নাগর ভেটিব রঙ্গে,
যেতে হবে তাও মোরা জানি॥
দুস্থতি মুকুতা মালা, গাঁথি এক ব্রজবালা,
আনি দিল শ্রীমতীর গলে।
অনুমানে বুঝি হেন, বিধুপাশে তারা যেন
উদয় হইল মেঘের কোলে॥

অভিনব কমলিনী তনু হেন কাঁচা ননী,
তাহে হ'ল ভূষণে ভূষিত।
নিজ অঙ্গ দরপণে, প্রতিবিম্ব বিলোকনে,
ধনি ভেল আপনে মোহিত॥
করি বেশ বিভূষণ, কহে সব সখীগণ,
কি লাগিয়া বিলম্ব এখন।
যতুনাথ দাসে কয়, এখন উচিত হয়,
বঁধুপাশে করিতে গমন॥

নিশাভিসার।

কামোদ—ডাঁশপাহিড়া।

শ্যাম-অভিসারে, চললি সুন্দরি ধনি,
নব নব রঙ্গিনী সাথে।
বাম শ্রবণ-মূলে শতদল পঙ্কজ,
কাম জয় ফুলধনু হাথে॥
ভালহি সিন্দূর, ভানু কিরণ জনু,
তহিঁ চারু চন্দনবিন্দু।
মুখ হেরি লাজসে, সায়রে লুকায়ল,
দিনে দিনে খিন ভেল ইন্দু॥

করি-রদ-বিরচিত, চারু ভূষণ করে,
মদন জিনিয়া ধনি সাজ।
চরণহি নূপুর, মুখর মনোহর,
রতি-জয় বাজন বাজ॥
ললিতাদি সখি মিলি, মঙ্গল হুলাহুলি,
শ্যাম দরশ রস-আশে।
দোঁহে দোঁহা হেরইতে, দুহুঁ চিত পুলকিত,
বলিহারি গোবিন্দ দাসে॥

কেদার—লোফা।

পেখলুঁ রে সখি যুগল কিশোর
কালিন্দী তীর নিকুঞ্জক ওর॥
নব নব রূপ নিরুপম লাবণি
মরকত কাঞ্চন কাঁতি।
নারী পুরুখ দোঁহে লখই না পারিয়ে
অছু পরিরম্ভণ ভাতি॥
ঘন ঘন চুম্বনে লুবধ বদন দুহুঁ
বিগলিত স্বেদ উদ বিন্দু।
হেরি হেরি মরম ভরম পরিপূরল
কোরহি মণিকর ইন্দু॥

সিন্দূর অরুণ চন্দন বিধুমণ্ডল
সঘনে উদিত আধ মেলি।
গোবিন্দ দাস কহই নব অপরূপ
রাধামাধব কেলি ॥

শ্রীগৌরচন্দ্র।

সুহই—দশকুশী।

নিরবধি গোরারূপ দেখি।
নিঝরে ঝরয়ে দুটি আঁখি ॥
কি করিব কি হবে উপায়।
প্রাণ মোর ধরণে না যায় ॥
নিশি দিশি কি হইল না জানি।
মরমে লেগেছে দ্বিজমণি ॥
না দেখিয়া গোরা-চাঁদমুখ
কহে বাসু বিদরয়ে বুক ॥

সঞ্চারি বেহাগ—ছুটা তাল।

কি খেনে শ্যামের অঙ্গে নয়ন লাগিল।
মান অভিমান কুল ধৈরয ভাঙ্গিল ॥

রূপের সায়রে আঁখি ডুবিয়া রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥
ত্রিভঙ্গ হইয়া রূপ অন্তরে পশিল।
অনেক যতন কৈল বাহির না হইল॥
লম্ফ দিয়া ব্যাধ যেন ধরে বনে পাখি।
তেমতি ঠেকিলাম গো উপায় বল সখি॥
ঘর যাইতে পথ মোর হইল হারান।
অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি করে প্রাণ॥
কি করিতে কি না করি কত উঠে মনে।
তিলেক না রহে প্রাণ দরশন বিনে॥
জ্ঞানদাস কহে আমি এই সে করিব।
শ্যাম বন্ধু লাগি আমি যমুনায় পশিব॥

আশাবরী—মঠক তাল।

কাহারে কহিব, মনের বেদনা,
কে বা যাবে পরতীত[১]॥
হিয়ার মাঝারে, পশিয়া রহিলে,
সদাই চমকে চিত॥

১। কে প্রতীতি বা বিশ্বাস করিবে?

গুরুজনা আগে, দাঁড়াইতে নারি,
ছল ছল করে আঁখি।
পুলকে আকুল, দিগ নেহারিতে,
শ্যামময় সব দেখি ॥
সখির সহিতে, যমুনা যাইতে,
সে কথা কবার নয়।
মুকুর কবরি, যমুনার জল[১]
তা হেরি পরাণ রয় ॥
রাখিতে নারিনু, কুলের ধরম,
কহিনু তোসভার আগে।
চণ্ডিদাসে কয়, শ্যাম সুনাগর
সদাই হিয়ায় জাগে ॥

পুরিয়া ধানশী—আড়া ডাঁশপাহিড়া।

বড় পরমাদ দেখি গো বড় পরমাদ দেখি।
কালা কানু রূপ নয়নে হেরিয়ে
সদা ঝুরে মোর আঁখি ॥ ধ্রু ॥

১। নীলমণির দর্পণ (?), কেশপাশ, যমুনার কাল জল দেখিয়া শ্যামের কথাই মনে পড়ে এবং চিত্ত তখন ধৈর্য্য ধারণ করিতে চাহে না।

কিসে নিবারিব কালো রূপ সখি
হইল বিষম লেঠা।
মনে করি যদি উচ্চস্বরে কাঁদি
গুরুজন তাহে কাঁটা॥
ধীবর দেখিয়ে, জলে যত মীন,
তরাসে যেমতি কাঁপে।
তেমতি আমার, এ ঘরে বসতি,
অঙ্গ জর জর ঝাঁপে॥
ঘরে পরে গুরুজন, মোরে গঞ্জে অনুখন,
তাহাকি কাহাকে কহি।
মরণ সমান, করে অপমান,
বন্ধুর লাগিয়া সহি॥
ইহ কর্ম্ম করি গুমরি গুমরি
ফুকারি কান্দিতে নারি।
নাহি হেন জন করে নিবারণ
যেমন চোরের নারী॥
কাহারে কহিব, কেবা নিবারিব,
কে জানে মনের দুখ।
চণ্ডিদাসে কহে, ছাড় গো স্বজন,
তবে সে পাইবে সুখ॥

সুহই—কাটা দশকুশী।

ভাদরে দেখিলুঁ নটচাঁদে।
সেই হইতে উঠে মোর কানু পরিবাদে॥
এতেক যুবতি আছয়ে গোকুলে।
কলঙ্ক কেবল লেখা মোর সে কপালে॥
স্বামী ছায়াতে মারে বাড়ি।
তার আগে কুকথা কয় দারুণ শাশুড়ি॥
ননদিনী দেখয়ে চোখের বালি।
শ্যাম নাগর তোমায় পাড়ে গালি॥
এ দুখে পাঁজর হইল কাল।
ভাবিয়া দেখিলুঁ এবে মরণ সে ভাল॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে পুন কয়।
পরের বচনে কি আপন পর হয়॥

সুহই—বিষম দশকুশী।

ইহ গুরু গঞ্জন বোল।
শুনইতে জিউ উতরোল॥
কত সহ এ পাপ পরাণ।
বুঝি কিয়ে হয় সমাধান॥

১। প্রবাদ এই যে ভাদ্রমাসে নষ্টচন্দ্র দেখিলে মিথ্যা কলঙ্ক হয়

বিনা ছলে তোলে পরিবাদ।
কি কার করিলুঁ অপরাধ ॥
ননদি নয়ন জ্বালে বসি[১]।
তাহে কাল এ পাড়া পড়শী[২] ॥
জ্ঞানদাসে কহে ধনি রাই।
পরিবাদের আর ভয় নাই ॥

বেহাগ—লোফা।

জয় জয় বিজই কুঞ্জে কুঞ্জরবর-গমনী।
প্রেম তরঙ্গে, ভরল অঙ্গ,
সঙ্গে বরজ-রমণী ॥
গগন মণ্ডল, অতি নিরমল,
শরদ সুখদ যামিনী।
নীল বসন. রতন ভূষণ,
ঝলকত ঘন দামিনী ॥
দৃমিকি দৃমিকি, রবাব পাখোয়াজ,
ঠাম ঠমকি চলনি।

১। দৃষ্টির দ্বারা আমাকে জালাতন বা দগ্ধ করে।

২। প্রতিবেশী আমার কাল অর্থাৎ মৃত্যু যন্ত্রণা স্বরূপ হইয়াছে।

তানা না না, স্থললিত বীণা,
গান করত স্বজনী ॥
যন্ত্র তন্ত্র, তালমান,
ধনি ধনি নব যৌবনী।
রুণু রুণু রুণু ঝুনু নু নু নু
বাজত নূপুর কিঙ্কিণী ॥
মিলল শ্যাম, নিকুঞ্জ ধাম,
অনুপাম সুখ শোহিনী।
গোবিন্দদাসের, সুখের নাহি ওর,
হেরি শ্যাম-মনমোহিনী ॥

বেহাগ—জপতাল।

হেরইতে দুহুঁজন দুহুঁ মুখ ইন্দু।
উছলল দুহুঁ মন মনোভব সিন্ধু ॥
দুহুঁ পরিরম্ভনে দহুঁ তনু এক।
শ্যামর গোরী কিরণ রহ রেখ ॥
দুহুঁ দুহুঁ জীবন মিলল এক ঠাম।
আনন্দ সাগরে রহল অগেয়ান ॥
দুহুঁ প্রেমে পূরল দুহুঁ মন সাধ।
হেরি যদুনন্দন ভেল উনমাদ ॥

মঙ্গল—মধ্যম দশকুশী।

দেখ দেখ গোরা-রূপ ছটা।
হরিদ্রা হরিতাল হেম কমলদল
কিবা থির বিজুরীর ঘটা ॥ ধ্রু ॥
কুঞ্চিত কুন্তলে চূড়া মালতী মল্লিকা বেড়া
ভালে উর্দ্ধ তিলক সুঠাম।
আকর্ণ নয়ান বাণ ভুরু ধনু সন্ধান
হেরিয়া মূরছে কোটী কাম ॥
হেম-চন্দ্র-গণ্ড-স্থল শ্রুতিমূলে কুণ্ডল
দোলে যেন মকর আকারে ॥
বিম্ব অধর ভাতি দশন মুকুতা পাঁতি
আধ-হাসি অমিয়া উগারে ॥
সিংহ গ্রীব গজ-স্কন্ধ কণ্ঠে মণি-হার বৃন্দ
ভুজ যুগ কনক অর্গল।
সু-রাতুল[১] করতল জিনি রক্ত উতপল
নখচন্দ্র করে ঝলমল ॥
পরিসর হিয়া মাঝে মালতীর মালা সাজে
সূক্ষ্ম যজ্ঞ-সূত্র সুজঠর।

১। সুলোহিত

নাভি সরোবর জিনি রোমাবলী ভুজঙ্গিনী
কাম দণ্ড কিয়ে মনোহর ॥
হরি জিনি কটিতটে কনক কিঙ্কিনী রটে
রক্ত প্রান্ত বসনে[১] বেষ্টিত।
হেম রম্ভা জিনি উরু চরণ নাটের গুরু
তাহে মণি-মঞ্জীর শোভিত ॥
সূক্ষ্ম রক্ত-পদ্মদল শ্রেণী অর্দ্ধ মনোহর
তাহে জিনি কোঁচার বলনী[৪]।
চরণ উপরে দোলে হেরি মুনি-মন ভুলে
আধ গতি গজবর জিনি ॥
কিবা তাহে পদাঙ্গুলি কনক চম্পক কলি
অপরূপ নখচন্দ্র পাঁতি।
তার তলে কোকনদ ভুবন-মোহন পদ
যদু-চিত-অলি রহু মাতি ॥

১। লালপাড় কাপড় কোমরে জড়ানো রহিয়াছে।

২। চরণের ভঙ্গী নৃত্যকলা শিক্ষা দিতেছে।

৩। লালপাড় কাপড়ের কোঁচা চরণোপরি দুলিতেছে, দেখিয়া মনে হয় যেন কতকগুলি ছোট ছোট লাল কমল অর্দ্ধ-চন্দ্রাকারে সাজানো হইয়াছে।

গৌরী—জপতাল।

জয় জয় গোকুল-চন্দ।
ব্রজ নব যুবতিক মানস-ফন্দ[১] ॥ ধ্রু ॥
পিরীতি-মূরতি কিয়ে নব-রস-কন্দ[২]।
নব-ঘন-রুচির বরণ-অনুবন্ধ ॥
সুখময় শীতল চন্দন অঙ্গ।
নব নব ভাব-তরঙ্গিত রঙ্গ ॥
অভিনব নাগরি জীবিত-বন্ধু[৩]।
রাধা মোহন-পহুঁ রূপক সিন্ধু[৪] ॥

শ্রীরাগ—বৃহৎ একতালা।

তনু ঘন-গঞ্জন জনু দলিতাঞ্জন।
কঞ্জ নয়ানি-নয়ন-ললিতাঞ্জন ॥

১। মনরূপ পাখী ধরিবার ফাঁদ।
২। নবীন অর্থাৎ অপূর্ব্ব প্রেম-রসের মূল স্বরূপ।
৩। নবীন ব্রজ নাগরীগণের প্রাণদায়ক বন্ধু।
৪। পদকর্ত্তা রাধামোহনের প্রভু (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ) রূপের সাগর।

নন্দ সুনন্দন ভুবন আনন্দন।
নাগরি-নারি হৃদয় ঘন চন্দন ॥ ধ্রু ॥
লোচন খঞ্জন জগ-অনুরঞ্জন।
কুলবতী যুবতি বরত ভয় ভঞ্জন[১] ॥
গোবিন্দদাস ভণ রসিক রসায়ণ[২]।
রসয়তু ভূপতি রূপনারায়ণ[৩] ॥

শ্রীকেদার—মধ্যম একতালা।

মৃদুতর-মারুত-বেল্লিত-পল্লব-
বল্লী-বলিত-শিখণ্ডম্।

১। কুলবতী যুবতীগণের স্বামী-ব্রত ভঙ্গ করেন যিনি।

২। রসিকজনার চিত্তবিমোহনকারী।

৩। কেহ কেহ মনে করেন যে রূপনারায়ণ মিথিলার রাজা ছিলেন। বিদ্যাপতির পদে যে রূপনারায়ণ নাম দেখিতে পাওয়া যায়, এ রূপনারায়ণ তিনি কখনই হইতে পারেন না। কারণ গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির অনেক পরবর্ত্তী কবি। মিথিলায় অপর একজন রূপনারায়ণ নামক নরপতির আবির্ভাব অসম্ভব নহে। আমাদের মনে হয়, এই রূপনারায়ণ বাঙ্গালার কোনও রাজা হইবেন।

তিলক বিড়ম্বিত মরকত মণিতল
বিম্বিত শশধর-খণ্ডম্ ॥
যুবতি-মনোহর-বেশম্।
কলয়[১] কলানিধিমিব ধরণীমনু
পরিণত-রূপ-বিশেষম্[২] ॥ ধ্রু ॥
খেলা-দোলায়িত মণি কুণ্ডল
রুচি-রুচিরানন শোভম্।
হেলা[৩] -তরলিত মধুর বিলোচন
জনিত বধূ-জন লোভম্ ॥
গজপতিরুদ্র নরাধিপ চেতসি
জনয়তু মুদমনুবারম্।
রামানন্দরায় কবি ভণিতং
মধুরিপু রূপমুদারম্ ॥*

১। পশ্য, দেখ।

২। পরিণত ঔৎকর্ষং প্রাপ্তঃ রূপবিশেষো যস্মাৎ—রাধামোহন ঠাকুরের টীকা।

৩। হেলয়া হাবপরিণামরূপ ব্যক্ত শৃঙ্গার সূচক ভাববিশেষেণ—ঐ টীকা। অর্থাৎ হাবভাবের দ্বারা চঞ্চল নয়ন।

* বতী জনের চিত্তহারী বেশযুক্ত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন কর।

সুহিনী—ছোট ছুঠুকী।

কন্দল[১] কুসুম সুকোমল কাঁতি।
মাথে ময়ূর শিখণ্ডক পাঁতি॥
আকুল অলি-কুল বকুলক মাল।
চন্দন চাঁদ বিরাজিত ভাল॥
মদন-মোহন মূরতি কান।
হেরি উনমত ভেল যুবতি-পরাণ॥ ধ্রু॥

তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইতেছে যেন এক অখণ্ড, উৎকর্ষপ্রাপ্ত রূপ-বিশেষশালী চন্দ্র ধরণীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার ময়ূরপুচ্ছ মৃদুপবনন্দোলিত-পত্রযুক্ত সুন্দর লতার দ্বারা বেষ্টিত। তাঁহার চন্দন তিলক মরকতমণিতলে বিম্বিত চন্দ্রকলার ন্যায়। তাঁহার ক্রীড়া চঞ্চল মণিকুণ্ডলের আভায় মনোহর আনন শোভাযুক্ত হইয়াছে। উঁহার হাবভাবযুক্ত সুচঞ্চল কটাক্ষে ব্রজবনিতাকুলের লোভ জন্মিতেছে। রামানন্দরায় কবির বর্ণিত মধুমথনের মনোহর রূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরণ রসিক ভক্ত প্রতাপরুদ্র নরপতির আনন্দ পুনঃ পুনঃ উৎপাদন করুক।

১। এক প্রকার নীল বর্ণের পুষ্প।

ভাঙ বিভঙ্গিম লোচন-ওর[১]।
নাসা উন্নত মোতি উজোর॥
বঙ্কিম গীম অমিয়া মিঠ বোল।
কাঞ্চন কুণ্ডল গণ্ডহি লোল॥
মণিময় অভরণ অঙ্গে বিরাজ।
পীত নিচোল তহি পর সাজ॥
অরুণ-চরণে মণি-মঞ্জীর বায়।
গোবিন্দদাস-চিতে আন নাহি ভায়॥

গান্ধার—মধ্যম দশকুশী।

দেখ দেখ গোকুল-মঙ্গল শ্যাম।
ব্রজ-নব-নাগরি ভাবে বিভাবিত
মুরলি খুরলি[২] সোই নাম[৩]॥ ধ্রু॥

১। নয়ন-প্রান্ত, দৃগঞ্চল।
২। মুরলী বাজাইবার অভ্যাস।
৩। কোনও সখী বলিতেছেন যে ব্রজ নব নাগরী অর্থাৎ

রূপ অনূপ ভুবন জন মোহন
শোহন নটবর বেশ।
কালি দমন মদন জিতি লাবণি
চূড়হি কুঞ্চিত কেশ॥
নবঘন-ইন্দ্র-মণীন্দ্র কলেবর[1]
লোচন কমলক ভান।
কত কোটি শারদ-চাঁদ জিনি শোভিত
ঢল ঢল বিমল বয়ান॥
পদ-তল অরুণ-কমল জিনি উজর[2]
মুনি মানস মুরছান।
রাধামোহন পহুঁ প্রেমহি আগোর[3]
নাগর অবহি সুজান॥

শ্রীরাধিকার ভাবে উঁহার মন পরিপূর্ণ এবং বাঁশীতেও তাঁহারই নাম লইতেছেন।

১। নব মেঘ এবং শ্রেষ্ঠ ইন্দ্র নীলকান্ত-মণির স্থায় তাঁহার কান্তি।

২। উজর = উজ্জ্বল

৩। প্রেমে বিমনা, অচেতন

দেশ মল্লার—মধ্যম দুঠুকী।

কুন্দন-কনক-কলিত-কর-কঙ্কন[১]
কালিন্দি-কূল-বিহারি।
কুঞ্চিত-কচ কেশর-কুসুমাকুল
কুল-কামিনি-কর-ধারি॥
জয় জয় জগ-জীবন যদু-বীর।
জলধর জিতিয়া জ্যোতি যছু জোহিত[২]
যুবতিক-যূথ অথীর॥ ধ্রু॥
পদুমিনি-পাণি পরশে পুলকায়িত
পরিজন প্রেম পসারি।
পহিরণ পীত পতনি[৩] পতিতাঞ্চল
পদ-পঙ্কজ পরচারি[৪]॥

১। যাঁহার করকঙ্কণ উজ্জ্বল (কুঁদে পালিস করা) স্বর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত।

২। দৃষ্ট; অর্থাৎ যে সকল যুবতী তাঁহার মেঘনিন্দিত কান্তি দর্শন করিয়াছে।

৩। সূক্ষ্ম বস্ত্র

৪। বসন প্রান্ত ঈষৎ উন্মুক্ত হইয়া পাদপদ্ম প্রকাশ করিতেছে।

রমণী রমণ রতন-রুচিরানন
রঞ্জিত-রতিরস বাস।
রসনা রোচন রসিক-রসায়ন[১]
রচয়তি গোবিন্দদাস ॥

বরাড়ী—মধ্যম একতালা।

কুটিল কুন্তল কুসুম কাচনি
কান্তি কুবলয় ভাস।
কুঞ্চিতাধর কুমুদ কৌমুদি
কুন্দ-কৈরব হাস ॥
কানু কালিন্দি- কূল কাননে
কুঞ্জে কুঞ্জর রাজ।
কামিনী কুচ কুঙ্কুমাঞ্চিত
কাম কোটি বিরাজ ॥
কনক কিঙ্কিণি কঙ্কণাঙ্গদ
কুণ্ডলাঞ্চিত অংস।
কোক কোকিল কণ্ঠ-কুণ্ঠক
কাকলী-কৃত-বংশ ॥

১। রসনার আনন্দ বিধানকারী এবং রসিক জনার সঞ্জীবনী স্বরূপ।

কেশরী কটি কম্বু কণ্ঠক
কঞ্জ কেশর দাম ॥
(কলি) কাল-কালিয় কবল কম্পিত
দাস গোবিন্দ গান ॥

বেলোয়ার—মধ্যম একতালা।

সাজলি, শ্যাম বিনোদিনী রাধে !
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ তরঙ্গিম,
মদনমোহন মনমোহিনী ছাঁদে ॥
কনক কটোর চোর, কুচ কোরক জোর,
উজোরল মোতিম দাম।
ভুজযুগ থির বিজুরী পর মণিময়
কঙ্কণ ঝলকিত চমকিত কাম ॥
মধুরিম হাস সুধারস নিরসন,
দশন জ্যোতি জিতি মোতিম কাঁতি।
সুভগ কপোল, লোল মণি কুণ্ডল,
দশদিশ ভরল নয়নশর-পাঁতি ॥
ঝাঁপল কবরী, ভালে অলকাবলী,
ভাঙু ধনুয়া ধনু মনমথ সেবি।

গোবিন্দদাস, হৃদয়ে অবধারল,
মুরতি শিঙ্গার দেব অধিদেবী ॥

কামোদ—মধ্যম দশকুশী।

প্রেম রতন খনি, রমণি শিরোমণি,
পিয়া-বিরহানল জানি।
অন্তর জর জর, নয়ন নিঝরে ঝর,
বদনে না নিকসয়ে বাণী ॥
আজু কি কহব হরি-অনুরাগ।
তৈখনে কানন চললি বিকলমন,
(কুল) ধরম লাজ ভয় ভাগ ॥
মন্থর গতি অতি, চলই না পারতি
চলতহি তবহি তুরন্ত।
হিয়া অতি ধস মসি, শ্বাসই মুখশশী
শ্রমজল-কণ বরিখন্ত ॥
সঙ্গিনী সহচরী, দূরহি পরিহরি,
রাই একাকিনী কুঞ্জে।
বল্লভ মুরছিত হেরি জিয়াওত
রূপ সুধা রস পুঞ্জে ॥

কেদার—জপতাল।

দোঁহে দোহা নিরখই নয়নের কোণে।
দোহ হিয়া জর জর মনমথ বাণে॥
দোহে দোহা আরতি পিরীতি নাহি টুটে॥
দরশন পরশে কতেক সুখ উঠে॥
শ্যাম বামে বৈঠল রসের মঞ্জরী।
জ্ঞানদাসে মাগে চরণ মাধুরী॥

শ্রীগৌরচন্দ্র।

সুহই—বড় দশকুশী।

সহজই মধুর মধুর যছু মাধুরী
ত্রিভুবন জন মনোহারী।
জলজ কি স্থলজ চলাচল জগভরি,[১]
সবহু বিমোহনকারী॥
মাই রি অপরূপ গোরা-তনু-কাঁতি[২]।

১। জলচর স্থলচর এবং সমস্ত বিশ্ব চরাচর,—সকলেই তাঁহার রূপে বিমোহিত।

২। কোনও নদীয়া নাগরী কোনও বর্ষীয়সী মরমী সখীকে বলিতেছেন। 'আলিরি' 'সখীরি' প্রভৃতির ন্যায় মাইরি সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে।

নিরখি জগতে ধরু, দামিনী কামিনী,
চঞ্চল চপল খেয়াতি[১] ॥ ধ্রু ॥
হারকি ছলকিয়ে, তারক বিলসই,
উরপরিযঙ্কে নিহারি[২]।
গগনহিঁ ভগণ- রমণ নিজ পরিজন
গণি গণি অন্তর কারি[৩] ॥
যাহা হেরি সুরপুর- নারী নয়ন ভরি,
বারি ঝরত অনিবারি[৪]।

১। সেই গোরা-অঙ্গের কান্তি দেখিয়া দামিনী এবং কামিনী চঞ্চল ও চপল বলিয়া খ্যাতি পাইয়াছে। দামিনী লজ্জায় চঞ্চলা, কামিনী মুগ্ধ হইয়া চপল-স্বভাবা; অথবা দামিনীরূপ কামিনী।

২। মহাপ্রভুর গলে যে হার দুলিতেছে, তাহা হার নয়; যেন সুবর্ণ পর্য্যঙ্কে তারাগণ বিশ্রাম করিতেছে, এইরূপ দেখা যায়।

৩। (তাহা দেখিয়া) নক্ষত্রের পতি চন্দ্র নিজের পরিজনের অর্থাৎ নক্ষত্রের সংখ্যা গণনা করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন এবং তাহা করিতে করিতে তাঁহার অন্তর মলিন (কালি) হইয়া গিয়াছে।

৪। যাহা অর্থাৎ যে গৌরকান্তি নয়ন ভরিয়া দেখিয়া দেবাঙ্গনাগণের নয়নে অনবরত জলধারা ঝরিতেছে।

জগদানন্দ ভণ, তাহা কি ধিরয ধর
দ্বিজবর-কুলজ-কুমারী[১] ॥

কল্যাণমায়ূর—তেওট।

সজনি কি হেরলুঁ ও মুখ-শোভা।
অতুল কমল সৌরভ শীতল
তরুণী-নয়ন-অলি লোভা ॥ ধ্রু ॥
প্রফুল্ল ইন্দী- বর বর সুন্দর
মুকুর কান্তি মন মোহা।
রূপ বরণিব কত ভাবিতে থকিত চিত[২]
কিয়ে নিরমল ছবি-শোহা[৩] ॥

১। দ্বিজবর কুলজকুমারী=ব্রাহ্মণ তনয়া। ব্রাহ্মণকুলাবতংস পদকর্ত্তা নদীয়া নাগরী ভাবে বিভাবিত হৃদয়ে বলিতেছেন এই রূপ দেখিয়া যখন সুরললনারা বিচলিত হইয়াছিল, তখন ব্রাহ্মণকুল-কন্যা (নদীয়া নাগরী ভাবে পদকর্ত্তা) কি ধৈর্য্যধারণ করিতে পারে?

২। সেই পরম রমণীয় রূপ চিন্তা করিতেও চিত্ত স্থগিত অর্থাৎ রুদ্ধ হয়।

৩। নির্ম্মল ছবির শোভা

বরিহা বকুল ফুল[১] অলিকুল আকুল
চূড়া হেরি জুড়ায় পরাণ।
অধর বান্ধুলী ফুল শ্রুতি মণিকুণ্ডল
প্রিয় অবতংস বনান[২] ॥
হাসিখানি তাহে ভায় অপাঙ্গ ইঙ্গিতে চায়
বিদগধ মোহন রায়।
মুরলীতে কিবা গায় শুনি আন নাহি ভায়
জাতি কুল শীল দিলুঁ তায় ॥
না দেখিলে প্রাণ কান্দে দেখিলে না হিয়া বান্ধে[৩]
অনুখন মদন তরঙ্গ।
হেরইতে চাঁদ মুখ মরমে পরম সুখ
সুন্দর শ্যামর অঙ্গ ॥
চরণে নূপুর মণি সুমধুর ধ্বনি শুনি
রমণিক ধৈরয ভঙ্গ।

১। ময়ূর পুচ্ছ বকুলফুলের মালা বিজড়িত।
২। প্রিয় অর্থাৎ মনোজ্ঞভাবে ভূষণ নির্ম্মিত হইয়াছে।
৩। প্রেমের গাঢ়তা অবস্থায় মিলনেও বিরহের আশঙ্কা জাগিয়া মন অধীর করিয়া তুলে। পাছে হারাই হারাই মনে হয়।

ওরূপ সাগরে রস হিলোলে নয়ন মন
আটকিল[১] রায় বসন্ত ॥

সুহই—বড়দশকুশী।

জয় জয় নন্দ-নন্দন-চন্দ ॥
অঙ্গ দীপতি নিন্দি নীরদ
নীল নীরজ কন্দ[২] ॥ ধ্রু ॥
পীত অম্বর কনক ভূষণ
মকর কুণ্ডল ধরি।
বৃষ্ণি-দূষণ[৩] - কংস-মারণ-
করণ মানস-কারি ॥
বল্লবী কুল[৪] হৃদয় আকুল
করণ উদ্যমবন্ত।
ততহি কিঞ্চিত মসৃণ মানস
নিজহুঁ মন্দিরে সন্ত ॥

৬। নয়ন ও মন রস-সাগরের রস-তরঙ্গে আবদ্ধ হইয়া রহিল।

১। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের দীপ্তি মেঘকে পরাজয় করিয়াছে। মনে হইতেছে যে নীল কমলের মূল বা আকর স্বরূপ।

২। বৃষ্ণিবংশীয়দিগের শত্রু (কংস)।

৩। গোপ-ললনাকুল।

চরণ-পঙ্কজ ভকত মানস-
সরসি উদয় কারি।
এ রাধা মোহন পাপ-বিমোচন
এ ভব সাগর তারি ॥

শ্রীরাগ—জপতাল।

সুরপতি-ধনু কি শিখণ্ডক চূড়ে [১]।
মালতি ঝুরি কি বলাকিনি উড়ে [২] ॥
ভাল কি ঝাঁপল বিধু আধ খণ্ড।
করিবর-কর কিয়ে ও ভুজ-দণ্ড ॥
ও কি শ্যাম নটরাজ।
জলদ কলপ-তরু তরুণি সমাজ [৩] ॥ ধ্রু ॥
কর-কিসলয় কিয়ে অরুণ বিকাশ।
মুরলি-খুরলি[৪] কিয়ে চাতক ভাষ ॥

১। ময়ূর পুচ্ছ চূড়ায় একি ইন্দ্রধনু !

২। গলে যে মালতীর মালা দুলিতেছে, উহা কি (মেঘের গায়ে) বকের সারি !

৩। তরুণীদিগের পক্ষে মেঘ কিম্বা কল্পতরু সদৃশ !

৪। হার কিম্বা তারার দ্যুতি !

হাসকি ঝরয়ে অমিয়া মকরন্দ।
হার কি তারক-দোতিক ছন্দ॥
পদ-তল থল কি কমল ঘন-রাগ[১] ॥
তাহে কলহংস কি নূপুর জাগ[২] ॥
গোবিন্দদাস কহয়ে মতিমন্ত।
ভূলল যাহে দ্বিজ রায় বসন্ত[৩] ॥

সুহিনী বেহাগ—ছোট আড়াধরণ তাল।

তখন) সখি সঙ্গে বসি কমলিনী।
কহে রাধে মনেরি কাহিনী॥
হেনকালে মুরলী বাজিল।
শুনি ধনি চমকি উঠিল॥
বলে আর না বেজো মুরলী।
কুল শীল সকলি নাশিলি॥

১। চরণতলে কি স্থলকমলের ঘন লোহিত আভা।

২। তাহাতে নূপুরের ধ্বনি অথবা কলহংসকুল জাগিয়া এক সঙ্গে নিনাদ করিতেছে!

৩। গোবিন্দদাস বন্ধু দ্বিজ বসন্ত রায়ের মন হরণ করিবার জন্য এই পদ রচনা করিয়াছেন।

ইহাতে বুঝা যায় যে, এই বসন্ত রায় যশোহরের 'মহারাজা বঙ্গজ কায়স্থ' প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত নহেন।

বাঁশী তুমি বাজ ধীরে ধীরে।
যাব আমি সেই অনুসারে॥
যদুনাথ দাসে কহে বাণী।
বিপিনে সাজিল বিনোদিনী॥

কেদার—মধ্যম একতালা।

আজু কি কহব রমণী-সোহাগ।
ধৈরয লাজ, ধরম ভয় শুতল,
জাগল নব অনুরাগ।
চললি নিতম্বিনী, বিসরলি তনু মন,
পন্থ বিপন্থ না জানে।
সহচরী বচন, শুনত নাহি অতিশয়ে
সম্ভ্রম মধুরস পানে॥
তৈখনে কুসুম বেলীকুল তেজল,
কত কত শত অলিরাজে।
অঙ্গ সুগন্ধ তিয়াসেন অনুসরু
মদনকো বাজন বাজে॥
নীল নিচোল হিলোলত লহু লহু
মলয়জ অনিল-তরঙ্গে।

নব দামিনী চমকত তনু রুচি
বল্লভ মিলনকো রঙ্গে ॥

কামোদ—মধ্যম দশকুশী ;

ধনি ধনি কোবিহি বৈদগধি সাধে[১]।
মদন সুধারসে, যো নিরমাওল
তুয়া মুখমণ্ডল রাধে[২] ॥
ভালে আধ ইন্দু অমিয়া আগোরল,
ভাঙু তিমির ঘনঘোর[৩]।
কিরণ বিকাশিত, শ্রুতি কুবলয় পর[৪]
ধাবই নয়ান চকোর[৫]।

১। বৈদগ্ধী—রসজ্ঞতা, রসসৃষ্টি।

২। কোন্ বিধাতা রসসৃষ্টির আশায় তোমার মুখমণ্ডল প্রেম-সুধা দিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন! তিনি ধন্য হইতেও ধন্য।

৩। তোমার ললাট অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায়, তার পাশে ঘন কৃষ্ণ ভ্রূযুগল যেন ঘোর অন্ধকারের ন্যায় দেখাইতেছে।

৪। শ্রবণ যুগল-রূপ পদ্ম (কুমুদ) সেই ললাট চন্দ্রের কিরণে প্রস্ফুটিত হইয়াছে।

৫। নয়নযুগল আকর্ণ বিশ্রান্ত ইহা বুঝাইবার জন্য বলিতে-ছেন যেন দুইটী চকোর শ্রুতি উৎপলের দিকে পুনঃ পুনঃ ধাবিত হইতেছে।

নাসা শিখর সমুখে পুন উদিত
সিন্দুর ভানু উজোর[১]।
অহ নিশি বদন কমল তহিঁ বিকসিত,[২]
শ্যাম ভ্রমরা নাহি ছোড়[৩]॥
অরুণ কিরণ পুন, অধর হেরি হেরি
হার তরঙ্গিনীকূল।
কুচ যুগ কোক শোক নাহি জানত[৪]
গোবিন্দ দাস কহ ফুর[৫]॥

১। উচ্চ নাসারূপ পর্ব্বতের সম্মুখে সিন্দুরবিন্দুরূপ উজ্জ্বল সূর্য্য উদিত হইয়াছেন।

২। সেই জন্য (অর্থাৎ অহর্নিশ সূর্য্যের কিরণসম্পাতে) বদন কমল সর্ব্বদা বিকশিত রহিয়াছে।

৩। কৃষ্ণবর্ণ ভ্রমর (পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ) কখনও সে বদন-কমল পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যায় না।

৪। মুক্তাহার যেন একটী নদীর ন্যায়। দুইটি চক্রবাক (কুচযুগ) সেই নদীর তীরে বাস করে। হাস্যমণ্ডিত অধর দিবা নিশি সমানভাবে কিরণ বিতরণ করে বলিয়া সে নদীতীরে কখনও রাত্রি হয় না। কাজেই চক্রবাক যুগল কখনও দুঃখ জানে না।

৫। প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন।

মায়ূর—ছোট দশকুশী।

সম বয় বেশ ভূষণ ভূষিত তনু
সখিগণ সঙ্গহি মেলি।
গজগতি নিন্দি গমন সুমন্থর,
কি এ জিত খঞ্জন কেলি ১॥
দেখ রাই কয়ল অভিসার।
শিরিস কুসুম জিনি, কোমল পদতল
বিপথে পড়ত অনুবার॥ ধ্রু॥
যো থল কমল পরশে সুকোমল
ঝামর ভৈ উপচঙ্ক ২।
সো অব যাঁহা তাঁহা কঠিন ধরণী মাহা,
ডারত রহই নিশঙ্ক॥
ঐছন ভাঁতি, মিলল কুঞ্জ মাহা
দূতিক যাঁহা উপদেশ৩।
ভণ রাধামোহন, তহিঁ যো আচরণ
হাম কিয়ে পায়ব উদেশ৪॥

১। একি খঞ্জনের নৃত্যভঙ্গীকে জয় করিয়াছে!

২। যে পদ সুকোমল স্থলপদ্মস্পর্শে ত্রাসে মলিন হয়।

৩। দূতীর উপদেশানুসারে

৪। পদকর্ত্তা বলিতেছেন সেই কুঞ্জে যে সকল ব্যবহার

করুণ বরাড়ী—মধ্যম একতালা।

তুয়া মুখ কমল, চাঁদ আদি কবলই
নিবিড় চামর জিতি কেশ।
কনক কমল অলি, জিনি অলকাবলি,
শ্রুতি অছু গিধিনি বিশেষ॥
তরুণী-মকুট-মণি গোরী।
ভ্রূযুগ রতনে, কাম ধনু কম্পিত,
পরাণ পুতুলি তুহুঁ মোরি॥ ধ্রু॥
চঞ্চল নয়ন ইন্দীবর নিন্দই,
গণ্ডহি জিতল মকুর।
নাসা তিলফুল, অধর পঙার কুল
স্মিত জিতি অমিয়া কপূর॥
কুন্দ করগবীজ জিত দ্বিজ লাবণি,
কণ্ঠহি কম্বুক শোভা।
বাহু মৃণাল কর যুগ পঙ্কজ,
মঝু মন মধুকর লোভা।

হইয়াছিল, আমি কি তাহার উদ্দেশ অর্থাৎ সন্ধান পাইব? এমন ভাগ্য কি আমার হইবে?

কুচ যুগ কোক, লোম ভুজঙ্গিনী,
ত্রিবলি ত্রিবেণী-বিলাস।
মাঝা বর সিংহ, নিতম্ব করী কুম্ভ
উরু রম্ভা করু উপহাস॥
পদ থল কমল, নখ জিত চাঁদ কত,
লাবণি অমিয়া তরঙ্গ।
রাধামোহন পহুঁ, করইতে ঐছন,
ভাবে বিবশ ভেল অঙ্গ॥

বিহাগড়া—ধামালী

দুহুঁ মুখ সুন্দর কি দিব তুলনা।
কানু মরকত মণি রাই কাঁচা সোনা॥ ধ্রু॥
চম্পক কিশোরি গোরী অঙ্গ উজোর।
অতসি কুসুম তাহে শ্যাম কিশোর॥
নব গোরাচনা গোরী কানু ইন্দীবর।
বিনোদিনী বিজুরী বিনোদ জলধর।
রাই কানু বেড়িয়া যতেক ব্রজনারী!
অনন্তদাসের মন তাহে বলিহারি।

শ্রীগৌরচন্দ্র

কামোদ মঙ্গল—মধ্যম দশকুশী।

নিরমল কাঞ্চন জীতল বরণ,
বসন ভুষণ শোভা।
সুগন্ধি চন্দন তাহাতে লেপন
মদনমোহন আভা॥
উরসি পর নানা মণিহার
মকর কুণ্ডল কাণে।
মধুর হাসনি তেরছ চাহনি
হানয়ে মরম বাণে॥
বিনোদ বন্ধন দুলিছে লোটন
মল্লিকা মালতী বেড়া।
নদীয়া নগরে নাগরী গণের
ধৈরয ধরম ছাড়া॥
মদন মন্থর গতি মনোহর
করী সরমিত[১] ভায়।

১। গতিতে গজেন্দ্র লজ্জা প্রাপ্ত হয়।

এমন কমল চরণ যুগল
দুখিয়া শেখর রায়[২] ॥

কড়খা ধানশ্রী—মধ্যম ছুটাতাল।

নবঘন পুঞ্জ পুঞ্জ জিতি সুন্দর,
অনুপম শ্যামর শোভা।
পীত বসন জনু বিজুরি বিরাজিত,
তাহে চাতক মনলোভা ॥
পেখলুঁ সুন্দর নন্দকিশোর।
কালিন্দী তীরে ধীরে চলি আওত,
রাধা রতি রসে ভোর ॥
মনিময় হার বিরাজিত উরপর,
ভালে এক চন্দন বিন্দু।
নীল গগনে জনু নখত বিরাজিত,
তাহে উজোরল ইন্দু ॥
ভুজযুগ কাল ভুজগ জনু দোলত
করতল ফণহুঁ পসারি।

২। মহাপ্রভুর এহেন চরণ কমল হইতে বঞ্চিত হইয়া আমি কেবল দুঃখী রহিলাম।

রসবতি পীন পয়োধর দংশই
ধরমহি ভেক আহারি[১] ॥
পদ পঙ্কজপর মণিময় নূপুর,
চলত নাচন ঘন বাজে।
ধরণিক আশ খণহি খণ পূরই,
ঐছে মুরতি হিয়া মাঝে ॥

মায়ূর—বৃহৎ জপতাল।

মরকত মণি নবঘন জিনি
নীল উৎপল শোভা।
দলিত অঞ্জন অধিক চিক্কণ
রূপে ত্রিভুবন লোভা ॥
শিরে মোহন চূড়া।
নব মল্লিকা মালতি বেড়া ॥
ময়ূর চন্দ্রিকা শোভে তছু পর
কুলবতী কুল বূড়া[২] ॥ ধ্রু ॥

১। কাল ভুজঙ্গের (পক্ষান্তরে কৃষ্ণবর্ণ ভুজ যুগের) ধর্ম্মই ভেক (পয়োধর) দংশন করা (গ্রহণ করা)।
২। কুলবতীগণের কুল অগাধ সলিলে নিমগ্ন করে।

কুটিল কুন্তল কিয়ে কাম জাল
অলকা উরগ পাশে।
শোভে স্বেদ কণ যেন উড়ু গণ[১]
উদিত ভেল আকাশে ॥
ভালে চন্দন চান্দ।
কিয়ে কামিনি মোহন ফান্দ ॥
তিলক রুচির মোহে পঞ্চ শর
যুবতী-বন্ধন ছান্দ ॥
যুগল নয়ন গঞ্জে মৃগ মীন
কটাক্ষ কাম-শায়ক।
ভুরু চাপে ধরি বিন্ধে বরনারী
মদন-মোহন এক ॥
নাসায় মুকুতা দোলে।
যেন হিমকণ তিল ফুলে[২] ॥
অধর যুগল জিনি নবদল
মণ্ডিত বন্ধুক ফুলে[৩] ॥

১। নক্ষত্রগণ

২। নাসায় মুক্তার নোলক যেন তিলফুলে বরফের কণা ঢুলিতেছে।

৩। অধরোষ্ঠ নবদলমণ্ডিত বাঁধুলি ফুলকে পরাজয় করিয়াছে।

দশন দাড়িম কুন্দ কলি সম
বিকচ কমল হাসি।
কিয়ে নিশাপতি নিশা করি স্থিতি[১]
ঢালিছে অমিয়া রাশি॥
গণ্ডে দোলয়ে কুণ্ডল।
হেরি মকর আকুল ভেল॥
শ্রুতি যুগ পরি কদম্ব মঞ্জরী
যুবতী-ভরম গেল॥
আজানু লম্বিত ভুজ সুবলিত
করি-সুত-শুণ্ড জিনি।
রচিত কাঞ্চন নানা মণিগণ
বলয় কঙ্কণ পাণি॥
তাহে শোভয়ে বাঁশি।
কিয়ে যুবতি ধরম গ্রাসি॥
রাতা উতপল জিনি করতল
নখরে উদিত শশী॥
উর পরিসর শ্রীবৎস সুন্দর
কৌস্তভ কুসুম হারা।

১। আঁধার নিশ্চয় করিয়া

মুকুতা মাণিক কুন্দন কনক
জড়িত বহে ত্রিধারা[১] ॥
কিয়ে তরু তমালে।
যেন স্থকিত বিজুরী খেলে ॥
মলয়জ ঘন অঙ্গে বিলেপন
চাঁদ জ্যোতি জামি জলে[২]।
জিনি মৃগ-পতি খীণ কটি অতি
রোমাবলি কাম দণ্ড।
নাভি সরোবরে কাম মীন চরে
ত্রিবলি তরঙ্গ খণ্ড ॥
শোভে পীত বসন।
নবঘনেতে তড়িত যেন।
কটিতে কিঙ্কিনী ঘণ্টিকার ধ্বনি
মোহিত যুবতি-মন ॥
উরু রাম রম্ভা মুনি মন লোভা
চরণে অরুণ সাজে।

১। মুকুতা, মাণিক্য ও কোঁদা স্বর্ণ—এই তিনধারা।

২। কালো অঙ্গে চন্দনের দাগ যেন যমুনার কালো জলে চাঁদের জ্যোতির ন্যায় দেখাইতেছে।

নখর মুকুর রতন নূপুর
রুণুর ঝুণুর বাজে ॥
গতি মত্ত মাতঙ্গে।
হেরি মুরছিত ভেল অনঙ্গে ॥
আনন্দ চাঁদের চিত মধুকর
পিয়তহি মকরন্দে ॥

তুড়ী—বড় একতালা।

শ্যাম সুধাকর ভুবন মনোহর।
রঙ্গিনি-শোহন ভঙ্গি-নটবর ॥
সজল-জলদ-তনু ঘন রসময় জনু।
রূপে জিতল কত কোটি কুসুম-ধনু ॥
থল-কমল-দল অরুণ চরণ-তল।
নখ-মণি রঞ্জিত মঞ্জু-মঞ্জীর-কল[১] ॥
প্রেম ভরে অন্তর গতি অতি মন্থর।
অধরে মুরলি ধ্বনি মনমথ মন্তর ॥
অভিনব নাগর গুণ-মণি সাগর।
গোবিন্দ দাস-চিতে নিতি নিতি জাগর ॥

১। নূপুরের কলধ্বনি!

জয় জয়ন্তী—তেওরা।

নন্দ নন্দন নীকে[১] নাগর
নবীন ঘন রস মেহ[২]।
নীল উতপল নবীন নীরদ
নিন্দি নিরুপম দেহ॥
নিরখি সো রূপ-ঠাম।
নলিনী নায়ক- নন্দিনী[৩] তট
নটত জনু নব কাম॥ ধ্রু॥
নূতন নীপ নিকেত[৪] নিকটহি
নিয়র করতহিঁ নাট।
নবীন নায়রি নগর না রহ[৫]
নিয়ড়ে নিরন্তর হাট[৬]॥

১। সুন্দর

২। ঘন অর্থাৎ গাঢ় রসের মেঘ; রসিক-চূড়ামণি।

৩। তপন-তনয়া—যমুনা

৪। কদম্ব কুঞ্জ

৫। নব নায়রীরা নগরে অর্থাৎ আপন আলয়ে থাকিতে পারে না।

৬। নিকটে নিয়ত যাতায়াত করে।

নয়ন না চলে নিজহিঁ নব রাগ
করায়ে যো নিতি নীত।
নিজক পদ তলে নীত বান্ধউ
এ রাধামোহন চীত॥

সখীর উক্তি

দিবাভিসার

তুক

কৃষ্ণকথা কহিতে ধনি ভেল পুলকিত।
হেনই সময় দূতি আইল তুরিত॥

সারঙ্গ—তেওট।

দরশন আসে তুয়া পন্থ নেহারি।
যামুন কুঞ্জে রহল বনওয়ারী॥
সুন্দরী মা কুরু মনোরথ ভঙ্গ।
যাহ অভিসারে দ্বিগুণাধিক রঙ্গ॥ ধ্রু॥
তুহুঁ ধনি সহজহি পদুমিনি জাতি।
তোহার বিলাস উচিত নহে রাতি॥
ভুখল জন যদি না পায়ব অন্ন।
বিফল ভোজন দিন অবসন্ন॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ— মধ্যম ছুঠুকী।

গোবিন্দ মুখারবিন্দ নিরখি মন বিচারোঁ।
চন্দ্র কোটি ভানু কোটি কোটি মদন হারোঁ[১] ॥
সুন্দর কপোল লোল পঙ্কজদল নয়না।
বিম্বাধরে মধুর হাস্য কুন্দ কলিক দশনা ॥
মকরাকৃত মণিকুণ্ডল অলকা ভৃঙ্গ পুঞ্জা।
কেশরক[২] তিলক বৈনো সোণে মোড়ি গুঞ্জা ॥
নবজলধর তড়িত অম্বর গলে বনমালা শোহে[৩]।
লীলা-নট সূরকে প্রভু রূপে জগমন মোহে ॥

মায়ূর—বড় ডাঁশপাহিড়া।

আলো সইলো মনোহর ললিত ত্রিভঙ্গ।
ওরূপ হেরিতে প্রাণ কি জানি কেমন করে
মুরছই কতহু অনঙ্গ ॥ ধ্রু ॥

১। ওয়ারোঁ—পাঠান্তর। অর্থ আঘাত করে বা পরাভব করে।

২। কুঙ্কুম।

৩। শোভা প্রাপ্ত হয়।

অগুরু কর্পূর ভার মৃগমদ কেশর
সৌরভ সেবিত অঙ্গ।
উরে বনমাল মলয় ঘন চন্দন
আবৃত অলিকুল সঙ্গ॥
ওমুখ চান্দ ছান্দে হিয়া আকুল
বেড়ি মালতি নব রঙ্গ।
করে ধরি মুরলি অধর পরশাওত
গাওত রস পরসঙ্গ॥
রঙ্গিণি যুথ নিশি বাসর আগোরলি[১]
আরোপলি নয়ন চকোর।
রায় বসন্ত পঁহু রসিক শিরোমণি
বীচহি করত উজোর[২]॥

বেলোয়ার—মধ্যম একতালা।

কি হেরিলুঁ সুন্দর নাগররাজে।
রূপ গুণ লাবণি অসীমহি অনুপম
মনমথ বয়ন মলিন করু লাজে॥

১। রমণীর দল (তাঁহার মুখ চন্দ্রে) নয়ন চকোর স্থাপিত করিয়া কত দিন রজনী আবৃত করিল (কাটাইয়া দিল)।

২। রায় বসন্তের প্রভু রসিকেন্দ্র চূড়ামণি সমীপস্থ সকলকে উজ্জ্বল করেন।

কাঞ্চন অভরণ মেঘে তড়িত যেন
পীত বসন মণি কিঙ্কিণি সাজে।
রতন হার হিয়ে শোভন কি কহব
চন্দন তিলক ভালে অধিক বিরাজে॥
ও চূড়া চাঁচর কেশে মালতীর মাল সাজে
আন্ধারে উদয় যেন শশী যোলকলা।
আর এক অপরূপ তাহে শিখি চন্দ্রক
মধুকর মধুকরী সঙ্গে করে খেলা॥
ও মুখ কমল ছবি ছান্দে চান্দ কান্দে
মণি কুণ্ডল রবিমণ্ডল ছন্দে।
চরণারবিন্দ নখ চন্দ্রিম সুন্দর
রায় বসন্তচিত হেরই আনন্দে॥

মঙ্গল—ধামালী।

সজনী কি হেরলুঁ নাগর কান।
কানড় কুসুম তুল নীলমণি ঢল ঢল
বরণ চিকণ অনুপাম॥
নবীন নীরধর কিয়ে মরকত বর
কি মোহন দরপণ ভান।

লাখ লাখ যুবতি দিবসনিশি আরতি
হেরই নহ পরিমাণ ॥
চরণ কমল ছবি লজ্জিত শশীরবি
নিরূপম ওমুখ চাঁদ।
কনক জড়িত মণি কুণ্ডল শ্রুতি বনি
তিলক তরুণী মন ফাঁদ ॥
কুসুম রচিত কেশ মোহন চূড়ার বেশ
বনাইল কতেক বন্ধান।
রায় বসন্ত কহ ওরূপ পিরীতিময়
নেহারণি মরম সন্ধান ॥

ভাটিয়ারি—মধ্যম দশকুশী।

এ সখি মোহন রসময় অঙ্গ।
পীত বসন তনু তরুণ ত্রিভঙ্গ ॥
মণিময় অভরণ রঞ্জিত অঙ্গ।
কনক হার হিয়ে বিজুরি-তরঙ্গ ॥
মকর কুণ্ডল শোহে ঝলমল মুখ।
দেখিয়া রমণি মন পরশের সুখ ॥
অমল অমিয়া ফল অধর সুরঙ্গ।
হাসির হিলোলে হিয়া উপজয়ে রঙ্গ ॥

মুরলি গভীর ধ্বনি মদন তরঙ্গ।
রমণি-রমণ চূড়া অলিকুল সঙ্গ ॥
চরণ কমল মণি নূপুর বাজে।
রায় বসন্ত-মন নখমণি মাঝে ॥

সিন্ধুড়া—বড় একতালা।

চাঁচর চিকুর চূড়ে বনি চন্দ্রক[১]
গুঞ্জা-মঞ্জুল-মাল[২]।
পরিমল-মিলিত ভ্রমরী কুল আকুল
সুন্দর বকুল গুলাল[৩] ॥
নিকে[৪] বনি আওয়ে হো নন্দ লাল।
মনমথ-মথন ভাঙ-যুগ ভঙ্গিম
কুবলয় নয়ন বিশাল ॥ ধ্রু ॥
বিম্বাধর পরি মোহন মুরলী
পঞ্চম বলই রসাল।
গোবিন্দদাস পহুঁ নটবর-শেখর
শ্যামর তরুণ তমাল ॥

১। শিখি চন্দ্রিকা সাজানো হইয়াছে।
২। কুঁচের সুন্দর মালা
৩। বকুল এবং আবির
৪। সুন্দর

সঞ্চারি বেহাগ—জপতাল।

খল সংহতি, সরলা জন,[১]
জীবন-শর ভেল।
প্রতি ঘরে ঘরে, উঠল রব
কানু সনে মেল॥
অলপ বয়েসে নয়ান ভঙ্গ
বিপদে পড়ল তোসব সঙ্গরে,
কিয়ে কাল পঙ্কে ডারলুঁ,
শঙ্কা দূরে গেল।
শাশুড়ি কটু বিকট ভাষ,
ননদি অতি দেয় তরাস
ঘরে পরে মোর সবহু বৈরী,
মমতা দূরে গেল॥
(যদি) কাহুক বদনে শ্যামের নাম,
না শুনি তবে জ্বলত প্রাণ,
আন কহিতে কহিয়ে আন,
ধৃতি মতি দূরে গেল।
(যদি) কাহুক বদনে শ্যামের নাম,
শুনি তবে মোর উলসিত প্রাণ,

শশি শেখর চিত অভিমত,
সরম ভরম গেল ॥

তিলক কামোদ—ডাঁশপাহিড়া।

কালা নিলে জাতিকুল প্রাণ নিলে বাঁশী।
কালিয়া শ্যামের লাগি হব বনবাসী ॥
গঞ্জে গঞ্জুক গুরুজনা তাহে না ডরাই।
ছাড়ে ছাড়ুক নিজপতি আপদে এড়াই ॥
তুষের অনলে যেন জ্বলে ধিকি ধিকি।
তেমতি কালার প্রেমে ঠেকিলাম সখি ॥
সতত ভাসিগো যেন সোতের শেহলি।
এমন বেথিত নাই যে সুধায় রাধা বলি ॥
সাপিনি দংশিলে তারে ঝাড়ে গুণিজনে।
কালিয়া দংশিলে তন্ত্র মন্ত্র নাহি মানে ॥
যদুনাথ দাসে কয় শুন বিনোদিনী।
পানিসার মন্ত্র শ্যামের মুরলীর ধ্বনি ॥

বিহাগড়া—একতালা।

আরে সখি ঐ শুন বাঁশী বাজে বেরি বেরি।
আর যে ঘরে রইতে নারি ॥
তোরা সভাইত শুনিলি বাঁশী।
বাঁশী আমায় কৈলে কেন উদাসী ॥

বাঁশী তোদের বাজে কানের কাছে।
আমার বাজে হিয়ার মাঝে॥
তোরা সভাইত শুনিলি বেণু।
বল্ আমার কেন এলাইল তনু॥

বেহাগ—তেওট।

অষ্টাদশ দণ্ড নিশা পরিমাণ যবে।
গুরুজন পরিজন নিদ্রা যায় সবে॥
সাজিয়া চলিল ভেল বৃষভানু বালা।
পূর্ণিমার চাঁদ জিনি বদন উজ্জ্বলা॥
ঝলমল করে প্রতি অঙ্গের বিভূতি।
কনক মকুর মণি মাণিকের দ্যুতি॥
থল কমল দল চরণ-সঞ্চার।
নব অনুরাগে কত আরতি বিথার॥
যদুনাথ দাসে কহে আসি কুঞ্জ মাঝে।
চারি দিগে নেহারই হেরি রসরাজে॥

তুক।

রাধাসহ রাধারমণ বৈসে তরুতলে।
গাঁথিয়া ফুলের হার সখিরা পরায় গলে॥

ভাটিয়ারী—ঝুঝ্ঝুটী তাল।

তনু তনু মীলনে উপজল প্রেম।
মরকত যৈছন বেঢ়ল হেম॥
কনক লতায় জনু তরুণ তমাল।
নব জলধরে জনু বিজুরী রসাল॥
কমলে মধুপ যেন পায়ল সঙ্গ।
দুহুঁ তনু পুলকিত প্রেম-তরঙ্গ॥
দুহুঁ অধরামৃত দুহুঁ করু পান।
গোবিন্দ দাস দুহুঁক গুণগান॥

রূপাভিসার

শ্রীগৌরচন্দ্র।

মায়ূর ধানশী—মধ্যম দশকুশী।

কান পাতি গৌর হরি।
বলে ঐ শুন নিকুঞ্জ মন্দিরে
বাজিছে শ্যামের বাঁশরী॥ ধ্রু॥
মুরলী নাদ কানেতে পশিয়া
মরমে পশিল মোর।
আয় সখি আয় গৃহে থাকা দায়
যাওব বন্ধুর ওর॥

শ্যাম অভিসারে যাওব এখনি
কলঙ্কে নাহিক ডরি।
বন্ধুয়া নিকুঞ্জে আমি গৃহ মাঝে
কভু কি রহিতে পারি॥
ইহা বলি মুখে অরুণ বসনে
আবরি সকল অঙ্গ।
ধায় গোরাচাঁদ এ রাধামোহ
পাছে ধায় তার সঙ্গ॥

বেলাবলি মায়ুর—আড়া বিষম পঞ্চতাল।

সখি হে শুন শুন বাঁশী কিবা বোলে।
আনন্দ আধার, কিয়ে সে নাগর
আইলা কদম্ব তলে॥
বাঁশরী নিশান, শুনি সে পরাণ,
নিকাশ হইতে চায়।
শিথিল সকল, ভেল কলেবর,
মন মুরছই তায়॥
নাম বেড়াজাল, খেয়াতি জগতে,
সহজে বিষম বাঁশী।

কানু উপদেশে, কেবলি কঠিন,
কামিনীমোহন ফাঁসি ॥
কি দোষ কি গুণে, একই না গুণে,
না বুঝে সময় কাজ।
রায় বসন্তের, পহুঁ বিনোদিয়া,
তাহে কি লোকের লাজ ॥

স্থরট মল্লার—ত্রিপুটী তাল।

আরে সখি বাজত বংশী মধুর।
শবদ অদভুত, কোন বাজায়ত,
সুন্দর সুধীর গভীর ॥
আরে সখি বাজত বংশী মধুর।
ধ্বনি শুনি প্রাণ, করত আনছান
চিত হোয়ত অথির।
মাতল শ্রবণ কম্পে ঘন ঘন
পুলকে ভরয়ে শরীর ॥
হৃদয় দর দর শ্বাস বহে খর
নয়নে বহতহি নীর।
ধৈরয ধরইতে, নাহি পারি চিতে
ভিগেও হৃদয়ক চির।

জাতি কুল শীল সবহু দূরে গেও
উয়ল মনমথ বীর।
বিদ্যাপতি ভণে, মুরলী নিশানে,
ঘরের করলি বাহির॥

শ্রীকানাড়া—বীর বিক্রম তাল।

মুরলী মিনতি করিয়ে বার বার।
শ্যামের অধরে রৈয়া, রাধা রাধা নাম লৈয়া
তুমি যেনে না বাজিহ আর॥
খলের বদনে থাক নাম ধরি সদা ডাক
গুরুজনা করে অপযশ।
খল হয় যেই জনা, সে কি ছাড়ে খলপনা,
তুমি কেনে হও তার বশ॥
তোমার মধুর স্বরে, রহিতে নারিলাঙ ঘরে
নিঝরে ঝরয়ে নয়ান।
পহিলে বাজিলে যবে, কুল শীল গিয়াছে তবে
অবশেষ আছে মোর প্রাণ॥
যে বাজিলে সেই ভাল, ইথেই সকলি গেল,
তোরে আমি কহিলুঁ নিশ্চয়।
এ দাস উদ্ধবে ভণে যে বংশীর রব শুনে
সে জন তেজই কুল ভয়॥

বেলোয়ার—ডাঁশপাহিড়া।

কুঞ্চিত কেশিনী, নিরুপম বেশিনী
রস আবেশিনী ভঙ্গিনী রে ॥
অধর সুরঙ্গিনী, অঙ্গ তরঙ্গিনী,
সাজলি নব নব রঙ্গিনী রে ॥
কুঞ্জর গামিনী, মোতিম দশনী
দামিনী চমক নেহারিনী রে।
আভরণ ধারিণী, নব অভিসারিণী
শ্যামর হৃদয় বিহারিণী রে ॥
নব অনুরাগিনী, অখিল সোহাগিনী,
পঞ্চম রাগিনী মোহিনী রে।
রাস বিলাসিনী, হাস বিকাসিনী,
গোবিন্দদাস চিতশোহিনী রে ॥

ধানশী—জপতাল।

ঘরে হইতে বিনোদিনী বাহির হইলা।
সখীসহ যাইয়া ধনি শ্যামেরে মিলিলা ॥
দোহে দোহা দরশনে ভাবে বিভোর।
দুহুঁক নয়নে বহে আনন্দ লোর ॥

শ্যাম বামে বৈঠল রসের মঞ্জরী ।
জ্ঞান দাসেতে মাগে চরণ মাধুরী ॥

ঝুমর ।

নিতুই নৌতুন নব প্রেমরে বিলসই রে,
আমাদের শ্রীরাধাগোবিন্দ ॥

—০—

আদৌ সঙ্কেত

তুড়ী গৌরী—তেওট।

একদিন বর নাগর শেখর
কদম্ব তরুর তলে।
বৃষভানু-সুতে, সখীগণ সাথে,
যাইতে যমুনার জলে॥
রসের শেখর, নাগর চতুর
উপনীত সেই পথে।
শির পরশিয়া, বচনের ছলে,[১]
সঙ্কেত কয়ল তাথে॥
গোধন চালাইয়া শিশুগণ লৈয়া,
গমন করিলা ব্রজে।
নীর ভরি কুম্ভে, সখিগণ সঙ্গে,
রাই আইলা গৃহ মাঝে॥

১। কথা কহিবার ছলে শ্রীকৃষ্ণ আপন মস্তক স্পর্শ করিলেন। অর্থাৎ কথা না বলিয়া মস্তকে কর ঠেকাইয়া বুঝাইলেন যে মাথার দিব্য দিতেছি, তুমি আসিও।

কহে চণ্ডীদাসে,　　বাশুলি আদেশে
　　শুনলো রাজার ঝিয়ে ॥
তোমা অনুগত　　　বন্ধুর সঙ্কেত,
　　না ছাড় আপন হিয়ে[১] ॥

জয় জয়ন্তী—দুঠুকী।

ঐছন সঙ্কেত ভাবিয়া রাই।
সব সখিগণ বদন চাই ॥
আবেশে কহত মনের কথা।
কবহুঁ হরিষ বিষাদ ব্যথা ॥
সঙ্কেত করল নাগর রায়।
কি করব সখি কহ উপায় ॥
গুরু দুরুজন বঞ্চনা করি।
কেমনে যাইব রহিতে নারি ॥
এতহুঁ ভাবিয়া চলিলা ধনি।
যতহুঁ বিঘিনি কিছু না গণি ॥
সখিগণ মেলি সঙ্কেত-গেহে।
আওল তরুণী রমণ কহে ॥

১। তোমার একান্ত অনুগত প্রিয়তমের সঙ্কেত, সুতরাং ইহা হৃদয় হইতে বিচ্যুত করিও না।

ভূপালী—ছোট দশকুশী।

চাঁদবদনী ধনি চলু অভিসার[১]।
নব নব রঙ্গিনী রসের পাথার॥
কর্পূর চন্দন অঙ্গে বিরাজ।
মালতী মাল হিয়ে বনি সাজ॥
চাঁদিনী রজনী কিরণ বনমাহ[২]।
হাসিতে কুন্দ কুসুম গলি যাহ[৩]॥
মোতিম হার করে কঙ্কণ সাজ।
ঐছনে আওল নিকুঞ্জক মাঝ॥

১। ইহা জ্যোৎস্না-অভিসারের পদ। জ্যোৎস্নার সহিত অঙ্গকান্তি, দশনচ্ছটা ও শুভ্র বেশ বাসাদি বিষয়ে মিশিয়া শ্রীমতী অভিসারে গমন করিতেছেন। ইহা বুঝাইবার জন্য 'চাঁদ বদনী' বলিয়া পদের আরম্ভ অতি সুন্দর হইয়াছে।

২। জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি, চন্দ্র কিরণে বৃন্দাবন উদ্‌ভাসিত।

৩। শ্রীমতী অভিসারের আনন্দে হাস্যময়ী। সেই হাসিতে যেন কত কত কুন্দ কুসুম ঝরিয়া পড়িতেছে, জ্যোৎস্নায় জ্যোৎস্না মিশিতেছে।

বৈঠলি হৃদয়ে আরতি বলবন্ত[১]।
শ্যাম পাশে চলু দাস অনন্ত[২] ॥

বাসক-সজ্জা

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

সুহই—সমতাল।

অরুণ নয়ানে ধারা বহে।
অবনত মাথে গোরা রহে ॥
ছায়া দেখি চমকিত মনে।
ভূমে গড়ি যায় খণে খণে ॥
কমল পল্লব বিছাইয়া।
রহে পহুঁ ধেয়ান করিয়া ॥
বিরলে বসিয়া একেশ্বরে।
বাসক সজ্জার ভাব করে ॥
বাসুদেব ঘোষে তা দেখিয়া।
বোলে কিছু চরণ ধরিয়া ॥

১। নিকুঞ্জে বসিলেন, কিন্তু হৃদয়ে প্রবল দর্শন-লালসা জাগিয়া তাঁহাকে অধীর করিয়া তুলিতেছে।

২। তাহা দেখিয়া সমদুঃখপরায়ণা সখীর স্থানীয় পদকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিলেন।

কেদার-বেহাগ—তেওট।

কুসুমাবলিভিরুপস্কুরু তল্পম্।
মাল্যঞ্চামলমণিসরকল্পম্[১] ॥
প্রিয়সখি কেলি পরিচ্ছদ-পুঞ্জম্।
উপকল্পয় সত্বরমধিকুঞ্জম্ ॥ ধ্রু ॥
মণিসম্পুটমুপনয় তাম্বূলম্ ॥
শয়নাঞ্চলমপি পীত দুকূলম্ ॥
বিদ্ধিসমাগতমপ্রতিবন্ধম্ ॥
মাধবমাশু সনাতন-সন্ধম্ ॥ *

১। অমরমণি-সরকল্পম্—পাঠান্তর। অর্থ দেবতাগণের মণিহার
ল্য।

* কুসুমাবলীর দ্বারা শয্যা রচনা কর। অমল অর্থাৎ
জ্বল মণিহার তুল্য মালা সজ্জিত কর। হে প্রিয়সখি! লীলা
াসের উপযুক্ত উপকরণ-সম্ভার কুঞ্জে সত্বর স্থাপিত কর। মণি
ত তাম্বুলাধার এবং পীত বসন শয্যার প্রান্তে রক্ষা কর।
মতি (পক্ষান্তরে সনাতন গোস্বামীর সহিত সন্ধিকারী)
ব প্রতিবন্ধ রহিত হইয়া অর্থাৎ স্বচ্ছন্দে শীঘ্র কুঞ্জে
সতেছেন।

সুহই—ধড়া।

সাজল কুসুম- শেজ পুন সাজই[১]
জারই জারল বাতি[২]।
বাসিত কর্পূরে খপুরে পুন বাসই[৩]
ভৈগেল মদন ভঁরাতি[৪] ॥
আজু রাই সাজলি বাসক-শেজ।
মনোরথে লাখ মনমথ ধারই[৫]
অঙ্গে অনঙ্গ নাহি তেজ[৬] ॥
ঘন ঘন আভরণ অঙ্গে চঢ়ায়ই
খণে খণে তেজই তাই।

১। সজ্জিত কুসুম-শয্যা পুনর্ব্বার সাজাইলেন।

২। প্রজ্বলিত প্রদীপ আরও উজ্জ্বল করিলেন।

৩। কর্পূর তাম্বুল পুনরায় সুবাসিত করিলেন। খপুর—সুপারি।

৪। ভ্রান্তি; মদনাবেশে ভ্রান্তি হইতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল যেন কিছুই করা হয় নাই।

৫। আজ শ্রীমতী প্রেম-তৃষ্ণায় যেন লক্ষ মদনকে ধারণ করিতেছেন।

৬। অঙ্গমাধুরী দেখিয়া মনে হইতেছে যেন প্রতি অঙ্গে মদন অবস্থিতি করিতেছে, ত্যাগ করিতেছে না।

চকিত বিলোকনে চমকি উঠই খণে
হেরইতে নিজ তনু-ছাই[১] ॥
কাতর বচনে সম্ভাষয়ি সহচরি
কাহে বিলম্বাওয়ত কান।
গোবিন্দদাস কহই অব না শুনিয়ে
সঙ্কেত মুরলী নিশান ॥

কেদার—তেওট।*

পশ্যতি দিশি দিশি রহসি ভবন্তম্।
ত্বদধর-মধুর-মধূনি পিবন্তম্॥
নাথ হরে জয় নাথ হরে।
সীদতি রাধা বাস গৃহে ॥ ধ্রু ॥

১। নিজের অঙ্গচ্ছায়া দেখিয়া।

* কোনও সখী শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন, হে নাথ, হে হরি, শ্রীরাধা তোমার প্রতি অতিশয় অনুরাগ বশতঃ নিকুঞ্জ ভবনে আকুলিত মনে অবস্থান করিতেছেন। তিনি নির্জ্জনে বসিয়া তোমাকে চারিদিকে নিরীক্ষণ করিতেছেন, দেখিতেছেন যেন তুমি তাঁহার মধুর অধর-সুধা পান করিতেছ। এইরূপ আবেশ বশতঃ চলিতে পারিতেছেন না। তুমি অভিসার করিবে এই বলবতী আশায় উৎসাহিত হইয়া কয়েক পদ মাত্র চলিতে চেষ্টা করিয়া

তদভিসরণ-রভসেন বলন্তী ॥
পততি পদানি কিয়ন্তী চলন্তী ॥
বিহিত-বিশদ বিস কিশলয়-বলয়া।
জীবতি পরমিহ তব রতি-কলয়া ॥
মুহুরবলোকিত মণ্ডন-লীলা।
মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা[১] ॥
ত্বরিতমুপৈতি ন কথমভিসারম্।
হরিরিতি বদতি সখীমনুবারম্ ॥
শ্লিষ্যতি চুম্বতি জলধর-কল্পম্।
হরিরুপগত ইতি তিমিরমনল্পম্।।

ভূতলে পতিত হইতেছেন। তোমারই রতি-সুখাশায় তিনি জীবন ধারণ করিয়া রহিয়াছেন এবং অদর্শন-জনিত জ্বালা নিবারণের জন্য হস্তে শুভ্র মৃণাল-সূত্রের বালা ধারণ করিয়াছেন। তোমার বেশভূষা (পুচ্ছ চূড়া, গুঞ্জা ইত্যাদি) ধারণ করিয়া কখনও তোমার অনুকরণ করিতেছেন এবং পুনঃ পুনঃ সেই বেশ দর্শন করিয়া ভাবিতেছেন এই আমি শ্রীকৃষ্ণ হইয়াছি। (আবার সে আবেশ দূরীভূত হইলে) তিনি তোমার বিলম্ব দেখিয়া সখীগণকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেছেন 'হরি কেন এখনও অভিসারে আসিলেন না ?' এবং অত্যন্ত আবেশ বশতঃ জলদ

১। প্রিয়স্যানুকৃতলীলা—নট্টালোচনম্।

ভবতি বিলম্বিনি বিগলিতলজ্জা।
বিলপতি রোদিতি বাসক-সজ্জা ॥
শ্রীজয়দেব কবেরিদমুদিতম্।
রসিকজনং তনুতামতি মুদিতং ॥

উৎকণ্ঠিতা

শ্রীগৌরচন্দ্র।

করুণ রাগিণী—বড় দশকুশী।

এহেন সুন্দর বেশ কেনে বনাইলুঁ।
নিরুপম গোরা রূপ দেখিতে না পাইলুঁ ॥
অকাজে রজনী যায় কিবা মোর হইল।
নিশ্চয় জানিনু মোরে বিধি বিড়ম্বিল ॥
সুবাসিত গন্ধ আদি অগুরু চন্দন।
গৌর বিনু কার অঙ্গে করিব লেপন।
কর্পূর তাম্বুল গুয়া দিব কার মুখে।
বাসু ঘোষ কহে নিশি যায় বড় দুখে ॥

সদৃশ অন্ধকারকে কৃষ্ণ আসিয়াছেন মনে করিয়া আলিঙ্গন ও চুম্বন করিতেছেন। তোমার আগমন বিলম্বে তাঁহার লজ্জা দূরে গিয়াছে, বাসক-সজ্জায় সাজিয়া তিনি বিলাপ করিতেছেন। শ্রীজয়দেবের এই উক্তি রসিক জনের (শৃঙ্গার-রসাবিষ্ট ভক্ত জনের) আনন্দ বর্দ্ধন করুক।

কেদার—একতালা।

কানুক সন্দেশে বেশ বনি আয়লুঁ[১]
সঙ্কেত-কেলি-নিকুঞ্জে।
মাধবি পরিমলে ভোরি তনু জারই[২]
ফুকরই মধুকর পুঞ্জে[৩] ॥
অবহুঁ না মিলল দারুণ কান।
নিলজ চীত পিরিতি অনুরোধই
তে নাহি যাত পরাণ[৪] ॥ ধ্রু ॥

১। কৃষ্ণের সঙ্কেত অথবা সংবাদ অনুসারে আমি বাসক সজ্জার উপযুক্ত বেশভূষা করিয়া আসিলাম।

২। মাধবীগন্ধে কুঞ্জবন বিভোর, অথচ বন্ধু আসিতে বিলম্ব করিতেছেন। এই জন্য আমার দেহ জর্জ্জরিত হইতেছে।

৩। অলিকুল গুঞ্জরণ করিতেছে, (তাহাতেও আমাকে আরও অধীর করিতেছে) ফুলগন্ধ, ভ্রমরগুঞ্জন প্রভৃতি প্রেমোদ্দীপক।

৪। আমার নির্লজ্জ চিত্ত (কানু আসিতেছেন না তথাপি) প্রেমের আশা করিতেছে, তাই আমার প্রাণ এখনও যাইতেছে না।

কানুক বচনে অমিয়া রস সেচনে
বেচলুঁ তনু মন জাতি [১]।
নিজকুল দূষণ ভূষণ করি মানলুঁ[২]
তেঞি ভেল ঐছন শাতি[৩]॥
হিমকর কিরণে গমন অবরোধল[৪]
কী ফল চলবহুঁ গেহ।
গোবিন্দ দাস কহ যাই সতি জানহ[৫]
কানু কি তেজল নেহ[৬]॥

১। দেহ মন ও কুলগৌরব বিক্রয় করিলাম।

২। নিজের কুল কলঙ্ক অলঙ্কার বলিয়া গণ্য করিলাম।

৩। শাস্তি;

৪। (যখন গৃহ ছাড়িয়া আসিয়াছিলাম, তখন অন্ধকার ছিল, কিন্তু) এখন চন্দ্র কিরণে আমার গৃহে যাইবার বাধা জন্মাইতেছে।

৫। গীতকর্ত্তা সখীর ভাবে বলিতেছেন, কানুর নিকটে যাইয়া সত্য জানিয়া আইস যে তিনি কি সত্যই মমতা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

৬। নব লেহ—পাঠান্তর।

ভূপালী—একতালা।

কতহুঁ প্রেম ধন হিয়া মাহা সাঁচি[১]।
দুরজন নয়ন পহরী কত বাঁচি[২]॥
হাম রহুঁ সঙ্কেত আনত রহুঁ কান।
একলি নিকুঞ্জে কুসুম-শর হান[৩]॥
এ সখি হৃদয়ে জ্বলত মঝু আগি[৪]।
কঠিন পরাণ রহত কথি লাগি[৫]॥
যা কর লাগি মনহি মন গোই।
গঢ়ল মনোরথ না চঢ়ল সোই[৬]॥
কুলবতী চরিত পিরিতি লাগি খোই।
হা হা হরি করি কাননে রোই॥

১। হৃদয় মধ্যে সঞ্চিত করিয়া;

২। দুর্জ্জনের নয়ন রূপ প্রহরীকে কত বঞ্চনা করিয়া;

৩। কন্দর্প আঘাত করিতেছে।

৪। আমার হৃদয়ে আগুন জ্বলিতেছে।

৫। কিসের লাগিয়া রহিয়াছে?

৬। যাহার জন্য মনের গোপন মর্ম্মস্থলে মনরূপ রথ গড়িলাম, তিনি সে রথে চড়িলেন না। অর্থাৎ হৃদয়ে কত আশা রচনা করিলাম, তিনি তাহা পূর্ণ করিলেন না।

পন্থ নেহারি নয়ন লয় লাগি[১]।
টুটত রজনী বাঢ়ত অনুরাগী ॥
অবহুঁ না মীলল শ্যামরু কাঁতি।
গোবিন্দ দাস কহ দীগ ভঁরাতি[২] ॥

কেদার—দশকুশী।

বঁধুরে লইয়া কোরে রজনী গোঙায়ব সই
সাধে নিরমিলু আশা ঘর রে।
কোন কুমতিনী মোর এ ঘর ভাঙ্গিয়া নিল
আমারে ফেলিয়া দিগন্তর রে ॥
বঁধুর সঙ্কেতে আমি এ বেশ বনাইলুঁ
সকলি বিফল ভেল মোয় রে।
না জানি বঁধুরে মোর কেবা লৈয়া গেল গো
এ বাদ সাধিল জানি কোয় রে ॥

১। পথ চাহিতে চাহিতে আমার চক্ষু লয় প্রাপ্ত হইতে চাহিতেছে।

২। পদকর্ত্তা বলিতেছেন, বোধহয় তাঁহার দিগ্‌ভ্রম হইয়াছে, (নহিলে এখনও কেন আসিতেছেন না ?)

গোবিন্দ দাস পহুঁ—পাঠান্তর।

গগন উপরে চাঁদ কিরণ উদয় গো
কোকিল কোকিলা ডাকে মাতি।
এমন রজনী আমি কেমনে পোহাব গো
পরাণ না হয় তার সাথি॥
কর্পূর তাম্বুল গুয়া খপুর পুরিল সোই
পিয়া বিনে কার মুখে দিব গো।
এমন মালতী মালা বৃথাই গাঁথিলু গো
কেমনে রজনী গোঙাইব গো॥
এ পাপ পরাণ মোর বাহির না হয় গো
এখনো আছয়ে কার আশে।
ধৈরয ধরহ ধনি ধাইয়া চলিলুঁ গো
কহি ধায় নরোত্তম দাসে॥

মল্লার রাগ—একতালা।

সজনি রজনী বহি যায়।
অবহুঁ না মীলল নাগর রায়॥
কি বুঝি বরজ যুবরাজ।
কেলি রভস করু সহচর মাঝ॥

কিবা আগুসরি বন মাঝ।
মদন বিভোলে ভুলল মোহে আজ[১] ॥
কিবা ধনি গুণবতী কোই।
পিরিতি রতন পাশে বান্ধল সোই[২] ॥
বসন ভূষণ উজীয়ার।
কুসুমে বনায়লুঁ হার ॥
সোঙরি সোঙরি অনিবার[৩]।
রাধা-বদন কিয়ে মলিন আকার ॥

কেদার—তেওট।

কিমু চন্দ্রাবলীরনয়গভীরা[৪]।
অরুণদমুংরতি-বীরমধিরা ॥

১। মদনে বিভোর হইয়া তিনি কি বনে আসিতে আসিতে আমাকে আজ ভুলিয়া গেলেন।

২। কিম্বা কোনও গুণবতী রমণী পিরীতি রজ্জুতে তাঁহাকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে।

৩। অনবরত স্মরণ করিয়া করিয়া।

৪। অনয় গভীরা—অনয় অর্থাৎ দুর্নীতির দ্বারা গভীরা গূঢ়-স্বভাবা। অনয়গভীরা—অতি প্রগল্‌ভা—বলদেব বিদ্যাভূষণের টীকা।

অতিচিরমজনি রজনীরতিকালী।
সঙ্গম বিন্দত নহি বনমালী॥
কিমিহ জনে ধৃতপঙ্ক-বিপাকে [১]।
বিস্মৃতিরস্য বভূব বরাকে [২]॥
কিমুত সনাতন-তনুরলঘিষ্ঠং।
রণমারভত সুরারিভিরিষ্টং॥ *

১। আমার পাপের পরিণামে কি তিনি আমায় ভুলিয়া গেলেন? পঙ্কোঽস্ত্রী কর্দ্দমে পাপে ইতি বিশ্বঃ।

২। বরাকে—তুচ্ছে।

* (প্রাণকান্তের আসিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া উৎকণ্ঠিতা রাধা ভাবিতেছেন) দুর্নীতিগভীরা, চঞ্চলা চন্দ্রাবলী কি সেই রতিবীর শ্রীকৃষ্ণের পথরোধ করিল? (যদি তাহা না হইবে তবে) অনেকক্ষণ রাত্রি তমসাবৃত হইয়াছে কিন্তু বননালী ত আমার নিকটে আসিতেছেন না! (অথবা) আমারই কোনও পাপের ফলে তিনি এই মন্দভাগ্যাকে ভুলিয়া গেলেন? (অথবা) সেই সনাতন-দেহ বিশিষ্ট (শ্রীকৃষ্ণ) কি কোনও দৈত্যের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন?

বিপ্রলব্ধা *

শ্রীগৌরচন্দ্র ।

কেদার—দশকুশী ।

আজু রজনী হাম কৈছে বঞ্চব রে
মোহে বিমুখ নটরাজ ।
নব অনুরাগে আশ নাহি পূরল
বিফল ভেল সব কাজ ॥
সজনি কাহে বনায়লুঁ বেশ ।
আধ পলকে কত যুগ বহি যায়ত
ভাবিতে পাঁজর ভেল শেষ ॥ ধ্রু ॥
গুরুজন গৌরব দূরহি ডারলুঁ
গৌর প্রেম রস লাগি ।
দুর্লভ প্রেম মোহে বিহি বঞ্চল
মঝু ভালে দেয়ল আগি১ ॥

---

* বিপ্রলব্ধা—ব্যাকুলা ।

সঙ্কেত ভবনে নাহি হেরি প্রিয়জনে ।
ব্যাকুলা যে বিপ্রলব্ধা কহে কবিগণে ॥

পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী ।

১। বিধাতা আমার কপালে সে দুর্ল্লভ প্রেম লেখেন নাই তৎপরিবর্ত্তে আগুন দিয়াছেন ।

প্রেম রতন ফল জগভরি বিথারল [১]
হাম তাহে ভেল নৈরাশ।
নব অনুরাগ ভরমে হাম ভুললু
বাসু ঘোষ না পুরল আশ॥

ললিত—দশকুশী।

পন্থ নেহারি বারি ঝরু লোচনে
অধরে নিরস ঘনশ্বাস।
করতলে বদন সঘনে অবলম্বই
গুণি গুণি জীবন নৈরাশ॥
মাধব কাহে আশোয়াসলি রামা।
সগরিহ যামিনী[২] জাগি পোহায়ল
কামিনী সঙ্কেত ঠামা[৩]॥ ধ্রু॥
হরি হরি বলি ধরণী ধরি উঠই
বোলত গদ গদ ভাখ।

১। জগৎ ভরিয়া বিস্তারিত করিল।
২। সকল রাত্রি, সারানিশি।
৩। সঙ্কেত স্থানে

নীল গগন হেরি তোহারি ভরম ভরে
বিহি সঞে মাগয়ে পাখ[১] ॥
কি করব চন্দ্র চন্দন ঘন লেপন
কিশলয় কুসুম শয়ান।
আন বেয়াধি আন পরে ওখদ
গোবিন্দদাস নাহি মান[৩] ॥

বেহাগ—তেওট।

ত্যজ সখি কানু আগমন আশ রে।
যামিনী শেষ ভেল সবহুঁ নৈরাশ রে ॥
তাম্বুল চন্দন গন্ধ উপহার।
দূরহি ডারহ যমুনা পার ॥
কিশলয় শেজ মণি মোতিক মাল।

১। নীলাকাশ দেখিয়া তুমি আসিয়াছ এই ভ্রান্তি হয় এবং বিধির নিকটে পক্ষের কামনা করে।

২। কর্পূর মিশ্রিত চন্দন

৩। ব্যধি এক, ঔষধ অন্য পড়িতেছে ; পদকর্ত্তা বলিতেছেন যে তাহাতে মানে না। শরীরের ত ব্যাধি নয় যে কর্পূর চন্দন লেপনে এবং কিশলয় শয্যায় প্রতীকার হইবে।

জল মাগা ডারহ সবহুঁ জঞ্জাল ॥
অব কি করব সখি কহ না উপায়।
কানু বিনু জিউ কাহে নাহি বাহিরায়॥
ধিক ধিক রে বিধি তোহারি বিধান।
এ হেন রজনী মোহে বঞ্চল কান॥
শুনইতে ঐছন রাইক ভাষ।
দ্রুত চলি আওল বলরাম দাস॥

তিরোথা ধানশী —মধ্যম একতালা।

শুন শুন মাধব নিরদয় দেহ।
ধিক রহু ঐছন তোহারি সুনেহ॥
কাহে কহলি তুহুঁ সংকেত বাত।
যামিনী বঞ্চলি আনহি সাথ॥
কপট নেহ করি রাইক পাশ।
আন রমণী সঞে করহ বিলাস॥
কো কহে রসিক শেখর বরকান।
তুহু সম মূরুখ জগতে নাহি আন॥
মাণিক ত্যজি কাঁচে অভিলাষ।
সুধাসিন্ধু তাজি খারে পিয়াস[১]॥

১। সুধার সমুদ্র ত্যাগ করিয়া তোমার ক্ষার ভাল লাগে?

ক্ষীরসিন্ধু ত্যাজ কূপে বিলাস।
ছিয়ে ছিয়ে তোহারি রভসময় ভাব[১] ॥
বিদ্যাপতি কবি চম্পতি ভান[২]।
রাই না হেরব তোহারি বয়ান ॥

ললিত—ছোট দশকুশী।

উত্তর না পাই যাই সখী কুঞ্জহি
রাই নিয়ড়ে উপনীত।
তোহারি সংবাদ কহিতে ভেল গদ গদ
হেরি চমকিত ভেল চিত ॥
সুন্দরী কানু মিলন ভেল ভঙ্গ।
নিশিপতি কাঁতি মলিন অব হেরিয়ে
টুটল সব পরবন্ধ ॥ ধ্রু ॥
এত শুনি রাই পাই মন দুখচয়
চললিহ অব নিজ গেহ।

১। ছি ছি তোমার প্রেমোচ্ছাসপূর্ণ বাক্যকে ধিক!

২। বিদ্যাপতির অন্য নাম কবিচম্পতি ছিল, এইরূপ কেহ অনুমান করেন। আবার কেহ কেহ মনে করেন যে বিদ্যাপতি উপাধিধারী এক চম্পতি (উড়িয়া কবি) ছিলেন, ইহা তাঁহারই রচনা।

রজনী উজাগর নাহ পন্থ পর
মিলল ঝামর দেহ ॥
দূর সঞে নাগর রাই বদন হেরি
চমকি হেরি ভেল ভীত।
গোবিন্দদাস কহে ওহে নন্দ নন্দন
ইহ কিয়ে পিরিতিক রীত ॥

খণ্ডিতা।

শ্রীগৌরচন্দ্র।

কৌ বিভাস—জপতাল।

পশ্য শচীসুতমনুপমরূপম্ ।
খণ্ডিতামৃত-রস-নিরুপম কূপম্[১] ॥
কৃষ্ণরাগকৃত-মানস-তাপম্[২] ।।
লীলা প্রকটিত-রুদ্র-প্রতাপম্[৩] ॥

১। খণ্ডিত হইয়াছে অমৃতরসের নিরুপম কূপ যৎকর্ত্তৃক (গৌরপক্ষে)। খণ্ডিতার মানামৃতরসের নিরুপম কূপ সদৃশ (শ্রীকৃষ্ণপক্ষে)। 'খণ্ডিতের্ষাকষায়িতা'।

২। কৃষ্ণে অনুরাগজনিত মনোদুঃখ যাহার (গৌরপক্ষে)। (শ্রীরাধার) কৃষ্ণবিষয়ক ক্রোধজনিত মনস্তাপ যাঁহার (শ্রীকৃষ্ণপক্ষে)।

৩। লীলার দ্বারা প্রকটিত হইয়াছে রুদ্র গজপতি নামক রাজার প্রতাপ যৎকর্ত্তৃক (গৌরপক্ষে)। লীলায় শিবের প্রতাপের ন্যায় প্রতাপ প্রকটিত হইয়াছে যৎকর্ত্তৃক (শ্রীকৃষ্ণপক্ষে)।

প্রকলিত-পুরুষোত্তম-সুবিষাদম্[১] ॥
কমলাকর-কমলাঞ্চিত পাদম্[২] ।
রোহিত[৩] বদন তিরোহিত ভাষম্ ॥
রাধামোহনকৃত চরণাশম্[৪] ॥*

১। পুরুষোত্তম নামক নবদ্বীপবাসী ভক্তের বিষাদ দূরীভূত হইয়াছে যাঁহার দ্বারা (গৌরপক্ষে)। লব্ধ হইয়াছে পুরুষোত্তম (শ্রীকৃষ্ণরূপ ধৃষ্ট নায়ক) হইতে বিষাদ যৎকর্তৃক (শ্রীকৃষ্ণপক্ষে)।

২। কমলাকর কর্তৃক কমলদ্বারা পূজিত হইয়াছে পদ যাঁহার (গৌরপক্ষে)। কমলার করকমলার্চ্চিত পদ যাঁহার (শ্রীকৃষ্ণপক্ষে)।

৩। লোহিত

৪। রাধামোহন নামক কবি কর্তৃক চরণাশা যাঁহার (গৌরপক্ষে)। রাধামোহন হইয়াও চরণাশা (মানভঙ্গের জন্য) যাঁহার (শ্রীকৃষ্ণপক্ষে)।

* অনুপমরূপ শ্রীশচীসুতকে দেখ। খণ্ডিতামৃতরসের অনুপম কূপ সদৃশ (গৌরচন্দ্রকে দেখ)। কৃষ্ণানুরাগে ইঁহার মন তাপযুক্ত। লীলার দ্বারা ইনি গজপতি রুদ্রনরাধিপের প্রতাপ প্রকাশ করিয়াছেন। পুরুষোত্তম নামক ভক্তের ঘোর বিষাদ ইনি দূর করিয়াছিলেন। পিপলাই কমলাকর পদ্মের দ্বারা ইঁহার চরণযুগল পূজা করিয়াছিলেন। ইঁহার লোহিত বদনে বাক্য তিরোহিত হইয়াছে। রাধামোহন ইঁহার চরণ বাঞ্ছা করেন।

খণ্ডিতা রসোচিত শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ-বন্দন।

ভৈরবী—একতালা।

ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ-পঙ্কজ-কলিতম্।
ব্রজবনিতা-কুচ-কুঙ্কুম-ললিতম্॥
বন্দে গিরিবরধর-পদকমলম্।
কমলাকর-কমলাঞ্চিতমমলম্॥ ধ্রু॥
মঞ্জুল-মণি-নূপুর-রমণীয়ম্।
অচপল-কুল-রমণী-কমনীয়ম্॥
অতি লোহিতমতি-রোহিত ভাসম্।
মধুমধুপীকৃত-গোবিন্দদাসম্॥ *

---

* ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশও পদ্মচিহ্নিত, ব্রজবনিতাদের কুচ-কুঙ্কুমে কমনীয় গিরিধারীর পাদপদ্মে প্রণাম করি। যে পাদপদ্ম লক্ষ্মীর কমল-হস্তসেবিত এবং পবিত্র। (যে পাদপদ্ম) সুন্দর মণিনূপুর দ্বারা শোভিত, যাহা অবিচলকুল রমণীগণ কর্ত্তৃক পরিসেবিত, যাহা সুলোহিত এবং অবিলুপ্ত শোভাযুক্ত এবং যাহা গোবিন্দ দাসকে মধুলুব্ধ ভ্রমরের ন্যায় করিয়াছে।

শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর এই পদের খণ্ডিতা-রসব্যঞ্জক গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন;—হে গিরিবরধারী (পক্ষান্তরে অন্য নায়িকার বক্ষোজ-গিরিধারী). তোমাকে দূর হইতে প্রণাম করিতেছি। কেননা গর্গমুনি বলিয়াছিলেন তুমি ধ্বজবজ্রাদি লক্ষণযুক্ত হওয়াতে

সখীর উক্তি

বিভাস—বৃহৎ জপতাল।

উমত ঝুমত ঢরত গীরত

চলত চরণ থোর[১]।

সামান্য মানুষ নও। তোমার গোবর্দ্ধন-ধারণেও তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অতএব আমাদের মত সামান্যা মানবী তোমার প্রেমের যোগ্যা নহে। ব্রজ অর্থাৎ বৈকুণ্ঠবাসিনী দেবীগণের কুচ-কুঙ্কুমে তোমার চরণযুগল শোভিত হইত। লক্ষ্মী তাঁহার করকমলে তোমার সুনির্ম্মল পদযুগল সেবা করিতেন। এক্ষণে তোমার অতিশয় মলযুক্ত চরণ কমলানাম্নী যূথেশ্বরী কর্ত্তৃক সেবিত হইতেছে। তোমার পদযুগল তাহার আলতার দ্বারা সুলোহিত হইয়াছে। গোবিন্দদাসা (গোবিন্দ হইয়াছেন দাস যাহার গোবিন্দদাসা) তোমার স্বদেহ-কমলের মধুর দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমরীর স্বরূপ হইয়াছে। অর্থাৎ তোমরা উভয়ে উভয়ের বশীভূত হইয়া পড়িয়াছ! অতএব তোমাকে দূর হইতে প্রণাম করাই ভাল।

১। নিশি জাগরণে ক্লান্ত দেহে অস্থির পদে শ্রীকৃষ্ণ ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িতেছেন। পদ যেন আর চলিতে পারে না, এইরূপ ভাবে আসিতেছেন।

উমত ঝুমত এই শব্দের দ্বারা অস্থির অলস পদের নূপুর ধ্বনি অতি সুন্দর ভাবে অনুকৃত হইয়াছে।

মধুর মূরতি পূজল যুবতী
সোণার কমল জোর[১] ॥
সখি শ্যাম নাগর দেখ।
রজনী জাগরে লোহিত লোচন
হৃদয়ে নখের রেখ ॥ ধ্রু ॥
কটী আভরণ নীল বসন
আনতহি আন বেশ
বকুল মাল ভ্রমরী জাল
সৌরভে ভুলল দেশ ॥
অধর অরুণ অমিয়া ঝরণ
রসবতী রস নেল[৩]।

১। তাঁহার জাগরণে লোহিত নয়ন দ্বয় দেখিয়া মনে হইতেছে যেন কোনও যুবতী সোণার পদ্মে এই মধুর মূর্ত্তিকে পূজা করিয়াছে।

২। আজ ইঁহার কটীতে পীত বসনের পরিবর্ত্তে নীল বসন শোভা পাইতেছে। অন্যত্র অন্য বেশ ধারণ করিয়াছেন।

৩। শ্রীকৃষ্ণের অরুণ এবং অমৃতের নির্ঝর স্বরূপ অধর হইতে যেন কোনও রসবতী সবটুকু মধু লুটিয়া লইয়াছে।

নয়ন কমলে মধু পিবইতে
ভ্রমর বরণ ভেল[১] ॥
কিঙ্কিনী জাল অতি রসাল
বিরমি বিরমি বাজে।
নরহরি-পহুঁ ঢরত গীরত
রাইক অঙ্গন মাঝে ॥

ভৈরবী—ছোট দশকুশী।

দেখ সখি হোর কিয়ে নাগর রাজ।
বিপরীত বেশ বিভূষিত হেরিয়ে
কোন কয়ল ইহ কাজ ॥
ঢুলি ঢুলি চলত খলত পুন উঠত
আওত ইহ মঝু কান্ত।
স্থল পঙ্কজ দল নয়ন যুগল-বর
যামিনী জাগি নিতান্ত ॥

১। সেই রসবতীর নয়ন কমল-মধু পান করিতে গিয়া শ্রীকৃষ্ণের অধর ভ্রমরের বর্ণ ধারণ করিয়াছে। অর্থাৎ তাহার নয়নের কাজল ইঁহার নয়নে লাগিয়া গিয়াছে।

মুখ-বিধুরাজ মলিন অব হেরিয়ে
অরুণ কিরণ ভয় লাগি[১]।
অলক নিকর উড়ু ভাল গগন পর
নিশি অবসান ভয় ভাগি[২]॥
বান্ধুলি অধরে হেরি জনু নীলিম
কাজর করি অনুমান।
অপরূপ দশন- কাঁতি জনু দরপণ
সো অব রঙ্গিম ভাণ॥
উরপর নখপদ তনু তনু নিরমদ[৩]
অনুখন অলসে বিভোর॥
যাবক রাগ দাগ কিয়ে শোভন
ঘন ঘন ভুজ যুগ মোড়॥

১। তোমার মুখরূপ চন্দ্র মলিন দেখাইতেছে,—বোধ হয় সূর্য্যোদয়ের ভয়ে!

২। তোমার অলকাসমূহ যাহাতে মুক্তা দুলিয়া নক্ষত্রের মত দেখাইত, তাহা ললাটরূপ আকাশ হইতে সরিয়া গিয়াছে, বোধ হয় নিশি-প্রভাতের ভয়ে!

৩। তোমার বক্ষে নখর ও পদের চিহ্ন অল্প অল্প রচিত হইয়াছে।

শ্যামর অঙ্গে নীল অম্বর কিয়ে
জলদে জলদ মিলি গেল।
দূরহি দীগ- বসন জনু হেরিয়ে[১]
ঐছন মরমহি ভেল॥
টল মল চরণ যুগল মণি মঞ্জীর
ঝনর ঝনর ঘন বাজে।
কহ বলরাম দাস ইহ বিপরীত
হেরত নাগর-রাজে॥

বিভাস—তেওট।

শ্যামর তনু কিয়ে তিমির বিরাজ[২]।
সিন্দূর চিহ্ন কিয়ে অরকত সাজ[৩]॥

১। তোমার অঙ্গে নীল বসন থাকায় দূর হইতে দিগম্বর বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

২। প্রভাতে একি শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতেছি, অথবা ইহা সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল?

৩। একি সিন্দূর (অন্য নায়িকার) দাগ অথবা সন্ধ্যার লোহিত (আরক্ত) শোভা!

তরল তার কিয়ে চটুল হার[১]।
নখ পদ কিয়ে নব শশীক সঞ্চার[২] ॥
ঐছে দোষকর হেরইতে কান[৩]।
প্রাতর রজনী ভেল ভান[৪]।

শ্রীমতীর উক্তি।

রামকেলি—জপতাল।

আওত পরবঞ্চক[৫] শঠ নাগর শতঘরিয়া[৬]।
রমণী-পদ যাবক পরিসর বক্ষসি ধরিয়া ॥

১। এই যে চঞ্চল হার দেখিতেছি, ইহা কি হিল্লোলিত তারকা!

২। এই যে নখক্ষত দেখিতেছি, ইহা নবীন শশিকলা নয় ত!

৩। দোষের আকর, অথবা প্রদোষের আকর—চন্দ্র।

৪। হঠাৎ কৃষ্ণচন্দ্রের উদয় দেখিয়া প্রভাতকে সন্ধ্যা বলিয়া ভ্রম হইতেছে।

সন্ধ্যায় কৃষ্ণচন্দ্রের আসিবার কথা ছিল। প্রভাতে আসায় ব্যঙ্গের দ্বারা তাহাই অতি চমৎকার বুঝানো হইয়াছে।

৫। প্রবঞ্চক

৬। শত ঘরে গমন করা যাহার অভ্যাস।

নীলাম্বর পরিহিত-কটী লম্বিত পদ-আগে।
অরুণাধর দশন-ক্ষত ভুজ কঙ্কন দাগে॥
তরুণারুণ নয়নাম্বুজ আধ মুদিত অলসে।
ভালোপরি সিন্দূরবর কজ্জল সহ বিলাসে॥
যা যা সখি বারহ মঝু নিয়ড়ে নাহি আওয়ে।
ঐছন শুনি তৈখনে উঠি শশিশেখর ধাওয়ে॥

সখীর উক্তি।

ললিত—তেওট।

ও শঠ লম্পট কোটী নটিনী ভট
রাই নিয়ড়ে মতি যাহ[১]।
কহিলাম বেরি বেরি ওথা না যাইহ হরি
যদি নিজ মরিযাদ চাহ॥
তোহে কহুঁ করি নিজ দিব[২]।
তোহে হেরি সুন্দরী মোরে পাঠায়ল
আওয়ে মতি হামারি সমীপ॥
ইথে যদি যাওবি কলহ বাঢ়ায়বি
বৈরি হাসায়বি প্রাতে।

১। রাইয়ের নিকটে যাইও না।

২। নিজের দিব্য!

রোই রোই যাওবি থেহ না পাওবি
কর অবলম্বন মাথে ॥
এত কহি সো সখি তাহি চলল ফেরি
কানু চলত তছু সাথ।
কহে শশি শেখর লাজ নাহি যাকর
তা সঞে কিয়ে আর বাত ॥

শ্রীললিত—দশকুশী।

রজনী-জনিত-গুরু জাগর
রাগ-কষায়িতমলসনিমেষম্।
বহতি নয়নমনুরাগমিবস্ফুট
মুদিতরসাভিনিবেশম্ ॥

---

* তোমার রজনী জাগরণক্লিষ্ট, আরক্তিম ও অলস চক্ষু দেখিয়া মনে হইতেছে যেন তাহাতে তোমার (অন্য নায়িকার প্রতি) অনুরাগ সূচিত হইতেছে (তোমার অরুণিম লোচনে যেন হৃদয়ের অনুরাগ ফুটিয়া বাহির হইতেছে)। মনে হইতেছে যেন অনুরাগের আবেশ বশতঃই তোমার নেত্র অর্দ্ধমুদিত হইয়াছে

হরি হরি যাহি মাধব যাহি কেশব
মা বদ কৈতব-বাদম্।
তামনুসর সরসীরুহ-লোচন
যা তব হরতি বিষাদম্॥ ধ্রু॥
কজ্জল-মলিন-বিলোচন-চুম্বন
বিরচিত নীলিম রূপম্॥
দশনবসনমরুণং তব কৃষ্ণ
তনোতি তনোরনুরূপম্॥
বপুরনুহরতি তব স্মর-সঙ্গর-
খর-নখর-ক্ষত-রেখম্।
মরকত-শকলকলিত কলধৌত
লিপেরিব রতি-জয়-লেখম্॥

হে হরি, হে মাধব। হে কেশব! তুমি যাও, যাও আর কপট বাক্য বলিও না। যে তোমার মনের দুঃখ ঘুচাইতে পারে, তাহার নিকট যাও। ('সরসীরুহলোচন' এই সম্বোধনের দ্বারা আধনিমীলিত চক্ষু ধ্বনিত হইতেছে।)

(অন্য নায়িকার) কজ্জলমলিন নেত্র চুম্বন হেতু তোমার অরুণ অধর (দশন-বসন) কালো হইয়াছে। তাহাতে তোমার কালো রূপের অনুরূপই হইয়াছে!

(যদি বল যে তোমারই চিন্তা ও বিরহে অধর মলিন হইয়াছে,

চরণকমল-গলদলক্তক সিক্ত-
মিদং তব হৃদয়মুদারম্।
দর্শয়তীব বহি র্মদন-দ্রুম-
নব-কিশলয়-পরিবারম্ ॥
দশন-পদং ভবদধর-গতং মম
জনয়তি চেতসি খেদম্।
কথয়তি কথমধুনাপি ময়া সহ
তব বপুরেতদভেদম্ ॥
বহিরিব মলিনতরং তব কৃষ্ণ
মনোঽপি ভবিষ্যতি নূনম্।

তাহা সত্য হইতে পারে না কারণ) তোমার দেহ রতিসমরজনিত নখক্ষতাদি চিহ্ন ধারণ করিয়াছে। মনে হইতেছে যেন মরকত খণ্ডের গাত্রে কেহ সুবর্ণাক্ষরে রতিজয়পত্রিকা লিখিয়া দিয়াছে।

(তোমার প্রেয়সীর) চরণকমল হইতে গলিত আলতার দাগ তোমার পরিসর বক্ষে লাগিয়াছে। তাহাতে মদন-বৃক্ষে নবপল্লব রাজির ন্যায় দেখাইতেছে।

তোমার অধরে দশনক্ষত আমার চিত্ত ব্যথিত করিতেছে। ইহাতে তোমার ও আমার দেহ যে অভিন্ন তাহা এখনও কেন প্রকাশ করিতেছে ? (ব্যঙ্গোক্তি)

হে কৃষ্ণ তুমি বাহিরে যেমন কালো, তোমার মনও সেইরূপ মলিন হইবে, বোধ হয়। তাহা না হইলে মদনের তীক্ষ্ণ শরে প্রপীড়িত অনুগত জনকে বঞ্চনা করিবে কেন ?

কথমথ বঞ্চয়সে জনমনুগত-
মসমশরজ্বরদূনম্ ॥
ভ্রমতি ভবানবলা-কবলায়
বনেষু কিমত্র বিচিত্রম্।
প্রথয়তি পূতনিকৈব বধূ-বধ-
নির্দ্দয় বালচরিত্রম্ ॥
শ্রীজয়দেবভণিত-রতি-বঞ্চিত-
খণ্ডিত-যুবতী-বিলাপম্।
শৃণুত সুধামধুরং বিবুধা
বিবুধালয়তোঽপি দুরাপম্ ॥

বাঁরোয়া—তেওট।

হেদেহে নিলাজ বঁধু লাজ নাহি বাসো।
বিহানে পরের বাড়ী কোন লাজে আইস ॥

তুমি অবলা-বধের নিমিত্তই বনে বনে ভ্রমণ করিয়া থাক; ইহা আর বিচিত্র কি? বাল্যকালে পূতনা-বধেই তোমার নির্দ্দয় চরিত্র সূচিত হইয়াছে।

হে লীলারস রসিক সুধীবৃন্দ শ্রীজয়দেব কথিত রতি-সুখ-বঞ্চিতা-খণ্ডিতার এই সুমধুর এবং দেবলোকের পক্ষেও দুর্ল্লভ বিলাপ-বর্ণনা শ্রবণ করুন।

বুক মাঝে দেখি তোমার কঙ্কণের দাগ।
কোন কলাবতী আজ পাইয়াছিল লাগ ॥
নখ-পদ বিরাজিত রুধিরে পূরিত।
আহা মরি কিবা শোভা করিলে ভূষিত ॥
কপালে সিন্দূর রেখা অধরে কাজল।
সে ধনি বিহনে তোমার আঁখি ছলছল ॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে শুন বিনোদিনী।
না ছুঁইহ তুমি ইহার সব রঙ্গ জানি ॥

শ্রীকৃষ্ণের উত্তর।

ললিত—মধ্যম দশকুশী।

সুন্দরী কাহে কহসি কটুবাণী।
তোহার চরণ ধরি শপথ করিয়ে কহি
তুহুঁ বিনে আন নাহি জানি।
তুয়া আশোয়াসে জাগি নিশি বঞ্চলুঁ
তাহে ভেল অরুণ নয়ান।
মৃগমদ বিন্দু অধরে কৈছে লাগল
তাহে ভেল মলিন বয়ান ॥
তোহে বিমুখ দেখি ঝরয়ে যুগল আঁখি
বিদরয়ে পরাণ আমার।
তুহু যদি অভিমানে মোহে উপেখবি
হাম কাঁহা যাওব আর ॥

ছামারি মরম তুঁহু ভাল রীতে জানসি
তবে কাহে কহ বিপরীত ॥
ঐছন বচনে দ্বিগুণ ধনি রোখয়ে
জ্ঞানদাস চিত ভীত ॥

বিভাস—একতালা।

গগন হিঁ এক চান্দ নাহি দোসর
ধরু তাহে নীলিম চিন্ ॥
অরুণ উদয় পুন লাজে মলিন তনু
বেকত না হোয়ত দিন[১] ॥
মাধব অপরূপ তোহারি বিলাস[২]।
তুয়া উর অম্বরে চান্দ ঘটা অব
দিনহি হোত পরকাশ[৩] ॥ ধ্রু ॥

১। আকাশে একমাত্র চন্দ্র আছে, তাহারও কলঙ্ক-চিহ্ন আছে এবং সূর্য্য উদিত হইলে সে লজ্জায় মলিন হয়, দিনমানে আত্মপ্রকাশ করে না।

২। কিন্তু হে নির্লজ্জ, তোমার লীলা অপূর্ব্ব।

৩। তোমার বক্ষস্থল রূপ গগনে দিনমানেই চাঁদের প্রকাশ হইতেছে!

বিহিক শকতি জিনি কোন কলাবতি
অরুণ ঘটায়ল তায়[৪]।
তছু সেবন বিনু প্রাতরে তোহে পুন
আনত গমন না যুয়ায়[৫]॥
জানলুঁ অতয়ে কয়লি হাম বহু পুণ
তাহে তুঁহু অবহুঁ না যাব[৬]।
কহে ঘনশ্যাম দাস নহে কৈছনে
ঐছন দরশন পাব[৭]॥

৪। বিধাতারও শক্তি নাই যে একসঙ্গে চন্দ্র ও সূর্য্যের উদয় করেন। কিন্তু কে সেই অপূর্ব্ব কলাকুশলা রমণী যে চন্দ্রোদয়ের (নখক্ষতের) সঙ্গে সূর্য্যোদয় (অলক্তক রাগ) ঘটাইয়াছে!

৫। তাহার সেবা না করিয়া প্রভাতে অন্যত্র তোমার আগমন করা যুক্তিসঙ্গত হয় নাই।

৬। জানিলাম যে আমি বহু পুণ্য করিয়াছি, সেইজন্য তুমি এখনও অন্যত্র যাইতেছ না।

৭। পদকর্ত্তা বলিতেছেন, তাহা না হইলে এইরূপ (অপরূপ) দর্শন তোমার ভাগ্যে কেমন করিয়া মিলিবে?

ললিত বিভাস—ছুঠুকী।

ভাল হৈল মাধব সিদ্ধি ভেল কাজ।
অব হাম বুঝলুঁ বিদগধ-রাজ[১] ॥
নয়ন কি কাজর অধর হি শোভা।
বান্ধি রহল অলি অতি মনোলোভা[২] ॥
আজু ঝামর অতি শ্যামর অঙ্গ।
যতনে গোপত রহুঁ যামিনী-রঙ্গ ॥
ক্ষণে ক্ষণে নয়ন মুদসি আধ তারা।
কহইতে বচন-রচন আধহারা[৩] ॥
যাবক আধক উর পর লাগ।
অনুখণ সো ধনি করু অনুরাগ[৪] ॥

১। এখন বুঝিলাম যে তুমি রসিক চূড়ামণি বটে! (ব্যঙ্গোক্তি)

২। অধরে কাজল, মনে হইতেছে যেন প্রফুল্ল কমলে অলি আবদ্ধ থাকিয়া অতি সুন্দর দেখাইতেছে! (বান্ধি স্থলে বাঁধুলী হইবে কি ?)

৩। কথা কহিতে কহিতে খেই হারাইয়া যায়।

৪। বক্ষে অলক্তক চিহ্ন দিয়া সে ধনী সব সময়ের জন্য যেন অনুরাগ রাখিয়া দিয়াছে।

সুরঙ্গ সিন্দূর বিন্দু ললিত কপালে।
ধরল প্রবাল জনু তরুণ তমালে॥
ভাবে পুলকিত তনু রহল সমাধি।
জ্ঞানদাস কহে উপজিল আধি[১]॥

কৌ রাগিণী—জপতাল।

শুন শুন সুন্দরী কর অবধান।
বিনি অপরাধে কহসি কেনে আন॥
পূজলুঁ পশুপতি যামিনী জাগি।
গমন বিলম্বন ভেল তথি লাগি॥
লাগল কুঙ্কুম মৃগমদ দাগ[২]।
উচ্চারিতে মন্ত্র অধরে নাহি রাগ[৩]॥
রজনী উজাগরি লোচন ভোর[৪]।
তথি লাগি তুহুঁ মুঝে বোলসি চোর॥

১। মনঃপীড়া। আগি—পাঠান্তর।

২। শিবপূজার সাজ করিতে কুঙ্কুম মৃগমদের দাগ লাগিয়া গিয়াছে।

৩। মন্ত্র পড়িতে পড়িতে আমার অধর রক্তশূন্য হইয়াছে।

৪। চক্ষু অলস বোধ হইতেছে। (রাত্রি জাগিয়া চতুষ্প্রহরে চারিটি শিবপূজা করিবার প্রথা আছে।)

নব কবিশেখর কি কহব তোয়।
শপতি করহ তবে পরতীত হোয়[১] ॥

ধানশী—মধ্যম দশকুশী।

এ ধনি মানিনি করহ সঞ্জাত[২]।
তুয়া কুচ হেম ঘট হার ভুজঙ্গিনী
তাক উপরে ধরি হাত ॥ ধ্রু ॥
তোহে ছাড়ি হাম যদি পরশ করু কোয়।
তুয়া হার-নাগিনী কাটব মোয় ॥
হামারি বচনে যদি নহ পরতীত।
বুঝিয়া করহ শাস্তি যে হয় উচিত ॥
ভুজপাশে বান্ধি জঘন পর তাড়ি।
পয়োধর-পাথর হিয়ে দেহ ভারী ॥
উরু কারা বান্ধি রাখ দিনরাতি।
বিত্থাপতি কহ উচিত ইহ শাতি[৩] ॥

১। দিব্য করিলে তবে প্রতীতি অর্থাৎ প্রত্যয় হইবে।
২। সংবরণ কর।
৩। শাস্তি

ভৈরবী—জপতাল।

যাং সেবিতবানসি জাগরী।
ত্বামজয়ৎ সা নিশি নাগরী ॥
কপটমিদং তব বিন্দতি হরে।
নাবসরং পুনরালি নিকরে ॥
মা কুরু শপথং গোকুলপতে।
বেত্তি চিরং কা চরিতং ন তে ॥ ধ্রু ॥
মুক্ত-সনাতন-সৌহৃদভরে।
ন পুনরহং ত্বয়ি রসমাহরে ॥ *

---

* তুমি নিশি জাগরণ করিয়া যাহার সেবা করিলে সে নাগরী তোমাকে রজনীতে (রতিযুদ্ধে) পরাজিত করিয়াছে। হে হরি, তোমার এই চাটুবাক্য আমার সখীগণের নিকট বিশ্বাসযোগ্য হইতেছে না। (শ্রীকৃষ্ণকে শপথ করিতে দেখিয়া বলিতেছেন) হে গোকুলপতি, তুমি শপথ করিও না। তোমার চরিত্র কে না জানে? চিরদিনের প্রেম যখন তুমি পরিত্যাগ করিয়াছ, তখন তোমাতে আমি আর প্রীতি করিব না।

সুই—দশকুশী।

তুহুঁ না পরশ যদি মোয়।
পিরীতি কৈছে তব হোয়॥
ইথে লাগি শরণ তোহারি।
মানহ পরশ হামারি॥
যদি জানসি মঝু দোখ।
মোহে হেরি সম্বর রোখ॥
এ তুয়া চরণ ধরি হাম।
কহি পদযুগ ধরু শ্যাম[১]॥
তাহে না টুটল মান।
মানিনি উপেখি চলু কান[২]।
কুঞ্জ অঙ্গনে কুঞ্জরাজ।
কাঁপি পড়ল ক্ষিতি মাঝ[৩]॥

১। অন্য উপায়ে মানিনীর মান-ভঙ্গ হইল না দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার চরণ ধারণ করিলেন।

২। শ্রীকৃষ্ণ তখন মানিনীকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেলেন।

৩। তাহাতেও মান ভাঙ্গিল না দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ রসান্তরের আশ্রয় লইলেন। অলঙ্কার শাস্ত্রে প্রণতি, উপেক্ষা ও রসান্তর—মান-ভঞ্জনের প্রথা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

ফেরি নেহারত রাই।
মরি মরি করত কানাই॥
ভুজগে কাটল তনু মোর।
কপটহি মূরছল ভোর॥
বজর পড়ল শুনি বোল।
রাই ধনি বঁধু করু কোর॥
উঠল নাগর শূর।
মান গরব ভেল চূর॥
মন্ত্র শিরোমণি কান।
সোই পড়ল পুন ফান্দ॥
ধনি মুখ মুছল বাসে।
চুম্বন করল বহু আশে॥
নিরসল হেরি বিহান[১]।
সব রস করু সমাধান॥
কো সমুঝাব দুহু নেহ।
দুহুঁ তনু বান্ধয়ে থেহ[২]॥
কবি শেখর রস গায়।
দুহুঁ জন প্রেম সহায়॥

১। প্রভাত সমাগত দেখিয়া চুম্বনে নিরস্ত হইলেন।

২। দুজনের দেহে স্থৈর্য্য প্রাপ্ত হইল।

পুনশ্চ খণ্ডিতা

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র ।

ভৈরবী বা বিভাস—রূপক তাল ।

আজি কেনে গোরাচান্দের বিরস বয়ান ।
কি ভাব পড়েছে মনে সজল নয়ান ॥
মুখচান্দ শুকায়েছে কিসের কারণে ।
অরুণ অধর কেন হৈয়াছে মলিনে ॥
অলসে অবশ অঙ্গ ধরণে না যায়[১] ।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে বাঢ়াইতে পায় ॥
বাসুঘোষ বলে গোরা কোথা না আছিল ।
কিবা রস-আশোয়াসে[২] নিশি পোহাইল ॥

ললিত—তেওট ।

আরে মোর আরে মোর সোণার বন্ধুর ।
অধরে কাজর দেখি কপালে সিন্দূর ॥

১। ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিল না ।
২। কোন রসের আশ্বাসে বা ভরসায় ।

বদন কমল কিবা তাম্বুলে শোভিত।
পায়ের নখের ঘায়ে হিয়ায় বিদিত[১] ॥
না আইস না আইস বন্ধু আঙ্গিনার কাছে।
তোমারে দেখিলে মোর ধরম যাবে পাছে ॥
শুনিয়া পরের মুখে নহে পরতীত।
এবে সে দেখিলাম তোমার এই সব রীত ॥
সাধিলাম মনের সাধ কি আর বিচার।
দূরে রহ রহ তুমি প্রণতি আমার ॥
চণ্ডীদাস বলে ইহা বলিলা কেমনে।
চোর ধরিলেও এত না কহে বচনে ॥

করুণ ললিত বা রামকেলী—মধ্যম ছুঠুকী।

শুন শুন সুনয়নী আমার যে রীত।
কহিলে প্রতীত নহে জগতে বিদিত ॥
তুমি না মানিবে তাহা আমি ভাল জানি।
এতেকে না কহ ধনি অসঙ্গত বাণী ॥
সঙ্গত হইলে ভাল শুনি পাই সুখ।
অসঙ্গত হইলে পাইয়ে বড় দুখ ॥

১। বিক্ষিত—পাঠান্তর। 'বিদিত' পাঠ অধিকতর সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। বিদিত—দৃষ্টিগোচর হইতেছে।

মিছা কথায় যত পাপ জানহ আপনি।
জানিয়া না মানে যে সেই ত পাপিনী ॥
পরে পরিবাদ দিলে ধরমে সবে কেনে।
তাহার এমতি বাদ হইবে তখনে ॥
চণ্ডিদাস বলে যেবা মিছা কথা কবে।
সেই সে ঠেকিবে পাপে তোমার কিবা যাবে ॥

ললিত—ছোট দশকুশী।

শুন শুন মাধব কোন কলাবতি সোয়।
প্রেম হেম গহি, আপন রঙ্গ দেই[১],
এহেন সাজাওলি তোয় ॥ ধ্রু ॥
নয়নক অঞ্জন, অধরে ভেল রঞ্জিত
নয়নহি তাম্বুল দাগ।
সিন্দুর বিন্দু চন্দন ইন্দু ঝাঁপল
উর পর যাবক রাগ ॥

১। তোমার প্রেমরূপ স্বর্ণ গ্রহণ করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে নিজের রঙ্গ (স্বল্পমূল্যের ধাতু বিশেষ) দিয়া তোমাকে এমন করিয়া কে সাজাইল ?

মদন-সোণার ভোরি রূপ লালসে
তাহে দেওল নখরেহ[১]।
কোন গোঙারি[২] তোহে অব পরশব
হেরি তুয়া ঝামর দেহ ॥
অব রস লালস, কিয়ে দরশায়সি,
নীলজ দেহ মৈলান[৩]।
গোবিন্দ দাস কহ, আপন পরশ দেহ,
হেম ধরব নিজ বাণ ॥

ভৈরবী—জপতাল।

হৃদয়ান্তরমধিশয়িতম্।
রময় জনং নিজ দয়িতম্ ॥
কিং ফলমপরাধিকয়া।
সম্প্রতি তব রাধিকয়া ॥
মাধব পরিহর পটিম তরঙ্গম্।
বেত্তি ন কা তব রঙ্গম্ ॥

১। স্বর্ণকার মদন রূপ-লালসায় বিভোর হইয়া তাহাতে নখাঘাত করিয়াছে। স্বর্ণকারেরা স্বর্ণে নানাবিধ কারুকার্য্য করে।

২। গোঙার—গাঁওয়ার—গ্রাম্য, অর্থাৎ অজ্ঞ।

৩। কোন রসের লালসায় তোমার নির্লজ্জ মলিন দেহ দেখাইতে আসিয়াছ? নীলজ লোহ মৈলান—পাঠান্তর।

আঘূর্ণতি তব নয়নম্।
যাহি ঘটীং ভজ শয়নম্॥
অনুলেপং রচয়ালম্।
নশ্যতু নখ-পদ-জালম্॥
ত্বামিহ বিহসতি বালা।
মুখর সখীনাং মালা॥
দেব সনাতন বন্দে।
ন কুরু বিলম্বমলিন্দে॥*

---

* তোমার হৃদয় মাঝে যে প্রিয়তম বিরাজ করিতেছে, তাহার সন্তোষ বিধান কর। অপরাধিনী (অর্থাৎ রূপ নাই গুণ নাই এমন) রাধিকায় আর তোমার এখন কাজ কি? হে মাধব, তোমার বাক্‌চাতুর্য্য সকল পরিত্যাগ কর। (ব্রজে) কে এমন রমণী আছে যে তোমার এই রঙ্গ না জানে? তোমার লোচন যুগল নিশি জাগরণে ঢুলু ঢুলু করিতেছে। এখন ঘণ্টাখানেক গিয়া শয়ন কর। (হৃদয়ে) প্রচুর কুঙ্কুম মৃগমদাদি অনুলিপ্ত কর যাহাতে অন্য নায়িকার নখরাঘাত সমূহ ঢাকা পড়ে। (দেখিতেছ না?) ঐ সকল দেখিয়া মুখরা সখীগণ উপহাস করিতেছে। (অতএব তুমি এখন যাও), হে সনাতন দেবতা তোমায় দূর হইতে প্রণাম করিতেছি; তুমি আর আমার অলিন্দে (গৃহের পুরোভাগে) বিলম্ব করিও না।

ভৈরবী—জপতাল।

তরুণারুণ নয়নাম্বুজ
ঢুলু ঢুলু ঢুলু অলসে।
দেখিও দেখিও পড়িবে পড়িবে
শুতি রহ যাই দিবসে॥
নীলোৎপল মুখমণ্ডল
ঝামর কাহে ভেল।
মদন-জ্বরে তনু তাতল
জাগরে নিশি গেল[১]॥
নখ নিক্ষত বক্ষসি তুয়া
দেয়ল কোন নারী।
কণ্টকে তনু ক্ষত বিক্ষত
তোহে ঢুরইতে গোরী॥
নীলাম্বর তুহু পহিরলি
পীতাম্বর কাহে ছোড়ি।

১। তোমার প্রতি প্রেমাধিক্য বশতঃ আমার জ্বর হইয়াছিল এবং তাহাতে সর্ব্ব শরীর উত্তপ্ত হওয়ায় রাত্রি জাগরণে কাটিয়াছে।

২। হে গৌরী তোমায় খুঁজিতে খুঁজিতে আমার সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে।

অগ্রজ সহ পরিবরতিত
নন্দালয় ভোরি[৩] ॥
অঞ্জন কাহে গণ্ডস্থলে
রদ-খণ্ডন অধরে[৪] ।
উত্তর প্রতি- উত্তর দিতে
পরাজয় শশি শেখরে ॥ *

৩। আমি কাল আমার দাদার সঙ্গে শুইয়া ছিলাম, ভোরে নন্দালয় হইতে উঠিয়া আসিবার সময় তাহার সহিত বস্ত্র পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে।

৪। অধরে দশন-ক্ষত।

সিন্দুরহি পরিমণ্ডিত
চৌরস কাহে ভান।
গোবর্দ্ধন গৈরিক সেবি
সিন্দুর কার মান ॥

—অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীতে এই অতিরিক্ত কলিটি দেখা যায়।

* এই গীতটির প্রথম দুই চরণ শ্রীমতীর ব্যঙ্গোক্তি। তৃতীয় চরণ তাঁহার প্রশ্ন। চতুর্থ চরণ শ্রীকৃষ্ণের জবাব। এইরূপ পঞ্চম, সপ্তম ও নবম শ্রীমতীর প্রশ্ন। ষষ্ঠ ও অষ্টম চরণ শ্রীকৃষ্ণের উত্তর।

কৌ-ভৈরবী—ছোট দশকুশী।

চল চল মাধব করহ পয়ান।
জাগিয়া সকল নিশি আইলা বিহান॥
হাম বনচারী বঞ্চি একেশ্বরিয়া।
চাতুরী না কর চলহ শতঘরিয়া[২]॥
মিছই শপতি না করহ মোর আগে।
কেমনে মিটায়বি ইহ রতি-দাগে॥
যাহ চলি চঞ্চল না কর জঞ্জাল।
দগধ পরাণ দগধ কত বার॥
বিমুখ ভেল ধনি না কহই আর।
দাস অনন্ত অব কি কহিতে পার[৩]॥

ধানশী বা মায়ূর—মধ্যম দশকুশী।

মানিনি কর জোড়ে কহি পুন তোয়।
বিনি অপরাধে বাদ দেই ভামিনী
কাহে উপেখসি মোয়॥ ধ্রু॥

১। আমি একাকিনী বিজনবনে কাল কাটাইতেছি।
২। শত ঘরে যে ভ্রমণ করে (প্রেমের অন্বেষণে)।
৩। চল চল মাধব চল নিজ বাস।
অতয়ে নিবেদল গোবিন্দ দাস॥—পাঠান্তর।

তুয়া লাগি সব নিশি জাগিয়া পোহাইলুঁ
একলি নিকুঞ্জক মাহ।
তোহারি বিয়োগে হাম বন মাহা লুঠলুঁ
তুহুঁ রতি চিহ্ন কহ তাহ॥
গোকুল মণ্ডলে কতয়ে কলাবতি
হাম নাহি পালটি নেহারি।
নিশি নিশি তুয়াগুণ ভাবিয়ে একমন
কি কহব কহই না পারি॥
কোপে কমল মুখী কিছু নাহি শুনসি
তুয়া নিজ কিঙ্কর হাম।
বংশীবদন অব কত সমুঝায়ব
কোপিনী কামিনী ঠাম॥

বিভাস—কাটা দশকুশী।

নখ পদ হৃদয় তোহারি।
অন্তর জ্বলত হামারি [১]॥

১। তোমার বক্ষে নখক্ষত রহিয়াছে, তাহাতে আমার বক্ষে জ্বালা করিতেছে। (শ্লেষ) কেন না তুমি ও আমি একপ্রাণ।

অধরহি কাজর তোর।
বদন মলিন ভেল মোর২ ॥
হাম উজাগরি রাতি।
তুয়া দিঠি অরুণিম কাঁতি ৩ ॥
কাহে মিনতি করু কান।
তুহুঁ হাম একই পরাণ ৪ ॥

তুলনা করুন

একাত্মনীহ রসপূর্ণতমেঽত্যগাধে
একাসু-সংগ্রথিতমেব তনুদ্বয়ং নৌ।
কস্মিংশ্চিদেক সরসীব চকাসদেক-
নালোত্থমব্জযুগলং খলু নীলপীতম্ ॥

প্রেমসম্পুটঃ (শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কৃত)

২। (সেই কারণেই) তোমার অধরে কাজলের দাগ লাগিয়াছে, কিন্তু আমার মুখ তাহাতে কালো (মলিন) হইয়াছে। (শ্লেষ)

৩। (ঐ একই কারণে) আমি সারানিশি জাগিয়া কাটাইয়াছি (শ্লেষ)।

৪। (সুতরাং) যখন আমরা একপ্রাণ, তখন আর মিনতি করিবার প্রয়োজন কি আছে ? (তুমি এক্ষণে গমন কর।)

হামারি রোদন অভিলায।
তুহুঁক গদ গদ ভায[১]।
সবে নহ তনু তনু সঙ্গ।
হাম গোরি তুহু শ্যাম অঙ্গ[২] ॥
অতয়ে চলহ নিজ বাস।
কহতহি গোবিন্দ দাস ॥

ললিত—মধ্যম দশকুশী।

কাঁহা নখচিহ্ন চিহ্নলি তুহুঁ সুন্দরী
এহ নব কুঙ্কুমরেহ।
কাজর ভরমে মরমে কিয়ে গঞ্জসি
ঘন মৃগমদরস এহ[৩]।

১। (দেখ না) কাঁদিতে ইচ্ছা হইতেছে আমার, অথচ তোমার স্বর কাঁদো কাঁদো হইয়া আসিয়াছে।

২। কেবল আমাদের তনু এক নহে; কারণ আমি গৌরাঙ্গী তুমি কালো। (শ্লেষ—অর্থ এই যে তোমার বর্ণ যেমন স্বভাবও সেইরূপ।)

৩। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন:—সুন্দরী তুমি কোথায় নখচিহ্ন দেখিলে? এবে নূতন একপ্রকার কুঙ্কুমের লেখা।

ভামিনী মঝুমনে লাগল ধন্দ ।
অপরূপ রোখে দোখ করি মানসি[১]
দিনহি তরুণি-দিঠি মন্দ[২] ।
গৈরিক হেরি বৈরী সম মানসি
উরপর যাবক ভানে[৩] ।
ফাগুক বিন্দু ইন্দুমুখী নিন্দসি
সিন্দুর করি অনুমানে ॥
তোহারি সম্বাদে জাগি সব যামিনী
অরুণিম ভেল নয়ান ।
তুহুঁ পুন পালটি মোহে পরিবাদসি[৪]
গোবিন্দদাস পরমাণ[৫] ॥

১। তোমার অপূর্ব্ব ক্রোধে সব কেবল দোষই মনে করিতেছ!

২। দিনের বেলায় যুবতীর চোখের দৃষ্টি-শক্তি এত অল্প হয়?

৩। গৈরিক চিহ্ন দেখিয়া চটিয়া গেলে? মনে করিতেছ, আমার বক্ষে আলতার চিহ্ন?

৪। তোমার জন্য রাত্রি জাগিয়া চক্ষু লাল হইয়াছে, আবার তুমিই এখন আমার কলঙ্ক করিতেছ—কি বিড়ম্বনা!

৫। পদকর্ত্তা ইহার সাক্ষী; অর্থাৎ তিনি সত্য মিথ্যা সকলই জানেন।

সুহই—ধড়া।

রাইক হৃদয়- ভাব বুঝি মাধব
পদতলে ধরণী লোটাই।
দুই করে দুই পদ ধরি রহুঁ মাধব
তবহি বিমুখ ভেল রাই॥
পুনহি মিনতি করু কান।
হাম তুয়া অনুগত, তুহুঁ ভাল জানত
কাহে দগধ মঝু প্রাণ।
তুহুঁ যদি সুন্দরী মঝু মুখ না হেরবি
হাম যাওব কোন ঠাম।
তুয়া বিনু জীবন কোন কাজে রাখব
আপন তেজব পরাণ॥
এতহুঁ মিনতি কানু যব করলহি
তব নাহি হেরল বয়ান।
গোবিন্দ দাস মিছই আশোয়াসল
রোই চলত বর কান[১]।

১। শ্রীকৃষ্ণ কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেলেন।

ধানশী বা তিরোথা ধানশী—মধ্যম একতালা।

রাই-অনাদর হেরি রসিকবর
অভিমানে করল পয়ান।
নয়নক লোরে পথ লখই না পারই
পীতবাসে মুছই বয়ান॥
হরি হরি নিজ অপরাধ নাহি জান।
সো হেন প্রেম গহি কথি লাগি নিরসল
কাহে করল মুঝে মান।
মোহে উপেখি রাই কৈছে জীয়ব
সো দুখ করি অনুমান।
রসবতী হৃদয় বিরহ জ্বরে জারব
ইথে লাগি বিদরে পরাণ॥
রাই সম্বাদ সুধারস-সিঞ্চনে
তনু তিরপিত করু মোর।
গোবিন্দ দাস যব যতনে মিলায়ব
তব যশ গায়ব তোর॥

১। সেই অমূল্য প্রেম গ্রহণ করিয়া কিসের জন্য নিরাশ করিল?

কামোদ মিশ্র বিভাস—দশকুশী।

মাধব অব তুহুঁ শঙ্কর দেবা[১]।
জাগর পুণফলে প্রাতরে ভেটলুঁ
দূরহি দূরে রহু সেবা[২] ॥ ধ্রু ॥
আকুল চিকুর চূড়োপরি চন্দ্রক[৩]
ভালহি সিন্দূর দহনা[৪]।
চন্দন চন্দ্রমাহা লাগল মৃগমদ
তেঁই বেকত তিন নয়না[৫] ॥

১। হে মাধব, তোমাকে দেখিয়া মনে হইতেছে তুমি এক্ষণে শিব হইয়াছ।

২। কাল নিশি জাগরণ করিয়াছি, সেই পুণ্য ফলে প্রভাতে তোমার (শিবের) সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। তোমার সেবা দূরাতিদূরে থাক্।

৩। শিবের যেমন জটাজুট থাকে, তোমার কেশপাশও তেমনি আলুথালু। ভগবান্ চন্দ্রচূড়ের ন্যায় তোমার চূড়ায় ও শিখিচন্দ্র দেখা যাইতেছে।

৪। তোমার কপালের সিন্দূর শিবের কপালের আগুনের ন্যায় দেখাইতেছে।

৫। তোমার চন্দনের ফোঁটার মধ্যে মৃগমদ থাকাতে শিবের ত্রিনয়নের ন্যায় দেখাইতেছে।

চন্দন রেণু ধূসর ভেল সব তনু
সোই ভসম সম ভেল[১]।
তোহারি বিলোকনে মঝু মনে মনসিজ
মনোরথ সঙ্গে জরি গেল[২] ॥
অবহুঁ বসন-ধর কাহে দিগম্বর
শঙ্কর নিয়ম উপেখি[৩]।
গোবিন্দদাস কহ ইহ পর-অম্বর
গণইতে লেখি না লেখি[৪] ॥

১। অঙ্গের চন্দন শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, তাহাতে সর্ব্বাঙ্গ ধূসর দেখাইতেছে। শিবের অঙ্গের ভস্মের ন্যায়।

২। শিব মদন ভস্ম করিয়াছিলেন, তুমি আমার হৃদয়ের সব আশা সহ কামকে ভস্মীভূত করিয়াছ।

৩। কিন্তু একটি কথা এই, ভগবান্ শঙ্কর দিগম্বর, উলঙ্গ। তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া তোমার অঙ্গে বসন রহিয়াছে কেন ?

৪। পদকর্ত্তা বলিতেছেন, যে পরের অর্থাৎ অন্যের বসন ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে।

কামোদ বা সুহই—বিষম দশকুশী।

সহজই গোরী রোখে তিন লোচন
কেশরী জিনিয়া মাঝা খীণ[১]।
হৃদয় পাষাণ বচনে অনুমানিয়ে
শৈল সুতা করি চিনু[২] ॥
সুন্দরী অব তুহুঁ চণ্ডী-বিভঙ্গ[৩]।

১। পূর্ব্বের পদে শ্রীকৃষ্ণকে শিব বলা হইয়াছে। উত্তরে এক্ষণে তিনি শ্রীরাধাকে 'চণ্ডী' বলিতেছেন। চণ্ডী এক অর্থে শিবানী, অন্য অর্থে কোপন-স্বভাবা নায়িকা।

চণ্ডীর তিন নেত্র, তোমারও ক্রোধে তিন নয়ন হইয়াছে। চণ্ডী সিংহকে পদানত করিয়াছেন, তুমিও ক্ষীণ কটীর দ্বারা সিংহকে পরাজিত করিয়াছ।

২। তোমার বচন শুনিয়া মনে হইতেছে তোমার হৃদয় পাষাণ সদৃশ। ইহাতেও শৈল-সুতার সহিত সাদৃশ্য দেখা যায়।

৩। চণ্ডীর ন্যায় স্বভাবাপন্না।

যব হাম শঙ্কর তুয়া নিজ কিঙ্কর
মোহে দেয়বি আধ অঙ্গ[১] ॥
কালীয় কুটীল ভাঙ ভুজঙ্গম
সম্বরু তাকর দম্ভ[২] ।
পশুপতি দোখে রোখ নাহি সমুঝিয়ে
হাম নহ শুম্ভ নিশুম্ভ[৩]।
দহন মনোভবে তুহুঁ জিয়ায়বি
ঈষদ হাস-বরদানে[৪] ।
তুয়া পরসাদে বাদ সব খণ্ডয়ে
গোবিন্দ দাস পরমাণে ॥

১। এই মাত্র আমাকে শঙ্কর বলিয়াছ, বেশ আমি শঙ্কর বটে ; তুমি যখন চণ্ডী হইয়াছ, তখন আমাকে তোমার অর্দ্ধাঙ্গ দান করিতে হইবে।

২। তুমি কালীয় অর্থাৎ কৃষ্ণের কুটীল ভ্রূযুগলরূপ সর্পের দম্ভ দমন কর।

৩। পশুপতির (শঙ্কর—পক্ষান্তরে গোপনন্দন আমি) দোষে তোমার ক্রোধ করা উচিত নহে। আমি ত আর শুম্ভ নিশুম্ভ নহি !

৪। মদন ভস্ম হইয়াছে বলিয়া যে কথা বলিলে, তাহার জন্য চিন্তা কি ? সুন্দরী তোমার ঈষৎ হাসি মদনকে বাঁচাইয়া তুলিবে।

কলহান্তরিতা। *

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

তুড়ি বা সুহই—রূপক বা বড় সমতাল।

মান-বিরহ ভাবে পহুঁ ভেল ভোর।
ও-রাঙ্গা নয়নে বহে তপতহি লোর[১] ॥
আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গ চান্দ।
অখিল জীবের মন-লোচন-ফান্দ ॥
প্রেমজলে ডুবু ডুবু লোচন-তারা।
প্রলাপ সন্তাপ ভাব আদি ভোরা ॥
কহই গদগদ[২] ধিক মোর বুদ্ধি।
অভিমানে উপেখলুঁ কানু গুণনিধি ॥

---

* নিরস্তো মন্যুনা কান্তো নমন্নপি যয়া পুরঃ।
সানুতাপযুতা দীনা কলহান্তরিতা ভবেৎ ॥

প্রণত প্রাণকান্ত যাঁহার দ্বারা ক্রোধে উপেক্ষিত হইয়াছেন, সেই অনুতাপগ্রস্তা দীনাতিদীনা রমণীকে কলহান্তরিতা বলে।

১। তপ্ত অশ্রু ঝরিতেছে।

২। হাসিয়া কহয়ে পুন—পাঠান্তর। হাস্য, ক্রন্দন, প্রলাপ প্রভৃতি সাত্ত্বিক বিকার।

হইল মনের দুখ কি বলিব কায়।
মঝু মন লোচন কৈছে জুড়ায়॥
এইরূপে উদ্ধারিলা সব নরনারী।
এ রাধামোহন কহে কিছু না হইল হামারি[১]।

বালাধানশী—মধ্যম একতালা।

কুঞ্জসঁ নিকসই মানিনী রাই[২]।
অরুণিত লোচনে সখি মুখ চাই[৩]।

১। মহাপ্রভু আপনি কাঁদিয়া কৃষ্ণপ্রেমে জগৎকে কাঁদাইয়াছেন এবং নরনারীকে নাম করিতে ও চোখের জল ফেলিতে শিখাইয়া উদ্ধার করিয়াছেন।

২। (শ্রীকৃষ্ণ যখন উপেক্ষিত হইয়া চলিয়া গেলেন তখন) মানিনী শ্রীরাধিকা কুঞ্জ হইতে ধীরে ধীরে বাহির হইলেন।

৩। আরক্তিম নয়নে তিনি সখীদিগের মুখের দিকে চাহিতেছেন। (ভাবার্থ এই যে সখীরা যদি বলিতে পারে, সত্যই কি তিনি চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন? ভাবে বুঝাইতেছেন, সখি, আমি না হয় মানে ছিলাম, তোরা ত তাঁহাকে ফিরাইতে পারতিস্!)

চলইতে অঙ্গ চলই না পারি।
ছলছল নয়নে গলয়ে ঘন বারি ॥
টুটল মান ভেল বিরহ-তরঙ্গ।
গৃহ মাঝে বৈঠল সহচরী সঙ্গ ॥
কহইতে অন্তর গদগদ ভাষ।
বিমুখ হোই সব ছোড়ল পাশ ॥
চন্দ্রশেখর কহে অনুচিত মান।
রোখে তেজলি কাহে নাগর কান ॥

ললিত বিভাস—ছোট দশকুশী।

কানু উপেখি ধনি, ভাবই একাকিনি,
বিরলহি মন্দিরে বসি।
নয়নক নীরে, অবিরত গলতহি,
বদন-কমল যায় ভাসি ॥
হেট বয়ানে রসবতী।
পিয়াক গুণ যত, চীতহি ভাবত,
নখে করি লিখতহি ক্ষিতি ॥ ধ্রু ॥
বিরস বদন করি, আছয়ে সুন্দরী,
সখিগণ মীলল পাশ।

নাহ বিমুখ হেরি, কান্দয়ে ফুকারি,
কহতহি গোবিন্দদাস ॥

সখীর উক্তি।

শ্রীরাগ—জপতাল।

আসিয়া নাগর সম্মুখে দাঁড়াইল
গলে পীতবাস দিয়া।
সো চাঁদ বদন ফিরি না চাহলি,
তো বড়ি নিঠুর মাইয়া ॥
সো শ্যামনাগর, জগত দুর্লভ,
কিসের অভাব তার।
তোমা হেন কত, কুলবতী সতী,
দাসী হইয়াছে তার ॥
তার চূড়া মেনে, সুখেতে থাকুক,
তাহে ময়ুরের পাখা।
তোমা হেন কত, রূপের যুবতী,
দুয়ারে পাইবে দেখা ॥
অভিমানী হইয়া মোরে না কহিয়া,
তেজলি আপন সুখে।

আপনার শেল যতনে আপনি,
হানলি আপন বুকে ॥
মনের আগুনি, মরহ পুড়িয়া,
নিভাইবে আর কিসে।
শ্যাম জলধর, আর না মিলিবে,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥

ললিত বিভাস—দশকুশী।

সখিক বচন শুনি, রাই বিনোদিনি
ছোড়ল দীরঘ নিশ্বাস।
সো হেন রসিকবর, আর না মিলব যব,
অতয়ে উঠল ব্রজবাস ॥
গুণনিধি উপেখিয়া, থির নাহি বাঁধে হিয়া
অব হাম কি করি উপায়।
কাঁদিয়া কহয়ে ধনি, আর না রাখিব সখী
বন্ধু বিনে প্রাণ মোর যায় ॥
মরণ শরণ ভেল, কুলমান সব গেল,
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর।
চণ্ডীদাসে ভনে, মঝু মুখ চাহ কেনে,
সে জানি গেল কতদূর ॥

স্বগত চিন্তা।

ভূপালী—দশকুশী।

চরণ-নখর-মণি-রঞ্জন-ছান্দ [১]।
ধরণী লোটায়ল গোকুল চান্দ ॥

১। চরণ-নখরূপ মণির শোভা বর্দ্ধন করিয়া গোকুলচন্দ্র ভূমিতে পতিত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ এই অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে করেন না। মানবিরহে কাতরা শ্রীমতী যে শ্রীকৃষ্ণকে পদনখের শোভা-বর্দ্ধক রূপে বর্ণনা করিবেন, ইহা যেন অস্বাভাবিক! এই জন্য ৺সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় পাঠ ধরিয়াছেন ঃ—

চরণ-নখ রমণি-রঞ্জন ছান্দ।

অর্থাৎ যাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) পদনখ রমণীগণের মনোরঞ্জন করে, তিনি আজ ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া গেলেন! এইরূপ পাঠের পক্ষে আর একটি অনুকূল প্রমাণ গোবিন্দদাসের পদ ঃ—

যাকর চরণ- নখর-রুচি হেরইতে
মুরছিত কত কোটী কাম।
সো মঝু পদতলে, ধরণী লোটায়ল
পালটি না হেরলুঁ হাম ॥ (পরের পদ দেখুন)

পূর্ব্বোক্ত পদের ছায়া লইয়া এই পদটি যে রচিত, তাহা বুঝা যায়। কিন্তু সতীশবাবুর ধৃত পাঠ সঙ্গত হইলেও তাহা গ্রহণ করিবার পক্ষে বাধা এই যে, আমরা যতগুলি পুঁথি দেখিয়াছি, তাহার কোনওখানিতে 'নখ রমণি' এরূপ ভাবে পদ বিন্যস্ত হয় নাই।

ঢরকি ঢরকি পড়ু লোচন লোর ।
কতরূপে মিনতি করল পিয়া মোর ॥
লাগল কুদিন কয়ল হাম মান ।
অবহুঁ না নিকসয়ে কঠিন পরাণ ॥

আমার বোধ হয় সাধারণ পাঠ গ্রহণ করিলেও কোনও অসঙ্গতি হয় না। শ্রীকৃষ্ণ ধূলায় লুটাইলেন, কি ভাবে? যেন আমার চরণ-নখের শোভা বৰ্দ্ধন করিয়া। অর্থাৎ তিনি সম্পূর্ণ রূপেই প্রণত হইয়াছিলেন। তাঁর দিকে আমি ফিরিয়া চাহি নাই বটে, কিন্তু আমার পদ-নখে তাঁহার চূড়ার প্রতিবিম্ব পড়িয়াছিল বলিয়া মনে হইল। তুলনা করুন :—

নালোকয়মর্পিতমুরু হারম্ !
প্রণমন্তঞ্চ দয়িতমনুবারম্ ॥ ২১৩ পৃষ্ঠা দেখুন

কবিশেখর (বিদ্যাপতি) আর একটি পদে এই ভাব আরও ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। পদটি মানের পদ। সখীগণের মধ্যে শ্রীমতী বসিয়া আছেন। শ্রীকৃষ্ণ মানভঞ্জনের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। সখীগণের সাক্ষাতে ঠিক পায়ে ধরা একটু যেন কেমন দেখায়; এইজন্য তিনি কৌশলে মিনতি জানাইতেছেন। পদনখের উপর নিজের মস্তকের (চূড়ার) ছায়াপাত করিতেছেন।

হরি-শির-ছায় ধরলি ধনি পায় ।
সম্ভ্রমে বৈঠলি ধনি কর লায় ॥

হরি আপন মস্তকের ছায়া ধনির পদে পাতিত করিলেন। শ্রীরাধা তখনই তাহা বুঝিতে পারিয়া কর দ্বারা আপন পদ গ্রহণ করিলেন (ঢাকিলেন) এবং সম্ভ্রমের সহিত (ভাল হইয়া) বসিলেন।

রোখ-তিমির এত বৈরী কি জান [১]।
রতনক ভৈগেল গৈরিক ভান ॥
নারী জনম হাম না করিলুঁ ভাগি।
মরণ:শরণ ভেল মান কি লাগি ॥
বিদ্যাপতি কহে শুন ধনি রাই।
রোয়সি কাহে কহ ভালে সমুঝাই ॥

গান্ধার—সমতাল।

যাকর চরণ নখর রুচি হেরইতে
মূরছিত কত কোটী কাম।
সো মঝু পদতলে ধরণী লোটায়ল
পালটি না হেরলুঁ হাম ॥
আর মোহে কি পুছসি হামারি অভাগি।
ব্রজকুল নন্দন চান্দ উপেখলুঁ
দারুণ মান কি লাগি ॥ ধ্রু ॥
কাতর দিঠি মিঠি বচনামৃতে
কতরূপে সাধল নাহ।
সো হাম শ্রবণক সীমে নাহি আনলুঁ
অব হিয়া তুষানলে দাহ ॥

১। রোষ অর্থাৎ মান রূপ অন্ধকার যে এত শত্রু তাহা জানিতাম না—যে অন্ধকারে রত্ন আমার নিকট গৈরিক (মৃত্তিকা) বলিয়া মনে হইল!

সো হেন রসিক পিয়া কাঁহা রহু কাঁহা করু
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর ॥
গোবিন্দদাস কহ শুন বরসুন্দরী
সো পহুঁ তোহারি অদূর ॥

সুহই—ধড়া।

আঁধল প্রেম পহিলে নাহি হেরলুঁ
সো বহু-বল্লভ কান[১]।
আদর সাধে বাদ করি তা সঞে[২]
অহর্নিশি জ্বলত পরাণ ॥

১। প্রেম অন্ধের ন্যায়, সেইজন্য আমি প্রথমে দেখিতে পাই নাই যে সেই শ্রীকৃষ্ণ কেবল আমার নহেন, তিনি বহুজনার বল্লভ অর্থাৎ প্রিয়।

ধ্বনি এই যে যখন তাঁহার প্রণয়ার্থিনী অনেক রমণী আছে, তখন তিনি আমার পরুষ বাক্য সহ্য করিবেন কেন? আমি মান করিয়া ভাল করি নাই।

২। আদর বাড়িবে এই আশায় আমি মান করিয়াছিলাম এবং সেইজন্য তাঁহার সহিত কলহ করিলাম।

অহেরিব গতিঃ প্রেম্ণঃ স্বভাবকুটীলা ভবেৎ।
অতোহেতোরহেতোশ্চ যূনোর্মান উদঞ্চতি ॥
—উজ্জ্বল নীলমণি

সজনি তোহে কহ মরমকি দাহ।
কানুক দোখে যো ধনি রোখই
সোই তাপিনী জগমাহ[১] ॥ ধ্রু ॥
যো হাম মান বহুত করি মানলুঁ
কানুক মিনতি উপেখি।
সো অব মনসিজ- শরে ভেল জর জর
তাকর দরশ না দেখি[২] ॥

প্রেমের গতি সর্পের গতির ন্যায় স্বভাবতঃই কুটীলা। অর্থাৎ সর্প যেমন আঁকা বাঁকা ভাবে গমন করে, প্রেমও তেমনই সোজা পথে চলে না। এইজন্য অকারণে বা সকারণে যুবক যুবতীর মনে মানের উদয় হয়।

নদীনাঞ্চ বধূনাঞ্চ ভুজগানাঞ্চ সর্ব্বদা।
প্রেয়ামপি গতির্বক্রা কারণং তত্র নেষ্যতে ॥

আনন্দ চন্দ্রিকা (শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী)

ভগবান বলেন—

প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎর্সন।
বেদস্তুতি হৈতে তাহা হরে মোর মন ॥

চৈতন্যচরিতামৃত।

১। কানুর দোষে যে রমণী রোষ করে, জগতের মধ্যে সেই রমণী নিশ্চয়ই তাপগ্রস্ত বা অনুতপ্ত হয়।

২। সেই মান এক্ষণে মদনের শরে জর্জ্জরীভূত হইতেছে, তাহার আর দর্শন নাই। অর্থাৎ আমার মান এক্ষণে অদৃশ্য হইয়াছে।

ধৈরয লাজ মান সঞে ভাগল
জীবন রহত সন্দেহা।
গোবিন্দদাস কহই সতি ভামিনী
ঐছন কানুক নেহা[১] ॥

ধানশী—দশকুশী।

কুলবতী কোই নয়নে জনি হেরই
হেরত পুন জনি কান[২]।
কানু হেরি জনি প্রেম বাঢ়ায়ই
প্রেমে করই জনি মান[৩] ॥
সজনি অতয়ে মানিয়ে নিজ দোখ।
মান দগধ জীউ, অবহুঁ নাহি নিকসই
কানু সঞে কি করব রোখ[৪] ॥

১। কৃষ্ণের প্রেম এমনই বটে !

২। কোনও কুলবতী যেন কৃষ্ণকে চোখে দেখে না ; যদি বা দেখে, যেন আবার দেখে না।

৩। যদি বা কানুকে দেখে, যেন প্রেম বাড়ায় না ; যদি বা প্রেম হয়, যেন মান করে না।

৪। মানে জর্জ্জরীভূত প্রাণ এখনও বাহির হইতেছে না, ইহাই আশ্চর্য্য, কানুর উপর ক্রোধ করিব কি ?

যো মঝু চরণ পরশ-রস লালসে
লাখ মিনতি মুঝে কেল।
তাকর দরশন বিনু তনু জর জর
দরশ পরশ-সম ভেল [১] ॥
সহচরী মোহে লাখ সমুঝাওল
তাহে না রোপলুঁ কান[২]।
গোবিন্দ দাস সরস বচনামৃতে
পুন বাহুড়ায়ব কান[৩] ॥

সখীর উক্তি।

ধানশী অথবা শ্রীরাগ—বড় দশকুশী।

শুনইতে কানু মুরলীরব মাধুরী
শ্রবণে নিবারলুঁ তোর[৪]।

১। তাহার দর্শন স্পর্শমণির মত দুর্ল্লভ হইল।

২। তাহাকে স্থাপন করিলাম না, অর্থাৎ থাকিতে দিলাম না।

৩।. কৃষ্ণ পুনরায় ফিরিয়া আসিবেন। (তুমি অধীরা হইও না।)

৪। তুমি যখন শ্রীকৃষ্ণের বংশী-রব শুনিলে, তখন আমরা তোমার কর্ণরোধ করিয়া ছিলাম।

হেরইতে রূপ নয়ন যুগ ঝাপলুঁ[১]
তব মোহে রোখলি ভোর[২] ॥
সুন্দরী তৈখনে কহলম তোয়[৩]।
ভরমহি তা সঞে লেহ বাঢ়ায়লি[৪]
জনম গোঙায়বি রোয়[৫] ॥ ধ্রু ॥
বিনিগুণ পরখি পরশ-রস-লালসে
কাহে সোঁপলি নিজ দেহা।
দিনে দিনে খোয়বি ইহ রূপ লাবণি
জীবইতে ভেল সন্দেহা[৬] ॥
যো তুহুঁ হৃদয়ে প্রেম তরু রোপলি
শ্যাম-জলদ রস-আশে।

১। তুমি যখন শ্যামরূপ দেখিতে গেলে তখন তোমার চক্ষুর্দ্বয় আমরা হস্ত দ্বারা ঝাঁপিয়াছিলাম।

২। (কিন্তু তুমি আমাদের নিষেধ ত মানিলেই না, বরং) আমার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলে।

৩। সেই সময় তোমায় বলিয়াছিলাম।

৪। ভ্রমে তাঁহার সহিত প্রেম বাড়াইলে, অর্থাৎ তাঁহার প্রতি প্রেমার্থিনী হইয়া ভুল করিলে।

৫। (এখন) তোমার জন্ম কাঁদিতে কাঁদিতেই কাটিবে।

৬। দিনে দিনে তোমার রূপ লাবণ্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে। বাঁচিয়া থাকাই সন্দেহের বিষয় হইয়াছে।

সো অব নয়ন নীর ঘন সীঁচহ
কহতহি গোবিন্দদাসে[১] ॥

মন্দার—ধড়াতাল।

সীদতি সখি মম হৃদয়মধীরম্।
যদভজমিহ নহি গোকুলবীরম্ ॥
নাকর্ণয়মপি সুহৃদুপদেশম্।
মাধব-চাটু-পটলমপি লেশম্ ॥
নালোকয়মর্পিতমুরু হারম্।
প্রণমন্তঞ্চ দয়িতমনুবারম্ ॥
হন্ত সনাতন-গুণমভিযান্তম্।
কিমধারয়মহমুরসি ন কান্তম্ ॥ *

১। তুমি শ্যামরূপ জলধরের জলের (প্রেমের) আশায় হৃদয়ে প্রেমতরু রোপণ করিয়াছ, এক্ষণে তাহা নয়ন-জলের অবিরল ধারায় সেচন কর। কারণ তোমার মান-পবনে শ্যাম নবমেঘ ত উড়িয়া গিয়াছে, এক্ষণে চোখের জল ব্যতীত প্রেমতরু বাঁচাইবে কিরূপে?

* হে সখি, আমার অধীর হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। কেননা, আমি গোকুলবীরকে ভজিলাম না। আমি সুহৃদজনার উপদেশও শুনিলাম না। মাধবের প্রণয় পূর্ণ চাটু বাক্যেও কর্ণপাত

ললিত—দশকুশী।

চরণে লাগি হরি হার পিন্ধায়ল
যতনে গাঁথিয়া নিজ হাতে।
সো নাহি পহিরলুঁ দূরহি ডারলুঁ
মানিনী অবনত মাথে॥
সজনি কাহে মোহে দুরমতি ভেল।
দগধি মান মঝু বিদগধ মাধব
রোখে বিমুখ ভৈ গেল॥
গিরিধর নাহ বাহু ধরি সাধল
হাম নাহি পালটি নেহার।
হাতক লছমী চরণ পর ডারলুঁ
অব কি করব পরকার॥

করিলাম না। প্রিয়তম আমার গলে বিশাল হার পরাইলেন, পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিলেন, তাহা আমি একবার ফিরিয়াও দেখিলাম না। হায় হায়! সনাতন অর্থাৎ শাশ্বত গুণাবলীযুক্ত প্রাণকান্ত আসিয়া ফিরিয়া গেলেন, কেন আমি তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিলাম না!

সো বহু বল্লভ সহজই দুরলভ
দরশন লাগি মন ঝুর।
গোবিন্দ দাস যব যতনে মিলায়ব
তবহি মনোরথ পূর॥

ধানশী—বড় দশকুশী।

কৈছে চরণে কর- পল্লব ঠেললি
মীললি মান ভুজঙ্গে[১]।
কবলে কবলে জীউ জরি যব যাওব
তবহি দেখব ইহ রঙ্গে[২]॥
মাগো মা কিয়ে ইহ জীদ্দ অপার[৩]।
কো অছু বীর ধীর মহাবল
পঙরি উতারয়ে পার[৪]॥ ধ্রু॥

১। তুমি তাঁহার করপল্লব কিরূপে পায়ে ঠেলিয়া দিলে? মানরূপ কাল সর্পের মুখে কেমন করিয়া উপনীত হইলে?

২। এখন সেই মান-ভুজঙ্গের দংশনে দংশনে যখন জর্জ্জরিত হইবে, তখন রঙ্গ দেখিবে!

৩। জিদ্ এই আরবী শব্দ হইতে জীদ্দ আসিয়াছে—জেদ, বা জিদ।

৪। এই অকূল জিদ সাগরে হাঁটিয়া পার হইবে, এমন কে ধীর, মহাবল বীর আছে?

আপনক মান বহুত করি মানলি
তাক মান করি ভঙ্গ।
সোই দুলহ নাহ উপেখি তুহুঁ অব
বঞ্চবি কাহুঁক সঙ্গ ॥
সখিগণ বচন অলপ করি মানলি[১]
চাহসি কাহে মঝু মুখ।
ভণ ঘনশ্যাম, শ্যাম তুহুঁ উপেখলি
দেয়লি বহুতর দুখ ॥

বালা ধানশী—বড় দশকুশী।

কহলম খলজন দোখল কান[২]।
তুহুঁ অবিচারে বাঢ়ায়লি মান ॥
রোখে বিমুখ যব চলু বর নাহ।
অব কাতর দিঠে মঝু মুখ চাহ[৩] ॥

১। তুচ্ছ গণ্য করিলে!

২। আমি বলিয়াছিলাম যে কোনও দুষ্ট লোক কৃষ্ণের চরিত্রে দোষ দিয়াছে। (বস্তুতঃ তাহার কোনও দোষ নাই।)

৩। (তখন আমার কথা শুনিলে না) এখন কাতর দৃষ্টিতে আমার মুখপানে চাহিতেছ! (এখন আর আমি কি করিতে পারি?)

সুন্দরি তোহে সমুঝাওব কোই।
অব রহ নিরজন বন মাহা রোই[১] ॥
সহচরী লাখ বচন করি ভঙ্গ।
হৃদয়ে ধরলি তুহুঁ মান ভুজঙ্গ ॥
কোন কুমতি দরশাওল এহ।
জানলুঁ গরলে ভরল তুয়া দেহ ॥
মদন-কুমন্ত্রে অথির ভেল সোই।
চললিহ দংশি লখই নাহি কোই[২] ॥
ইথে বিনে নাগ-দমন-রসপান।
গোবিন্দ দাস মণি মন্ত্র না জান[৩] ॥

১। এক্ষণে বনের মধ্যে তুমি নির্জ্জনে বসিয়া কাঁদ। (অর্থাৎ আমরা চলিলাম; কৃষ্ণ যাহার প্রতি বিমুখ সখীরা তাহার মুখ দেখেন না, ইহাই ধ্বনি।)

২। মদনের কুমন্ত্রণায় মানরূপ সর্প তোমাকে দংশন করিয়া চলিয়া গেল, আর এখন তাহাকে (মানকে) কেহ দেখিতে পাইতেছে না।

৩। এ অবস্থায় কালিয়-নাগ-দমন-কারীর অধর-সুধা পান ব্যতীত, পদকর্ত্তা অন্য কোনও মণি বা মন্ত্র জানেন না।

শ্রীমতীর উক্তি।

সুই—সমতাল।

কি কহসি মোহে নিদান[১]।
কহইতে দহই পরাণ॥
তেজলুঁ গুরু-কুল-সঙ্গ।
পূরল দুকুল কলঙ্ক॥
বিহি মোরে দারুণ ভেল।
কানু নিঠুর ভৈগেল॥
হাম অবলা মতি বাম[২]।
না জানলু ইহ পরিণাম॥
কি করব ইহ অনুযোগ।
আপন করমক দোখ॥
কবি বিদ্যাপতি ভাণ।
তুরিতে মিলায়ব কান॥

১। আমাকে পরিণামের কথা কি বলিতেছ?

২। আমি অবলা, তাহাতে আবার আমার বুদ্ধি প্রতিকূল।

সখীর উক্তি।

ললিত—ছোট দশকুশী।

(তোমার) স্বর্ণ বর্ণ বিবর্ণ ভৈগেল
পূর্ণ বিধুমুখ তূর্ণ নিরসলরে[১] ।
নয়ন পঙ্কজ নীরে ভীগেও
হিয়াক অম্বর হে ॥
মান ভেল তুয়া প্রাণ-গাহক[২]
নহিলে উপেখসি রসিক নায়ক হে।
যো ভেল সো ভেল অবহু অবোধিনী
আপনা সম্বর হে ॥
যতহি মন মাহা কোপ উপজত
ততহি কোপ করিতে অনুচিত হে।
পায়ে পরণত যো জন হোয়ত
তাহে কি তেজিয়ে হে ॥

১। তোমার স্বর্ণকান্তি মলিন হইল, পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মুখখানি শীঘ্র শুকাইয়া গেল।

২। মান তোমার জীবন লইবে, এইরূপ বোধ হয়।

হিত কহইতে অহিত মানসি
সুহৃদগণে তুহু বৈরী জানসি হে।
অতয়ে দেখি শুনি নীরবে রহি পুনি
উত্তর না দিয়ে হে॥
যা বিনু যুগশত নিমিখ হোয়ত
সো তোহে মিনতি করলহি কত শত হে।
করল কর জোড় গলহি অম্বর
ধরণী লোটায়ল হে॥
ঐছে হট পুন পালটি বৈঠলি
কান্ত বদন নিতান্ত না হেরলি হে।
চন্দ্রশেখর ভণয়ে ভামিনী
পিরিতি ভাঙ্গলি হে॥

শ্রীমতীর উক্তি।

ধানশী—একতালা।

তিলে এক শয়নে স্বপনে যো মঝু বিনে
চমকি চমকি করু কোর[১]।

১। যিনি শয়নে স্বপনে এক তিলও আমাকে পাছে হারাইতে হয়, এই ভয়ে চমকিত হইয়া আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করেন।

ঘন ঘন চুম্বন গাঢ় আলিঙ্গন
নিঝরে ঝরয়ে বহু লোর[১] ॥
সজনি সো যদি করু নিঠুরাই।
না জানিয়ে কো বিধি নিধি দেই লেয়ল
সো সুখ করি বিছুরাই[২] ॥ ধ্রু ॥
তোরা যদি নীরস বচনে মোহ মারসি
ডারসি শোককি কূপে।
মূরছিত জনে ঘাত নহে সমুচিত
জগজনে কহব বিরূপে॥
ভাঙ্গল মান সবহুঁ জন-গঞ্জন
পিরীতি পিরীতি করি বাধা[৩]।
রসিক সুনাহ আপে সুখ পায়ব
এ বড়ি মরমে মঝু সাধা[৪] ॥

১। ঘন ঘন চুম্বন ও গাঢ় আলিঙ্গন করিতে করিতে ও 'হারাই হারাই' মনে করিয়া অবিরল অশ্রু বিসর্জ্জন করেন।

২। বিস্মরণ করিয়া, বিস্মৃত হইয়া।

৩। আমার মান টুটিয়া গিয়াছে, এখন সকলের গঞ্জনা সহ করিতে হইতেছে। পিরীতি বলিয়া যে বাধা ছিল তাহা ও চলিয়া গিয়াছে।

৪। আমি চলিয়া গেলে আমার রসিক নাগরশ্রেষ্ঠ যে আপনি সুখে থাকিবেন, ইহা আমার মনের একান্ত বাসনা।

সো মুখ চান্দ হৃদয়ে ধরি পৈঠব
কালিন্দী বিষ হ্রদ নীরে।
পামরি গোবিন্দ দাস মরি যাওব
সাজি আনল তছু তীরে[১] ॥

গান্ধার—দশকুশী।

কি কহিলি কঠিনি কালি-হ্রদে পৈঠবি
শুনইতে কাঁপই দেহা।
ঐছন বচন কানু যব শুনব
জীবনে না বান্ধব থেহা[২] ॥

১। শ্রীমতী বলিতেছেন যে আমি কালীদহের বিষাক্ত জলে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিব! সখী ভাবাপন্ন পদকর্ত্তা বলিতেছেন যে তাহার পূর্ব্বে আমি সেই হ্রদের তীরে অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া প্রাণত্যাগ করিব। রাধে, তোমার বালাই লইয়া আমিই মরিব।

২। জীবনে স্থৈর্য্য রাখিবেন না অর্থাৎ জীবন ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিবেন।

সুন্দরি তাহে তুহুঁ বিদগধনারী[1]।
অনুচিত মানে দেহ যদি তেজবি
মরমহি বিরহ বিথারি॥ ধ্রু॥
কান্নুক চীত রীত হাম জানত
কবহুঁ নহত নিঠুরাই।
তুহুঁ যদি তাক লাখ গারি দেয়সি
তবহু রহত মুখ চাই॥
ঐছন বোল না বোলবি সুন্দরী
কাহে পরমাদসি এহ[2]।
গোবিন্দ দাস শপতি তোহে শত শত
যদি উদবেগ বাড়াহ॥

পঠমঞ্জরী—চঞ্চুপুট তাল।

মান কয়লি ত কয়লি
বৈঠি বিরম নিজ ভবনে।
সো কাঁহা যাওব আপহি আওব
পুনহি লোটায়ব চরণে॥

১। প্রেমিকা রমণী
২। এরূপ প্রমাদ (ভুল) করিতেছ কেন ?

সুন্দরী বচনে করবি বিশোয়াসে।
সজল নয়নে হরি পন্থ নেহারই
চিত্রা কহল মঝু পাশে[১] ॥ ধ্রু ॥
বেণু ধেনু তেজি সকল সখাগণ
পরিহরি নীপমুলে বসই।
রাই রাই করি শিরে কর হানই
তুয়া নাম লেই সদা শ্বসই ॥
তুয়া লাগি কত বেরি মঝু গেহে আওত
মোহে যব সাধব লাখ।
চন্দ্রশেখর কহে, তব তুহুঁ বঞ্চবি,
আপন কান্তক সাথ।

কামোদ—দশকুশী।

ধনি পরবোধি চললি বরসুন্দরী
ধরলিহু বিপিনক পন্থ।
গোঠ গোবর্দ্ধন যমুনা কানন
এ সব ফিরত একান্ত ॥

১। চিত্রা সখী আমাকে বলিল যে শ্রীকৃষ্ণ সজল নয়নে পথ পানে চাহিয়া আছেন—যদি কেহ লইতে আসে এই আশায়।

সুন্দরী কতিহুঁ না পেখল নাহ[১] ।
নিরজনে গোপ গোধন সব পরিহরি
পড়ি রহু পাঁতর মাহ[২] ॥ ধ্রু ॥
হেম বরণএক অম্বুজ করে ধরি
পুন পুন হেরত তায় ।
রাই রাই করি শিরে কর হানই
ধূলি ধূসর সব কায় ॥
চূড়া চারু শিখণ্ডক মণ্ডিত
মুরলী পড়িয়া রহু দূর[৩] ।
ঐছন সময়ে তাহি পরবেশল
চন্দ্রশেখর সুচতুর ॥

কামোদ—ছোট দশকুশী ।

চটপটি ধুলি ঝাড়ি নাগর বৈঠল হেরি
দূতী আনপথে গেল ।
দূতী দূতী করি বহুত ফুকারই
শুনি দূতী উত্তর না দেল ॥

---

১ । রাইয়ের দূতী গোষ্ঠ, গোবর্দ্ধন বা কুঞ্জকানন কোথায়ও শ্রীকৃষ্ণের দেখা পাইলেন না ।

২ । প্রান্তর অর্থাৎ নির্জ্জন মাঠের মধ্যে

৩ । মুরলী ময়ূরপুচ্ছ-চূড়ার সহিত দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে ।

পুনহি ফুকারত কান।
দূতী কহত পুন মোহে কোন বোলাওত
নাগর কহতহি হাম॥
ইহ কাহে বৈঠলি মোহে বোলায়লি
তুরিতে কহত তুহুঁ মোয়।
শ্যামা সখি মোহে ঐ বোলায়ত
পুন আসি মীলব তোয়॥
ক্ষণ রহ রহ বলি পন্থ আগোরই
বহুত মিনতি করু তাই।
আজু কি বাত তুহুঁ কি না জানসি
মোহে উপখল রাই॥
দূতী কহত তুয়া কৈছন পিরিতি
রীতি বুঝই নাপারি।
সো যদি মান- ভরমে তোহে রোখল[১]
তুহুঁ কাহে আওলি ছোড়ি॥
আপনক দোখ জানসি যদি মন মাহা
কাহে বাঢ়ায়লি বাত।
গোবিন্দদাস তোহারি লাগি সাধব
আপে চলব মঝু সাথ॥

১। মান-ভ্রমে যদি তোমাকে রোষ করিয়া থাকে।

বালাধানশী—জপতাল।

দূতীক বচন শুনি নাগররাজ।
অন্তরে পাওল বহুতর লাজ॥
ইঙ্গিতে বুঝল সো আশোয়াস।
মনমাহা হোয়ল বহুত উল্লাস॥
তবহি সফল করি জীবন মান।
তাকর সঙ্গে হরি কয়ল পয়ান॥
পন্থহি কত কত ভাবে বিভোর।
ঐছনে পাওল কুঞ্জক ওর॥
দূর সঞে নাগরী নাগর হোর।
বৈঠল তহি পুন আনন ফেরি॥
তৈখনে সুমুখে আওল যব কান।
নাহ হেরিয়া ধনির বাঢ়ল মান॥
গোবিন্দদাস কহে কি করব হাম।
আপে ভাঙ্গহ যাই মানিনি-মান॥

শ্রীরাগ—ছুটাশ্রুতি তাল।

চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি।
পরশিতে চাহি তোমার চরণের ধূলি॥

অপরাধ ক্ষমা করি চাহ একবার।
দূরে যাউক সব মোর মনের আন্ধার॥
ও-চাঁদের সুধাদানে জগত জুড়ায়।
এ-চাঁদের কোণে কেনে আমারে পোড়ায়॥
লেহ লেহ এই মোর সাধের মুরলী।
নয়ান নাচনে নাচে পরাণ পুতলী॥

দেশবরাড়ী—অষ্টতাল।

বদসি যদি কিঞ্চিদপি, দন্তরুচি-কৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতি ঘোরম্।
স্ফুরদধর-সীধবে তব বদন-চন্দ্রমা
রোচয়তি লোচন-চকোরম্॥
প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানম্।
সপদি মদনানলো দহতি মম মানসং
দেহি মুখ-কমল-মধুপানম্॥*

*হে প্রিয়ে চারুশীলে আমার প্রতি অকারণ মান পরিত্যাগ কর। কামানলে আমার শরীর দগ্ধ করিতেছে, তোমার মুখকমল মধুর দ্বারা তাহা শান্ত কর। তুমি যদি একটু কথা কও, তাহা হইলে তোমার দশনকৌমুদী অতি ভয়ানক ক্রোধরূপ অন্ধকার বিদূরিত করিবে। আমার নয়ন-চকোর তোমার মুখচন্দ্রমার প্রস্ফুরিত অধরসুধার জন্য তৃষিত হইয়া আছে।

সত্যমেবাসি যদি সুদতি ময়ি কোপিনী
দেহি খর-নয়ন-শর-ঘাতম্।
ঘটয় ভুজ বন্ধনং জনয় রদখণ্ডনং
যেন বা ভবতি সুখজাতম্।
ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্।
ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনী
তত্র মম হৃদয়মতি-যত্নম্ ॥
নীল নলিনাভমপি তন্বি তব লোচনং
ধারয়তি কোকনদরূপম্।
কুসুম-শরবাণ ভাবেন যদি রঞ্জয়সি
কৃষ্ণমিদমেতদনুরূপম্ ॥*

---

*হে প্রসন্ন-বদনে, সত্যই যদি আমার প্রতি তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া থাক, তাহা হইলে তোমার প্রখর নয়ন-বাণে আমাকে জর্জ্জরিত কর; বাহুবন্ধনে আমাকে বাঁধিয়া দণ্ডিত কর, অধর দংশন করিয়া শাস্তি দেও অথবা তোমার যাহাতে সুখ হয়, তাহাই কর।

তুমি আমার ভূষণ, তুমি আমার জীবন, তুমি আমার সংসার-সাগরের রত্ন স্বরূপ। অতএব তুমি আমার প্রতি সতত অনুরাগবতী থাক, ইহাই আমার হৃদয়ের ঐকান্তিকী ইচ্ছা।

হে সুন্দরী, তোমার নীলকমলের মত চক্ষু রক্তপদ্মের মত হইয়াছে (ক্রোধে)। (তোমার এই অনুরঞ্জন বিদ্যা আমার প্রতি প্রয়োগ করিয়া) আমার কৃষ্ণবর্ণ যদি রঞ্জন করিতে পার, তাহা হইলে তোমার অনুরূপ কার্য্য হইয়াছে বুঝিব।

স্ফুরতু কুচকুম্ভয়ো- রুপরি মণি মঞ্জরী
রঞ্জয়তু তব হৃদয়-দেশম্ ॥
রসতু রসনাপি তব ঘন-জঘন-মণ্ডলে
ঘোষয়তু মন্মথ-নিদেশম্ ॥
স্থলকমল-গঞ্জনং মম হৃদয়রঞ্জনং
জনিত রতিরঙ্গ-পরভাগম্।
ভণমসৃণবাণি করবাণি চরণদ্বয়ং
সরসলসদলক্তক-রাগম্ ॥
স্মর-গরল-খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারম্।
জ্বলতি ময়ি দারুণো মদন-কদনারুণো
হরতু তদুপাহিত-বিকারম্ ॥*

---

*তোমার কুচকলসের উপর মণিহার দুলিয়া উঠুক এবং তোমার বক্ষস্থলের শোভা বর্দ্ধন করুক। কিঙ্কিণী তোমার সুপীন নিতম্বে সুমধুর ধ্বনি করুক এবং মদনের আজ্ঞা প্রচার করুক।

তোমার স্থলকমল নিন্দিত চরণ যাহা আমার হৃদয়ের শোভা বর্দ্ধন করে এবং রতিরঙ্গে যাহা পরম শোভা ধারণ করে, হে সুভাষিণি, তোমার সেই চরণে আমি আলতা পরাইয়া দি, অনুমতি কর।

হে প্রিয়ে, তোমার সেই কামগরল-প্রশমনকারী, শোভাবর্দ্ধক, বাঞ্ছাপ্রদ চরণ-পল্লব আমার মস্তকে প্রদান কর। কামক্লেশরূপ প্রখর সূর্য্য আমার হৃদয়ে প্রজ্বলিত হইতেছে, তুমি সেই জ্বালা নিবারণ কর।

ইতি চটুল চাটু পটু- চারু মুর-বৈরিণো
রাধিকামধি বচন-জাতম্।
জয়তি পদ্মাবতী- রমণ জয়দেব কবি-
ভারতী ভণিতমতিশাতম্ ॥*

করুণ কামোদ—দশকুশী।

নিজ অপরাধ মানি যব মাধব
কোরে আগোরত ধাব[১]।
সরস বিরসময়ি ইঙ্গিতে রসবতী
অসমতি সমতি বুঝাব[২]।

---

*শ্রীরাধিকার প্রতি প্রযুক্ত, মুরারির এই সকল চটুল ও অতি সুখপ্রদ তোষামোদ বাক্য যাহা পদ্মাবতীচরণ-চারণ-চক্রবর্ত্তী জয়দেব কবি বলিতেছেন, তাহা জয়যুক্ত হউক।

১। কৃষ্ণ যখন নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়া শ্রীমতীকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন।

২। (তখন) আনন্দ ও বিষাদ এই উভয় ভাবের মধ্যে পতিত হইয়া, শ্রীমতী এমন ইঙ্গিত করিলেন যাহাতে অসম্মতি সম্মতির মতই প্রতিভাত হইল।

দেখ সখি রাই কি করই নৈরাশে।
মান জলদ সঞে[১] নিকসয়ে মুখশশী
কানুক দীরঘ নিশ্বাসে ॥ ধ্রু ॥
কনয়াচল-রুচ উচ কুচ চুচুক
সরসহি পরশতি নাহ।
মানক শেষ- লেশ রস-সূচক
আধ মুদিত দিঠি চাহ ॥
অধর সুধারস পিবইতে যব ধনি
বঙ্কিম করু মুখ আধা।
জগদানন্দ ভণে তবহি সফল করু
হরি-মন মনসিজ বাধা ॥

শ্রীরাগ বা করুণ বড়ারি—একতালা।

অনুনয় করি হরি পাণি পসারই
রাইক চরণক আগে।
নিজ মুখে আপনক কহই দোষ শত
মানই করম অভাগে ॥

১। হইতে (হিন্দুস্থানী সেঁ—পঞ্চমী বিভক্তি)।

দেখ রাধামাধব প্রীত।
দুহুঁকর নিজ নিজ গুণহি বাঢ়ায়ত
দুহুজন নিজ নিজ রীত ॥ ধ্রু ॥
সুমুখি কহই কাহে মোহে বিড়ম্বহ
হাম তুয়া মুগধিনী নারী[১]।
তুহুঁ সে রসিকবর বিদগধ নাগর
নাগরীজন-মনোহারি ॥
কহইতে এতহুঁ নয়ন লোরে ঝাঁপল
কানু করল ধনি কোর।
ভাঙ্গল মান হেরি রাধা-মোহন
আনন্দে পুন ভেল ভোর ॥

নিবেদন।

সুহই – ঝাঁপতাল।

শুন শুনহে রসিক রায় ॥
তুয়া উপেখিয়া যে দুখে আছিলাম
নিবেদিয়ে তুয়া পায় ॥ ধ্রু ॥

১। অবোধ রমণী

কি জানি কি খেনে কুমতি লাগল
গরবে ভরিয়া গেলুঁ।
তোমাহেন বন্ধু হেলায় হারাইয়া
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মৈলুঁ॥
জনম অবধি মায়ের সোহাগে
সোহাগিনী বড় আমি।
প্রিয় সখিগণ দেখে প্রাণসম
পরাণ বন্ধুয়া তুমি॥
সখিগণে কহে শ্যাম সোহাগিনী
গরবে ভরিল দে।
হামার গরব তুহুঁ বাঢ়ায়লি
অব টুটায়ব কে॥
তোহারি গরবে গরবিনী হাম
গরবে ভরল বুক।
চণ্ডীদাসে কহে এমতি নহিলে
পিরিতি কিসের সুখ॥

পূরবী—ছুঠুকী বা জপতাল।

কানু কহে রাই কহিতে ডরাই
ধবলী চরাই মুঞি।

রাখালিয়া মতি কি জানি পিরীতি
নেহের পশরা তুই[১] ॥
জগতে কাহার না হই অধীন
জগতে কার না ধারি।
প্রেমধন মোরে দিয়াছ কিশোরী
তারে শোধ দিতে নারি ॥
তুমি মহাজন যে কর ভর্ৎসন
সুধা সম মোহে লাগে।
মোর নাগরালি বাঢ়াইলা কিশোরী
পিরিতি-রভস আগে ॥
তোমার ঋণ যে শোধিতে নারিলাম
প্রেম অনুরাগ বিনে।
কান্ত কহে কানু গৌরাঙ্গ হইলে
খালাস হইবে ঋণে[২] ॥

১। তুমি প্রেমের ঐশ্বর্য্য স্বরূপ

২। শ্রীরাধার প্রেমঋণ শোধ দিবার নিমিত্তই পরে গৌরাঙ্গ-অবতার হইয়াছিল।

ধানশী—জপতাল।

বঁধু কি আর বলিব আমি।
জনমে জনমে জীবনে মরণে
প্রাণপতি হইও তুমি॥
বহু পুণ্যফলে গৌরী আরাধিয়ে
পেয়েছি কামনা করি।
না জানি কি খেণে তোমাহেন ধনে
বিধি মিলায়ল হরি॥
গুরু গরবিত তারা বলে কত
সে সব গরল বাসি।
তোমার কারণ এত না সহিয়ে
দুকুলে হইল হাসি॥
কহে চণ্ডীদাস শুনহে নাগর
রাধার আরতি রাখ।
পিরিতি রসের চূড়ামণি হয়ে
রসেতে রসিয়া থাক॥

ঝুমর—ঝুজ ঝুটীতাল।

বঁধু তুমি আমার কালিয়া সোণা।
সাগরে পেয়েছি কত করিয়ে কামনা॥

বোলেছি কৈয়াছি কিছু মনেতে ক'রনা।
তোমা লাগি সহি কত গুরুর গঞ্জনা ॥
তুমি আমার সরবস নয়নের তারা।
তিলে না দেখিলে মোর প্রাণ হয় সারা ॥

পুনশ্চ কলহান্তরিতা।

শ্রীগৌরচন্দ্র।

সুই—সমতাল।

মঝু মনে লাগল শেল।
গোর বিমুখ ভৈগেল ॥
জনম বিফল মোর ভেল।
দারুণ বিহি দুখ দেল ॥
কাহে কহব ইহ দুখ।
কহইতে বিদরয়ে বুক ॥
আর কি হেরব গোরা-মুখ।
তব জীবনে কিয়ে সুখ ॥
বাসুদেব ঘোষ রস গান।
গোরা বিনে না রহে পরাণ ॥

গান্ধার—একতালা।

সো হেন রসিক, নাগরের সনে
কত না করিলি কলহ।
আগে না বুঝিলি মানেতে মজিলি
অব মুঝে কাহে বলহ॥
ধনি নারিলি পিরীতি রাখিতে।
এ কি প্রতিদিন কলহ করবি
নারি মেনে মোরা সাধিতে॥
কুলের ঝিয়ারী তাহাতে বৌহারী
ইথে কি পিরীতি রয়।
আয়লো বিশাখা রাই থাকুক একা
(ওর) কাছে থাকা উচিত নয়॥
কানু হেন ধন যে করে হেলন
তার কি জীবনে আশ।
তার মরা ভাল বাঁচি কিবা ফল
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস॥

সুহিনী—ঝাঁপতাল।

কান্ত সঞে কলহ করি কঠিনা কুলকামিনী
বৈঠি রহু আপনি নিজধামে।

তবহি পিক কোকিল শুক সারি উড়ি আওত
বদন ভরি রটত কৃষ্ণ নামে ॥
বৈঠল আম্র বন ঘেরি।
রাধাকান্ত বলি ঊর্দ্ধমুখে ভাখই[১]
নৃত্য করে ময়ূর পেখ ধরি ॥
ডাহুকি রবাব কিয়ে কপোত ময়ূর ধ্বনি
অলি করে বকুল-মধুপানে।
ধনিক জীউ ধসই[২] ধরণী পর গীরই
দূরে গেও মানিনীক মানে ॥
হা নাথ নাথ বলি ঊর্দ্ধমুখে ভাখই
হা কান্ত ভ্রান্ত মম চিতে।
চন্দ্রকান্ত কহ মঝু করম টুটল
আন হোয়ল তছু হিতে[৩] ॥

সুহিনী—ঝাঁপতাল।

কাহে তুহুঁ কলহ করি কান্ত সুখ তেজলি
অবসি বসি রোয়সি কাহে রাধে[৪]।

১। ভাখই—রব করে
২। ধসে—ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।
৩। তাহার হিতে বিপরীত হইল।
৪। রাধে এখন কেন রোদন করিতেছ ?

মেরুসম মান করি   উলটি যব বৈঠলি
নাহ তব চরণ ধরি সাধে ॥
তবহুঁ তারে গারি   ভৎর্সনা করি তেজলি
মান বহু রতন করি গণলা[১] ।
অবহুঁ ধরম পথ   কাহিনী উগারহ
রোখে হরি বিমুখ ভই চলনা ॥
কাতরে তুয়া চরণযুগ   বেঢ়ি ভুজ-পল্লবে
নাহ নিজ শপতি বহু দেল ।
নিপট[২] কটুনাদি কোটি   কঠিনি বজরাবুকি[৩]
কৈছে কর চরণপর ঠেল[৪] ॥
অবহুঁ সব সখিনী তব   নিকটে নাহি বৈঠব
হেনই অবিচার যদি করলি।
চন্দ্রঃশেখর কহে   কতয়ে সমঝায়লু
মঝু বচন উপেখি প্রেম ভাঙ্গলি ॥

১। মানই তোমার নিকট বহুমূল্য বলিয়া মনে হইল।
২। নিতান্ত
৩। বজ্রের ন্যায় কঠিন হৃদয় যাহার।
৪। কেমন করিয়া তাহার হস্ত পায়ে ঠেলিলে ?

শ্রীমতীর উক্তি।

সুহই—দশকুশী।

সখি নাহি বোলবি আর।
হাম ফল পাওলুঁ তার॥
সহজই মতি গতি বাম।
তৈছন ইহ পরিণাম॥
যৈছে গরবে হিয়া পূর।
সো সব হোয়ল চূর॥
অবহু না রহল পরাণ।
সমুচিত করলহি মান॥
যৈছে রহয়ে মঝু দেহ।
সোই করহ অব থেহ॥
তুহু যদি না পূরবি আশ।
কি কহব বলরাম দাস॥

পঠমঞ্জরী—একতালা।

হাম মরইতে তুহুঁ মরইতে চাহ।
অনুখন মঝু হিয়া তুষদহ-দাহ[১]॥

১। অনুক্ষণ আমার হৃদয়ে তুষানল জ্বলিতেছে।

এ সখি কিয়ে করব পরকার।
সোঙরিতে নিকসয়ে জীবন হামার।
হামারি বচন-দঢ়-কণ্টকে জারি[১]।
বিদগধ নাহ গেও মুঝে ছাড়ি॥
মুঞি অতি পাপিনী কলহে বিরাজ।
জানি মোহে তেজল নাগর রাজ॥
দারুণ প্রাণ রহু কণ্ঠহি লাগি।
বুঝল এহ মঝু করম অভাগি॥
গৌরদাস কহ না কর সন্দেহ।
তুয়া প্রেমে মীলব রসময়-দেহ॥

শ্রীরাগ—সুহই।

সো বহুবল্লভ সহজই ভোর।
কৈছনে জানব বেদন মোর[২]॥
চলইতে চাহি তাহাঁ আদর ভঙ্গ।
সহই না পারিয়ে বিরহ-তরঙ্গ[৩]॥

১। আমার পরুষ বাক্যরূপ কঠিন কণ্টকে জর্জ্জরিত হইয়া।
২। তিনি শুধু আমার নহেন, অনেকের প্রেমে বিভোর হইয়া আছেন। কাজেই আমার বেদনা কিরূপে জানিবেন?
৩। নিজে তাঁহার নিকট যাইতে ইচ্ছা করি, কিন্তু যেখানে আদর টুটিয়াছে সেখানে যাইব কি প্রকারে? অথচ এই বিরহও সহ্য করিতে পারিয়া উঠি না।

সখিহে কাহে উপেখলুঁ কান।
না জানিয়ে দগধি চলব মোহে মান[১] ॥
সখিগণ গণইতে তুহুঁ সে সেয়ানী।
তোহে কি শিখায়ব চতুরিম বাণী ॥
মঝু এত আরতি সো জনি জান।
ইথে লাগি তুয়া পায়ে সোপলুঁ পরাণ[২] ॥
অব বিরচহ তুহু সো পরবন্ধ।
কানুক যৈছে হোয়ে নিরবন্ধ[৩] ॥
জিবইতে মোহে মিলব যব কান।
গোবিন্দদাস তব তুয়া গুণগান[৪] ॥

১। আগে জানিতে পারি নাই যে মান আমাকে দগ্ধ করিয়া চলিয়া যাইবে।

২। তুমি চতুরা, তোমাকে আর কি শিখাইব! আমার এত ব্যাকুলতা তিনি যদি জানিতে পারেন! ইহারই জন্য তোমার পদে জীবন সমর্পণ করিতেছি। অর্থাৎ তুমি যদি কানুকে আমার ব্যাকুলতার কথা বলিয়া (তাঁহাকে লইয়া আসিয়া) আমার জীবন রক্ষা করিতে পার।

৩। তুমি এক্ষণে সেইরূপ প্রবন্ধ বা বাক্‌চাতুর্য্য রচনা কর, যাহাতে কানুর আগ্রহ হয়।

৪। কানু যদি আমার জীবন থাকিতে আসেন, তবেই (পদকর্ত্তা বলেন) তোমার গুণগান করিব।

তিরোথা ধানশী—একতালা।

হরি বড় গরবী গোপীমাঝে বসই[১]।
ঐছে করবি যৈছে বৈরী না হসই[২] ॥
পরিচয় করবি সময় ভাল চাই[৩]।
আজু বুঝব সখি তুয়া চতুরাই ॥
পুছইতে কুশল উলটায়বি পাণি[৪]।
বচনে না বাঁধবি[৫] শুনহ সেয়ানি॥

১। গোপীসমাজে শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত গর্ব্বিত।

২। (সুতরাং) এরূপ করিও যাহাতে শত্রু না হাসে (গর্ব্বিত লোকের নিকট মাথা হেঁট হইলে উপহাসাস্পদ হইতে হয়।)

সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্ম্মরণাদতিরিচ্যতে।

আমার মান যেন খর্ব্ব না হয়!

৩। তাঁহার সহিত উপযুক্ত সময় বুঝিয়া আলাপ করিবে।

৪। যদি তিনি কুশল জিজ্ঞাসা করেন, তবে শুধু হাত উল্‌টাইয়া দেখাইবে (অর্থাৎ আমার এই দশার কথা খুলিয়া বলিও না)। হস্ত উল্‌টাইলে বুঝানো হয় 'সে কথা থাক' 'সেকথা জিজ্ঞাসা করিয়া ফল কি ?' 'অথবা যেমন তেমন' অর্থাৎ ঔদাসীন্য বুঝানো হয়।

৫। সুচতুর-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের সহিত যেন কথায় বাঁধা পড়িও না।

হরি যব ফেরি পুছয়ে ধনি তোর।
ইঙ্গিতে বেদন জানায়বি মোর[১] ॥
কবি বিদ্যাপতি ইহ রস ভাণ।
মান রহুক পুন যাউক পরাণ ॥

ধানশী-পঠমঞ্জরী—একতালা।

সখিগণ গণইতে তুহুঁ সে সিয়ানী।*
তোহে কি শিখাওব চতুরিম বাণী ॥
মঝু এত আরতি সো যদি জান।
ইথে লাগি তুয়া পায়ে সোপলুঁ পরাণ ॥
বড় গরবী হরি গোপীমাঝে বসই।
ঐছে করবি যৈছে বৈরি না হাসই ॥
যাই বৈঠবি তুহু শ্যাম করি বামা।
ইঙ্গিতে জানায়বি মঝু পরিণামা ॥

১। পুনর্ব্বার যদি তোমাকে (কুশল) জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে আভাসে আমার দুঃখের কথা জানাইবে। সব কথা খুলিয়া বলিও না।

* এই পদের প্রথম দুইটি কলি গোবিন্দদাসের 'সো বহু বল্লভ সহজই ভোর' এই পদে দেখা যায়। (২৪২ পৃষ্ঠা) এবং তৃতীয় কলিটি পূর্ব্বপদের আরম্ভ। অন্য কলিগুলি নূতন।

বাত কহবি পুন আনন ফেরি।
চন্দ্রাবলি-নাথ কহবি বেরি বেরি ॥
মিনতি করবি দূতী না ধরবি পায়।
মান গৌরব ধন পাছে যেন যায় ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি চতুর সুজান।
মান রাখবি পুন আনবি কান ॥

তুক—জপতাল।

একবার হাসগো ধনি রাই ;
তোর হাসি বদন দেখে যাই,
(যেন) যেতে যেতে পরাণ বন্ধু পাই।
হাসগো ধনি চন্দ্রাননী রাই।
তোর হাসি বদন যদি দেখে যাব,
যা আমার মনে আছে
তেমনি তেমনি তেমনি বোলব ॥
তোর কান্দা বদন দেখে যাব,
তোর বন্ধুর আগে কি বলিতে কি বলিব।
একবার হাসগো ধনি রাই
(তোর কাঁদা মুখে)।

শ্রীরাগ—জপতাল।

জিতি কুঞ্জর গতি মন্থর
গমন করত নারী।
বংশী-বট যাবট তট
বনহি বন নেহারি॥
শ্যাম-কুণ্ড মদন-কুণ্ড
শ্রীরাধা-কুণ্ড তীরে।
দ্বাদশবন হেরত সঘন
শৈলহুঁ কিনারে॥
যাঁহা সব ধেনু চরত
তাঁহা চলত জোরে।
শ্রীদাম সুদাম দাম বসুদাম
দেখত বলবীরে।
যমুনা কূলে নীপহু মূলে
লুণ্ঠত বনোয়ারী॥
শশি শেখর ধূলি ধূসর
কহত প্যারী প্যারী॥

ধানশী—বড় দশকুশী বা কামোদ—একতালা।

দূরে হেরি নাগর চতুরা সহচরী
ঠমকি ঠমকি চলি যায়।

জনু আন কাজে চলত বর রঙ্গিনী
ডাহিন বামে নাহি চায় ॥
হরি হরি ধূলি লোটায়ত কান ।
সহচরি গমন হেরইতে তৈখন
হৃদয়ে করত অনুমান ॥ ধ্রু ॥
কিয়ে অতি সদয় হৃদয় ইহ মঝু পর
সহচরী ভেজল রাই ।
কিয়ে আন কাজে চলত বর রঙ্গিনী
কারণ পুছই বোলাই ॥
সহচরী সহচরী সহচরী করি হরি
বেরি বেরি করত ফুকার ।
চতুরিণী সহচরী ঝুঁকি কহত মুঝে
নাম লেই কোন গোঙার ॥
চমকি কহত হরি হাম রাই কিঙ্কর
করুণা করিয়া ইহাঁ আহ ।
দাস মনোহর এক নিবেদন
শুনি তব আনতহি যাহ [১] ॥

১। আমার এক নিবেদন আছে, তাহা শুনিয়া তুমি অন্যত্র যাইও।

ধানশী—ছোট একতালা।

কি কহবি মাধব তুরিতহি কহ কহ
হাম যাওব আন কাজে।
তুয়া সনে বাত নহে মঝু সমুচিত
দোষ পাওব সখি মাঝে॥
কি কহব সজনি কহিতে বা কিবা জানি
রাই তেজল অভিমানি।
রাই তেজল বলি তোরা সব তেজবি
তবে বিষ ভুঞ্জব আমি॥
আহিরিণী কুরূপিনী গুণহিনী অভাগিনী
তাহে লাগি কাহে বিষ পিয়বি।
চন্দ্রাবলী-মুখ- চন্দ্র-সুধারস
পিবি পিবি যুগে যুগে জিয়বি॥
পদ্মা পদুমা গন্ধে মাতায়ল
ভদ্রা মঙ্গল দানে।
চন্দ্রশেখর কহে শুন বহুবল্লভ
রাই পিরিতি কিবা জানে॥*

---

* এই পদটি সখী এবং শ্রীকৃষ্ণের উক্তি ও প্রত্যুক্তি। প্রথম দুইটি কলি সখীর উক্তি। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রীকৃষ্ণের উত্তর। আহিরিণী ইত্যাদি সখীর প্রত্যুত্তর।

কামোদ—দশকুশী।

গোপ গোঙারসি বনে বনে ফিরসি
ভূষণ করসি বনফুল।
তুহুঁ কিয়ে জানবি প্রেম সুধা নিধি
মান-মহাধন-মূল[১] ॥
মাধব এ কিয়ে সাহস তোহারি।
সো অপরাধ জানি তোহে রোখল
তুহুঁ কাহে আওলি ছোড়ি ॥
যদি কহ চাটুবচন কহি শত বেরি
চরণে লোটায়লুঁ হাম।
তবহুঁ ত সুন্দরী মঝু মুখ না হেরল
অতয়ে করল অছু কাম ॥
একে নব নাগরী রজনী উজাগরি
দংশল মান-ভুজঙ্গে।
অবনত আননে বৈঠল তব ধনি
গরবিনী মান-তরঙ্গে ॥

১। তুমি জাতিতে গোয়ালা এবং তোমার স্বভাব গ্রাম্য (গোঙার) অর্থাৎ তুমি নাগরালী কিছুমাত্র জান না। মানরূপ মহা-ধনের মূল্য তুমি কি বুঝিবে!

অতয়ে সে অনুনয় বচন না শুনল
না হেরল তোহারি বয়ান।
গোবিন্দ দাস ইথে তোহে কিয়ে দোষব
পিরিতিক রীত নাহি জান[১]।

ধানশ্রী—মধ্যম দশকুশী।

তুহুঁ কিনা জানসি বালা।
বিনি অপরাধে কাহে তুহুঁ রোখলি
তেজলি মণিময় মালা॥
আপনক দোষ আপে নাহি সমুঝলি
কাহে বাঢ়ায়লি বাত।
গোবিন্দদাস তোহারি লাগি সাধব
আপে চলহ মঝু সাথ॥

ধানশী জপতাল।

সো সখি-বচনে নাগর-রাজ।
অন্তরে পাওল বহুতর লাজ॥
ইঙ্গিতে বুঝল তছু আশোয়াস।
নাগর চলল তহি দূতীক সাথ॥

১। তোমারই বা দোষ কি দিব? তুমি পিরীতির রীতি জান না (এই জন্যই তোমার গতিবিভ্রম ঘটিয়াছিল)।

পন্থহি কত কত ভাবে বিভোর।
তৈখনে পাওল কুঞ্জক ওর॥
দূর সঞে মানিনি নাগর হেরি।
তৈখনে বৈঠল আনন ফেরি॥
গোবিন্দদাস কহে কি করব হাম।
আপে ভাঙ্গহ যাই মানিনী মান॥

সুই শ্রীরাগ—বড়ছুটা তাল।

চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি।
নয়ন নাচনে নাচে হিয়ার পুতলি॥
পীত পিন্ধন মোর তুয়া অভিলাষে।
পরাণ চমকে যদি চাড়হ নিশ্বাসে॥
লেহ লেহ রাই মোর সাধের মুরলী।
পরশিতে চাহি তোমার চরণের ধূলি॥
তুয়া মুখ নিরখিতে আঁখি ভেল ভোর।
নয়ন খঞ্জন তুয়া পর-চিত-চোর॥
রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে আগুলি।
বিহি নিরমিল তুয়া পিরীতি পুতলি॥ *

---

* ২২৭ পৃষ্ঠার 'চাহ মুখ তুলি' পদের সহিত এই পদের কিছু কিছু বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়।

এত ধনে ধনী যেই সে কেন কৃপণ।
জ্ঞানদাস কহে কেবা জানিবে মরম ॥

সুহই—কাটা দশকুশী।

রাই করল যব গাঢ়হি মান।
অবিদূরে বৈঠল নাগর কান ॥
নিজ করতল পেখি অবনত মাথ।
ললিতা সম্বোধি কহত কিছু বাত ॥
হাতক রেখ তুহু দেখহ বিচারি।
মঝু পরমায়ু দিবস দুই চারি ॥
এতহু কহল যব নাগর কান।
শুনি ধনি চমকিত কি করব মান ॥
ঐছন বাত না কহ মঝু ঠাম।
তোহারি বালাই লই মরি যাও হাম ॥
হাতক রেখ কিয়ে দেখিয়ে হাম।
রেখক লক্ষণ হামে ভাল জান ॥
লাখ বরিখ অব জীয়বি কান।
মঝু পরমায়ু তোহারে দিলুঁ দান ॥
দুহুঁ মুখ হেরি দুহুজন ভেল ভোর।
ভাগল মান ভূপতি মন বূর[১] ॥

১। ডুবিয়া গেল।

ধানশী মায়ূর—একতালা।

দেখ রাধা মাধব ধারি[1]।
রতি রণ মান বিরামক যৈছন
চরবণ তপত কুশারি[2]॥
হরিমুখ হেরইতে সুমুখী অবাঞ্চই[3]
চাহনি কুটিলহি ভাতি।
গদ গদ বচন অসূয়া কছু সূচন
ততহি মনোরথে মাতি॥
নখ শরঘাত তৈছে সুখাবহ
চুম্বন কছু পরমাদ।
রম্ভন-শূন পুলক কুচকবর
ভেদই রস-মরিযাদ।

১। এক সখী অপরা সখীকে বলিতেছেন, হে সখী, তুমি ধারণা করিয়া দেখ।

২। তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণের ন্যায় মিষ্টতা ও উষ্ণতা মিশ্রিত।

৩। বক্র করে।

ও সুখ সিন্ধু মগন ভেল মাধব
কামিনী কছু কছু বূর।
ভণ রাধামোহন সম্ভোগ সঙ্কীরণ
দুহুঁক মনোরথ পূর।

নিবেদন।

ধানশী—জপতাল।

রাই কহে বাণী আমি অভাগিনী
কত না দিয়াছি দুখ।
আহা মরি মরি এসো প্রাণ হরি
শুকায়েছে চাঁদ মুখ॥
আমার লাগিয়া এত দুখ পাইলে
তুমি সে পরাণ পিয়া।
না জানি বিধাতা আমারে গঢ়ল
কুলিশ পাষাণ দিয়া॥
ক্ষম মোর দোষ না হইও বিরস
সহজে অবলা আমি।
আমার বচনে না হবে মোচন
রসিক নাগর তুমি॥

শুনিয়া রাধার কাতর বচন
রসিক নাগর শ্যাম।
গোবিন্দ দাসের সুখের নাহি ওর
বৈঠল শ্যামের বাম ॥

পূরবী-শ্রীরাগ—ঠুংরী।

ছি ছি কি ছার মানের লাগিয়া পরাণ
বন্ধুরে হারায়ে ছিলাম।
শ্যামল সুন্দর রূপ মনোহর
পরশে পরাণ পাইলাম ॥
সখি জুড়াইল মোর হিয়ে।
শ্যাম অঙ্গের শীতল পবন
তাপ হরে পরশ পেয়ে ॥
তোরা সখিগণ করা গো সিনান
আনিয়ে যমুনা নীরে।
আমার বঁধুর যত অমঙ্গল
সকল যাউক দূরে।
শ্রীমধু মঙ্গল আন কুতূহলে
ভুঞ্জাহ ওদন দধি।
হারা হেন ধন পুনহি মিলন
সদয় হইল বিধি।

নিজ সুখ রসে পাপিনী পরশে
না জানে পিয়াক সুখ।
কহে চণ্ডীদাসে এ লাগি আমার
মনেতে উঠিছে দুখ[১] ॥

কামোদ মঙ্গল—দশকুশী।

রাইয়ের বচন শুনি সখিগণ
আনল যমুনা বারি।
নাগর সুন্দর সিনান করল
উলসিত ভেল গোরি ॥
ললিতা আসিয়া হাসিয়া হাসিয়া
পরাওল পীতবাস।
পরিয়া বসন হরষিত মন
বসিলা রাইক পাশ ॥

১। শেষের দুই কলির স্থলে পাঠান্তর :—
ধনঞ্জয় ভণে তোহারি বঁধুয়া
মিলিল তোহারি পাশ।
যত দুখ ছিল সব দূরে গেল
পুরাহ মনের আশ ॥

রাই বিনোদিনী তেরছ চাহনি
হানল বন্ধুর চিতে।
নাগর সুন্দর প্রেমে গর গর
অঙ্গ চাহে পরশিতে॥
মনে আছে ভয় মানের সঞ্চয়
সাহস নাহিক হয়।
অতি সে লালসে না পায় সাহসে
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥

জয়জয়ন্তী—দুঠুকী।

সুন্দরি হে তুমি সে আমার প্রাণ।
তিল আধ যদি ওমুখ না দেখি
কত যুগ হয় জ্ঞান॥
আন্ধলের লড়ি তুমি সে সুন্দরী
তুমি সে নয়নের তারা।
তেজি অভিমান কথা দেয় দান
পিরিতি এ নহে ধারা॥

শুন শুন ধনি তোমা বিনে আমি
কিছুই না জানি আর।
ভণে মনোহর তুমি প্রাণ মোর
সকল সুখের সার॥

কামোদ—মধ্যম দশকুশী।

শুন সুন্দর শ্যাম ব্রজ-বিহারী।
হৃদি-মন্দিরে রাখি তোমারে হেরি॥
গুরু গঞ্জন চন্দন অঙ্গে ভূষা।
রাধাকান্ত নিতান্ত তব ভরসা॥
সম শৈল কুলমান দূরে করি।
তব চরণে শরণাগত কিশোরী॥
আহিরিণী কুরূপিনী গোপনারী।
তুমি জগরঞ্জন মোহন বংশীধারী॥
আমি কুলটা কলঙ্কিনী সৌভাগ্যহীনি।
তুমি রসপণ্ডিত রসিক চূড়ামণি॥
গোবিন্দদাস কহে শুন শ্যামরায়।
তুয়া বিনে মোর মনে আন নাহি ভায়॥

ঝুমর—মধ্যম তাল।

বন্ধু তুমি আমার কালিয়া সোণা।
বলেছি কয়েছি কত মনেতে করোনা॥

পুনশ্চ কলহান্তরিতা।

শ্রীগৌরচন্দ্র।

সুহই—মধ্যম দশকুশী।

মোহে বিহি বিপরীত ভেল।
অভিমানে মোহে উপেখি পহুঁ গেল॥
কি করব কহ না উপায়।
কেমনে পাইব সই মোর গোরা রায়॥
কি করিতে কি না জানি হৈল।
পরাণ পুতলী গোরা মোরে ছাড়ি গেল॥
কে জানে যে এমন হইবে।
আঁচলে বান্ধিতে ধন সায়রে পড়িবে[১]॥
চৈতন্য দাসের সেই সে হৈল।
পাইয়া গৌরাঙ্গচাঁদ না ভজি তেজিল॥

১। আঁচলে বাঁধিতে গিয়া অমূল্য নিধি যদি অকূল সমুদ্রে পড়িয়া যায়, তাহাহইলে যে অবস্থা হয়, গৌরচন্দ্রকে উপেক্ষা করিয়া আমারও সেই অবস্থা হইয়াছে।

শ্রীমতীর উক্তি।

শ্রীরাগ—একতালা।

পরবশ দেহ থেহ নাহি বান্ধে[১]।
নীলজ জীউ লেহ লাগি কান্দে[২]॥
শঠ সঞে হঠ না করয়ে কেহ আন।
মান রহুক পুন যাউক পরাণ[৩]॥
এ সখি ছিয়ে ছিয়ে কহইতে লাজ।
শুনি উপহাসব যুবতী সমাজ॥

১। সখী আমার দেহ আমার নিজের বশে নহে। (পরের মুখাপেক্ষী বলিয়া) আমি কোনওমতে ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেছি না।

২। তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিলেও আমার নির্লজ্জ প্রাণ তাঁহারই প্রেম-আশায় কাঁদিতেছে।

৩। শঠের সহিত অন্য কেহ যেন সাহস করে না। আমার এখন এমন হইয়াছে যে প্রাণ যায় যাউক, কিন্তু মান যেন যায় না। অর্থাৎ মান করিয়া এখন মান ও ছাড়িতে পারিতেছি না, প্রাণ বাঁচাইবারও কোনও উপায় দেখি না।

পরজন কিয়ে পিরীতি অনুরোধ[১] ।
দুরজন কিয়ে সুজন পরবোধ[২] ॥
কুলবতীবল্লভ নাগর কান[৩] ।
গোবিন্দ দাস ইহ রস-পরমাণ[৪] ॥

সখীর উক্তি ।

দেশ গান্ধার—ছুঠুকী ।

যুবতী-নিকর মাঝে যাকর বাস[৫] ।
অনুখণ নব নব যছু অভিলাষ[৬] ॥
ঐছন জন তুয়া পরশক লাগি ।
বিপিনে গোঙায়ল যামিনী জাগি ॥

১। পর কি কখনও প্রেমের অনুরোধে আপন হয় ?

২। দুর্জ্জন কি কখনও সুজনের প্রবোধ বাক্যে আপনার খলপনা পরিত্যাগ করে ?

৩। শ্রীকৃষ্ণ কুলবতীগণের প্রিয়, তিনি আমার দুঃখ বুঝিবেন কেন ?

৪। পদকর্ত্তা বলিতেছেন যে তিনি এই রসের মর্ম্মজ্ঞ বটেন ! অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের স্বভাবই যে এইরূপ,তাহা তিনি ভালমতেই জানেন ।

৫। বহু যুবতী-পরিবৃত হইয়া যিনি বাস করেন।

৬। যাঁহার মনে ক্ষণে ক্ষণে নব নব বাসনা উদিত হয় (এবং যাঁহার সেই বাসনা পূরণ করিবার জন্য বহু যুবতী কামনা করিয়া থাকে)।

তবহুঁ প্রাতে নিজ গৌরব ছোড়ি।
তোহারি সমীপে করহিঁ কর যোড়ি॥
আওল যব নব নাগর কান।
তৈখণে ভেল তোহেঁ দারুণ মান॥
অনুনয় বচন না শুনলি জানি।
চরণে পসারল সো নিজ পাণি॥
লোচন-কোণে তবহুঁ নাহি হেরি।
বৈঠলি তহিঁ পুন আনন ফেরি॥
অবনত মুখ যব চলু নিজ বাস।
কি কহব অব ঘনশ্যামর দাস॥

শ্রীমতীর উক্তি।

ধানশী—একতালা।

পরিহরি সো গুণ-রতন-নিধান।
যতনহিঁ যো হাম রাখলুঁ মান[১]॥

১। সেই নানা গুণ রূপ রত্নের খনি সদৃশ নাগরকে পরিত্যাগ করিয়া এত যত্নে আমি যে মানকে রক্ষা করিলাম।

সো অব কাল-অনল সম হোয়।
দগধই নীরস দারুণ হিয়া মোয়[১] ॥
এসখি যতহুঁ মিনতি পহুঁ কেল।
সো সব অব তহিঁ আহুতি ভেল[২] ॥
মুখরিত পিককুল যাজক তায়।
তহি মলয়ানিল রচয়ে সহায়[৩] ॥
জানলুঁ দৈব বিমুখ যাহে হোয়।
তাকর তাপ না মিটই কোয় ॥
ভরমহুঁ মঝু মনে নাহি এত ভান।
রোখি চলব কিয়ে নাগর কান[৪] ॥
শুনইতে রাইক ঐছন ভাষ।
জর জর ভেল ঘন শ্যামর দাস ॥

১। সেই মান এক্ষণে কালানলের মত হইয়াছে। এবং আমার নীরস কঠিন হৃদয় দগ্ধ করিতেছে।

২। প্রভু (নাথ) যে সকল মিনতি করিয়া গিয়াছেন, সে সকল ঐ কালানলে আহুতি সদৃশ হইয়াছে।

৩। সেই প্রজ্বলিত কালানলে হোতা হইয়াছে কোকিলকুল এবং মলয় পবন সেই অগ্নির সহায় হইয়া দ্বিগুণ জ্বালাইয়া দিতেছে।

৪। আমার মনে ভ্রমেও কখনও এরূপ ভাব হয় নাই যে শ্রীকৃষ্ণ রোষ করিয়া চলিয়া যাইবেন।

সখীর উক্তি।

শ্রীগান্ধার—ছোট দশকুশী।

হরি যব হরিখে, বরিখে রস-বাদর,
সাদরে পূছয়ে বাত[১]।
নিরখি বদন তোরি, আকুল সো হরি,
নিজ শিরে ধরু তুয়া হাত[২]॥
মানিনি! কিয়ে কঠিন তুয়া মান।
ছলে বলে দিঠিজলে, তোহে কত সাধল,
পালটি না হেরলি কান॥ ধ্রু॥

১। শ্রীকৃষ্ণ যখন হর্ষভরে রসের বাদল সৃষ্টি করেন, তখন কত আদর করিয়া তোমাকে নানা প্রশ্ন করেন। (আর সেই সোহাগে তুমি আপনাকে ভাগ্যবতী বলিয়া গণনা কর।)

২। সেই হরি আজ তোমার মুখপানে চাহিয়া আকুল হইয়াছেন এবং তোমার হস্ত লইয়া নিজ মস্তকে স্থাপন করিয়াছেন (শপথ করিবার ছলে)।

যছু গুণে গুণিগণ, ঝুরয়ে রাতি দিন,
তুয়া গুণে উনমত[১] সোই।
বিনি অপরাধে, তাহে উপেখলি,
জনম গোঙায়বি রোই[২] ॥
তাকর বচন, শ্রবণে নাহি শুনলি,
রোখি চলল যব নাহ।
অব কাতর দিঠে, মঝু মুখ হেরসি,
পাই মনোভব-দাহ ॥
বিহি তোহে বাম, মান-ধনে বঞ্চল,[৩]
নাহ বিমুখ ভৈ গেল।
গোবিন্দ দাস, কহই চিতে মানই,
ইহা বড় দারুণ শেল ॥

১। উন্মত্ত, মুগ্ধ

২। কান্দিয়া জন্ম কাটাইতে হইবে।

৩। বিধাতা তোমার প্রতি প্রতিকূল, তোমাকে মান-ধন দিয়া বঞ্চনা করিয়াছেন। অর্থাৎ মান রূপ অকিঞ্চিৎকর ধন তোমাকে দিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রেম রূপ অমূল্য নিধি হইতে বঞ্চিত করিলেন।

পঠমঞ্জরী—ঝাঁপতাল।

কহই কলহন্তে কটু ভাষ সব সহচরী
গঞ্জি বরমানিনীক কাজে।
আপনি নিজ হিত বুঝি নাহকে উপেখলি
অবসি রোদসি কোন লাজে॥
যবহুঁ হরি চরণে ধরি, লুটত তুয়া পৌরুষং
তবহুঁ তুহু রহলি নিজ গরবে।
শীতল কর কমল যুগ চরণে করি ঠেললি
অবহু মঝু মুখ চাহিলে কি হবে॥
(যব) ললিতা বহু সাধিয়ে, বিষাদ ভাবি বৈঠল
বিশাখা তোয় মিনতি কত করল।
চিত্রা সহ নাগর, সুদেবী লেই সাধল
তবহু তোর দয়া কিছু না হল॥
অবহি ইন বিপতি দিনে সাধসি কাহে জনে জনে
আগেতে ইহা কিছুই না বুঝলি।
কহই যদুনাথ অব বাম তোহে নাগর
আপন দোষে রমণী সব মজালি॥

শ্রীকামোদ—ছোট দশকুশী।

সুন্দরি ! কত সমুঝায়ব তোয়।
পায়লি রতন যতন করি তেজলি,
অব পুন সাধসি মোয়॥ ধ্রু॥
কত কত গোপ- সুনাগরী পরিহরি,
যব তুয়া মন্দিরে কান।
তব তুহুঁ মান, পরম ধন পায়লি,
না হেরলি কমল-বয়ান॥
বিনি অপরাধে উপেখলি মাধব,
না বুঝলি আপন কাজ।
না জানিয়ে কোন কলাবতী-মন্দিরে,
অব রহু নাগর-রাজ॥
যাহে বিনু পল এক, রহই না পারই
তাহে কি হেন ব্যবহার।
গোবিন্দদাস কহ, অব ধনি সমুঝলি,
পুন হেন না করবি আর॥

শ্রীমতীর উক্তি।

বাল ধানশী—জপতাল।

রোখে দোখলুঁ পিয়া বিনি অপরাধে।
না জানিয়ে এত কি পড়ব পরমাদে॥
রজনী প্রভাতে পূরব পরকাশ।
যামিনী জাগি আওল মঝু পাশ॥
শীতল ভুলহ কর দেয়ল পায়।
মানে মুগধী হাম উপেখলুঁ তায়॥
কত রূপে বচন কহল সব মিঠ।
বদন ঝাঁপি হাম দেয়লুঁ পীঠ[১]॥
পালটি হেরি হেরি পহুঁ মোর গেল।
গোবিন্দ দাস কহ মরমক শেল॥

সখীর উক্তি।

বরাড়ি—জপতাল।

শুন শুন মানিনি না কহব তোয়।
অনুচিত মানে গোঙায়বি রোয়॥

১। পৃষ্ঠ দিলাম, অর্থাৎ তাহার দিকে ফিরিলাম না।

তব নাহি শুনলি সহচরি বোল।
ফেরি রহলি মুখ ঝাঁপি নিচোল॥
রোই রোই মাধব সাধল তোয়।
কাহে কাতর দিঠে চাহসি মোয়[১]॥
অব হাম যাইয়ে কি কহব তায়।
যাচিত রতন-ত্যাগ না জুয়ায়॥
সো বিনু অব কোই পুরব আশ।
কি কহব অব ঘন শ্যামর দাস॥

সুহই—ধড়া তাল।

সো মুখ চাঁদ, নয়ানে নাহি হেরলুঁ,
নয়ন দহন ভেল চন্দ[২]।
সোই মধুর বোল, শ্রবণে না শুনলুঁ,
মধুকর ধ্বনি ভেল দ্বন্দ্ব[৩]॥

১। মাধব কান্দিতে কান্দিতে তোমাকে কত সাধিলেন, (তাহাতে তখন কর্ণপাত করিলে না); এখন কাতর নয়নে চাহিতেছ কেন? (এখন আমি আর কি করিতে পারি?)

২। সে চাঁদ মুখ আমি নয়নে দেখিলাম না,—এক্ষণে (সেই অপরাধে) চন্দ্র আমার চক্ষু দগ্ধ করিতেছে।

৩। সেই অমিয় মাখা বাক্য কাণে শুনিলাম না, (সেই অপরাধে) অলিগুঞ্জন আমার বিরুদ্ধ (অর্থাৎ শত্রু স্বরূপ) হইয়াছে।

সজনি! কাহে বাঢ়ায়লু মান।
প্রেম-ভঙ্গ ভয়ে, অব জীউ কাতর
তুহু পরবোধবি কান[১] ॥ ধ্রু ॥
সো কর-কিশলয়- পরশ উপেখলুঁ,
অব কিশলয়ে তনু ফোর[২]।
নব নব লেহ- সুধারস নিরসলুঁ,
গরলে ভরল তনু মোর[৩] ॥
সো কর-বিরচিত হার উপেখলুঁ,
হার ভুজঙ্গম ভেল[৪]।
গোবিন্দদাস কহ, সো অতি দুরগহ[৫],
যো ঐছন মতি দেল ॥

১। প্রেম পাছে চলিয়া যায়, এই ভয়ে আমার প্রাণ কাতর হইয়াছে। তুমি কৃষ্ণকে প্রবোধ দিয়া বলিবে।

২। সেই কিশলয়োপম করের স্পর্শ আমি উপেক্ষা করিয়াছি, এক্ষণে (সেই অপরাধে) নূতন পল্লবরাজি আমার হৃদয় বিদ্ধ করিতেছে।

৩। সেই নব নব প্রেম সুধারস আমি নিরস্ত করিয়াছি, এক্ষণে (সেই অপরাধে) আমার দেহে বিষযন্ত্রণা অনুভব করিতেছি।

৪। সেই (প্রিয়তমের) হস্তে গাঁথা মালা উপেক্ষা করিয়াছি, এক্ষণে (সেই অপরাধে) আমার গলার হার সর্পের ন্যায় আমাকে দংশন করিতেছে।

৫। দুর্গ্রহ, কুগ্রহ।

রামকিরি—বৃহৎ জপতাল।

হরিরভিরসতি বহতি মৃদু পবনে
কিমপরমধিক সুখং সখি ভবনে[২] ॥
মাধবে মা করু মানিনি মানময়ে[১] ॥ ধ্রু ॥
তালফলাদপি গুরুমতিসরসম্।
কিমু বিফলীকুরুষে কুচকলসম্[৩] ॥
কতি ন কথিতমিদমনুপদমচিরম্।
মা পরিহর হরিমতিশয়-রুচিরম্[৪] ॥
কিমিতি বিষীদসি রোদিসি বিকলা।
বিহসতি যুবতি-সভা তব সকলা[৫] ॥

১। অয়ি মানিনি মাধবের প্রতি মান করিও না।

২। কেন না মৃদুল সমীর বহিতেছে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ অভিসার করিয়াছেন। হে সখি, গৃহে ইহা (অভিসার করা) অপেক্ষা সুখ কি আছে?

৩। তোমার তালফল অপেক্ষা গুরু এবং সরস (অর্থাৎ রস-শাস্ত্রোক্তলক্ষণ সমন্বিত) কুচকলস কি জন্য বিফল করিবে?

৪। তোমাকে আমরা এক্ষণে ও পূর্ব্বে অনেকবার বলি নাই যে শ্রীকৃষ্ণকে কখনও পরিত্যাগ করিবে না? কেননা তিনি যে অতিশয় সুন্দর!

৫। তুমি এত বিষণ্ণ কেন? এমন আকুলভাবে রোদন করিতেছই বা কেন? তোমার এই ভাব দেখিয়া যুবতীসমাজ হাসিতেছে।

সজল নলিনীদল-শীলিত-শয়নে।
হরিমবলোকয় সফলয় নয়নে[১] ॥
জনয়সি মনসি কিমিতি গুরু-খেদম্।
শৃণু মম বচনমনীহিত-ভেদম্[২] ॥
হরিরুপযাতু বদতু বহু মধুরম্।
কিমিতি করোষি হৃদয়মতি-বিধুরম্[৩] ॥
শ্রীজয়দেব-ভণিতমতি-ললিতম্।
সুখয়তু রসিকজনং হরি-চরিতম্[৪] ॥

১। সজল পদ্মপত্রের দ্বারা বিরচিত শয্যায় হরির প্রতি অবলোকন কর এবং (ভুবনমোহন রূপ দেখিয়া) নয়ন সফল কর।

২। তুমি মনে মনে একি গুরু বিরহ-বেদনা পোষণ করিতেছ ? আমার কথা শোনো ; বিরহ-দুঃখ হইতে ত্রাণ পাইবে।

৩। হরি তোমার নিকটে আসুন এবং মধুর বাক্যে তোমার কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করুন। অনর্থক হৃদয়কে বঞ্চিত করিতেছ কেন ?

৪। শ্রীজয়দেবের কথিত এই অতি মধুর হরিলীলা রসিক জনার সুখ বিধান করুক।

সখীর উক্তি।

কামোদ মঙ্গল—ছোট দশকুশী।

একে তুহুঁ নাগরী সব গুণে আগরি
বৈঠসি চতুরী-সমাজ।
আপনক বাত আগে নাহি সমুঝসি
হঠে নঠ কৈলি সব কাজ[১] ॥
মানিনি[২]! নাহক কি করসি রোখ।
নিকটে আনি বাত দুই পূছিয়ে
বুঝিয়ে গুণ কিয়ে দোখ[২] ॥ ধ্রু ॥
অপরাধ জানি গারি দশ দেওবি
পিরিতি ভাঙ্গবি কাহে লাগি।
পিরীতি ভাঙ্গিতে যো উপদেশল
তাকর মুখে দেই আগি ॥

১। হঠকারিতা দ্বারা সব কাজ নষ্ট করিলে।

২। মানময়ি, আপন প্রাণনাথের প্রতি রোষ করা কিসের জন্য? তাহাকে নিকটে আনিয়া দু'কথা জিজ্ঞাসা করিলেই গুণ কিম্বা দোষ বুঝিতে পারা যায়।

যো তুয়া চরণ পরশি মহী লুঠল
নিজ গৌরব করি দূর।
অব কাহে তাক চরিত কহি ঝুরসি
গোবিন্দদাস কহ ফূর[১] ॥

গান্ধার—মধ্যম দশকুশী।

মানিনী হাম কহিয়ে তুয়া লাগি।
নাহ নিকটে পাই, যো জন বঞ্চয়ে[২]
তাকর বড়ই অভাগি[৩] ॥
দিনকর বন্ধু কমল সব জানয়ে,
জল তঁহি জীবন হোয়[৪]।
পঙ্ক বিহীন তনু, ভানু শুকায়ত
জলহি পচায়ত সোয়[৫] ॥

১। স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন।

২। প্রাণনাথকে নিকটে পাইয়াও যে তাহাতে বঞ্চিত হয়।

৩। তাহার বড়ই দুর্ভাগ্য।

৪। সূর্য্যের বন্ধু পদ্মফুল, ইহা সকলেই জানে, সেই পদ্মফুলের জীবন—জল।

৫। কিন্তু সেই পঙ্কজের দেহ পঙ্কশূন্য হইলে যখন সূর্য্য তাপে শুকাইতে থাকে, তখন জীবনস্বরূপ জলও সেই পঙ্কজকে পচাইয়া দেয়। অর্থাৎ নিজ প্রাণকান্ত যখন বিমুখ হয়েন, তখন নিতান্ত সুহৃদ্ জন ও তাহাকে বাঁচাইতে পারে না।

নাহ সমীপে, সুখদ যত বৈভব,
অনুকূল হোয়ত যোই[১]।
তাকর বিরহে, সকল সুখ সম্পদ,
ক্ষণে ক্ষণে দগধই সোই॥
তুহুঁ ধনি গুণবতী, বুঝি করহ রীতি
পরিজন ঐছন ভাষ।
শুনইতে রাই, হৃদয় ভেল গদগদ
অনুমতি করল প্রকাশ॥

শ্রীমতীর উক্তি।

বালা ধানশী—মধ্যম একতালা।

শুন শুন এ সখি নিবেদন তোয়।
মরমক বেদন জানসি মোয়॥
বৈঠয়ে নাহ চতুরগণ মাঝ।
ঐছে কহবি যৈছে না হোয় লাজ॥

১। প্রাণনাথ নিকটে থাকিলে যে সমস্ত সুখ বৈভব অনুকূল অর্থাৎ আনন্দপ্রদ হয়। তুলনা করুন ঃ

তদ্‌যুক্তং বিপরীতকারিণি তব শ্রীখণ্ড-চর্চ্চা-বিষং।
শীতাংশুস্তপনো হিমং হুতবহঃ ক্রীড়ামুদো যাতনাঃ।
—গীতগোবিন্দে

সখিগণ মাঝে চতুরী তোহে জানি।
আদর রাখি মিলায়বি আনি[১] ॥
অব বিরচহ তুহুঁ সো পরবন্ধ।
কানুক যৈছে হোয়ে নিরবন্ধ[২] ॥
জীবন রহিতে নাহ যদি পাব।
গোবিন্দদাস তব তুয়া যশ গাব ॥

বরাড়ী—জপতাল।

শুনইতে ঐছন রাইক বাণী।
নাহ নিকটে সখী করল পয়ানি ॥
দূর সঞে[৩] সো সখী নাগর হেরি।
তোড়ই কুসুম নেহারই ফেরি[৪] ॥
হেরইতে নাগর আয়ল তাঁহি।
কি করহ এসখি আওলি কাঁহি ॥

১। আদর রক্ষা করিয়া তাঁহাকে লইয়া আসিবে। অর্থাৎ এরূপ ভাবে তাঁহাকে বলিয়া কহিয়া আনিবে, যাহাতে আমার গৌরব ও আদর নষ্ট না হয়।

২। নির্ব্বন্ধ, আগ্রহ

৩। দূর হইতে

৪। সখী ফুল তুলিতে তুলিতে ফিরিয়া চাহিলেন।

হামারি বচন কছু কর অবধান।
তুহুঁ যদি কহসি সে মানিনী ঠাম॥
শুনি কহে সো সখী নাগর পাশ।
বিদ্যাপতি কহ পূরব আশ॥

ললিতা সখীর উক্তি।

শ্রীরাগ—ঝাঁপতাল।

বড়ই তুহুঁ বর্ব্বর হে
নন্দঘোষ-নন্দনা।
ধেনু চরাও, বেণু বাজাও,
পিরিতি কি রীতি জাননা॥
বড়ই মুরুখ পুরুখ রাজ-
পাঠ নাহি পঠনা[১]।
ভানু-বদন, যে জন না হেরে,
তাসনে তোমার ঘটনা॥

১। তুমি রাজার ছেলের উপযুক্ত লেখাপড়া কিছুই শেখ নাই।

তাসঞে পুন, সঙ্কেত করি,
রজনী করলি বঞ্চনা।
কাঁদসি কাহে, খালাস পায়বি,
আর কত হবে লাঞ্ছনা॥
জনম জন- মান্তরে তুহুঁ
ইহ সব দুখ পায়বি।
দ্বারে দ্বারে, প্রেম কাঙ্গালি,
হইয়ে তুহুঁ রোয়বি॥
দীন বন্ধু দাস, নৃত্যতি অতি,
শ্রবণে অমিয়া বাণী।
জগত মঙ্গল, আজু করল,
ধন্য ললিতা সজনী॥

সুই—কাটা দশকুশী।

শুন বহুবল্লভ কান।
ভালে তুহুঁ রসিক সুজান[১]॥

১। তুমি কিরূপ রসিক সুজন, তাহা জানা গেল।

পামরি পিরীতি উপেখি।
আয়লুঁ কুলবতী দেখি[১] ॥
তোহারি রসিকপণ[২] জানি।
কহইতে আওলুঁ বাণী ॥
দেখি তুয়া এসব কাজ।
হাসব যুবতী-সমাজ ॥
যো পদ পরশক আশে।
করসি কতহুঁ অভিলাষে ॥
সো পদ-পঙ্কজ ছোড়ি।
কৈছে রহলি মুখ মোড়ি ॥
কোন শিখায়লি নীতে।
ধিক্ ধিক্ তোহারি পিরীতে[৩] ॥

১। এই মন্দভাগ্যা তাহাকে কুলবতী (সুতরাং অসহায়া) দেখিয়া, তাহার প্রেম উপেক্ষা করিয়াও তোমার নিকট আসিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরাধাকে 'পামর' এই বিশেষণে বিশেষিত করা অপেক্ষা নিজের সম্বন্ধে ইহা প্রযুক্ত হইলে সঙ্গত হয়।

২। রসিকপনা

৩। এ কি নীতি তুমি শিখাইলে ? ধিক্ তোমার প্রেমে !

ছিয়ে ছিয়ে বিদগধি রাধে।
যাক হৃদয়ে এত সাধে[১] ॥
গোবিন্দ দাস মতিমন্দ।
হেরইতে ভৈ গেল ধন্দ[২] ॥

শ্রীললিত—মধ্যম দশকুশী।

দোতী-বচন শুনি, রসিক শিরোমণি,
আওল তাকর সাথ।
দূর সঞে হেরি, সোই বর নাগরী,
অবনত করি রহু মাথ ॥
কর যোড়ি সাধয়ে কান।
হাম তুয়া কিঙ্কর, পড়িয়ে চরণ-তল,
তেজ ধনি দারুণ মান ॥ ধ্রু ॥

১। রাধিকা একজন রসিকা রমণী বলিয়া জানিতাম, কিন্তু (তোমার ন্যায় শঠের প্রতি) যাহার হৃদয়ে এত অভিলাষ, তাহাকে শত ধিক্!

২। (সখীর এই চাতুরীপূর্ণ বচনে) পদকর্ত্তা মহা সংশয়ে পড়িলেন।

এত কহি নাগর, অন্তর গর গর,
ঢরকি ঢরকি পড়ু লোর।
আকুল ভেল অতি, হেরি সুধামুখী,
সো মুখ হেরি বিভোর॥
ছল ছল নয়নে, শ্যাম কর-কিশলয়,
ধরি কহে গদ গদ ভাষ।
জলদে গোপন বিধু, যৈছে উদয় ভেল[১],
কহ যদুনন্দন দাস॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

কামোদ—মধ্যম দশকুশী।

সুন্দরী বেরি এক কর অবধান।
ক্ষেম অপরাধ প্রেম- বাদ করবি যব,
তব কৈছে রহব পরাণ[২]॥

১। মেঘের মধ্য দিয়া চন্দ্রমা উঠিলে যেমন দেখায়, শ্রীমতীর অশ্রুর মধ্যে হাসি সেই রূপ দেখাইল।

২। প্রেম-কলহ করিলে প্রাণ বাঁচিবে কিরূপে?

লেখি লেহ করজ, দাস করি সুন্দরী,
জীবন যৌবনে বহু ভাগি[১]।
তুয়া গুণ-রতন, শ্রবণে মণিকুণ্ডল,
এবে ভেল ত্রিভঙ্গ বৈরাগী[২]॥
পীতাম্বর গলে, করি কর যুগলে,
মিনতি করিয়ে তুয়া আগে।
হাম যৈছে লাখ লাখ শ্যাম লুটত,
তুয়া ধূলী চরণ সোহাগে[৩]॥
মনসিজ করে ধনু, হেরি কাতর তনু,
বিছুরলুঁ ধনজন-মায়া।
তছু ভয় লাগি, শরণ হাম লেয়লুঁ,
দেহ পদ-পঙ্কজ-ছায়া॥

১। আমাকে তোমার ক্রীত দাস করিয়া কর্জ্জখত লিখিয়া লও; আমার জীবন ও যৌবন বহু ভাগ্যযুক্ত হউক।

২। তোমার গুণরূপ রত্ন আমার কর্ণে মণিকুণ্ডল স্বরূপ হইবে। ত্রিভঙ্গ (আমি) এবারে বিবাগী হইল। (যোগীরা কাণে কুণ্ডল গ্রহণ করেন)।

৩। আমার মত লক্ষ লক্ষ শ্যাম তোমার চরণের লোভে ধূলির মত গড়াগড়ি যায়।

তুয়া ধনি চরণ সোহাগে—পাঠান্তর।

ঐছনে মিনতি, করল যব নাগর,
ধনি লোচন জল পূর।
হেরইতে বদন, রোদন করু দুহুঁ জন,
অব ঘন শ্যাম মন পূর[১] ॥

শ্রীমতীর উক্তি।

বরাড়ী—একতালা।

তুঁহু যদি মাধব চাহসি লেহ।
মদন সাখী করি খত লেখি দেহ ॥
ছোড়বি কেলি-কদম্ব-বিলাস।
দূরে করবি নিজ গুরুজন আশ ॥
মো বিনা স্বপনে না হেরবি আন।
হামারি বচনে করবি জল পান ॥
রজনী দিবস গুণ গায়বি মোর।
আন যুবতী কোই না করবি কোর ॥
ঐছন করজ ধরব যব হাত[২]।
তবহি তুয়া সঞে মরমকি বাত ॥
ভণই বিদ্যাপতি শুন বর কান।
মান রহুক পুন যাউক পরাণ ॥

১। এক্ষণে পদকর্ত্তার মনোবাসনা পূর্ণ হইল।

২। মদন সাক্ষী করিয়া যে খত লিখিয়া দিবে, তাহাতে এই রূপ কর্জ্জ যদি নিজ হস্তে গ্রহণ কর।

বালা ধানশী—জপতাল।

রাই হেরল যব সো মুখ-ইন্দু।
উছলল মন মাহা আনন্দ-সিন্ধু॥
ভাঙ্গল মান রোদনহিঁ ভোর।
কানু কমল-করে মোছই লোর॥
মান জনিত দুখ সব দূর গেল।
দুহুঁ মুখ দরশনে আনন্দ ভেল॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণ।
আনন্দে মগন ভেল দেখি দুই জন॥
নিকুঞ্জের মাঝে দুহুঁ কেলি-বিলাস।
দূরহি দূরে রহু নরোত্তম দাস॥

কামোদ—একতালা।

রাই কানু বিলসই নিকুঞ্জ ভবনে।
নয়ানে নয়ানে দুহুঁ বয়ানে বয়ানে॥
দুখ সঞে[১] সুখ ভেল দুহুঁ অতি ভোর।
হোর দেখ এ সখি রাই শ্যাম কোর॥

১। দুঃখ হইতে

দোঁহ দোঁহা অধরে কয়ল মধু পান।
চান্দ চকোরে যেন মিলায়ল আন ॥
ভুজে ভুজে মীলল পরাণে পরাণ।
গোবিন্দ দাস নিগূঢ় রস গান ॥

পুনশ্চ বাসকসজ্জা।

শ্রীগৌরচন্দ্র।

শ্রীমল্লার—যোত সমতাল।

সুরধুনি তীর, তরুণতর তরুতল[১]
তলপিত মালতি মালে[২]।
বৈঠি বিশদবর, বাসিত কুঙ্কুমে,
তিলক বনায়ত ভালে[৩] ॥
হরি হরি না বুঝিয়ে গৌরাঙ্গ-বিলাস।
গোকুল নায়ক বিহরই নবদ্বীপ,
তরুণি-ভাবপরকাশ ॥ ধ্রু ॥

১। নব কিশলয় সমাযুক্ত বৃক্ষ তলে

১। মালতীর মালায় শয্যা রচনা করিয়া

৩। গৌরচন্দ্র আজ (সেই শয্যাতলে বসিয়া) কুঙ্কুমে সুগন্ধিত সুশুভ্র তিলক রচনা করিতেছেন।

চমৎকৃত চারু চন্দ্র যুত চন্দন
চিত্রই চিত্রিত অঙ্গে[১]।
নিজ বরভাব বিভাবিত অন্তর
ঐছে ভকত পুন সঙ্গে॥
রাকা রজনি রজনিকর রমণক
রাতুল পদ-নখ-ফান্দে।
রাধামোহন ডুষ্ট দ্বিরেফ-চিত
দমন দাস করি বান্ধে[২]॥

বেলোয়ার—বড় দশকুশী।

কুবলয় নীল রতন দলিতাঞ্জন
মেঘ পুঞ্জ জিনি বরণ সুছাঁদ[৩]।
কুঞ্চিত কেশ খচিত শিখি-চন্দ্রক
অলকা-বলিত ললিতানন চান্দ॥

১। মনোহর কর্পূর মিশ্রিত চন্দনের দ্বারা তাঁহার চিত্রিত অঙ্গ পুনরায় সুচিত্রিত করিলেন।

২। পূর্ণিমারজনীর চন্দ্রকে মুগ্ধ করে এরূপ সুলোহিত পদের নখরূপ ফাঁদে রাধামোহনের দুষ্ট ভ্রমর রূপ চিত্তকে দমন করিয়া তিনি দাসের ন্যায় বাঁধিয়া রাখেন।

৩। নীলপদ্ম, নীল মণি, দলিত কাজল এবং মেঘপুঞ্জ জিনিয়া যাঁহার সুচারু অঙ্গ-কান্তি।

আওত রে নব নাগর কান।
ভাবিনী ভাব বিভাবিত অন্তর
দিন রজনী নাহি জানত আন ॥ধ্রু ॥
মধুরাধরহি হাস মনোহর
তহি অতি সুমধুর মুরলী বিরাজ।
ভাঙ বিভঙ্গিম কুটিল নেহারণি,
কুলবতী উনমতি দূরে রহু লাজ ॥
গজ গতি ভাতি, গমন অতি মন্থর,
মণি মঞ্জির বাজত রণ ঝনিয়া।
হেরইতে কোটি মদন মুরছায়ই,
গোবিন্দ দাস কহত ধনি ধনিয়া[১] ॥

কামোদ রাগ—মঠক তাল।

বাসিত বারি কপূরিত তাম্বুল,
কুসুমিত মদন-শয়ান।
উজোর দীপ, সমীপহি জারহ
বিরচহ চারু বিতান[২] ॥

১। ধন্য ধন্য বলিতেছেন।

২। কুঞ্জ

সখি হে কহই না যায়ে আনন্দ।
ঋতুপতি-রাতি, অবহু নব নাগর,
মিলবহু শ্যামর চন্দ ॥ ধ্রু ॥
কুসুমিত-মৌলি, রসালক পরিমলে
ভ্রমর ভ্রমরি রহু ভোর।
মদন মদালসে, সগরিহ যামিনি[১],
সুখে বঞ্চব হরি-কোর ॥
বিহি পায়ে লাগি, মাগি এহি একু বর,
চেতন রহু মঝু দেহ[২]।
গোবিন্দ দাস, কহই হরি-পরশহিঁ,
সো পুন হোয়ত সন্দেহ[৩] ॥

১। সারা নিশি

২। বিধাতার পদে এই এক বর প্রার্থনা করিয়া লইব যে আমার যেন (সে সময়ে) চৈতন্য থাকে।

৩। পদকর্ত্তা বলিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শে চৈতন্য থাকা সন্দেহের বিষয়।

কেদার—প্রতিমণ্ঠক তাল।

উজর রাতি শেজ নব কিশলয়
বাসিত তাম্বুল বারি।
এহি উপচারে আজু হরি ভেটব
ঐছন মরম হামারি[১] ॥
সহচরি কী ফল বেশ বনানি[২]।
কানু পরশমণি পরশক কারণ
অভরণ সোতিনি মানি[৩] ॥ ধ্রু ॥
দুহুঁ কুণ্ডল দুহুঁ কঙ্কন কিঙ্কিণী
দুহুঁ নূপুর এহি রাখী।
মৃগ মদ সিন্দূর লোচন কাজর
পদ-যাবক রতি-সাখী ॥

১। উজ্জ্বল (চাঁদিনী) যামিনী, নবীন কোমল পল্লবের শয্যা, সুগন্ধ তাম্বুল এবং সুবাসিত পানীয়—এই উপহার লইয়া আজ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিব, এই আমার অভিলাষ। (নানাবিধ উপচার-সম্ভার সংগ্রহ করিবার বিলম্ব সহিতেছে না, ইহাই তাৎপর্য্য।)

২। বেশ-বিন্যাসে কি ফল? (ইহাতে কেবল অভিসারে যাইতে বিলম্ব ঘটিবে।)

৩। সেই স্পর্শমণির অঙ্গ-স্পর্শ লাভ করিতে অলঙ্কার কেবল বাধা (সপত্নী) স্বরূপ মনে হয়। (আভরণ উভয়ের মাঝখানে থাকিয়া গাঢ় আলিঙ্গনের পক্ষে বিঘ্ন স্বরূপ হয়।)

সো তনু পরশে পুলক জনু বাধত
ইথে লাগি চমকে পরাণ[১]।
গোবিন্দ দাস কহই ধনি ধনি ধনি
কানু মরম তুহু জান[২]॥

গুর্জ্জরী—যৎ ও ভীমপলশ্রী —মধ্যম একতালা।

ঘন ঘন নীপ সমীপহিঁ শুনিএ
সংকেত মুরলি নিশান।
রহি রহি বাম পয়োধর ফুরই
তে[৩] বুঝি মিলব কান।
দেখ সখি পাপ চতুরথি চাঁদ।
হরি অভিসার এহি বিলম্বায়ত
পাতি কিরণময় ফান্দ[৪] ॥ ধ্রু ॥

১। তাঁহার অঙ্গস্পর্শে আমার দেহে যে রোমাঞ্চ হইবে, তাহাতেও আলিঙ্গনে বাধা জন্মাইবে, এই ভয়ে প্রাণ কাঁপিতেছে।

২। পদকর্ত্তা বলিতেছেন, তুমি ধন্যাতিধন্য শ্রীকৃষ্ণ যাহা ভালবাসেন, তাহা তুমিই জান।

৩। তে—তেই—সেই হেতু।

৪। চতুর্থীর চাঁদ অনিষ্ট সাধন করিতেছে, কেননা কিরণের ফাঁদ পাতিয়া, সে কৃষ্ণদর্শনে গমনের বাধা জন্মাইতেছে।

মনহিঁ মনোরথে চঢ়ল মনোভব
ধৈরয ধরণ ন যাত।
মণিময় হার ভার জনু লাগয়ে
আভরণ দূর কর গাত[১] ॥
ধরণি শয়ন একু মোহে সো আয়ত
কুসুম শয়নে জিউ কাঁপ[২]।
গোবিন্দ দাস কহ গহন প্রেম-গহ
দহনে দেওআয়ল ঝাঁপ[৩] ॥

১। (বিলম্বজনিত অসহিষ্ণুতার জন্য বলিতেছেন) আমার মণিময় হার ভার বলিয়া মনে হইতেছে। অতএব অঙ্গ হইতে ইহাকে দূরে নিক্ষেপ কর।

২। ধরণী-শয্যায় আমি শয়ন করিতেও পারি, কিন্তু সুকোমল কুসুম-শয্যায় শয়ন করিতে হইবে, ইহাতেও আমার প্রাণ কাঁপিতেছে।

৩। বুদ্ধির অগোচর প্রেমরূপ গ্রহ অনলে ঝাঁপ দেওয়াইল।

কেদার— নন্দন তাল।

উজোর শশধর দীপ পজারল[১]
অলিকুল ঘাঘর রোল।
হনয়িতে হরিণী- নয়নি দরশায়ই
ওহি ওহি পিকু বোল[২] ॥
মাধব ! মনমথ ফিরত অহেরা[৩]।
একলি নিকুঞ্জে ধনি ফুলশরে জর জর
পন্থ নেহারই তেরা ॥ ধ্রু ॥

১। প্রজ্জ্বলিত

২। ব্যাধ যেরূপ প্রদীপ মাথায় লইয়া তার অন্ধকারে অদৃশ্য থাকিয়া শিকার করে, মন্মথরূপ ব্যাধ সেইরূপ উজ্জ্বল চন্দ্রমা মাথায় লইয়া যেন শিকারে বাহির হইয়াছে। শিকারী যেমন ক্ষুদ্র ঘণ্টা বাজাইয়া বা বংশীরব করিয়া মৃগাদি পশু আকর্ষণ করে, মদনও তেমনি অলিকুল-গুঞ্জনের দ্বারা শিকারকে মুগ্ধ করিয়া পরে ফুলশরে জর্জ্জরিত করিতেছে। কোকিলকুল কুহু কুহু রবে যেন 'ওই' 'ওই' বলিয়া মৃগ-নয়নীকে দেখাইয়া দিতেছে।

৩। অদৃশ্যভাবে

তুহুঁ অতি মন্থর গমন তুরন্তর
মধু যামিনি অতি ছোটি।
সো ঘর বাহির করত নিরন্তর
নিমিখ মানই যুগ কোটি॥
আশা-পাশ গলে লেই বৈঠলি
প্রেম-কলপতরু ছায়[১]।
নাজানি কি অমিয়া গরল ফল পাবই[২]
গোবিন্দদাস রস গায়॥

কামোদ—ধ্রুব তাল।

বাসক গেহ- গমন শুনি শ্যামর
দেয়ই বেণু নিসান।
তিলে মঝু গমন বিলম্বহি সো ধনি
কলপ কোটি অনুমান॥
ধনি ধনি রাইক সোহাগ।
যো জগ-জীবন যুবতী-প্রাণধন
তাহারি পরাণ সম জাগ॥ ধ্রু॥

১। সে তোমার পথ চাহিয়া আছে এবং পুনঃ পুনঃ ঘর বাহির করিতেছে—অতএব আশা রূপ রজ্জু গলে বাঁধিয়া সে প্রেমরূপ কল্পবৃক্ষচ্ছায়াতলে বসিয়া আছে।

২। সেই কল্পবৃক্ষ হইতে অমৃত ফল অথবা বিষফল পাইবে, এই সন্দেহের বিষয়।

তছু প্রেমে আকুল মৌলি বকুল ফুল
অভরণ পন্থহি ডারি।
চলল সিন্ধুর-গতি[১] নাহি জন-সঙ্গতি[২]
উপনীত ভেল যাঁহা নারি ॥
দেখি ধনি নাগর আনন্দ আগর[৩]
সফল দেহ করি মান।
জীবন যৌবন বাস গেহ[৪] পুন
যো কিছু আপন বিতান[৫] ॥
আনন্দ সায়রে নিমগন সখিগণ
হেরইতে দুহুঁক উল্লাস।
সো সুখ-সিন্ধু- বিন্দু-পরশ লাগি
যাচে রাধামোহন দাস।

১। গজেন্দ্রগমনে
২। পথ নির্জ্জন।
৩। আনন্দে ভরপুর
৪। বাসক-গৃহ
৫। যাহা কিছু আপনার ছিল, অর্থাৎ জীবন যৌবন, বাসক-গৃহ ইত্যাদি সমস্তই শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ করিলেন।

পুনশ্চ বিপ্রলব্ধা ।*

কেদার—সমতাল ।

দেখ দেখ গৌরচন্দ্র অবতার ।
যো গুণ-কিরিতনে তাপ দগধ জীব
দুখ সাগর ভেল পার ॥
সো অব ভাব- বিভাবিত অন্তর
কান্দই সুরধুনি তীর ।
যাক নয়ন-শর গোপি-মরম জর
তহি বহ দুখময় নীর ॥
খনে খনে কহই কানু মোহে না মিলল
কী ফল পাপ শরীর ।
ইহ যৌবন ধন সগরহি ভূষণ
কী ফল বাস কুটীর ॥

---

* কৃত্বা সঙ্কেতমপ্রাপ্তে দৈবাজ্জীবিতবল্লভে ।
ব্যথমানান্তরা প্রোক্তা বিপ্রলব্ধা মনীষিভিঃ ॥
—উজ্জ্বল নীলমণি ।

সঙ্কেত ভবনে নাহি হেরি প্রিয়জনে ।
ব্যাকুলা যে বিপ্রলব্ধা কহে কবিগণে ॥—রসমঞ্জরী ।

এত কহি ধরণি তলহিঁ পুন মুরছই
ধক ধকি খীনহি শ্বাস।
কো পুন ভাব দুতর রজনি মাহা
ভণ রাধা মোহন দাস॥

সুহই ধানশী—মধ্যম দশকুশী।

কানড় কুসুম কোমল কাঁতি।
মাথে ময়ূর শিখণ্ডক পাঁতি॥
আকুল অলিকুল বকুলক মাল।
চন্দন চান্দ বিরাজিত ভাল॥
মদনমোহন মূরতি কান।
সোঙরি উমতি যুবতি পরাণ[১]॥ ধ্রু॥
ভাঙ বিভঙ্গিম লোচন লোল[২]।
নাসা উন্নত মোতিম জোর॥
বঙ্কিম গীম[৩] অমিয়া মিঠি বোল।
কাঞ্চন কুণ্ডল গণ্ডহি লোল[৪]॥

১। স্মরণ করিয়া যুবতীগণের প্রাণ উন্মত্ত হয়।
২। চঞ্চল বা তরঙ্গিত দৃষ্টি
৩। ঈষৎ বামে চক্রীকৃত গ্রীবা
৪। গণ্ডে কুণ্ডল চঞ্চলভাবে দুলিতেছে।

মণিময় আভরণ অঙ্গ বিরাজ।
পীত নিচোল তহিঁ পর সাজ॥
অরুণ চরণে মণি মঞ্জির রাব।
গোবিন্দদাস আন নাহি ভাব[১]॥

টোড়ি—দ্রুঠুকী।

কোমল কুসুমাবলি কৃত চয়নং।
অপসারয় লীলা-রতি-শয়নং॥
শ্রীহরিরন্ত্য ন লেভে সময়ে।
হন্ত জনং সখি শরণং কময়ে॥
বিধৃত-মনোহর-গন্ধ বিলাসং।
ক্ষিপ যামুন-তট-ভুবি পটবাসং॥
লব্ধমবেহি নিশান্তিম যামং।
মুঞ্চ সনাতন-সঙ্গতি-কামং॥ *

১। পদকর্ত্তা বলিতেছেন যে, তাঁহার মনে অন্য কিছুই আর স্থান পায় না।

* সখি! কোমল কুসুমাবলী তুলিয়া যে রতি-বিলাস-শয্যা প্রস্তুত করিয়াছি, তাহা দূর কর। শ্রীহরি আজ সঙ্কেত-সময়ে কুঞ্জে আসিলেন না। হায় সখি! আমি এখন কাহার শরণ লইব? মনোহর সুগন্ধ সমন্বিত পটবাস (পিষ্টাতঃ পটবাসকম্—ইত্যমরঃ) অর্থাৎ চুয়াচূর্ণ ইত্যাদি যমুনা-পুলিন ভূমিতে নিক্ষেপ কর। রাত্রি শেষ যামে উপস্থিত হইয়াছে, দেখ। সনাতন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গসুখ-কামনা ত্যাগ কর।

কেদার—দশকুশী।

হরিণি-নয়নি তেজি নিজ মন্দির
অবইতে সঙ্কেত ঠামা[১]।
তৈখনে চান্দ উদয় ভেল দারুণ
পশারল কিরণক দামা[২]॥
মাধব তোহে কি বোলব আন।
বিষম কুসুম শরে পাঁজর জর জর
ধনি জনি তেজই পরাণ॥
মোতিম হার ভার হিয়ে জারই
কর কঙ্কন ভেল ঝঙ্ক[৩]।
সহচরি-কোরে ভোরি তনু মোড়ই
লোরে ধরণি করু পঙ্ক॥

১। সঙ্কেত স্থলে আসিতে

২। সেই সময়ে দারুণ অর্থাৎ নির্দ্দয় চন্দ্র উদিত হইল এবং কিরণ-মালা বিস্তার করিল।

৩। হস্তের কঙ্কন জঞ্জাল স্বরূপ হইল।

কিশলয় শয়নে থীর নাহি বাঁধই
চন্দন পবনে মুরছাই[১]।
গোবিন্দ দাস কহই হরি অভিসরু
যতি খনে জীবই রাই[২] ॥

ধানশী—জপতাল।

শুন শুন মাধব বিদগধ-রাজ।
ধনি যদি পেখবি না কর বিয়াজ[৩] ॥ ধ্রু ॥
নব কিশলয় দলে শূতলি নারী।
বিষম কুসুমশর সহই না পারি ॥
হিমকর চন্দন পবন ভেল আগি[৪]।
জীবন ধরয়ে তুয়া দরশক লাগি ॥

১। চন্দনানুলেপনে ও বীজনে মূর্চ্ছিত হইতেছেন। চন্দন ও মলয়ানিল প্রেমোদ্দীপক।

২। রাইয়ের জীবন থাকিতে থাকিতে অভিসার কর।

৩। যদি রাইকে দেখিবে, তবে বিলম্ব করিও না।

৪। চন্দ্র, চন্দন ও সমীরণ অগ্নির ন্যায় তাহাকে জ্বালা দিতেছে।

অনেক যতনে কহ আখর আধ।
না জানিএ অব কিত্র ভেল পরমাদ ॥
নরোত্তম দাস-পহুঁ নাগর কান।
রসিক কলাগুরু তুহুঁ সব জান ॥

মায়ূর ধানশী—মধ্যম ডাশপাহিড়া।

চলিলা নাগর-রাজ ধনি দেখিবারে।
অথির চরণ যুগ আরতি বিথারে[১] ॥
সোঙরিতে সো প্রেম অবশ ভেল অঙ্গ।
অন্তরে বাঢ়ল মদন-তরঙ্গ ॥
সুশীতল কুঞ্জবনে শুতিয়াছে রাধে।
ধনি-মুখচান্দ হেরই পহুঁ সাধে ॥
অধর কপোল আঁখি ভুরুযুগ মাঝ।
পুন পুন চুম্বই বিদগধরাজ ॥
অচেতন রাই সচেতন ভেল।
মদন জনিত দুখ সব দূরে গেল ॥
নরোত্তম দাস-পহুঁ আনন্দে ভোর।
তুহুঁ রসে মাতল নাহি সুখ-ওর[২] ॥

১। অধীর আগ্রহে পদযুগ অস্থির হইয়া উঠিল।
২। সুখের সীমা।

পুনশ্চ খণ্ডিতা।*

শ্রীগৌরচন্দ্র।

বিভাষ—মধ্যম দশকুশী।

সহজই গৌর প্রেমে গর গর
ফিরাঞা যুগল আঁখি।
দামিনী সহিতে সুন্দর জলদে
অরুণ কিরণ দেখি১ ॥

---

* উল্লঙ্ঘ্য সময়ং যস্যাঃ প্রেয়ানন্যোপভোগবান্।
ভোগলক্ষ্মাঙ্কিতঃ প্রাতরাগচ্ছেৎ সা হি খণ্ডিতা ॥
—উজ্জ্বলনীলমণি।

সঙ্কেত কাল অতীত করিয়া যাহার প্রিয়তম অন্য নায়িকা সঙ্গ করিয়া তাহার চিহ্ন অঙ্গে ধারণ করতঃ প্রাতঃকালে আগমন করেন, সেই রমণীকে খণ্ডিতা বলে।

১। স্বভাবতঃই শ্রীগৌরচন্দ্র প্রেমে বিভোর হইয়া আছেন; তাহাতে আবার যুগল নয়ন ফিরাইয়া বিদ্যুৎ জড়িত সুন্দর মেঘে অরুণ কিরণ দেখিলেন।

এস্থলে বিদ্যুৎ সমন্বিত মেঘ দেখিয়া পীতাম্বরধারী শ্রীকৃষ্ণকে মনে পড়িল এবং তাহাতে অরুণ কিরণ দেখিয়া কৃষ্ণাঙ্গে অপর নায়িকা কর্ত্তৃক অঙ্কিত সিন্দূর চিহ্ন স্মরণ হইল।

উঠিল ভাবের তরঙ্গের রঙ্গ
সম্বরি না পারি চিতে।
কহে কি লাগিয়া কিবা সাজাইয়া
কেন কৈল হেন রীতে[১] ॥
এ-রাধা মোহন কহে বৃষ ভানু-
সুতা রসে ভেল ভোর।
হেন ছলে বুলে উদ্ধারে সকলে[২]
কিছু না হইল মোর ॥

ললিত—মধ্যম দশকুশী।

মধু ঋতু যামিনী উজাগরি নাগরী
নাগর মিলনক আশে।
সো সব আনত আনমত হোয়ল[৩]
ভৈগেল তবহি নৈরাশে ॥

১। ভাব তরঙ্গে উদ্বেলিত হৃদয়ে গৌরাঙ্গ বলিতেছেন 'কিসের জন্য, কে এমন করিয়া (আমার প্রাণনাথকে) সাজাইয়া দিল ?'

২। ভ্রমণ করে; শ্রীরাধার ভাবে বিভোর হইয়া তিনি ভ্রমণ করেন এবং এই ছলে সকলকে উদ্ধার করেন।

৩। অন্যত্র অন্যরূপ হইল।

অপরূপ প্রেমক রীত।
নিজ মন্দিরে ধনি গমন করল পুন
নাহ পন্থে উপনীত ॥ ধ্রু ॥
হেরল নাহ- বদন যব সুবদনি
নাগর সচকিত ভেল।
ধনি কহে শুন বর নাগর শেখর
আজু রজনি কাঁহা গেল ॥
সুন্দর সিন্দুর- বিন্দু ভাল পর
কিয়ে ভেল অপরূপ শোভা।
অধর সুরঙ্গ রঙ্গ অব হেরিয়ে
তছু পর মৃগমদ আভা ॥
উরে যাবক হেরি দুখিত হৃদয় মোরি
কোন রমণী অছু কেল।
রাধা মোহন দাস কিয়ে বোলব
পিরিতি-দ্বন্দ্ব অব ভেল[১] ॥

১। প্রেম কলহের আরম্ভ হইল।

ললিত বিভাস—তেওট।

ভাল হৈল আরে বন্ধু আইলা সকালে।
প্রভাতে দেখিলাম মুখ দিন যাবে ভালে॥
বন্ধু তোমার বলিহারি যাই।
ফিরিয়া দাঁড়াও তোমার চাঁদমুখ চাই॥
আই আই[১] পড়েছে রূপ কাজরের শোভা।
ভালে সে সিন্দুর দাগ মুনির মনোলোভা[২]॥
খর-নখ দংশনে অঙ্গ জর জর।
ভালে সে কঙ্কনের দাগ হিয়ার উপর॥
নীল পাটের শাড়ী কোঁচার বলনী[৩]।
রমণীরমণ হৈয়া বঞ্চিলা রজনী॥
সুরঙ্গ যাবক-রঙ্গ উরে ভাল সাজে।
এখন কহ মনের কথা আইলা কিবা কাজে॥
চারি পানে চাহে নাগর আঁচলে মুখ মোছে।
চণ্ডীদাসের লাজ ধুইলে না ঘুচে[৪]॥

১। ছি ছি!

১। ব্যঙ্গোক্তি

৩। পীতবসনের স্থলে আজ পরিধানে নীলাম্বর ও তাহাতে আবার কোঁচার বাহার!

৪। মুছিলে ত এ লজ্জা যাইবেই না; ধুইলেও না!

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

রামকিরি—নন্দন তাল।

কলধৌত[১] কান্তি কলেবর গোরি।
কান্তক কত দুখ না জানসি থোরি[২] ॥
কৈতব না কহ এ তুয়া কান[৩]।
কোপে করসি তুহুঁ কতমত ভান[৪] ॥
কুসুমিত কাননে জাগলুঁ তুয়া লাগি।
কেবল করণ উচিত হিএ লাগি[৫] ॥

১। স্বর্ণ

২। কান্তকে (আমাকে) যে কত দুঃখ দিতেছ, তাহা একটুও জান না।

৩। 'আমি তোমারই কৃষ্ণ', ইহা ছলনা মনে করিও না।

৪। তুমি ক্রোধান্বিতা হইয়াছ, তাহাতেই নানা রূপ অনুমান করিতেছ (যথা মৃগমদকে কাজলের দাগ ভাবিতেছ ইত্যাদি)।

৫। আমি সারারাত্রি পুষ্পোদ্যানে তোমার নিমিত্ত জাগিয়া কাটাইয়াছি, অতএব তোমার কর্ত্তব্য আমাকে হৃদয়ে ধারণ করা।

(রাধামোহন ঠাকুর তাঁহার টীকায় বলিতেছেন যে 'এখন কহ মনের কথা' এই যে প্রশ্ন শ্রীমতী পূর্ব্বের পদে করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রত্যুত্তরে এক্ষণে বলিতেছেন যে আমাকে তোমার হৃদয়ে লগ্ন করা উচিত।)

কুসুম হার কয়লুঁ কত রাধে।
কণ্ঠে করসি যদি পূরয়ে সাধে ॥
কপট না কর ইথে কোপিনি থোর।
কাতর অন্তর না করহ মোর ॥
কামিনি কুকরম কতয়ে হামারি।
কহ রাধামোহন-পহুঁ কর হারি[১] ॥

শ্রীরাধিকার উক্তি।

বরাড়ি—চন্দ্রশেখর তাল।

শঙ্কর-বরতে আজু পরবেশলুঁ
দারুণ গুরুজন রোল[২]।
অতএ সে সরস পরশ বিহি বাধল
কী ফল নয়নহি লোল[৩] ॥

১। পদকর্ত্তা বলিতেছেন (যে এরূপ ভাবে কুকর্ম্ম স্বীকার করিতে হওয়ায়) প্রভুরই পরাজয় হইল।

২। (শ্রীরাধিকা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন কিন্তু ধীরত্বাবলম্বন পূর্ব্বক বলিতেছেন) আমি আজ শঙ্কর-ব্রতে প্রবেশ করিলাম। অর্থাৎ আজ হইতে শঙ্কর ব্রতের আরম্ভ হইল। (দেখিতেছ না?) গুরুজনদিগের শ্রবণ-বিদারী কোলাহল-ধ্বনি উঠিতেছে।

৩। অতএব সেই রসপূর্ণ স্পর্শে আজ বিধাতা বাধা

মাধব তোহারি চরণে পরণাম।
দ্বিজগণ কঠিন মৌন মোহে লাগল
কহলহুঁ বিহি ভেল বাম[১] ॥
দূর কর হার তোহারি কর-বিরচিত
অব রহু বেশক সাধ[২]।
শ্রবণহুঁ একু কুসুম যব হেরব
ননদি করব পরমাদ[৩] ॥

জন্মাইতেছেন। আঁখির লৌল্যে (লালসায়) কি ফল হইবে? অর্থাৎ আর উহাতে কাজ নাই। 'নয়ন-হিলোল' এরূপ ভাবেও পাঠ করা করা যায়। ৩১১ পৃষ্ঠায় 'নয়ন তরঙ্গিত' তুলনা করুন।

১। বিপ্রগণ কঠিন মৌনব্রত উপদেশ করিয়াছেন (অর্থাৎ তোমার সঙ্গে আজ আর কথা কহিতে পারিতেছি না) পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বিধাতা আজ প্রতিকূল হইয়াছেন।

২। তোমার স্বহস্তে গ্রথিত মালা দূরে লইয়া যাও, এক্ষণে বেশের সাধ ক্ষান্ত থাক!

৩। (মালা দূরের কথা) কানে যদি ননদী একটি ফুল দেখে, তাহা হইলে প্রমাদ ঘটাইবে!

এ মধু মাস আশ হাম বঞ্চিত[১]
জনি কহ কপট-বিলাস[২] ।
কর-সঙ্কেত কতহু সমুঝাওব[৩]
কহতহুঁ গোবিন্দ দাস ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যুত্তর ।

গুর্জ্জরী—একতালা ।

কয়লি কঠিন মৌন কামরিপু কামহিঁ
না করলি করকশ মান[৪] ।
কাঞ্চন কমল- কবল-কর-মুখরুচি
কাহে তব কোকনদ ভান[৫] ॥

১। এই চৈত্রমাস (আমি কঠিন ব্রত গ্রহণ করিয়াছি) তোমার সহিত আলাপের আশায় আমি বঞ্চিত; (তাহাতে তোমার কিছু ক্ষতি নাই, যেহেতু তুমি বহুবল্লভ হইয়াছ—ইহাই ইঙ্গিত।)

২। (মাল্য ইত্যাদি ধারণ করিলে লোকে দেখিলে বলিবে) যে আমার কপট ব্যবহার।

৩। কর-সঙ্কেতে—(মৌনব্রত গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া তোমাকে) হস্ত সঙ্কেতে কত আর বুঝাইব (অর্থাৎ 'যাও, যাও' এই ইঙ্গিত তুমি না বুঝিলে আর কি করিব ?)

৪। তুমি যে বলিলে যে কামরিপু অর্থাৎ শিবের কামনায় (ব্রতে) তুমি কঠিন মৌন অবলম্বন করিয়াছ, কর্কশ মান কর নাই

৫। (তাহা হইলে) তোমার স্বর্ণ-পদ্ম বিনিন্দিত মুখ-কান্তি রক্ত পদ্মের ন্যায় কিরূপে হইল ?

কোপিনি কাতরে কর পরসাদ।
কেবল ক্রীত দাস মোহে জানিয়
দূর কর কৈতব বাদ[১] ॥
কাঁহা করলি ইহ কোপক শীখন
কতিহু না হেরলুঁ রেহ[২]।
কথনক কৌশল কত বিধ জানসি
করণ উচিত নহ এহ ॥
কছুই করএ কভু নিজ জন কলমষ
করইতে হয় করদণ্ড[৩]।
কহ রাধা মোহন পহুঁক করণ নহ
কমল নহুঁ কোপক চণ্ড[৪] ॥

১। আমাকে তোমার ক্রীতদাস জানিয়া, ছলনা দূর কর।

২। এই রূপ মান করা কোথায় শিখিলে? ইহার চিহ্নওত কোথায়ও দেখি নাই।

৩। নিজ জন যদি কিছু অকর্ম্ম করে, তাহা হইলে তাহাকে কর-দণ্ড (জরিমানা ?) করাই উচিত।

৪। পদকর্ত্তা বলিতেছেন যে, প্রভুর (শ্রীকৃষ্ণের) কার্য্য নয়। তিনি যাহাকে কমল বলিতেছেন, সে কমলত নহেই, পরন্তু প্রচণ্ড ক্রোধ।

প্রত্যুত্তরের উত্তর—শ্রীমতীর উক্তি।

গান্ধার—মধ্যম দশকুশী।

আদরে বাদর করি কত বরিখসি
বচন অমিয়া-রস-ধারা[১]।
ও রস সাগরে ডুবি মরত জনু
পুণ ফলে পায়ল পারা[২]॥
মাধব বুঝলুঁ তোহে অবগাহি[৩]।
নাগরী লাখ ভরল তুয়া অন্তর
কো পরবেশব তাহি॥
কী ফল ইঙ্গিত নয়ন-তরঙ্গিত
সঙ্গীত মনমথ ফাঁদে।
তুহুঁ নাগর-গুরু মোহে পঢ়ায়লি
কপট প্রেমময় বান্ধে[৪]॥

১। সোহাগের বাদল সৃষ্টি করিয়া বচনে কত অমৃত-রস ধারাই না বর্ষণ করিতেছ!

২। ঐ যে রস-সমুদ্র, উহাতে ডুবিয়াই মরিতাম; কিন্তু পুণ্য ফলে পার পাইয়াছি।

৩। হে মাধব! তোমাকে ভাল রূপে জানিয়া বুঝিলাম।

৪। তুমি নাগরদিগের শিরোমণি, তুমি আমাকে কপটতা-পূর্ণ প্রেম-বন্ধনে ফেলিয়াছ!

দূর কর লালস রসিক শিরোমণি
ব্রজ রমণী গণ-দেবা।
গোবিন্দ দাস কতহুঁ গুণ গায়ত
তোহারি চরণে মঝু সেবা[১] ॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

ভৈরব রাগ—চন্দ্র শেখর তাল।

থীর নয়নে ধনি তুয়া পথ হেরইতে
কুসুম পরাগ তহিঁ লাগি[২]।
নয়নক আরকত বাঢ়ল অতিশয়
তাহে পুন যামিনি জাগি[৩] ॥
মানিনি মিছই বাঢ়ায়সি মান।
কুঙ্কুম নখ পদ গৈরিক অলকত
রোখে করসি সোই ভান[৪] ॥

১। সখীভাবাপন্ন পদকর্ত্তা তোমার অনেক গুণ-গান করিতেছেন এবং বলিতেছেন, তোমার চরণে আমার প্রণাম (অর্থাৎ এক্ষণে তুমি বিদায় গ্রহণ কর!)

২। নিমেষ শূন্য লোচনে তোমার পথ পানে চাহিতে চাহিতে চোখে ফুলের রেণু লাগিয়াছে।

৩। (তাহাতে আবার) আমার চোখের স্বাভাবিক আরক্ত ভাব রাত্রি জাগিয়া অতিশয় বাড়িয়াছে।

৪। তুমি রোষ বশতঃ কুঙ্কুমকে নখপদচিহ্ন ও গৈরিক রাগকে আলতা মনে করিতেছ।

তুয়া আগে পুন পুন করল নিবেদন
ইহ সব মীছই মান।
নহত পরীখন করব তুয়া আগে
সাঁচ কি মিছ ইহ জান॥
তুয়া বিনু শয়নে সপনে নাহি হেরিএ
তুয়া অনুগত হাম কান।
রাধা মোহন পহুঁ তুয়া পায়ে নিবেদয়ে
ইথে নাহি জানহ আন॥

শ্রীমতীর উক্তি।

সুহই—একতালা।

যামিনি জাগি অলস দিঠি পঙ্কজে
কামিনি অধরক রাগ[১]।
বাঁধুলি অরুণ অধরে ভেল কাজর
ভাল পরি অলকত দাগ[২]॥

১। রজনী-জাগরণ হেতু অলস নয়ন-কমলে (অন্য) কামিনীর অধরের তাম্বূল দাগ।

২। বাঁধুলির ন্যায় লোহিত অধরে কাজলের দাগ এবং ললাটে (চরণের) আলতার চিহ্ন।

মাধব দূর কর কপট সুনেহ[১]।
হাতক কঙ্কন কিএ দরপণে হেরি
চল তুহুঁ তাকর গেহ[২] ॥
সো স্মর-সমর সুধীর কলাবতি
রতিরণে বিমুখ না ভেল।
নখর-কৃপাণে হানি উর অন্তর
প্রেম রতন হরি নেল ॥
প্রেমধন হীন পুরুষে অব কো ধনি
জানি করব বিশোআস[৩]।
গুণ বিনু হার সাখি এক তুয়া হিয়ে
দোসর গোবিন্দ দাস[৪] ॥

১। স্নেহ—প্রেম। মৈথিল—নেহ, কখনও কখনও 'লেহ' উচ্চারিত হয়।

২। হাতের কঙ্কনে অথবা দর্পণে দেখ, দেখিয়া (যে এই সকল চিহ্ন অঙ্কিত করিয়াছে) তাহার গৃহে যাও।

৩। নখর রূপ অসিতে তোমার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া প্রেমধন হরিয়া লইয়াছে ; এক্ষণে সেই প্রেম-সম্পত্তি হারা পুরুষকে কোন রমণী জানিয়া শুনিয়া বিশ্বাস করিবে ?

৪। তোমার গলায় (অন্য নায়িকা কর্তৃক) বিনাসূতে গাঁথা মালা তোমার কৃতকার্য্যের এক সাক্ষী, অপর সাক্ষী পদকর্ত্তা।

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

ললিত—মঠকতাল।

কোপ হৃদয়ে মঝু অঙ্গ না হেরসি
ভাল ভাঁতি আঁখি পসারি[১]।
খলজন বচনহিঁ কছু নাহি শুনসি
সাঁচহি বচন হামারি[২]॥
মানিনি সব কোপ করবি অন্তরায়।
গুণ অবগুণ ভাল মন্দ বিচারণ
তবহিঁ বুঝন ভাল যায়[৩]॥

১। ক্রুদ্ধ অন্তঃকরণে তুমি চক্ষু মেলিয়া ভাল করিয়া আমার পানে চাহিয়া দেখিতেছ না।

২। খল লোকের বাক্যে আমার কথা কিছু শুনিতেছ না, কিন্তু আমি যাহা বলিতেছি, তাহাই সত্য।

৩। মানময়ি, মন হইতে ক্রোধ দূর করিলে, তবে গুণ এবং দোষ, ভাল ও মন্দ বিচার করিয়া ঠিক বুঝিতে পারা যায়।

ঐছন ভাঁতি নিজ নয়ন কোণে পুন
হেরসি হামারি নয়ান[১]।
হামারি হৃদয় হৃদয়ে অবধারিয়ে
নখ-পদ অছু অনুমান[২] ॥
ইথে যদি দোষ লেশ তুহুঁ পায়বি
তবহুঁ করবি অপমান[৩]।

১। একবার মান পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজ নয়ন-কোণে যদি আমার চোখের দিকে তাকাও।

২। আমার হৃদয়-ভাব তোমার আপন হৃদয়ে অনুভব করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে আমার হৃদয়ে কুঙ্কুম দাগ কি নখচিহ্ন!

অব ধারিয়ে এইরূপ ভাবে বিন্যাস করিলে অর্থ হয়, আমার হৃদয় এখন তোমার হৃদয়ে ধারণ করিয়া দেখ। শ্রীকৃষ্ণের কথার তাৎপর্য্য এই যে, একবার যদি শ্রীমতী তাঁহার রূপ ভাল করিয়া দেখেন, তাঁহার চোখে নিজ দৃষ্টি স্থাপন করেন, এবং দয়া করিয়া হৃদয়ে হৃদয় দিয়া বিচার করেন, তাহা হইলে আর মান থাকিবে না। (শ্রীল রাধামোহন ঠাকুরের টীকা দ্রষ্টব্য।)

৩। (এইরূপ ভাবে দেখিয়া) যদি কিছুমাত্র দোষ দেখিতে

রাধা মোহন পহুঁ কহ নহ আনমত
যথি তুহু একই পরাণ ॥

সুই—সমতাল।

(মাধব) কাহে কান্দায়সি হামে।
চলি যাহ সো ধনি ঠামে ॥
তোহারি হৃদয়ে অধিদেবী।
তাক চরণ যাহ সেবি১ ॥

পাও, তাহাহইলে আমার অপমান করিও।

পক্ষান্তরে অপগতং মানং যস্মাৎ এইভাবে 'অপমান' নিষ্পন্ন করিলে অর্থ হয় এই যে যদি দোষ দেখিতেও পাও, তাহাহইলেও আমার প্রতি মান করা সাজে না। কারণ আমি তোমার একান্ত নিজ জন, যেহেতু আমরা দুজনে একপ্রাণ। (শ্রীরাধামোহন ঠাকুরের টীকা দ্রষ্টব্য।)

১। যিনি এখন তোমার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তাহার চরণ সেবা কর গিয়া।

যো যাবক তুয়া অঙ্গ।
ততহি করহ পুন রঙ্গ[১]॥
সোই পূরব তুয়া কাম।
কী ফল মুগধিনী ঠাম॥
এত কহি গদগদ ভাষ।
ভণ রাধামোহন দাস॥

কামোদ—দশকুশী।

রাইক চরিত বুঝি বর নাগর
মন মাহা কয়ল উপায়।
চরণ পাকড়ি নিজ দোষ মানাইয়ে[২]
তব কিয়ে ধনি রোখ যায়[৩]॥
হরি হরি অপরাধ কিছুই না জান।
যাহে লাগি শয়নে স্বপনে নাহি হেরিয়ে
সোই করত অবমান॥

১। তোমার দেহে যে অলক্তকলেখা রহিয়াছে, সেই অলক্তকরাগে পুনরায় তাহার চরণ রঞ্জিত কর গিয়া। অর্থাৎ তাহার পদের আলতা তোমার বক্ষে লগ্ন হওয়াতে, তাহাকে আবার আলতা পরাইবার প্রয়োজন হইয়াছে, ইহাই ধ্বনি।

২। খণ্ডন করিয়া।

৩। তাহাতে যদি ধনির রোষ ঘুচে!

এত কহি রাইক চরণ ধরি বোলত
ক্ষম ধনি মঝু অপরাধ।
ঐছন দোষ কবহু হাম না করব
প্রেমে না করু ধনি বাদ ॥
তবহু সুধামুখি এতহুঁ নাহি শুনিয়ে
চরণ হেলি ঠেলি যায় ॥
ভণ ঘন শ্যাম রোই চলতহি
করবহি কোন উপায় ॥

খণ্ডিতা—ধীরাধীরমধ্যা। *

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

সুই—কাটা সমতাল।

গোরা পহুঁ বিরলে বসিয়া।
অবনত বদন করিয়া ॥
ভাবাবেশে ঢুলু ঢুলু আঁখি।
রজনী জাগিল হেন সাখি ॥

---

* ধীরাধীরা তু বক্রোক্ত্যা সবাষ্পং বদতি প্রিয়ং—উজ্জ্বল নীলমণি।

যে রমণী রোদন করিতে করিতে প্রিয়তমের প্রতি বক্রোক্তি প্রয়োগ করে, তাহাকে ধীরাধীরা কহে।

বিরস বদনে কহে বাণী।
আশা দিয়া বঞ্চিলা রজনী ॥
কান্দিয়া কহয়ে গোরা রায়।
এ দুখ সহনে নাহি যায় ॥
কাতরে কহে সবিষাদ।
নরহরি মাগে পরসাদ ॥

বিভাস—বৃহৎ জপতাল।

চন্দ্রাবলি রতি- ছরমে ঘুমাওল
কূহু কোকিলা নিশি ভোর[১]।
ঐছন সময়ে, চতুর বর নাগর
তেজল তাকর কোর ॥
দিনমণি দেয়ল বার[২]।
কুমুদিনী তেজি অলি কমল পর ধাবই,
বায়স নিয়ড়ে ফুকার ॥ ধ্রু ॥

১। কোকিলের কুহুধ্বনিতে রাত্রি প্রভাত হইল।
২। ফার্সী দরবার কথা হইতে সম্ভবতঃ আসিয়াছে। রাজা বা রাজপুরুষগণের দরবারে অধিষ্ঠান করার নাম 'বার দেওয়া।'

চন্দনে চরচিত সবহুঁ কলেবর,
নীল বসন পরিধান।
অরুণিম লোচন- যুগল ঢুলু ঢুলু,
দিগ দলি আওত কান॥
দূরে হেরি সুন্দরী, ভরমহি বৈঠল,
হলধর আওল জানি।
ললিতা নতমুখি, হাসি হাসি অঙ্গনে,
আসন দেয়ল আনি॥
তব তঁহি বৈঠল কান।
করে কর সুন্দরী, গলে অম্বর ধরি,
ভরমে করল পরণাম॥
লহু লহু পুছই, রোহিণীক মঙ্গল,
ললিতা সখি করি আড়[১]।
ঐছন বচন, শুনি হরি অন্তরে,
ভয় উপজিল গাঢ়॥

১। ললিতা সখীর আড়ালে থাকিয়া রোহিণী মাতার মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ চন্দনে শুভ্র হইয়াছে, পরিধানে নীল বসন এবং চক্ষু দুইটি জাগরণে ঢুলু ঢুলু দেখিয়া শ্রীমতী করজোড়ে এবং গললগ্নীকৃতবাসে সম্ভ্রমের সহিত প্রণাম করিতেছেন (বলরাম ভাবিয়া) এবং রোহিণীর কুশল প্রশ্ন করিতেছেন।

রোহিণীক মঙ্গল, পুছ তুহুঁ সুন্দরী,
সো হোয়ত মঝু জেঠ[১] ।
রামানুজ হাম, প্রাতরে আয়লুঁ,
তুয়া সনে করইতে ভেট ॥
ঐছন বচন, শুনি ধনি অন্তরে,
অতিশয় মতি ভেল বাম ।
দাস মনোহর, তুহুঁ বহু-বল্লভ,
রজনি বঞ্চিলা কোন ঠাম ॥

বিভাস—একতালা ।

জানলুঁ এ হরি তোহারি সোহাগ ।
যাকর দেহলি[২] রজনী গোঙায়লি
তাহিঁ করহ অনুরাগ ॥ ধ্রু ॥

১। তুমি রোহিণীর কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছ, ইহাতে বুঝিলাম যে তুমি আমাকে বলরাম ঠাওরাইয়াছ। কিন্তু তিনি আমার জ্যেষ্ঠ।

২। দেউড়ী, গৃহ। যাহার গৃহে রাতি কাটাইলে, তাহাকেই অনুরাগ দেখাও গিয়া।

রতি-রণ-পণ্ডিত বেশ অখণ্ডিত
ঘন ঘন মোড়সি অঙ্গ।
অতয়ে অনুমানিয়ে বেকত উজাগরি
বিঘটিত ভামিনী সঙ্গ[১] ॥
মতি অনুরূপ গতি এহ বচন সতি
আজু দেখলুঁ পরতেক[২]।
যো পরবঞ্চক বিহি তাহে বঞ্চউ
দুরজন দেখি না দেখ[৩] ॥

১। তুমি রতিরণাভিজ্ঞ, এই জন্য তোমার বেশ শিথিল হইলেও পুনরায় তাহা সুচারুরূপে বিন্যস্ত করিয়া আসিয়াছ। কিন্তু পুনঃ পুনঃ অঙ্গ মোড়াইতেছ, তাহাতে অনুমানে বুঝা যাইতেছে যে তুমি রাত্রি জাগরণ করিয়াছ এবং অন্য রমণীর সঙ্গ ঘটিয়াছে!

২। যার যেমন মতি, তার অনুরূপ কাজ এই যে কথা আছে, তাহা সত্য ; ইহা আজ প্রত্যক্ষ দেখিলাম।

৩। যে প্রবঞ্চক বা শঠ বিধাতা তাহাকে নিশ্চয়ই বঞ্চনা করিবেন (অর্থাৎ কাম্যলাভে বাধা দিবেন), দুর্জ্জন তাহা দেখুক বা না দেখুক।

তুহুঁ রস সাগর বিদগধ নাগর
হাম মুগধিনি কুলনারী[১]।
গোবিন্দদাস কহই অব হরি সঞে
অনুনয় বুঝই না পারি[২] ॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

কড়খা ধানশী—বা সুহই ধড়া।

করে কর জোড়ি মিনতি করি তোসঞে
চরণে করি প্রণিপাত।
কোপে কমলমুখী নয়নে না হেরসি
অভিমানে অবনত মাথ[৩] ॥

১। তুমি রসের সাগর, রসিক চূড়ামণি, (তুমি সকলই জানিতেছ!) আমি অনভিজ্ঞা, নির্ব্বোধ (আমি আর কি বলিতে পারি)—শ্লেষোক্তি।

২। (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতী যে সকল বাক্যবাণ বর্ষণ করিতেছেন, তাহাতে) পদকর্ত্তা বুঝিতে পারিতেছেন না যে এ কি প্রকার অনুনয়!

৩। আমি তোমাকে করজোড়ে মিনতি করিলাম ও তোমার চরণে প্রণত হইলাম। কিন্তু হে পঙ্কজ-বদনে তুমি ক্রোধ বশতঃ একবার ফিরিয়াও দেখিলে না। অভিমানে একবারও মুখ তুলিলে না।

সুন্দরী ইথে কি মনোরথ পূর[১]।
যাচিত রতন তেজি পুন মঙ্গল
সো মিলন অতি দূর[২] ॥ ধ্রু ॥
কোকিল নাদ শ্রবণে যব শুনবি
তব কাঁহা রাখবি মান।
কোটী কুসুম শর হিয়া পর বরিখব
তব কৈছে ধরবি পরাণ ॥
মঝু এত বচনে তোহারি নাহি আরতি
হিত কহিত কহ আন।
দারুণ দখিণ পবন যব পরশব
তবহি মিটব দুরভান[৩] ॥

১। ইহাতে তোমার কি মনস্কাম পূর্ণ হইবে ?

২। যে রত্ন অযাচিত ভাবে বা যাচিয়া আগমন করে, তাহাকে ত্যাগ করিলে পুনরায় মঙ্গল হওয়া (অর্থাৎ সে রত্ন লাভ করা) কঠিন।

৩। তখন তোমার ভ্রান্ত ধারণা দূর হইবে বা তোমার ভ্রান্ত ধারণা জনিত অভিমান শান্ত হইবে।

গুণগণ ছোড়ি দোষ এক সোঙরসি
নিকটহি কোই না যাব।
দারুণ নয়নে আরতি তব বাঢ়ব[১]
অব ঘনশ্যাম দুখলাভ[২] ॥

ধানশী—জ°তাল।

সখিগণ মেলি বহুবচন কেল।
মানিনি শুনি কিছু উত্তর না দেল ॥
কোপে কহয়ে শুন নাগর কান।
এতহু করায়সি কাহে অপমান ॥
কাহে তুহুঁ পুন পুন দগধসি মোয়।
যাহ চলি তুঁহু যাঁহা নিবসয়ে সোয় ॥

গান্ধার—মধ্যম একতালা।

কত রূপে মিনতি করল বর নাহ।
গলে পীতাম্বর ঠাড়হি কর জোড়ি
তব ধনি পালটি না চাহ ॥ ধ্রু ॥

১। ক্রোধারুণ নয়নে তখন তোমার আগ্রহ (দর্শন-লালসা) বর্দ্ধিত হইবে।

২। এখন ঘনশ্যামের (পক্ষান্তরে পদকর্ত্তা ঘনশ্যাম দাসের) কেবল দুঃখই লাভ হইল।

তবহি রসিক-রাজে সিরজিয়া মন মাঝে
গদ গদ কহে আধ বাত।
পাঁচ বদন অহি মঝু পদে দংশল
জর জর ভেল সব গাত॥
এত কহি নাগর কাঁপই থর থর
মুরছি পড়ল সোই ঠাম।
কি ভেল কি ভেল বলি চমকি রাই চললি
কোরে করল ঘনশ্যাম॥
শিতল সলিল লেই নয়নে বয়নে দেই
নীল বসনে করু বায়।
চেতন পাইয়া হরি উঠল অঙ্গ মোড়ি
উদ্ধব দাস গুণ গায়॥

সুহই—ছোট দশকুশী।

সই লো কি মোহন রূপ সুঠাম।
হেরইতে মানিনি তেজই মান॥ ধ্রু॥
উজোর নীলমণি মরকত ছবি জিনি
দলিতাঞ্জন হেন ভাল।
জিনিয়া যমুনা জল নিরমল ঢল ঢল
দরপণ জিনিয়া রসাল॥

কিয়ে নব নীল নলিনি কিয়ে উতপল
জলধর নহত সমান।
কমনিয় কিশোর কুসুম অতি কোমল
কেবল রস নিরমাণ॥
অমল শশোধর জিনি মুখ সুন্দর
সুরঙ্গ অধর পরকাশ।
ইষত মধুর হাস সরসহি সম্ভাষ
রায় বসন্ত পহুঁ রঙ্গিণি-বিলাস॥

সুই রাগিণী—আড়তাল।

দূরে গেল মানিনি মান।
রাই কোরে মগন ভেল কান॥
অরুণ উদয় ভেল দেখি অতি ভিত।
নাগর নাগরী চমকিত চীত॥
শ্যাম করে ধরি ধনি কহে মৃদু বোল।
নিজ গৃহে চল অব নহে উতরোল॥
দেব আরাধনে আয়ব হাম।
পুন দরশন হোয়ব সোই ঠাম॥
রসিক শেখর তুহুঁ বিদগধ কান।
হাম অবলা গুণ-হীন মতি বাম॥

কঠিন বচন হাম যে কহিলুঁ তোয়।
ইথে কিছু অপরাধ না লঅবি মোয়॥
এত কহি দুহু জন চলু নিজ গেহ।
মন্দিরে আয়ল লখই না কেহ॥
ঐছন রসময় দুহুঁক চরিত।
উদ্ধব দাস হেরি হরষিত চীত॥

পুনশ্চ উৎকণ্ঠিতা। *

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

কামোদ—যোত সমতাল।

দেখ দেখ পূর্ণতম অবতার।
যছু গুণ গানে গবাশন গণ সঞে
গরবহি পাওল পার[১]॥ ধ্রু॥

---

* সংকেতে প্রাণেশ নাহি আসে কি কারণ,
করে চিন্তা যেবা 'উৎকণ্ঠিতা' সেই জন।—রসমঞ্জরী

১। সঞে=হইতে। যাঁহার গুণগান করিয়া (মহাপ্রভুর সঙ্গীরা) অখাদ্যভোজীগণ হইতে সগর্ব্বে পরিত্রাণ লাভ করিল। নবদ্বীপের কাজি সংকীর্ত্তন মানা করিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গীরা নগরকীর্ত্তনে বাহির হইয়া কাজির গৃহ পর্য্যন্ত ধাবমান হইলেও কেহ তাঁহাদের কেশস্পর্শ করে নাই।

গোপীজন প্রাণ- বল্লভ যো জন
সো শচীনন্দন হোই।
গোপীগণ-গুণ- গামে গৌর পুন
হোই রজনি বনি রোই[১] ॥
চৌদিশে চাঁদ চাঁদনি চাহি চমকিত
চিতে অতি পাই তরাস।
কাঁপি কহয়ে কাহে কানু নাহি মিলল
কী ফল কায়-বিলাস ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি করতহিঁ কীর্ত্তন
কান্তক কামন মর্ম্ম[২]।
ভণ রাধামোহন ভাবে ভোর পহুঁ
ভণ যুগ-পাবন ধর্ম্ম[৩] ॥

১। যিনি গোপীদিগের প্রাণবল্লভ, তিনি শচীনন্দন হইয়াছেন, অথবা সেই গৌরচন্দ্রই আবার গোপীগণের গুণগ্রামে বিভোর হইয়া রজনীতে রোদন করিতেছেন।

২। প্রাণকান্তের জন্য উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে

৩। প্রভু আজ রাধার ভাবে বিভোর হইয়া যুগপাবন যে ধর্ম্ম অর্থাৎ কৃষ্ণ নাম, তাহাই বলিতেছেন।

গান্ধার—ছুটকী ।

দেখ সখি অটমিক রাতি ।
আধ রজনি বহি যাতি ॥ ধ্রু ॥
দশ দিশ অরুণিম ভেল ।
আধ চান্দ উই গেল[১] ।
অব হরি না মীলল রে ।
বিহি মোরে বঞ্চল রে ॥
বিঘটন হরিক সন্দেশ[২] ।
কাহে বনাওল বেশ ॥
কাহুক নহ ইহ গারি ।
ধনি জনি হোএ কুলনারি[৩] ॥
কৈছনে ধরব পরাণ ।
কো অব সহ ফুলবাণ ॥
গোবিন্দদাস সব জান ।
যব জানি মীলব কান ॥

১। উই—উদিত হইয়া (অতীত হইয়া)

২। শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ অন্যরূপ (অপ্রত্যাশিত); অর্থাৎ তিনি আসিলেন না।

৩। কেহ যেন কুলরমণী হয় না, কাহারও এরূপ (কুলনারী বলিয়া) তিরস্কারচ্ছলে ও যেন অপবাদ না ঘটে! অর্থাৎ কুলরমণী হইলে তাহার মত দুঃখ আর নাই। কুলরমণী কৃষ্ণ পাইবার জন্য সহস্র ব্যাকুলতা সত্ত্বেও নিরুপায়।

মালব রাগ—যৎ।

কথিত সময়েঽপি হরিরহহ ন যযৌ বনম্।
মম বিফলমিদমমলমণিরূপযৌবনম্॥
যামি হে কমিহ শরণং সখীজন-বচন-বঞ্চিতা[১]॥ ধ্রু॥
যদনুগমনায় নিশি গহনমপি শীলিতম্।
তেন মম হৃদয়মিদমসম-শর কীলিতম্[২]॥
মম মরণমেব বরমতিবিতথ-কেতনা।
কিমিহ বিষহামি বিরহানলমচেতনা[৩]॥
অহহ কলয়ামি বলয়াদি মণিভূষণম্।
হরি-বিরহ-দহন-বহনেন বহু-দূষণম্[৪]॥

১। আমি এখন কাহার শরণাপন্ন হইব; সখীগণের আশ্বাস-বাক্যে আমি প্রবঞ্চিতা। কথিত সময়ে শ্রীহরি বনে আসিলেন না। আমার এই নির্ম্মল রূপ যৌবন বিফল হইল।

২। যাঁহার আশায় আমি রাত্রিতে বনে আসিলাম, তাঁহারই দ্বারা আমার হৃদয় মদনের শরে বিদ্ধ হইল।

৩। আমার দেহ যখন এরূপ ভাবে ব্যর্থ হইল, তখন আমার মরণই মঙ্গল। আমি এইরূপ চেতনাহারা অবস্থায় বিরহানল সহ্য করিব কেন?

৪। হায়! আমি বলয়াদি রত্নালঙ্কার পরিধান করিয়া আসিলাম, এক্ষণে কৃষ্ণবিরহে সে সকল কেবল দোষের আকর হইয়াছে।

মামহহ বিধুরয়তি মধুর মধু-যামিনী।
কাপি হরিমনুভবতি কৃত-সুকৃত-কামিনী[১] ॥
কুসুম-সুকুমার-তনুমতনু শর-লীলয়া।
স্রগপি হৃদি হন্তি মামতি বিষম-শীলয়া[২] ॥
অহমিহ নিবসামি ন গণিত-বন-বেতসা।
স্মরতি মধুসূদনো মামপি ন চেতসা[৩] ॥
হরি-চরণ-শরণ-জয়দেব কবি-ভারতী।
বসতু হৃদি যুবতিরিব কোমল কলাবতী[৪] ॥

১। হায়! এই মধুরাতিমধুর রাত্রি আমাকে বিরহে কাতরা করিতেছে, আর কোনও সৌভাগ্যশালিনী রমণী হয়ত কৃষ্ণ-সঙ্গমসুখ অনুভব করিতেছে!

২। আমার কুসুম হইতেও কোমল এই দেহে হার যেন বিষম পুষ্প শর হইয়া হৃদয়কে পীড়া দিতেছে।

৩। আমি এই বেতস বন গণ্য না করিয়া এখানে বাস করিতেছি, আর কৃষ্ণ আমার কথা একবার মনেও করিতেছেন না!

৪। শ্রীহরির পাদপদ্মৈকশরণ জয়দেব কবির বাণী কোমল কলাভিজ্ঞা যুবতীর ন্যায় রসিকজনের হৃদয়ে লগ্ন হউক।

গুর্জ্জরী—যৎ। *

ঋতুপতি-রাতি বিরহ জ্বরে জাগরি
দোতি উপেখলি রামা[১]।
প্রিয় সখি বোলি মোহে পাঠাওলি
অতএ আয়লুঁ তুয়া ঠামা[২] ॥
শুন মাধব করযোড়ে কহলম তোয়।
মনমথ রঙ্গে তরঙ্গিত লোচনে
নিমিখ না হেরবি মোয়[৩] ॥ ধ্রু ॥
দূর কর আলস আনতহিঁ লালস
চাতুরি বচন-বিভঙ্গ[৪]।
বরু জীবন হাম তোহেঁ নিরমঞ্ছব
তবহুঁ না সোঁপব অঙ্গ[৫] ॥

---

* এই গীতটি বসন্তকালোচিত উৎকণ্ঠার পর গেয়।

১। বাসন্তী রজনী তোমার বিরহে জাগরণে কাটাইয়া শ্রীরাধা দূতী পাঠাইলেন না।

২। আমাকে তাঁহার প্রিয়সখী বলিয়া পাঠাইলেন, সেইজন্য তোমার নিকট আসিলাম।

৩। আমার প্রতি ওরূপ কামমোহিত দৃষ্টিতে তিলেকের জন্যও চাহিও না।

৪। আলস্য পরিত্যাগ কর, অন্যের প্রতি লালসা এবং চাতুর্য্যপূর্ণ বাকভঙ্গী দূর কর।

৫। আমি তোমাকে আমার জীবন বরং উৎসর্গ করিয়া দিতে পারি, দেহ সমর্পণ করিব না!

যাহে শির সোঁপি কোর পর শুতিয়ে
সো যদি করু বিপরীতে[১]।
পিরিতিক রীত কৈছনে মেটব
গোবিন্দদাস রহু চিতে[২] ॥

গান্ধার—একতালা।

তোহারি সঙ্কেত কুঞ্জে কুসুম শর
পুঞ্জে রহলি একশরিয়া[৩]।
তনু বন বিরহ দহনে ধনি দগধই
প্রাণ হরিণি যাএ জরিয়া[৪] ॥

১। যাহাকে মস্তক সমর্পণ করিয়া ক্রোড়ে শয়ন করিলাম (অর্থাৎ বিশ্বাস করিলাম) সে যদি অবিশ্বাসের কার্য্য করিল;

২। পদকর্ত্তা চিন্তাকুল হইয়া বলিতেছেন যে, তাহা হইলে পিরীতির আশা কি প্রকারে মিটিবে?

৩। তোমার সঙ্কেতকুঞ্জে (অর্থাৎ যে কুঞ্জে মিলিত হইবে বলিয়া তুমি সঙ্কেত করিয়াছিলে) আসিয়া শ্রীরাধা মদনবাণে জর্জ্জরিত হইয়া একাকিনী অপেক্ষা করিলেন।

৪। বন দগ্ধ হইলে যেমন হরিণী পুড়িয়া মরে, শ্রীরাধিকার দেহ তেমনি তোমার বিরহানলে দগ্ধ হইতেছে বলিয়া, তাহার প্রাণ জর্জ্জরীভূত হইতেছে!

মাধব ধৈরয গমন তোহারি।
ও ক্ষণ লাখ কলপ করি মানই
তলপ ভরএ দিঠি বারি[১] ॥
তোহাঁরি সন্দেশ আশে ধনি কুলবতি
খোয়ল কুল-তনু-কাঁতি[২] ॥
নিকরুণ মদন বেদন নাহি জানই
হানই খর শর পাঁতি ॥
পরাণ প্রেম- আশ গুণে বাঁধল
ভাষ না নিকসই বদনে[৩] ॥
ভনএ যদু নন্দন সো যদি টুটএ
অতএ চলহ সোই সদনে[৪] ॥

১। হে মাধব! তোমার গমন বিলম্বে সে এক এক ক্ষণ লক্ষ কল্প বলিয়া মনে করিতেছে এবং নয়নজলে উপাধান ভাসিয়া যাইতেছে।

২। বিস্তৃত কুলগৌরব

৩। সে কেবল প্রেমের আশায় (আশারজ্জুতে) প্রাণ বাঁধিয়া রাখিয়াছে, মুখে বাক্য নিঃসৃত হইতেছে না।

৪। পদকর্ত্তা বলিতেছেন, যে পাছে সেই রজ্জু ছিন্ন হয় অর্থাৎ সেই সঙ্গে প্রাণও বহির্গত হয়, অতএব তাহার নিকট চল।

শ্রীকৃষ্ণের অভিসার।

উৎকণ্ঠিতা-মিলন।

বালা ধানশী—জপতাল।

সখি মুখে শুনইতে সুনয়নি দুখ।
কি কহব কানু কছু না কহ ত মুখ॥
নয়নক নীর নয়ন সঞে বারি।
চলইতে টলমল চলই না পারি॥
ধাধসে মীলল সুন্দর শ্যাম।
সব দুখ দূরে গেল পূরল কাম॥
হেরইতে দুহুঁ সুখে দুহুঁ মুখ-ইন্দু।
উছলল দুহু মনে মনোভব-সিন্ধু॥
দুহু পরিরম্ভণে দুহু তনু এক।
শ্যামর গোরি কিরণে রহ রেখ॥
দুহু দুহু জীবন মিলু একু ঠাম।
আনন্দ রসে দুহু হরল গেয়ান॥
দুহুঁ প্রেমে পূরল দুহুঁ মন সাধ।
হেরি যদু নন্দন ভেল উনমাদ॥

ঝুমর—ঝুজঝুটী তাল।

আজ এমনি থাকুক শ্রীরাধা গোবিন্দ।
আনন্দে উলসিত সহচরী বৃন্দ॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

ধানশী—একতালা।

আপনা না চিনে কোপে পিয়ারী
আপনা না চিনে কোপে।
নয়ন ভাঙুর ভঙ্গিমা দেখিয়া
তরাসে নাগর কাঁপে॥
সব ফুল নিয়া চন্দনে মাখিয়া
দাঁড়লো মানিনী আগে।
অঞ্জলি অঞ্জলি পায় দিছে ফেলি
ঠেলিয়া ফেলিছে রাগে॥
ওপদ কমল পরশিতে চাহি
যদি বিহি নহে বামা।
তোমার চরণে শরণ লইনুঁ
সদয় হইয় রামা॥
একুল চাহিতে আকুল অন্তর
ধৈরয না মানি চিতে।
কহে নরহরি শুন লো সুন্দরি
কানু সনে কর প্রীতে॥

শ্রীমতীর উক্তি।

ভূপালী—একতালা।

চাতুরি পরিহর নাগর চোর।
সাখি দেওত সব অঙ্গহি তোর॥
ভালে বিরাজিত সিন্দুর-রেখ।
মুকুর করে ধরি দেখ পরতেখ॥
লোহিত লোচন পঙ্কজ ভাঁতি।
মদন বয়ানে অধর করু কাঁতি॥
ভণহু বিদ্যাপতি শুনহ মুরারি।
তাঁহি চলত যাঁহা বৈঠে বরনারি॥

ভূপালী—জপতাল।

প্রতি অঙ্গে রতি চিহ্ন আঁখি ঢুলু ঢুল।
খসিল কেশ-বেশ মালতি বকুল॥
চল চল মাধব তোহে পরণাম।
গোঙাই সকল নিশি আয়লি বিহান॥ ধ্রু॥
হাম রহল জাগি নিশি একশরিয়া।
চাতুরি না কর চল শত ঘরিয়া॥
চল চল মাধব চল পুনবার।
দগধ শরীর দগধ কত আর॥

মান প্রকরণ।

দুর্জ্জয় মান—তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

সুই—সমতাল বা দশকুশী।

বরণ কাঞ্চন দশ বাণ।
অরুণ বসন পরিধান॥
অবনত মাথে গোরা রহে।
অরুণ নয়ানে ধারা বহে॥
ক্ষণে শিরে করতল রাখি।
ক্ষণে করতল নখে লিখি॥
কান্দিয়া আকুল গোরা রায়।
সোণার অঙ্গ ধুলায় লোটায়॥
বাসুদেব ঘোষে গুণ গায়।
নিশি দিশি আন নাহি ভায়॥

ধানশ্রী—যোত সমতাল।

মদন কুঞ্জপর বৈঠল মোহন
বৃন্দা সখি মুখ চাই।
জোড়ি যুগল কর মিনতি করত কত
তুরিতে মিলায়বি রাই॥

হাম পর রোখি বিমুখ ভৈ সুন্দরী
যবহু চললি নিজ গেহা[১]।
মদন হুতাশনে মঝু মন জারল
জীবনে না বান্ধই থেহা॥
তুহু অতি চতুরী- শিরোমণি নাগর
তোহে কি শিখায়ব বাণী।
তুহুঁ বিনে হামারি মরম নাহি জানত
কৈছে মিলায়বি আনি[২]॥
চন্দন চান্দ পবন ভেল রিপুসম
বৃন্দাবন বন ভেল[৩]।
ময়ূর কোকিল কত ঝঙ্কার দেয়ত
মঝু মনে মনমথ শেল॥

১। আমার প্রতি রোষ বশতঃ বিমুখ হইয়া সুন্দরী যখন নিজ গৃহে গমন করিলেন।

২। তুমি ভিন্ন আমার মনের কথা অন্য কেহ জানে না; তুমি কোনও প্রকারে শ্রীমতীকে আনিয়া আমার সঙ্গে দেখা করাইয়া দিবে।

৩। চন্দন, চন্দ্র এবং মলয় সমীরণ শত্রুর ন্যায় হইয়াছে; বৃন্দাবন গহন অরণ্য সদৃশ মনে হইতেছে।

ছল ছল নয়ান বয়ান ভরি রোয়ত
চরণ পাকড়ি গড়ি যায়[১]।
হাহা সো ধনি হামে নাহি হেরব
সিংহ ভূপতি রস গায়॥

সখীর উক্তি।

শ্রীগান্ধার—মধ্যম দশকুশী।

মাধব নিপট[২] কঠিন মন তোর।
হাত হাত হাম কত শিখায়লুঁ
বাত না রাখলি মোর[৩]॥

১। শ্রীকৃষ্ণ ছল ছল নয়নে রোদন করিতে লাগিলেন, অশ্রুজলে মুখ ভাসিয়া গেল। বৃন্দাদেবীর চরণ ধারণ করিয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিলেন।

সম্পূর্ণরূপে সখীর অনুগত না হইলে কেহ শ্রীরাধার কৃপালাভ করিতে পারে না, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও না, ইহাই তাৎপর্য্য।

২। নিতান্ত, অতিশয়

৩। আমি তোমাকে প্রতি কার্য্যে (হাত হাত) কি কথা বলিতে হয় না হয়, তাহা শিখাইয়া দিলাম, অথচ তুমি আমার কথা রাখিলে না।

সো বর নাগরী সহজই সুন্দরী
কোমল অন্তর বামা।
বহুত যতন করি তোহে মিলায়লুঁ
কাহে উপেখলি রামা॥
তুহু অতি লম্পট করলহি বিপরীত
প্রেম কি রীত না জানি।
হাতক লছমী চরণ পরে ডারসি
কৈছে মিলায়ব আনি॥
বাসর জাগি আগি সম উপজল
রজনী গোঙায়ল জাগি[১]।
তোহারি বচনে হাম এক বেরি যায়ব
মিলব তুয়া গীত ভাগি[২]॥
মোহন-মানস বুঝি দূতী আয়ল
মীলল রাইক পাশ।
ভূপতি নাথ দেখি অতি কৌতুক
অন্তরে উপজল হাস॥

১। বাসর অর্থাৎ প্রাণকান্তের সহিত বিলাস-যোগ্য সজ্জাদি করিয়া সারা নিশি তোমার প্রতীক্ষায় জাগিয়া কাটাইল।

২। তোমার সুমধুর (মুরলী) গানের ভাগ্যে যদি মিলন হয়।

ধানশী—মধ্যম একতালা।

মদন কুঞ্জ তেজি চললি চতুর দূতী
পবনক গতি সম গেল।
ক্ষিতি নখে লেখি দেখি মুখ ঝাঁপল
বাই উতর না দেল॥
চতুরী দূতী তব মনহিঁ বিচারল
কহত ললিতা সঞে বাত॥
কাহে বিমুখ ভই বৈঠলি দুবরি[১]
কি ভেল আজুক বাত॥
হেরি ললিতা সখি মৃদু মৃদু বোলত
হামারি করম মতি ভেলি।
নাগর কিশোর কুঞ্জে নিশি বঞ্চল
চন্দ্রাবলী সঞে কেলি॥
হাসি হাসি নিয়ড়ে যাই দূতী বৈঠল
কহতহি মধুরিম বাণী।
ইহ লঘু দোখে রোখ যব মানসি
কো কহে তোহে সেয়ানী[২]॥

১। দুর্ব্বলা।

২। এই সামান্য দোষে যদি রাগ করিবে, তাহা হইলে তোমাকে কে চতুরী বলিবে?

উঠ উঠ সুন্দরী মান দূর করি
বাহু পশারি করু কোর।
ফটকই হাত[১] বাত নাহি শুনই
কোপে ভরল তনু জোর॥
রাইক নিঠুর বচন শুনি সহচরী
কোপে ভরল সব গাত।
ভূপতি নাথ রোখে তব বোলত
যবহুঁ ফটকল হাত॥

সখীর উক্তি।

শ্রীরাগ—মধ্যম দুঠুকী।

অখিল লোচন তম তাপ বিমোচন
উদয়তি আনন্দ কন্দে।
এক নলিনী মুখ মলিন করয়ে যদি
ইথে লাগি নিন্দহ চন্দে[২]॥

১। হাত ফটকানো—হস্তের দ্বারা নিষেধ সূচক ইঙ্গিত করা।

২। নিখিল লোচনের অন্ধকার ও তাপ-বিমোচনকারী, আনন্দের মূলভূত চন্দ্র যখন উদিত হয়, তখন একমাত্র কমলিনী যদি মুখ মলিন করিয়া থাকে, তাহার জন্য কি চন্দ্রকে নিন্দা করিবে?

সুন্দরি বুঝল তুয়া প্রতিভাতি[১]।
গুণগণ তেজি দোষ এক ঘোষসি
অন্তরে আহিরিণী জাতি[২] ॥
সকল জীবজন- জীব সমীরণ
মন্দ সুগন্ধ সুশীতে।
দীপক জ্যোতি পরশে যদি নাশয়ে
ইথে লাগি নিন্দ মারুতে[৩] ॥
স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গম
সুখ দেই সকল শরীরে।
কাগজ পত্র পরশে যব নাশয়ে
ইথে লাগি নিন্দই নীরে[৪] ॥

১। তোমার বিবেচনাশক্তি বেশ বুঝিতে পারা গেল।

২। বহু গুণ না গণিয়া একমাত্র দোষ পাইয়া তাহাই ঘোষণা করিতেছ। (তুমি যতই সুন্দরী হওনা কেন) মনে মনে মূঢ় গোয়ালা জাতি কি না!

৩। নিখিল জীবগণের জীবন স্বরূপ সুশীতল ও সুগন্ধ পবন যদি স্পর্শমাত্রে প্রদীপ নিভাইয়া দেয়, তাহার জন্য কি পবনকে নিন্দা করিবে?

৪। জল বিশ্বচরাচর সকলের সর্ব্বশরীরে সুখ দান করে, কিন্তু সেই জল যদি কাগজ পত্র নষ্ট করে, তাহার জন্য কি জলকে নিন্দা করিবে?

সংসার জীব জীবন যোইজীবক—পাঠান্তর।

খেনে খেনে সকল কুসুম-মন তোষয়ে
নিশি রহু কমলিনী সঙ্গে।
চম্পক এক যত্তপি নাহি চুম্বই
ইথে লাগি নিন্দই ভৃঙ্গে[১] ॥
পাঁচ পঞ্চগুণ দশগুণ চৌগুণ
আট দ্বিগুণ সখি মাঝে[২]।
চম্পতি-পতি আকুল তো বিনু
বিষাদ না পায়সি লাজে ॥

১। ভৃঙ্গ সময়ে সময়ে সকল ফুলের মনই তুষ্ট করে, কিন্তু রাত্রি কালে সে পদ্মের সঙ্গেই থাকে (আবদ্ধ হইয়া), সে যদি চাঁপা ফুলকে চুম্বন না করে, তবে কি ভৃঙ্গকে নিন্দা করিবে? (ভ্রমর চাঁপা ফুলের মধু খায় না—ইহাই প্রসিদ্ধি)।

২। ষোল হাজার (৫×৫×১০×৪×৮×২) সখীর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ (চম্পতি-পতি) একমাত্র তোমা বিনা আকুল।

শ্রীমতীর উক্তি।

কামোদ—ছোট দশকুশী।

সখি হে জানি কহবি কটুভাষা[১]।
ঐছন বহুগুণ এক দোষে নাশই
একগুণে বহু দোষ নাশা[২] ॥ ধ্রু ॥
কি করব জপতপ দান ব্রতনৈষ্ঠিক
যদি করুণা নাহি দীনে।
সুন্দর কুলশীল ধন জন যৌবন
কি করব লোচন হীনে[৩] ॥

১। শ্রীমতী বলিতেছেন যে সমস্ত ব্যাপার জানিয়া আমাকে যদি কটুবাক্য বলিতে হয়, বলিও।

২। পূর্ব্বপদে সখী যে বলিয়াছেন গুণরাশি থাকিলে তাহা এক দোষকে নাশ করে, তাহার উত্তরে শ্রীমতী বলিতেছেন যে যেমন এক গুণ থাকিলে বহু দোষ নষ্ট করে, তেমনি এক দোষে (মিথ্যাবাদিতা) আবার বহু গুণকে নষ্ট করিতে সমর্থ।

৩। সৌন্দর্য্য, কুল, শীল, ধন, জন, যৌবন যেমন অন্ধের পক্ষে উপকারপ্রদ হয় না, তেমনি চরিত্রহীন ব্যক্তির (শ্রীকৃষ্ণের) নানা গুণ থাকিলেও তাহা ব্যর্থ।

গরল সহোদর গুরুপত্নী-হর
রাহু-বমন তনু কারা[১]।
বিরহী-হুতাশন বারিজ-নাশন
শীল গুণে শশী উজিয়ারা[২] ॥
পর সুতে অহিত যতন নাহি নিজ সুতে
কাক উচ্ছিষ্ট রস পানি।
সো সব অবগুণ সগুণ এক পিকু
বোলত মধুরিম বাণী[৩] ॥

১। চন্দ্র এবং বিষ সমুদ্র মন্থনে উত্থিত হইয়াছিল, এজন্য চন্দ্রকে গরল-সহোদর বলা হইয়াছে। চন্দ্র গুরুপত্নী-গামী বলিয়া ক্ষয় রোগ গ্রস্ত। রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করিয়া পুনরায় বমন করিয়া দেয়, এইজন্য চন্দ্র অশুচি। সর্ব্বোপরি তাহার অঙ্গ কালা অর্থাৎ কলঙ্ক যুক্ত।

২। চন্দ্র বিরহীর পক্ষে অগ্নি স্বরূপ এবং কমলের আহত-কারী, কিন্তু এক স্নিগ্ধতা (শীল) গুণে উজ্জ্বল।

৩। কোকিলও সেইরূপ, কেননা কোকিল নিজের ছানার প্রতি উদাসীন, অপরের ছানার প্রতি অহিতকারী, কাকের উচ্ছিষ্ট রস দ্বারা পুষ্ট। কিন্তু সে সমস্ত দোষ এক মধুর কুহুতানে ঢাকিয়া গিয়াছে।

কানুক পিরিতি কি কহবরে সখি
সবগুণ মূল অমূলে[১]।
বংশী পরশি শপথি করে শত শত
তবহি প্রতীত নাহি বোলে॥
বর পরিরম্ভন চুম্বন আলিঙ্গন
সঙ্কেত করি বিশোয়াসে।
আন রমণী সঞে সো নিশি বঞ্চল
মোহে করল নৈরাশে॥
সুন্দর সিন্দুর নয়নক অঞ্জন
সঞ্চরু দশনক রেখা[২]।
কুঙ্কুম চন্দন অঙ্গে বিলেপন
প্রাত সময়ে দিল দেখা॥

১। কানুর পিরীতির কথা কি বলিব? শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত গুণের মূল হইলেও এক দোষে মূল্যহীন হইয়াছে।

২। দংশনের চিহ্ন রহিয়াছে।

সুন্দর সিন্দুর নয়নক অঞ্জন
যুত সঞে কাজর রেখা।—
রাধামোহন ঠাকুরের পাঠ।

দশনক স্থলে 'দশ নখ' পাঠও দৃষ্ট হয়।

দশগুণ অধিক আনলে তনু দাহিল
রতি চিহ্ন দেখি প্রতি অঙ্গে।
চম্পতি পৈড় কপূর যব না মিলব
তবহু মিলব হরি সঙ্গে[১] ॥

জয় জয়ন্তী মিশ্র ধানশী—ব্রহ্ম তাল।

সখি হে না বোল বচন আন।
ভালে ভেল হাম অলপে চিনলুঁ
যৈছন কুটিল কান ॥

১। রায় চম্পতি—মহারাজ প্রতাপ রুদ্রের মহাপাত্র। ইনি পরম ভাগবত ও গৌরভক্ত ছিলেন।

পদকর্ত্তা বলিতেছেন যে ডাব নারিকেল (উড়িয়া ভাষায় পৈড়) ও কর্পূর যখন মিলিবে না, তখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইব। অর্থাৎ জীবন থাকিতে আর মিলিব না।

নারিকেল জলে কর্পূর মিশ্রিত করিলে বিষাক্ত হয় (শ্রীল রাধা মোহন ঠাকুরের টীকা দ্রষ্টব্য)

কাঠ কঠিন কয়ল মোদক
উপরে মাখিয়া গুড়[১]।
কনয়া কমল বিষে পুরাইয়া
উপরে দুধক পূর[২] ॥
কানু সে সুজন হাম দুরজন
তাহার বচনে যাই[৩]।
হৃদয় মুখেতে এক সমতুল
কুটিকে গুটিক পাই[৪] ॥
দোষ নাহি মানে গুণ না বিচারে
সহজে চপল কান।
ফটিক যোগেশ্বরে যে ফুলে পূজয়ে
সে ফুলে ধরয়ে বাণ[৫] ॥

১। কঠিন কাষ্ঠ খণ্ডের উপর গুড় মাখাইয়া মোদক (সন্দেশ) প্রস্তুত করিলে যেমন হয়, শ্রীকৃষ্ণ সেই রূপ।

২। (অথবা) স্বর্ণ কলসীতে বিষ ভরিয়া তাহার উপরে দুধের পূর দিয়া রাখিলে যেমন হয়, সেইরূপ তিনি।

৩। শ্রীকৃষ্ণ সজ্জন আর আমি দুর্জ্জন—তাহার এই বাক্যই আমি অনুসরণ করি। (ব্যঙ্গোক্তি)

৪। হৃদয় ও মুখে এক—এরূপ লোক কোটীতে একটি মাত্র পাওয়া যায়।

৫। শ্বেত কান্তি শিবকে যে ফুল দিয়া পূজা করে, সেই ফুলই আবার বাণ রূপে ব্যবহৃত হয়। (মদনের ফুলশর-প্রহারের কথা বলিতেছেন।) শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহারও সেই রূপ।

যাহার হৃদয়ে যেমন স্বরূপ
তাহা ছাপি নাহি রয়।
এসব চাতুরী বুঝিতে না পারি
কবি বিদ্যাপতি কয় ১॥

শ্রীরাগ—তেওট।

(তুক)

উহার নাম আর কোরোনা
উহার নামে নাই মোর কাজ।
উনি কোরেছেন ধর্ম্মনষ্ট ভুবন ভরি লাজ॥
উনি নাটের গুরু সই, উনি নাটের গুরু।
উনি করেছেন কুলের বাহির নাচাইয়া ভুরু॥
এনে চন্দ্র হাতে দিলগো যখন ছিল উহার কাজ।
এখন উহার অনেক হইল আমরা পেলাম লাজ॥
কহে বড়ু চণ্ডিদাস বাসুলি আদেশে।
উহার সনে নেহ করি তনু হইল শেষে॥

১। যে ফুলে তেজসি সে ফুলে পূজসি
সে ফুলে ধরসি বাণ।
কানুক বচন ঐছন চরিত
কবি বিদ্যাপতি ভাণ॥—পাঠান্তর।

কামোদ—মধ্যম দশকুশী।

রাইক নিঠুর বচন শুনি সহচরী
মীলল কানুক পাশ।
পন্থক শ্রম ভরে বচন কহে গদ গদ
খরতর বহই নিশ্বাস॥
মাধব দুর্জয় মানিনী জানি।
বিপরীত চরিত হেরি ভেল চমকিত
না ফুরয়ে ইহ আধ বাণী[১]॥
'কা'বোল বোলইতে শুনইতে না পারই
শ্রবণ মুদয়ে দুই পাণি[২]।
জৈমিনি জৈমিনি পুন পুন ফুকরই
বজর শবদ সম মানি॥

১। আমার মুখে আধটি কথাও বাহির হইল না।

২। 'কা' (কানু নামের আদ্যাক্ষর) এই শব্দ শুনিলে দুই হস্তে কর্ণ আবৃত করে। এই শব্দ তাহার কর্ণে বজ্রের ন্যায় কঠোর লাগে, আর সে বজ্রপাত ভয়ে জৈমিনী, জৈমিনী এই নাম স্মরণ করে। 'জৈমিনী' ঋষির নাম করিলে বজ্রপাত ভয় দূর হয়।

জৈমিনিশ্চ সুমন্ত্রশ্চ বৈশম্পায়ন এব চ।
পুলস্ত্য পুলহশ্চৈব পঞ্চৈতে বজ্রবারকাঃ॥

তুয়া গুণ নাম শ্রবণে নাহি শুনয়ে
তুয়া রূপ রিপু সম জানি।
তুয়া নিজ জন সঞে সম্ভাষ না করয়ে
কৈছে মিলায়ব আনি॥
নীল বসন বর কাঁচক চুড়ি কর
পৌতিক মাল উতারি[১]।
করী-রদ চুড়ি কর মোতী মাল বর
পহিরণ অরুণিম শাড়ী[২]॥
অসিত চিত্রকর উরপর আছিল
মিটায়ল চন্দন লাগাই[৩]।
মৃগমদ তিলক ধোই দৃগঞ্চল
কুচ মুখ চন্দনে ছাপাই॥
চারু চিবুকপর এক তিল আছিল
নিন্দি মধুপ-সুত শ্যামা[৪]।

১। (নীল) পুঁতির মালা খুলিয়া ফেলিয়াছে।

২। এক্ষণে হস্তীর দন্ত নির্ম্মিত (শুভ্র) চুড়ি, মোতীর মালা এবং লাল রঙের শাড়ী পরিতেছেন।

৩। কালো চিত্র বক্ষে ছিল, তাহা চন্দনে ঢাকিয়া দিয়াছে।

৪। শ্যামবর্ণের একটি শিশু মধুমক্ষিকা অপেক্ষাও সুন্দর।

তৃণ অগ্রে করি মলয়জে রঞ্জল
সবহুঁ ছাপায়লি রামা ॥
জলধর হেরি চন্দ্রাতপে ঝাঁপল
শ্যামরী সখি নাহি পাশ[১] ।
তমাল তরু গণে চূণে লেপায়ল
শিখি পিকু দূরে নিবাস[২] ॥
তুয়া গুণ বোলত এক শুক পণ্ডিত
শুনি তহি উঠি রোষাই ।
পঞ্জর ঝটকি ফটকি কর পটকিতে[৩]
ধাই ধরল হাম যাই ॥
মধুকর ডরে ধনি চম্পক তরুতলে[৪]
লোচনে জল ভরি পূর ।
শ্যাম চিকুর হেরি মুকুরে করে পটকলি
টুটি ভৈগেল শত চূর[৫] ॥

১। শ্যামা সখীকে নিকটে থাকিতে দেয় নাই।

২। ময়ূর এবং কোকিলকে দূরে রাখিয়া দিয়াছে।

৩। জোরে নিক্ষেপ করিতে

৪। চাঁপা ফুলে ভ্রমর যায় না, এই কবি প্রসিদ্ধির প্রতি ইঙ্গিত।

৫। কালো চুল আয়নায় দেখিয়া, সে আয়না জোরে নিক্ষেপ করিল, আর তাহা শত খণ্ডে চূর্ণ হইয়া গেল।

মেরু সম মান কোপ সুমেরু সম
দেখি ভেল রেণু সমান।
চম্পতি-পতি অব রাই মানাইতে
আপ সিধারহ[১] কান॥

বিদেশিনী মিলন।

শ্রীগান্ধার—মধ্যম দশকুশী।

বর নাগর সাজই নাগরী-বেশা।
মুকুট উতারি সিথি সোঙারল[২]
বেণী বিরচিত কেশা॥
চন্দন ধোই সিন্দুর ভালে রঞ্জই
লোচনে অঞ্জন অঙ্কা।
কুণ্ডল খোলি কর্ণফুল পহিরল
ভরি তনু কেশর পঙ্কা॥
বেসর খচিত শতেশ্বরী[৩] পহিরল
চুড়ি কনক কর-কঞ্জে[৪]।

১। গমন কর।
২। সংস্কার করিল।
৩। বেসর—নোলক, নাসিকার ভূষণ। শতেশ্বরী—হার।
৪। কর কমলে।

চরণ কমল পাশে যাবক রঞ্জন
তা'পর মঞ্জীর গঞ্জে ॥
কাঁচলি মাঝে কদম্ব কুসুম ভরি
আরম্ভন কুচ আভা।
অরুণাম্বর বর শাড়ি পহিরল
বক্র বিলোকন শোভা[1] ॥
ধরি পরিবাদিনী[2] শ্যাম সুমিলনে
শুভ অনুকূল পয়ানে[3]।
পহিলহি বাম চরণ তুলি মোহন
স্ত্রিয়া গতি লচ্ছন ভানে[4] ॥
ঐছন চরিতে মিলল যাহা সুন্দরী
পুরহি একলি ঠাড়ি[5]।
করে করি যন্ত্র তন্ত্র সোঙারত
কো ইহ লখই না পারি ॥

১। মধুর কুটীল চাহনি
২। বীণা
৩। বীণার সুর সুমেল করায় সুযাত্রা হইল।
৪। স্ত্রীলোকদিগের যাহা লক্ষণ অর্থাৎ বাম পদ আগে ফেলা।
৫। অন্তঃপুরে যেখানে রাই একাকিনী দাঁড়াইয়া ছিলেন।

রাইক নিকটে বাজায়ত সুন্দরী
শুনইতে ভৈগেল সাধা[১]।
এ নব যৌবনী নবীন বিদেশিনী
আও ফুকারই রাধা[২] ॥
শুনইতে শ্যাম হরখি চিতে আওল
উঠি ধনি আদর কেল।
বাহু পাকড়ি নিজ আসনে বৈসায়ল
কত কত হরষিত ভেল ॥
তঁহি বাজায়ত বীণা সুমাধুরী
রিঝি দেয়ল মণিমাল[৩]।
ঐছে বাজাওত হামারি যন্ত্রীয়া
মোহন যন্ত্র রসাল ॥
সুর-অপছরি কিয়ে নাগ-কুমারি[৪]
স্বরূপে কহবি তুহুঁ মোয় ॥
আজুক দিবস সফল করু মানলু
দুর্লভ দরশন তোয় ॥

১। শুনিতে সাধ হইল।
২। ওহে নবীন বিদেশিনী এদিকে এস এই বলিয়া রাই ডাকিলেন।
৩। খুসী হইয়া মণির মালা দিলেন।
৪। দেবতাদিগের অপ্সরা অথবা নাগকন্যা।

নাম গাম কহ (কোন) কুলে অবলম্বন[১]
ব্রজে আগমন কিয়ে কাজা।
সুখময়ি নাম মথুরাপুর দুকুল[২]
গুণীজনে পীড়ই রাজা॥
ধনি কহে তুয়া গুণে রিঝি প্রসন্ন ভেল
মাগহ মানস যোয়[৩]।
মনোরথ কর্ম্ম যাচলি যদি সুন্দরী
মান রতন দেহ মোয়[৪]॥
হাসি মুখ মোড়ি পিঠ দেই বৈঠল
কানু কয়ল ধনি কোর।
টুটল মান বাঢ়ল যত কৌতুক
ভূপতি কো করু ওর॥

ভূপালি—একতালা।

(দেখ) অপরূপ রাধামাধব রঙ্গ।
দুর্জ্জয় মানিনি মান ভেল ভঙ্গ॥

১। তোমার নাম, গ্রাম এবং বংশ পরিচয় বল।

২। (শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন) আমার নাম সুখময়ী।

৩। যাহা অভীষ্ট প্রার্থনা কর।

৪। যদি আমার অভিলাষের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা হইলে বলি আমাকে মানরত্ন ভিক্ষা দেও।

চুম্বই মাধব রাই বয়ান।
হেরই মুখশশি সজল নয়ান॥
সখিগণ আনন্দে নিমগন ভেল।
দুহুঁ জন মন মাহা মনসিজ গেল॥
দুহুঁ জন আকুল দুহুঁ করু কোর।
দুহুঁ দরশনে বিদ্যাপতি ভোর॥

নিবেদন।

শ্রীমতীর উক্তি।

পূরবী—ছুঠুকী।

বঁধু, তোমার গরবে গরবিনী হাম
গরব টুটাবে কে।
তেজি জাতি কুল বচন কৈলাম
তোমারে সঁপিয়ে দে॥
শিশুকাল হইতে তোমার সোহাগে
সোহাগিনী বড় আমি।
সখীগণ মোর জীবন অধিক
পরাণ বঁধুয়া তুমি॥

(বঁধু) তোমার আগেতে মরণ হউক
এই বর মাগি আমি।
জনমে জনমে জীবনে জীবনে
প্রাণপতি হইও তুমি ॥
একুলে ওকুলে দুকুলে গোকুলে
আর কেবা মোর আছে।
রাধা ব'লে কেহ শুধাইতে নাই
দাঁড়াইব কার কাছে ॥
যে হোল সে হোল ক্ষমা সব ক'রে
বলিয়া ধরলি পায়।
রসের পাথারে না জানে সাঁতার
ডুবল শেখর রায় ॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

ধানশী—জপতাল।

আর এক বাণি শুন বিনোদিনী
দয়া না ছাড়িহ মোরে।
ভজন সাধন কিছুই না জানি
সদাই ভজই তোরে ॥

ভজন সাধন জানে যেই জন
তাহারে সদয় বিধি।
আমার ভজন তোমার চরণ
তুমি সে আমার নিধি॥
ধাওত পিরিতি মদন বেয়াধি
তনু মন হৈল ভোর।
সকল ছাড়িয়া তোমারে ভজিয়া
এই দশা হৈল মোর॥
নব সন্নিপাতি দারুণ বেয়াধি
পরাণে মরিলাম আমি।
রসের সাগরে ডুবাইয়া মোরে
অমর করহ তুমি॥
যেবা কিছু আমি সব জান তুমি
তোমার আদেশ সার।
তোমারে ভজিয়া নায়ে কড়ি দিয়া
ডুবে কি হইব পার॥
বিপদ পাথার না জানি সাঁতার
ভরসা নাহিক মোর।
বাসুলি আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
যে হয়ে উচিত তোর॥

শ্রীমতীর উক্তি।

সুহই—দুঠুকা।

বন্ধু নয়নে লুকাইয়ে থোব।
প্রেম চিন্তামণি রসেতে গাঁথিয়া
হৃদয়ে তুলিয়া লব॥
শিশুকাল হইতে আন নাহি চিতে
ওপদ করেছি সার।
ধন জন মান জীবন যৌবন
তুমি সে গলার হার॥
শয়নে স্বপনে নিদে জাগরণে
কভু না পাশরি তোমা।
অবলার ক্রটী হয় শত কোটী
সকলি করিবে ক্ষমা॥
না ঠেলিও ছলে অবলা অখলে
যে হয়ে উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিলাম তোমা বন্ধু বিনে
আর কেহ নাহি মোর॥
তিলে আঁখি আড় করিতে না পারি
তবে যে মরিহে আমি।

চণ্ডিদাসে ভণে অনুগত জনে
দয়া না ছাড়িহ তুমি ॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

সুহই—জপতাল।

তেজি কাল বরণ করিব ধারণ
তোমার অঙ্গের কান্তি।
তুয়া নাম লইয়া আকুল হইয়া
শ্রম জলে হব শান্তি ॥
মেলি ভক্তগণ করিব কীর্ত্তন
রাধা রাধা ধ্বনি করি।
ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা হইবে তখন
অচেতনে রব পড়ি ॥
যবে তব ভাব হবে প্রেম ভাব
স্বভাব ছাড়িবে দেহ।
তেজি বংশীধর হব দণ্ডধর
রাখিতে নারিবে কেহ ॥
অমূল্য রতন তব প্রেম ধন
অযাচকে দিব আনে।
বীর চন্দ্রে কহে তবে সে প্রেমের
খালাস পাইবে ঋণে ॥

কেদার—একতালা।

সুন্দরী তুয়া গুণ গণিতে গণিতে।
মনে করি কতবার শুধিতে তোমার ধার
পুন আমায় হইল জনমিতে॥
কলিতে পুরিয়া কালি কলিজা কাগজ করি
খত দিলাম নিজ হাতে লিখি।
খত রইল তব হাতে খাতক হইল নন্দসুতে
খত ছাড়াই বল কিসে দেখি॥
খত ছাড়াইতে যদি ধন নাহি দেয় বিধি
ব্যাজ লাগি কি বুদ্ধি করিব।
জয় রাধে শ্রীরাধে বলি লোটাইয়া মাখিব ধুলি
ইহা বই ব্যাজ নাহি দিব॥*

---

* পরের দুই কলির স্থলে নিম্নলিখিত পাঠ দৃষ্ট হয় :—
তোমার লাগিয়া ধনী বৃন্দাবন ছাড়ি আমি
করিব শ্রীনবদ্বীপে বাস।
তুয়া রূপ হৃদে ধরি নাম হবে গৌরহরি
অবশেষে করিব সন্ন্যাস॥
হইব তোমার পারা কালো বরণ হবে গোরা
তুয়া প্রেম করিব বিস্তার।
রামানন্দ ধ্যানে কয় এবোল উচিত হয়
হইলে হবে জীবের নিস্তার॥

এত কহি শ্যাম রায় ধনির বদন চায়
গদগদ কহে আধ ভাষ।
ও চান্দ বদন খানি বসনে মুছাইল ধনি
কহতহি গোবিন্দ দাস ॥

বালা ধানশী—একতালা।

নবরে নবরে নব নব ঘনশ্যাম।
তোমার পিরিতিখানি অতি অনুপাম ॥
তোমার পিরিতি বন্ধু সুখ-সাগরের মাঝ।
তাহাতে ডুবিল মোর কুল শীল লাজ ॥
কি দিব কি দিব বন্ধু মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সে ধন আমার তুমি ॥
তুমি সে আমার বন্ধু আমি সে তোমার।
তোমার ধন তোমাকে দিব কি যাবে আমার ॥
বাঁচি কি না বাঁচি বন্ধু থাকি কি না থাকি।
অমূল্য চরণ পাই জিয়ন্তে যেন দেখি ॥
যদুনাথ দাসে কহে করুণার সিন্ধু।
কিসের অভাব তার তুমি যার বন্ধু ॥

পুনশ্চ দুর্জ্জয়মান

শ্রীগৌরচন্দ্র।

ললিত বিভাস—তেওট।

কি লাগি আমার গৌর রায়।
আবেশে শ্রীবাস মন্দিরে যায়॥
কি ভাবে গোরা জাগিল নিশি।
কি লাগি মলিন বদনশশী॥
অলসে এলাঞা পড়েছে গা।
চলিতে না চলে কমল পা॥
গৌরবরণ ঝামর ভেল।
নিশিশেষে কেবা এ দুখ দেল॥
কহয়ে রসিক ভকতগণ।
রাধার ভাবে বিভাবিত মন॥
পরসাদ কাহে আমার গোরা।
কাহারে কি কহে প্রলাপ পারা[১]॥

১। পদকর্ত্তা প্রসাদ বলিতেছেন যে গোরচন্দ্র প্রলাপের ন্যায় কাহাকে যেন কি বলিতেছেন।

পঠমঞ্জরী—ছোট দুঠুকী।

মানে মলিন বদন চান্দ।
হেরি সহচরি হৃদয় কান্দ॥
অবনত করি আপন শীর।
সঘনে নয়নে ঝরয়ে নীর॥
খিতিতল নখে লিখই রাই।
থীর নয়নে রহই চাই॥
সখিগণে কিছু না কহে বাত।
অরুণ বসন খসয়ে গাত॥
ফুয়ল কবরি না বান্ধে তায়।
কাতরে শেখর দাঁড়াঞা চায়॥

কৌ রাগিণী—জপতাল।

সকালে অমনি, বৃন্দা ঠাকুরাণী,
আইল ললিতা বাস।
কহিলা সকলি, কানুর বিকলি,
মধুর বিনয় ভাষ॥

শুনিয়া ললিতা, মনে পাই ব্যথা,
দুজনে চলিলা ধাই।
সজল নয়ানে, মলিন বয়ানে,
যেখানে বসিয়া রাই ॥
ললিতা যাইয়া, তারে উঠাইয়া,
করিলা আপন কোরে।
আপন বসন- অঞ্চলে তখন,
মোছয়ে নয়ন লোরে ॥
তুহুঁ রসবতী, জগতে খেয়াতি,
রূপে গুণে নাহি সীমা।
সে বহু বল্লভ, আনের দুর্ল্লভ,
জানিয়া না দেহ ক্ষেমা[১] ॥
শত গুণ যার, এক দোষ তার,
ছাড়িতে উচিত নয়।
সে তোর কারণে, কান্দয়ে কাননে,
এ কবিশেখর কয় ॥

১। তিনি বহুবল্লভ এবং অন্যের পক্ষে দুর্ল্লভ, ইহা জানিয়াও মানে ক্ষমা দিতেছ না?

বৃন্দার উক্তি।

জয়জয়ন্তী—মধ্যম দুঠুকী।

বিরহে ব্যাকুল, বকুল তরুতলে,
পেখলুঁ নন্দকুমার।
নীল নীরজ, নয়ন নাহক,
ঝরই নীর অপার॥
পেখি মলয়জ- পঙ্ক[১] মৃগ মদ,
তামরস[২] ঘন-সার[৩]।
(নিজ) পাণি পল্লবে, মূদি লোচন,
ধরণি পড়ু অসঁভার[৪]॥
বহই মন্দ সু- গন্ধ শীতল,
মন্দ মলয় সমীর।
(জনু) প্রলয় কালক, প্রবল পাবক,
দহই দ্বিগুণ শরীর[৫]॥

১। চন্দন-রস; ২। পদ্ম; ৩। কর্পূর।

৪। এই সকল সন্তাপনাশক বস্তু দেখিয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়া, অ-সামাল হইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইতেছেন।

৫। মৃদুল সুগন্ধ সুশীতল মলয়ানিল বহিতেছে, কিন্তু তাহা প্রলয়কালের প্রবল অনলের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের শরীর দ্বিগুণ জ্বালার সহিত দগ্ধ করিতেছে।

অধিক বেপথু, টুটি পড়ু খিতি,
মসৃণ মুকুতা মাল[১]।
অনিল ভরে জনু, তমাল তরুবর,
মুঞ্চ সুমনস জাল[২]॥
মানমতি তেজি, চলহ সুন্দরি,
(যাঁহা) রসিক রায় রসাল।
সুখদ শ্রুতি অতি, সরস দণ্ডক,
কবি ভূপতি কণ্ঠহার[৩]॥

১। অধিক কম্প হেতু মসৃণ মুক্তার মালা খসিয়া মাটীতে পড়িতেছে।

২। মনে হইতেছে যেন তরুণ তমাল তরু বায়ুভরে কুসুমরাশি বর্ষণ করিতেছে।

৩। মান ত্যাগ করিয়া সেই রসপূর্ণ রসিকরায়ের নিকট গমন করিলে, তাঁহার প্রতি যে সরস দণ্ড প্রদান করা হইবে, তাহা শ্রুতি সুখকর কবি-কণ্ঠহার হইয়া থাকিবে—পক্ষান্তরে ভূপতি নামক কবি-কণ্ঠহার বলিতেছেন।

শ্রীগান্ধার—মধ্যম দশকুশী।

সুন্দরি আর কত সাধসি মান।
তোহারি অবধি করি[১], নিশি দিশি ঝুরি ঝুরি,
কানু ভেল বহুত নিদান[২] ॥ ধ্রু ॥
কি রসে ভুলায়লি, ও নব নাগর,
নিরবধি তোহারি ধেয়ান।
রাধা নাম, কহই যব পন্থিক,
শুনইতে আকুল কান ॥
পুরুখ বধের হেতু, তুহুঁ অভিমানিনি,
কোন শিখায়ল রীতে।
লেহ-বিচ্ছেদ পুন, সহই না পারিয়ে[৩],
গোবিন্দদাস কহ নীতে ॥

১। একমাত্র তোমাকে চিন্তা করিয়া

২। শেষ দশায় পতিত

৩। পদকর্ত্তা (সখীভাবে) প্রেমের বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারিতেছেন না।

সখীর উক্তি।

শ্রীরাগ—বৃহৎ নন্দন তাল।

যে জন তুয়া সঞে, অঙ্গ সঙ্গহি,
শয়নে সপনহিঁ ভোর।
চমকি উঠি ঘন, কাঁপি মুরুছল,
আধ নাম লেই তোর॥
মানিনি সো কি হিয়া নাহি জাগ[১]।
কতহুঁ সকরুণে, তোহে বোধলি,
অবহুঁ ঐছে বিরাগ॥ ধ্রু॥
সে তনু সুন্দর, ধূলি ধূসর,
সে মুখ নিরসল ভেল[২]।
সে দুহুঁ লোচনে, নীর নিকসই,
এ দুখ কোনহি দেল॥

১। তিনি কি তোমার হৃদয়ে জাগিতেছেন না অর্থাৎ তাঁহার কথা কি তোমার মনে পড়িতেছে না?

২। বিশুষ্ক হইল।

হরিকি রিতি নিতি, বিরহে জীবতি,
তেজি ওদন পান।
তুহুঁ সে সুন্দরি, ভেলি দূবরি,
এ বড়ি সংশয় মান[১] ॥
দেহ তেজবি, তাহে উপেখবি,
তেজবি ও নব লেহ।
মধত উনমত, অতয়ে না মানত,
দাস গোবিন্দ থেহ[২] ॥

১। হরির রীতি নীতি যতদূর জানি, তাহাতে তিনি তোমার বিরহে অন্নজল ত্যাগ করিয়া জীবন যাপন করিতেছেন। কিন্তু তুমি তাঁহাকে চাহ না, অথচ তোমার সুন্দর দেহ দুর্ব্বল হইয়া যাইতেছে, এ বড় সমস্যা মনে হইতেছে!

(শ্রীশ্রীপদকল্পতরুর টীকায় ৺সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় অন্য রূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন—৩২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

২। তুমি দেহ নাশ করিবে, শ্রীকৃষ্ণকে উপেক্ষা করিবে এবং তোমাদের নব অনুরাগ পরিত্যাগ করিবে। ইহা ভাবিয়া সখী ভাবে বিভাবিত পদকর্ত্তা মাঝ খানে উন্মত্ত অর্থাৎ জ্ঞানহারা হইতেছেন; অতএব তাঁহার চিত্ত ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেছে না।

(৺সতীশচন্দ্র রায়ের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। তিনি মধত (মধ্যস্থ) অর্থে কন্দর্প গ্রহণ করিয়াছেন।)

শ্রীমতীর উক্তি।

তিরোথা ধানশী—মধ্যম একতালা।

সজনী না কর কানু-পরসঙ্গ।
পানি না সেঁচহ দগধল অঙ্গ[১] ॥ ধ্রু ॥
ভালে হাম কলাবতি ভালে তুহুঁ দূতি।
ভালে মনমথ ভালে কানুক পিরীতি[২] ॥
ভাল জন বচন কয়লুঁ যত বাম।
সো ফল ভুঁজইতে ইহ পরিণাম ॥
পহিলহি কি কহব আরতি রাশি।
সুকপট প্রেমে সব পরিজনে হাসি ॥
ভাল ভেল অলপে কয়ল সমাধান।
পুরুবক পুণ ফলে রহল পরাণ ॥
চন্দন তরু অব বিখ তরু ভেল।
যতয়ে মনোরথ সব দুরে গেল ॥

১। ঝলসান দেহে জল সিঞ্চন করিওনা। (উহাতে কেবল জ্বালা বাড়ে!)

২। ব্যঙ্গোক্তি: আমি যেমন সুরসিকা (অর্থাৎ রসানভিজ্ঞা) তুমি দূতী ও তেমনি চমৎকার! কন্দর্প যিনি এই প্রেম ঘটাইয়াছেন, তিনিও বেশ আর কৃষ্ণের প্রেমের বলিহারি যাই!

মরম না জানি কয়লু অনুরাগ।
জ্ঞানদাস কহ গুরুয়া অভাগ[1] ॥

সখীর উক্তি।

সুহই—ছোট দশকুশী।

ঘোর তিমির অতি, ঘন কাজর জিতি[2],
নিবসই বিপিনে একান্ত।
পিক কুল বোলে, সমাধি সমাপই,
চমকি নেহারই পন্থ[3] ॥
মানিনি ইথে কিয়ে নাহি অবধান।
নিমিখ বিমুখে যছু, জীবন সংশয়[4],
কী ফল তা সঞে মান ॥ ধ্রু ॥

১। গুরুতর দুর্ভাগ্য

২। ঘন কজ্জল অপেক্ষাও ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে ;

৩। তোমার ধ্যানে নিরত ছিলেন, এমন সময় কোকিলের রবে তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইল এবং তিনি চমকিত হইয়া পথের দিকে চাহিতেছেন। শ্রীরাধার কণ্ঠস্বরের সহিত পিকরবের সাদৃশ্য হেতু। তুলনা করুন

নবীন কোকিলা যেন আধ আধ বোলে।

৪। নিমেষের জন্য যাহার বিমুখতা হইলে প্রাণ বাঁচা সংশয় হয়।

যাক শয়ন পুন, শিরিষ কুসুম সম,
অতি সুখময় পরিযঙ্ক।
সো বিরহানলে, লুঠই মহীতলে,
লোরে ততহিঁ করু পঙ্ক॥
পেখলুঁ সো পুন, তোহারি পরশ বিনু,
পানি বিহিন জনু মীন।
কহ ঘনশ্যাম, দাস নাহি জগ মাহা,
ঐছন প্রেমক চীন[১]॥

শ্রীমতীর উক্তি।

বরাড়ী—জপতাল।

পহিলহিঁ চাঁদ করে দিল আনি।
ঝাঁপল শৈল শিখরে এক পানি[২]॥
অব বিপরিত ভেল সে সব কাল।
বাসি কুসুমে কিয়ে গাঁথই মাল[৩]॥

১। জগতের মধ্যে ঐরূপ প্রেমের নিদর্শন (চিহ্ন) আর কোথায়ও নাই।

২। মনে হইল যেন অত্যুচ্চ গিরি-শৃঙ্গে হাত বাড়াইলাম।

৩। বাসি ফুলে কি আর মালা গাঁথা যায়?

না বোলহ সজনী না বোলহ আন।
কী ফল আছয়ে ভেটব কান ॥ ধ্রু ॥
অন্তর বাহির সম নহ রীত।
পানি তৈল নহ গাঢ় পিরীত[১] ॥
হিয়া সম কুলিশ বচন মধু ধার[২]।
বিষ ঘট উপরে দূধ উপহার ॥
চাতুর বেচহ গাহক ঠাম[৩]।
গোপত প্রেম সুখ ইহ পরিণাম ॥
তুহুঁ কিয়ে শঠি নিকপটে কহ মোয়[৪]।
জ্ঞানদাস কহ সমুচিত হোয় ॥

১। তাহার মন ও বাক্য এক নহে। তৈলে ও জলে যেমন মিল হয় না, মন ও বাক্য এক না হইলে কি প্রেম ঘনীভূত হয়!

২। হৃদয় বজ্রের মত কঠিন, অথচ বাক্যে যেন সুধাধারা ক্ষরিত হয়।

৩। তোমার চাতুরী যে চাহে, তাহার নিকট বেচিতে পার। (আমি আর তোমার চাতুরীপূর্ণ বাক্যে ভুলিব না।)

৪। তুমি আমাকে সত্য করিয়া বল যে, তুমি আমার সহিত শঠতা করিতেছ কি না!

সখীর উত্তর।

ধানশী—লোফাতাল।

নয়ানের নীর নিঝরে ঝরয়ে
চাঁদ নিরখয়ে তায়।
তোহারি বদন সোঙরি তখন
মুরুছিত গড়ি যায়॥
রাম। হে তেজহ কঠিন মান।
পুরুখ বিরহ, দুঃসহ কঠিন,
এবার রাখহ প্রাণ॥ ধ্রু॥
কুসুম লতা, ধরি আলিঙ্গয়ে,
তুয়া কলেবর ভানে।
পরশে বিরস, ভেগল মাধব,
মুরুছে মদন বাণে॥
শিরিষ কুসুমে, শেজ বিছাওই,
কাম-শরে অগেয়ান।
গরল অধিক, চন্দন লেপন
তেজিতে চাহে পরাণ॥

শ্রীমতীর উক্তি।

গান্ধার—প্যারীতাল।

কাঞ্চন কুসুম জোতি পরকাশ।
রতন ফলিবে বলি বাঢ়ায়লুঁ আশ[১] ॥
তাকর মুলে দিলুঁ দূধক ধার।
ফলে কিছু না হেরিয়ে ঝনঝনি সার[২] ॥
জাতি গোয়ালিনি হাম মতিহীন।
কুজনক পিরীতি মরণ অধীন[৩] ॥

১। সুবর্ণ সদৃশ ফুল, তাহার দীপ্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। (পুষ্প যখন সোণার মতন) তখন ফল নিশ্চয়ই কোনও রত্ন হইবে, এই আশা হৃদয়ে পোষণ করিলাম।

২। (এবং সেই আশায়) ঐ বৃক্ষের মূলে (অতি যত্নপূর্ব্বক) দুধের ধারা সেচন করিলাম; কিন্তু শুধুই ঝন্‌ঝনি সার হইল।

অতসী ফুল সম্বন্ধে এইরূপ একটি উদ্ভট শ্লোক আছে :

সুবর্ণ-সদৃশং পুষ্পং ফলে রত্নং ভবিষ্যতি।
আশয়া সেবিতো বৃক্ষঃ পশ্চাচ্চ ঝন্‌ঝনায়তে ॥

৩। দুর্জ্জনের প্রেম মৃত্যুর অধীন অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী। অথবা দুর্জ্জনের সহিত প্রেম করিলে মরণের অধীন হইতে হয়, অর্থাৎ মরণ অবশ্যম্ভাবী।

হা হা বিহি মোহে এত দুখ দেল।
লাভক লাগি মূল ডুবি গেল॥
কবি বিদ্যাপতি ইহ অনুমান।
কুকুরক লাঙ্গুড় নহত সমান[১]॥

সখীর উক্তি।

কামোদ—মধ্যম দশকুশী।

দিবস তিল আধ, রাখবি যৌবন,
বহই দিবস সব যাব[২]।
ভাল মন্দ দুই, সঙ্গে চলি যায়ব,
পর উপকার সে লাভ॥
সুন্দরি হরি-বধে তুহুঁ ভেলি ভাগি।
রাতি দিবস সোই, আন নাহি ভাবই
কাল বিরহ তুয়া লাগি॥ ধ্রু॥

১। কুকুরের লাঙ্গুল কিছুতেই সোজা হয় না—অর্থাৎ শত চেষ্টাতেও খলজন তাহার স্বভাব-বক্রতা পরিত্যাগ করে না।

২। এক দিন বা তিলার্দ্ধের জন্য অর্থাৎ অতি অল্প সময়ের জন্য এই যৌবনের স্থায়িত্ব; তার পরে সমস্ত কাল অতিবাহিত করিতে হইবে অর্থাৎ যৌবনাতীত হইলে দীর্ঘ দিন অতিবাহিত করিতে হইবে।

৺সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় 'রহই দিবস সব যাব' এই পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। রহই—পড়িয়া রহিবে।

বিরহ সিন্ধু মাহা, ডুবইতে আছয়ে,
তুয়া কুচ কুম্ভ লখি দেই[১]।
তুহুঁ ধনি গুণবতি, উধার গোকুলপতি,
ত্রিভুবন ভরি যশ লেই॥
লাখ লাখ নাগরি, যো কানু হেরই,
শুভ দিন করি মান।
তুয়া অভিমান, লাগি সেহি আকুল,
কবি বিদ্যাপতি ভাণ॥

শ্রীমতীর উক্তি।

বরাড়ি—মধ্যম একতালা।

সজনি তুহুঁ সে কহসি মঝু হিত।
হীত অহীত সবহুঁ হাম বুঝিয়ে
আনে হোয়ত বিপরীত॥ ধ্রু॥

১। বিরহরূপ অকূল সমুদ্রে ডুবিতেছে, তুমি তোমার কুচকুম্ভ দেও, যাহাকে অবলম্বন করিয়া সেই গোকুলপতি নিমজ্জন হইতে উদ্ধার পাইতে পারেন।

লঘু উপকার করয়ে যব সুজনক
মানয়ে শৈল সমান।
অচল হীত, করয়ে মুরুখ জনে
মানয়ে সরিষ প্রমাণ[১] ॥
কানুক রীত, ভীত মঝু চীতহিঁ
না জানি কি হয় পরিণাম।
ঐছন পিরিতিক, বশ নাহি হোয়ত,
যৈছন কীর সমান[২] ॥
কি কহব রে সখি, কহি কহি দেখলুঁ,
অতয়ে চাহি সমাধান।
যা কর যো গুণ, কবহুঁ না যাওত[৩]
জ্ঞানদাস পরমাণ ॥

১। সুজনের সামান্য একটু উপকার করিলে সে তাহা পর্ব্বত প্রমাণ বলিয়া মনে করে; আর মূর্খের পর্ব্বত প্রমাণ উপকার করিলেও সে তাহা সরিষার প্রমাণ অর্থাৎ অত্যল্প বলিয়া গণ্য করে।

২। শুকপক্ষীর ন্যায়। টিয়াপাখী যেমন শত যত্নেও পোষ মানে না, সেইরূপ কৃষ্ণের রীতি।

৩। যাহার যে স্বভাব, তাহা কখনও যায় না।

বালাধানশী—জপতাল।

ঐছন মানে বিমুখ ভৈ রাই।
করে ধরি দোতি মানায়ই তাই ॥
রোখে চলই যব করে কর বারি।
চরণে পড়ল তব বাহু পসারি ॥
তবহুঁ মলিন মুখি স্থমুখি না ভেল।
হোই নৈরাশ তব সখি চলি গেল ॥
একলি বন মাহা যাঁহা বর কান।
আওল সখি তাহাঁ বিরস বয়ান ॥
কি কহব মাধব মানিনি-মান।
জ্ঞানদাস তাহাঁ কি কহিতে জান ॥

কড়খা ধানশী—ছুটাতাল।

মাধব রাধা সাধিন ভেল[১]।
যতনহি কত পর- কার বুঝায়লুঁ
তভু ধনি উতর না দেল ॥ ধ্রু ॥

১। রাধা স্বতন্ত্রা হইয়াছেন, অর্থাৎ তিনি নিজের খেয়ালের বশবর্ত্তিনী হইয়াছেন ; তিনি আর কাহারও অধীনতা স্বীকার করেন না।

তোহারি কেশ কুসুম তৃণ তাম্বুল
ধরলহুঁ রাইক আগে[২]।
কোপে কমল মুখি পালটি না হেরল
বৈঠলি বিমুখ বিরাগে॥
তোহারি নাম শুনয়ে যব সুন্দরি
শ্রবণে মুদয়ে দুই পাণি।
তোহারি পিরিতি যে নব নব মানই
সো অব না শুনয়ে বাণী॥
হেন বুঝি কুলিশ- সার তছু অন্তর
কৈছে মিটায়ব মান।
কহ বিদ্যাপতি বচন অব সমুচিত
আপে সিধারহ কান[৩]॥

ঝুমর—ঝুজ্ঝুটীতাল।

শুন হে সুন্দর কান আজ রাইয়ের দুর্জ্জয় মান।
আপে যাই ভাঙ্গহ মানিনীর মান॥

২। তোমার কেশ, ফুল, তৃণ, তাম্বুল (অনুশোচনার চিহ্ন) রাধার অগ্রে স্থাপন করিলাম।

৩। আপনি গিয়া তাহার সহিত কথাবার্ত্তা বল।

পুনশ্চ দুর্জ্জয় মান

শ্রীগৌরচন্দ্র।

সুহই—মধ্যমদশকুশী।

আজ কি লাগি ধূলায় ধূসর
বরণ শ্রীগৌর দেহ।
অঙ্গের ভূষণ সকল তেজল
না জানি কাহার লেহ॥
হরি হরি মলিন গৌরাঙ্গ চাঁদে।
উহু উহু করি ফুকারি ফুকারি
উরে পাণি ধরি কাঁদে॥ ধ্রু॥
তিতিয়া গেল সব কলেবর
ছাড়য়ে দীঘল শ্বাস।
রাইয়ের পিরীতি, যেন হেন রীতি
কহে নরহরি দাস॥

ললিত—রূপকতাল।

না মিলল সুন্দরি শুনি ভৈ খীন।
রোয়ত মাধব অব নিশি দীন॥

দোতিক কর ধরি করু পরিহার[১] ।
কহইতে নয়নে গলয়ে জল ধার ॥
বাউর[২] সম কত করু পরলাপ ।
শত গুণাধিক মনে মনসিজ তাপ ॥
"রা" "রা" "ধা" ধরি আখর এক ।
গদ গদ কণ্ঠ না হয়ে পরতেক[৩] ॥
মানিনি মান মানায়ব হাম ।
কহি এত ধাবয়ে মানিনি ঠাম ॥
পুন ফেরি আওত সহচরি সাথ ।
ঐছে গতাগতি নাহিক সোয়াথ ॥
কত পরবোধি কয়ল সখি থীর ।
জ্ঞানদাস হেরি ভেল অধীর ॥

১। মিনতি

২। পাগল

৩। শ্রীকৃষ্ণ গদগদ কণ্ঠে 'রা', 'ধা' এইরূপ ভাবে একটি একটি করিয়া বর্ণ উচ্চারণ করিতেছেন—শুনিয়া প্রত্যক্ষ হইতেছে না—অর্থাৎ বুঝা যায় কি না যায়।

দূতীর উক্তি।

করুণ কামোদ—মধ্যম একতালা।

গগনক চাঁদ হাথ ধরি দেয়লুঁ
কত সমুঝায়লুঁ নীত।
যত কিছু কহল সবহুঁ ঐছন ভেল
চীত পুতলি সম রীত॥
মাধব বোধ না মানই রাই।
বুঝইতে বূঝ অবুঝ করি মানই
কতয়ে বুঝায়ব তাই॥ ধ্রু॥
তোহারি মধুর গুণ কত পরথাপলুঁ[১]
সবহুঁ আন করি মানে।
যৈছন তুহিন বরিখে রজনী-কর
কমলিনি না সহে পরাণে[২]॥
যতনহিঁ বাহু চরণ ধরি সাধলুঁ
রোখে চলল সখি পাশ।
সরস বিরস কিয়ে তাকর সহচরি
সো না বুঝল জ্ঞানদাস॥

১। প্রস্তাব করিলাম

২। যেমন চন্দ্র শীতল কররাশি বর্ষণ করিলেও তাহা নলিনীর সহ্য হয় না সেইরূপ।

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

গান্ধার—তেওট।

সজনি না বুঝিয়ে এ মঝু ভাগ।
আকুল চিত মঝু তাহি সজাগ॥ ধ্রু॥
বচনহি নিজ করি না বোলয়ে রাই[১]।
মুঞি জীবন বিনু না বোলহুঁ তাই[২]॥
মঝু পরসঙ্গে সে না দেই কান।
তা বিনু মঝু মুখ না ফুরয়ে আন॥
সমাধান চাহি না হয়ে সমাধান[৩]।
তে অতিরেক হানয়ে পাঁচ বাণ[৪]॥
শেখর কহয়ে প্রিয় মন কর থীর।
সহজই নায়রি ভাব গভীর॥

১। শ্রীরাধা বাক্যেও কখনও আমাকে নিজজন বলেন না।

২। আমি তাহাকে কখনও আমার জীবন ভিন্ন অন্য কিছু বলি না।

৩। আমি ইহার প্রতীকার চাহি, অথচ কোনও প্রতীকার হয় না।

৪। সেই জন্য উপরন্তু মদন বাণে আমি জর্জ্জর।

ভাটিয়ারি—ধামালী।

সহচরি বচনহিঁ বিদগধ নাগর
আকুল অথির পরাণ।
তুরিতহি গমন করল যাহাঁ মানিনি
ঢল ঢল সজল নয়ান॥
কহ সখি কৈছে মিটায়ব মান।
মোহে পরিবাদ করয়ে যত রঙ্গিণি
হাম যৈছে তুহু পরমাণ॥ ধ্রু॥
তাহে বিনু নিশিদিশি আন নাহি হেরিয়ে
ও মুখ সতত ধেয়ান।
ও মুখ বোল শ্রবণে মঝু লাগি রহু
সো গুণ অহনিশি গান॥
এত কহি মাধব মীলল রাই পাশে
ঠাড়ি রহল তহিঁ যাই।
অবনত বয়নে রহল যব মানিনি
জ্ঞানদাস মুখ চাই॥

শ্রীরাগ—বড় ছুঠুকী।

রামা হে ক্ষেম অপরাধ মোর।
মদন বেদন না যায় সহন
শরণ লইলুঁ তোর॥ ধ্রু॥

ও চাঁদ মুখের মধুর হাসনি
সদাই মরমে জাগে।
মুখ তুলি যদি ফিরিয়া না চাহ
আমার শপথি লাগে॥
তোমার অঙ্গের পরশে আমার
চিরজীবী হউ তনু।
জপ তপ তুহুঁ সকলি আমার
করের মোহন বেণু॥
দেহ গেহ সার সকলি আমার
তুমি সে নয়ানের তারা।
আধ তিল আমি তোমা না দেখিলে
সব বাসি আন্ধিয়ারা॥
এত পরিহার করিয়ে তোমার
মনে না ভাবিহ আন।
কবজ লিখিয়া লেহ যে আমার
দাস করি অভিমান॥
জ্ঞান দাস কহে শুনহ সুন্দরী
এ কোন ভাব যুগতি।
কানু সে কাতর সদয় হইয়া
কেন না কর প্রতীতি॥

শ্রীমতীর উক্তি।

বরাড়ী—জপতাল।

শুন শুন মাধব না বোলহ আর।
কী ফল আছয়ে এত পরিহার॥
পাওলুঁ তুয়া সঞে প্রেমক মূল।
খোয়লুঁ সরবস নিরমল কূল॥
পুন কিয়ে আছয়ে তুয়া অভিলাষ।
দূরে কর কৈতব ভ্রমর-তিয়াষ[১]॥
অলপে বুঝলুঁ হাম তুয়াক পিরীত।
নামহি যৈছে অন্তরে সোই রীত[২]॥
কাহে দেয়সি তুহুঁ আপন দীব।
আছয়ে জীবন সেহ কিয়ে নীব[৩]॥
জ্ঞান দাস কহ কর অবধান।
তুয়া নিজ জনে কাহে এত অপমান॥

১। ভ্রমরের ন্যায় ফুলে ফুলে মধুপান করিয়া বেড়াইবার মিথ্যা পিপাসা।

২। তোমার নাম ও যেমন কৃষ্ণ, তোমার অন্তরেও সেই রূপ (অর্থাৎ কালো)।

৩। জীবন মাত্র অবশিষ্ট আছে, তাহা ও কি লইবে?

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

সুহই—লোফা।

অনুনয় করইতে, অবগতি না কর
না বুঝিয়ে অন্তর তোর ;
কুটিল নেহারি গারি যব দেয়বি
তবহিঁ ইন্দ্র পদ মোর ॥
মানিনি অব কি করব দুরদীনে[১]।
মনমথ গরল গুরুয়া হিয়ে বাঢ়ল
তোহারি পরশরস বীনে ॥ ধ্রু ॥
অনুগত জানি পাণি পসারিয়ে
বিপদে বুঝিয়ে উপকার।
তব হাম জনম সফল করি মানিয়ে
জগতে রহয়ে যশভার ॥
সময় জানি অব কোপ নিবারহ
বেরি এক কর অবধানে।
জ্ঞান দাস কহ নিজ জন জানিয়ে
অতয়ে করবি সমাধানে ॥

১। দুর্দ্দিনে ; দুঃসময়ে।

সুই—কাটা দশকুশী।

চান্দ বদনি তুহুঁ রামা।
কাহে ভেলি অতি বামা॥
হাম চকোর তুয়া আশে।
পিবইতে করু অভিলাষে॥
তুহুঁ ধনি ভেলি বিপরীতে।
দূরে গেল বিহি-বরণীতে[১]॥
অনুগত কিঙ্কর দোখে।
তুহুঁ নাহি সমুঝসি রোখে॥
যবহুঁ উপেখবি মোহে।
মঝু বধ লাগব তোহে॥
জগ ভরি অপযশ গাব।
গোবিন্দ দাস মরি যাব॥

১। বিধির লিখনে

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

সুহই—লোফা।

অনুনয় করইতে, অবগতি না কর
না বুঝিয়ে অন্তর তোর।
কুটিল নেহারি গারি যব দেয়বি
তবহিঁ ইন্দ্র পদ মোর॥
মানিনি অব কি করব দুরদীনে[১]।
মনমথ গরল গুরুয়া হিয়ে বাঢ়ল
তোহারি পরশরস বীনে॥ ধ্রু॥
অনুগত জানি পাণি পসারিয়ে
বিপদে বুঝিয়ে উপকার।
তব হাম জনম সফল করি মানিয়ে
জগতে রহয়ে যশভার॥
সময় জানি অব কোপ নিবারহ
বেরি এক কর অবধানে।
জ্ঞান দাস কহ নিজ জন জানিয়ে
অতয়ে করবি সমাধানে॥

১। দুর্দ্দিনে; দুঃসময়ে।

সুই—কাটা দশকুশী।

চান্দ বদনি তুহুঁ রামা।
কাহে ভেলি অতি বামা॥
হাম চকোর তুয়া আশে।
পিবইতে করু অভিলাষে॥
তুহুঁ ধনি ভেলি বিপরীতে।
দূরে গেল বিহি-বরণীতে[১]॥
অনুগত কিঙ্কর দোখে।
তুহুঁ নাহি সমুঝসি রোখে॥
যবহুঁ উপেখবি মোহে।
মঝু বধ লাগব তোহে॥
জগ ভরি অপযশ গাব।
গোবিন্দ দাস মরি যাব॥

১। বিধির লিখনে

মায়ূর—তেওট।

দুরজন বচন শ্রবণে তুহুঁ ধারলি
কোপহি রোখলি মোয়[১]।
তুয়া বিনে শয়নে সপনে নাহি জানিয়ে
স্বরূপে কহল সব তোয়॥
মানিনি মোহে চাহি কর অবধান।
দারুণ শপথি করিয়ে তুয়া গোচরে
যাহে তুহুঁ পরতিত মান[২]॥ ধ্রু॥
কুচ যুগ কনক মহেশ সম জানিয়ে
তা পর ধরি হাম পাণি[৩]॥
নহে জানি ধরম- ঘটহি করি পরিখহ
উচিত কহিয়ে এই বাণী[৪]॥

১। তুমি দুর্জ্জনের বাক্য কানে তুলিলে এবং আমার প্রতি রোষ করিলে।

২। আমি তোমার নিকট কঠিন শপথ করিতেছি, যাহাতে তোমার প্রতীতি হইতে পারে।

৩। তোমার কুচযুগ শিব সদৃশ মনে করিয়া আমি তাহাতে হস্ত স্থাপন করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতে পারি।

৪। (না হয় ত) ধর্ম্মঘট (মঙ্গলঘট) জানিয়া পরীক্ষা কর যে আমি উচিত কথা বলিতেছি কি না।

মনমথ অনল অন্তর মাহা জলতহি
তুহুঁ জনু কাঞ্চন গোরি[১]।
আনলে হেম সাহসে উঠায়ব
সাঁচি জানব তব মোরি[২]॥
তোহারি লোমাবলি কাল ভুজঙ্গিনি
হার তরঙ্গিনি জানি।
গোবিন্দ দাস ভণি পরশ করহ ফণি
নহে জানি ডূবহ পাণি[৩]॥

বালাধানশী—জপতাল।

পীন কঠিন কুচ কনয় কটোর।
বঙ্কিম নয়নে চিত হর লিয়ো মোর॥
পরিহর সুন্দরি দারুণ মান।
আকুল ভ্রমরে করাহ মধুপান॥ ধ্রু॥

১। তোমার হৃদয়ে কামরূপ অগ্নি জ্বলিতেছে, আর তুমি হেমবর্ণা।

২। আমি অনল হইতে স্বর্ণ উঠাইতে পারিব, তাহা হইলে ত তুমি বুঝিতে পারিবে যে আমি সত্য কথা বলিতেছি।

৩। তোমার রোমাবলী সর্প-সদৃশ এবং মুক্তার হার গঙ্গার ন্যায়। পদকর্ত্তা বলিতেছেন সেই সর্পের মুখে হাত দিয়া অথবা সেই গঙ্গার জলে হাত ডুবাইয়া শপথ কর।

এ ধনি সুন্দরি করে ধরি তোর।
হঠ নাহি করহ মহত রাখ মোর[১] ॥
পুন পুন কতয়ে বুঝাব বারে বার।
মদন বেদন হাম সহই না পার ॥
ভণহুঁ বিদ্যাপতি তুহুঁ সব জান।
আশা-ভঙ্গ দুখ মরণ সমান ॥

কামোদ মঙ্গল—ছোট দশকুশী।

কি লাগি বদন, ঝাঁপসি সুন্দরি,
চেতন হরল মোর।
পুরুখ বধের, ভাব[২] না করহ,
এ বড়ি সাহস তোর ॥
মানিনি আকুল হৃদয় মোর।
মদন বেদন, সহিতে না পারি,
শরণ লইলুঁ তোর ॥ ধ্রু ॥

১। আমার সহিত হঠতা (পরুষ ব্যবহার) করিও না, আমার মান (মহত্ব) রাখ।

২। চিন্তা।

কিয়ে গিরিবর, কনয়া কটোর,
তা দেখি লাগয়ে ধন্দ।
হিয়ার উপরে, শম্ভু পূজিত,
বেঢ়িয়া বালক চন্দ[১] ॥
এ কর কমলে, পরশিতে চাহি,
বিধি নহে যদি বামা।
তোহারি চরণে, শরণ লইলুঁ,
সদয় হইবে রামা ॥
চঞ্চল দেখিয়া, আকুল হইলুঁ,
বাকুল হইল চিত।
কহে বিদ্যাপতি, শুনহ যুবতি,
কানুর করহ হিত ॥

সুহই—ছোট একতালা।

কত কত অনুনয় করু বর নাহ।
ও ধনি মানিনি পালটি না চাহ ॥
বহুবিধ বাণি বিলাসয়ে কান।
শুনইতে শতগুণ বাঢ়য়ে মান ॥

১। হারের মধ্যমণি বালশশীর ন্যায় কুচযুগের মাঝখানে দুলিতেছে। বালকচন্দ কি এখানে নখরেখা বুঝাইতেছে ?

গদ গদ নাগর হেরি ভেল ভীত।
বচন না নিকসয়ে চমকিত চীত ॥
পরশিতে চরণ সাহস নাহি হোয়।
কর যুড়ি ঠাড়ি বদন পুন জোয়[১] ॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বর কান।
কি করবি তুহুঁ অব দুর্জ্জয় মান ॥

সিন্ধুড়া—ছোট একতালা।

হাসিয়া নেহার রাই হাসিয়া নেহার।
অনুগত জনারে পরাণে কেনে মার ॥
যে চান্দের সুধা দানে জগত জুড়াও।
সে চান্দ-বদনে কেনে আমারে পোড়াও ॥
অবনীর ধূলি তুয়া চরণ-পরশে।
সোণা শতবান হৈয়া কাহে নাহি তোষে[২] ॥
সে চরণ ধূলি পরশিতে করি সাধ।
জ্ঞান দাস কহে যদি করে পরসাদ ॥

১। দেখে।

২। তোমার চরণ-স্পর্শে ধরার ধূলি গৌরবান্বিত হইয়া শতবার দগ্ধ (বিশুদ্ধ) সুবর্ণের ন্যায় আমাকে আনন্দ দিতেছে না কেন?

সখীর উক্তি।

তিরোথা ধানশী—মধ্যম একতালা।

সখিহে উলটি নেহারহ নাহ।
চাঁদ অমিয়া বিন্নু, চকোর না জীবয়ে,
জানি করহ নিরবাহ ॥ ধ্রু ॥
কতয়ে কলাবতি, পশুপতি-পদ যুগ,
সেবই যাকর আশে[১]।
সো বহুবল্লভ, তোহারি পরশ বিন্নু,
দগধল মদন-হুতাশে ॥
শ্যাম-সুধাকর, নিকটহি রোয়ত,
করু চিত-কুমুদ বিকাশ[২]।
অঞ্চল অন্তর, মান-তিমির রহু,
লোচন পড়ল উপাস[৩] ॥

১। কত রসিকা রমণী যাহার আশায় শিবের পাদপদ্ম পূজা করেন।

২। শ্যামচন্দ্র নিকটেই ক্রন্দন করিতেছেন। শ্যামচন্দ্র যখন এত নিকটে, তখন তোমার চিত্ত রূপ কুমুদিনী বিকসিত কর।

৩। (শ্রীমতী অঞ্চলে মানগ্রস্ত বদন-চন্দ্র আবৃত করিয়াছেন দেখিয়া সখী বলিতেছেন) অঞ্চলের অন্তরালে তোমার মান রূপ অন্ধকার লুক্কায়িত রহিয়াছে, (শ্যামের) লোচন রূপ চকোর সুতরাং উপবাসী রহিল।

সো সুখ সম্পদ, তুহুঁ বিনু সুন্দরী,
হাসি হাসি আপন বোলাই।
জ্ঞানদাস কহ, অলপ ভাগি নহ,
ছুতিক পরশ না পাই॥

কঙ্কণ সুহই—ধড়া তাল।

রামা হে কি আর বোলসি আন।
তোহারি চরণ, শরণ সো হরি,
অবহুঁ না মিটে মান॥ ধ্রু॥
গোবর্দ্ধন গিরি, বাম করে ধরি,
যে কৈল গোকুল পার।
বিরহে সে ক্ষীণ, করের কঙ্কণ,
মানয়ে গুরুয়া ভার॥
কালি দমন, করল যেজন,
চরণ যুগল বরে।
এবে সে ভুজঙ্গ- ভরমে ভুলল,
হৃদয়ে না ধরে হারে॥
সহজে চাতক, না ছাড়য়ে ব্রত,
না বৈসে নদীর তীরে।
নব জলধর, বরিখন বিনু,
না পিয়ে তাহার নীরে॥

যদি দৈব দোষে, অধিক পিয়াসে,
পিয়য়ে হেরিয়া থোর।
তবহুঁ তাহারি, নাম সোঙরিয়া,
গলে শতগুণ লোর॥

সখীর উক্তি।

কামোদ—ছোট দশকুশী।

কত কত ভুবনে, আছয়ে বর নাগরি,
কে না করয়ে অভিলাষে।
যো পুরুখ রতন, যতনে নাহি পাইয়ে,
সো তুয়া দাসক আশে॥
সখি হে কহ কৈছে সাধবি মান।
রসময় রসিক- মুকুট-বর নাগর,
চরণ হি সাধয়ে কান॥ ধ্রু॥
কি তোর কঠিন মন, বুঝই না পরিয়ে,
গুরুতর কৌশল মোর।
লাখ লখিমি যছু, চরণে লোটায়ই,
তাহে এত বিরকতি[১] তোর॥

১। বিরক্তি।

জীবন যৌবন, সফল না মানসি,
কানু হেন বিদগধ নাহ।
জ্ঞানদাস কহ, কতিহুঁ না শূনিয়ে,
পিরিতিক ইহ নিরবাহ॥

বরাড়ী—জপতাল।

চলইতে চাহি, চরণ নাহি ধাবয়ে,
রহিতে নাহিক প্রতিআশ[১]।
আশ নৈরাশ, কছুই নাহি সমুঝিয়ে,
অন্তরে উপজে তরাস॥
সজনি বচন না বোলসি আধা।
তুহুঁ রসবতি উহ রসিক শিরোমণি,
হঠে রস না করহ বাধা॥ ধ্রু॥
প্রেম রতন জনু, কনয়া কলস পুন,
ভাগ্যে যে হয়ে নিরমাণ[২]।
মোতিম হার, বার শত টুটয়ে,
গাঁথিয়ে পুন অনুপাম[৩]॥

১। প্রত্যাশা

২। প্রেমরত্ন স্বর্ণ পূর্ণ কলসীর ন্যায়। বহু ভাগ্যে তাহা ঘটে।

৩। মোতীর মালা শত বারও যদি ছিঁড়িয়া যায়, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না; কারণ আবার গাঁথিলেই অতি সুন্দর দেখায়।



গোপবেশ বেণুকর
নব কৈশোর নটবর

শিল্পী
শ্রীযুক্ত বলদেব মিত্রের
সৌজন্যে

হর-কোপানলে, মদন দহন ভেল,
তুয়া উরে যুগল মহেশ[১]।
পরিহর মান কান্নু মুখ হেরহ,
জ্ঞান কহে সবিশেষ ॥

ভূপালী—মধ্যম একতালা।

তোহারি কোরপর যো হরি তোর।
তুয়া নাম লেই সবহুঁ ভেল ভোর ॥
কতিহুঁ গেলি বলি মুরুছল সেহ।
তুহুঁ পুন ভোরি না বান্ধলি থেহ ॥
এ ধনি বিছুরলি সো দিন তোই।
কৈছে রহলি এত মানিনি হোই ॥ ধ্রু ॥
তোহে না হেরি তিল যুগ ছিল যাক।
সো বিরহানলে পড়ল বিপাক ॥
ফুল পর তুয়া সঞে শূতয়ে যেহ।
তুয়া আগে ধূলি লোটায়ই সেহ ॥

১। হরকোপানলে একবার মদন ভস্ম হইয়াছিল। তোমার বক্ষে যুগল শিব রহিয়াছেন; মদন আর কতক্ষণ বাঁচিবে?

অঙ্গে না সহ ফুল মালতি দাগ।
বিন্ধয়ে মদন বাণ তহিঁ লাখ॥
কবহুঁ নাহি তুয়া দুখ না জান।
গোবিন্দদাস কহ তেজহ মান॥

শ্রীকামোদ—দশকুশী।

সুন্দরি বেরি এক কর অবধান।
ক্ষেম অপরাধ প্রেম- বাদ করিব যব
তব কৈছে ধরব পরাণ॥ ধ্রু॥
লিখি লহ কবজ দাস করি সুন্দরি
জীবন যৌবনে বহু ভাগি।
তুয়া গুণ রতন শ্রবণে মণি কুণ্ডল
এবে ভেল ত্রিভঙ্গ বৈরাগী॥
পীতাম্বর গলে করি কর যুগলে
মিনতি করিয়ে তুয়া আগে।
হাম ঐছে লাখ লাখ শ্যাম লুটত
তুয়া ধনি চরণ সোহাগে॥
মনসিজ করে ধনু হেরি কাতর তনু
বিছুরলুঁ ধন জন মায়া।
তছু ভয় লাগি শরণ হাম লেয়লুঁ
দেহ পদ-পঙ্কজ-ছায়া॥

ঐছন মিনতি কয়ল যব নাগর
ধনি লোচন-জল পূর।
হেরইতে বদন রোদন করু দুহুঁজন
অব ঘনশ্যাম মন পূর॥

সুহিনী—ছোট একতালা।

দূরে গেল মানিনি মান।
অমিয়া সরোবরে ডুবল কান॥
মাগয়ে তব পরিরম্ভ।
প্রেম ভরে সুবদনি তনু জনু স্তম্ভ॥
নাগর মধুরিম ভাষ।
সুন্দরি গদগদ দীঘ নিশাস॥
কোরে আগোরল নাহ।
করু সঙ্কীরণ রস নিরবাহ॥
লহু লহু চুম্ব বয়ান।
সরস বিরস হৃদি সজল নয়ান॥
সাহসে উরে কর দেল।
মনহিঁ মনোভব তব নাহি ভেল॥
তোড়ল যব নীবি বন্ধ।
হরি সুখে তবহিঁ মনোভব মন্দ॥

তব কছু নাহক সুখ।
ভণ বিদ্যাপতি সুখ কি দুখ ॥

ঝুমর

বন্ধু তুমি আমার কালিয়া সোণা।
বোলেছি কোয়েছি কত মনেতে কোরোনা ॥

প্রকারান্তর মান।

শ্রীগৌরচন্দ্র।

বিভাষ—মধ্যম দশকুশী।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গোরা কাঁদে ঘনে ঘনে।
কত সুরধুনী বহে অরুণ নয়ানে ॥
সুগন্ধি চন্দন গোরা নাহি মাখে গায়।
ধূলায় ধূসর তনু ভূমে গড়ি যায় ॥
মানে মলিন মুখ কিছুই না ভায়।
রজনী দিবস গোরা জাগিয়া গোঙায় ॥
ক্ষেণে চমকিত অঙ্গ ধরণে না যায়।
মান ভাব গোরাচাঁদের বাসু ঘোষ গায় ॥

ললিত—জপতাল।

প্রিয় সখি নিকটে যাই কহে দ্রুতগতি
শুন ধনি চতুরিণি রাধে।
চন্দ্রাবলি সঞে কানু রজনি আজু
কামে পুরায়ল সাধে॥
ঐছন শুনইতে বাত।
অরুণিত লোচন গর গর অন্তর
রোখে পুরল সব গাত॥ ধ্রু॥
আপনক কামে কামি যেই কামিনী
রসিক মরম নাহি জান।
সো মঝু বিদগধ নাহক বলে ছলে
কত না কয়ল অপমান॥
চঞ্চল মনহি থীর নাহি হোয়ত
কামে লুবধ চিত কান।
ঐছন নাহক বদন না হেরব
উদ্ধবদাস পরমাণ॥

সখীর উক্তি।

শ্রীরাগ—মধ্যম একতালা।

দূর সঞে নয়নে নয়নে নাহি হেরবি[১]
নিয়ড়ে রহবি শির লাই[২] ।
পরশিতে নিরসি করহি কর বারবি[৩]
যতনে রোখ নিরমাই[৪] ॥
সুন্দরি অতয়ে শিখায়ব তোয়।
বিনহি মানে ধনি সো বহুবল্লভ
কবহুঁ আপন বশ হোয়[৫] ॥ ধ্রু ॥

১। দূর হইতে তাহাকে দেখিলেই আর ফিরিয়া চাহিও না।

২। নিকটে আসিলে মস্তক অবনত করিয়া থাকিবে।

৩। স্পর্শ করিতে আসিলে রুক্ষ ভাবে (নিরসি) করদ্বারা হস্ত ঠেলিয়া দিবে।

৪। যত্ন পূর্ব্বক ক্রোধ নির্ম্মাণ করিয়া ; অর্থাৎ দেখাইবে যেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছ।

৫। সেই বহুজনার প্রিয়তম মান নহিলে কি বশীভূত হয়েন !

পুছইতে গোরি চমকি মুখ মোড়বি
হসইতে জনি তুহুঁ হাস[১]।
করইতে মিনতি শুনই নাহি শূনবি
কহবি আনহি অ'ন ভায ॥
পড়ইতে চরণে বারি দিঠি পঙ্কজে
পূজবি সো মুখ চন্দ[২]।
গোবিন্দদাস কহ যাক হৃদয়ে রহ
তাহে কি এতহু পরবন্ধ ॥

সিন্ধুড়া—চঞ্চুপুট তাল।

অবনত বয়নি ধরণি নখে লেখি।
যে কহে শ্যাম নাম তাহে না পেখি ॥
অরুণ বসন পরি বিগলিত কেশ।
অভরণ তেজল ঝাঁপল বেশ ॥

১। কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলেই চমকিয়া মুখ ফিরাইবে, হাসিলে যেন হাসিয়া ফেলিও না।

২। যদি তিনি তোমার চরণে নিপতিত হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে নিবারণ করিয়া আঁখি-কমলের দ্বারা তাঁহার মুখচন্দ্রকে পূজা করিবে—অর্থাৎ তোমার নয়ন তাঁহার মুখে স্থাপিত করিবে।

নীরস অরুণ কমল-বর-বয়নী।
নয়ন লোরে বহি যায়ত ধরণী ॥
ঐছন সময়ে আওল বনদেবী।
কহয়ে চলহ ধনি ভানুক সেবি[১] ॥
অবনত বয়নে উতর নাহি দেল।
বিদ্যাপতি কহে সো চলি গেল ॥

কামোদ—ছোট দশকুশী।

মাধব অপরূপ পেখলু রামা।
মানিনি মানে, অবনি পর লেখই,
নয়নে না হেরই শ্যামা ॥
শুনইতে বিদগধ, নাগর শেখর,
আকুল গদ গদ বোল।
কি করব দৈবে, রজনি হাম বঞ্চলু,
তবহি হৃদয় মঝু দোল ॥
হামারি শপতি তোহে, শুন শুন সহচরি,
তুরিতে গমন করু তাই।
বহুত যতন করি, তাহে মানায়বি,
যৈছে সদয় হোয়ে রাই ॥

১। বনদেবী ঐ সময়ে আসিয়া বলিলেন, চল সূর্য্যপূজা করিতে যাই।

শপতি বচনে সোই, কছু নাহি বোলল,
আওল মানিনি পাশ।
হেরইতে রাই, বিমুখ ভই বৈঠল,
কহতহিঁ গোবিন্দ দাস॥

সখীর উক্তি।

গান্ধার—জপতাল।

তোহারি বিরহ, বেদনে বাউর,
সুন্দর মাধব মোর।
খেনে অচেতন, খেনে সচেতন,
খেনে নাম ধরু তোর॥
রামা হে তু বড়ি কঠিন দেহ।
গুণ অপগুণ না বুঝি তেজলি
জগত-দুলহ নেহ[১]॥ ধ্রু॥

১। জগতে যে প্রেম দুর্ল্লভ।

তোহারি কাহিনি, কহিতে জাগই,
শুতই দেখই তোয়[১] ।
কি ঘর বাহিরে, ধৈরজ না ধরে,
পথ নিরখই রোয় ॥
কত পরবোধি, না মানে রহসি,
না করে ভোজন পান[২] ।
কাঠ মুরতি, ঐছন আছয়ে,
কবি বিদ্যাপতি ভাণ ॥

জয়জয়ন্তী—দুঠুকী ।

তু বিনু সুখময় শেজ তেজল
নিন্দ চন্দন চন্দ[৩] ।
শুতল ভূতল ফুয়ল কুন্তল
কাম-চামর-বন্ধ[৪] ॥

১। তোমার কথা কহিতে কহিতে জাগিয়া উঠে এবং শয়ন করিলে তোমাকেই দেখে।

২। কত মতে বুঝাইলাম, তথাপি নির্জ্জনে সে তিষ্ঠিতে পারে না এবং পান ভোজন করে না।

৩। তোমার বিরহে শ্রীকৃষ্ণ সুখময় শয্যা ত্যাগ করিয়াছেন এবং চন্দন ও চাঁদকে নিন্দা করিতেছেন।

৪। ভূমিতলে শয়ন করিতেছেন এবং মদনের চামরবন্ধ সদৃশ কেশপাশ আলুলায়িত হইতেছে।

তেজ দারুণ মান মানিনি
নাহ গাহক তোরি[১]।
তুহুঁ সে মরকত মুরতি মানহ
কাঁচ কাঞ্চন গোরি[২] ॥
নীল উতপল দাম শামর
ধাম ঝামর দেহ[৩]।
কুসুম শর যব বরিখে ঝর ঝর
নয়ন শাঙন মেহ[৪] ॥
বিরহ-মোচন এ তুয়া লোচন-
কোণে হেরবি কান।
রায় চম্পতি বচন মানহ
দাস গোবিন্দ ভাণ ॥

১। নাথ তোমারই গ্রাহক অর্থাৎ তোমার প্রেমার্থী।

২। হে কাঁচা কাঞ্চন-বর্ণা তুমি শ্রীকৃষ্ণকে মরকত মূর্ত্তি বলিয়া করিতেছ। অর্থাৎ মরকতের ন্যায় কঠিন ও নীরস বলিয়া ভাবিতেছ। (শ্রীল রাধা মোহন ঠাকুরের টীকা) শ্রীমতীকে কাঁচা কাঞ্চন গোরী বলায় তাঁহারই কাঠিন্য সূচিত হইতেছে (ঐ টীকা দ্রষ্টব্য)।

৩। নীল কমল-দামের ন্যায় শ্যাম তনু ঝামর অর্থাৎ মলিন হইয়াছে।

৪। যখন তিনি কুসুম শরে বিদ্ধ হয়েন, তখন তাঁহার নয়ন-যুগল শ্রাবণের মেঘের মত অবিরল ধারে বারি বর্ষণ করে।

শ্রীমতীর উক্তি।

শ্রীকামোদ—ছোট একতালা।

সো বর শঠগুণ গুরুবর গুরুতর,
অছু গুণ জলনিধি সার[১]।
হাম অবলা অতি, তাহে দুখিত মতি,
কৈছনে পাইয়ে পার ॥
সজনি আর কত কর পরলাপ[২]।
সো মুঝে যৈছন, কয়লহিঁ অপমান,
সো বড় হৃদয়ক তাপ ॥ ধ্রু ॥
যো বর নারি, সার করি লেওল,
সো পদ সেবউ আনন্দে।
তাকর লাগি, জাগি নিশি রোয়উ,
পীবউ সো মকরন্দে ॥
তাহে লাগি অন্ন, পানি সব তেজউ,
জপ করু তাকর নাম।
চম্পতি-পতিকর,[৩] সোই যুবতি বর,
গাওত পুন তছু গাম ॥

১। তিনি শঠ-শিরোমণিগণের গুণে গরীয়ান্ ব্যক্তিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ঐ সকল গুণ সমুদ্রের সার রত্ন।

২। সখী আর অনর্থক প্রলাপ বকিতেছ কেন?

৩। চম্পতি-পতির অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের।

দূতীর প্রতি শ্রীমতীর উক্তি।

ধানশী—লোফা তাল।

তব চঞ্চলমতিরয়মঘহন্তা।
অহমুত্তম-ধৃতি-দিগ্ধ দিগন্তা ॥
দূতি বিদূরয় কোমল কথনম্।
পুনরভিধাস্যে নহি মধুমথনম্ ॥ ধ্রু ॥
শঠ-চরিতোঽয়ং তব বনমালী।
মৃদু হৃদয়াহং নিজ-কুলপালী ॥
তব হরিরেষ নিরঙ্কুশ-নর্ম্মা।
অহমনুবদ্ধ সনাতন-ধর্ম্মা ॥*

---

* হে দূতী তোমার এই অঘারি (শ্রীকৃষ্ণ) চঞ্চলচিত্ত। আমি ধৈর্য্যশীলা বলিয়া দিগ্ দিগন্তে অর্থাৎ সর্ব্বত্র বিখ্যাত। তোমার কোমল বাক্য দূর কর। আমি আর মধুসূদনের সহিত আলাপ করিব না। তোমার বনমালী শঠের চূড়ামণি, আমি নিজ কুল-পালিকা কোমল-হৃদয়া বালিকা। তোমার শ্রীকৃষ্ণ আমোদ পাইলে সব ভুলিয়া যান, আর আমি শাশ্বতধর্ম্মাবলম্বিনী। (সুতরাং কেমন করিয়া তাঁহার সহিত আমার প্রেম সম্ভব হইবে ?)

দূতীর উক্তি—কৃষ্ণের প্রতি।

তিরোথা ধানশী—বিষম দশকুশী।

মাধব রাধা সাধীন ভেল।
যতনহি কত পর- কার বুঝায়লুঁ,
তভু ধনি উতর না দেল।
তোহারি কেশ, কুসুম তৃণ তাম্বুল,
ধরলহু রাইক আগে।
কোপে কমল মুখি পালটি না হেরল
বৈঠল বিমুখ বিরাগে॥
তোহারি নাম, শুনয়ে যব সুন্দরী
শ্রবণে মুদয়ে দুই পাণি।
তোহারি পিরিতি যো, নব নব মানই,
সো অব না শুনয়ে বাণী॥
হেন বুঝি কুলিশ- সার তছু অন্তর,
কৈছে মিটায়ব মান।
কহ বিদ্যাপতি, বচন অব সমুচিত,
আপে সিধারহ কান॥*

---

* পূর্ব্বে এই পদের টীকা প্রদত্ত হইয়াছে; ৩৯১ পৃষ্ঠা দেখুন।

বালা ধানশী—মধ্যম দুঠুকী।

শুনি সখি-বচন মনহি অনুমান।
নাগরি-বেশ বনাওল কান ॥
আগু পদ বাম, বাম-গতি[১] চাহনি,
বাম[২] কুণ্ডল অনুপামা।
বাম ভুজে বসন, ঢুলায়ত ঘন ঘন,
যৈছন পেখলুঁ শ্যামা ॥
পট অম্বর পরি, অভিনব নাগরি,
ঐছনে কয়ল পয়ান।
চারু সিথা পরি, কাম সিন্দুর পরি,
লখই না পারই আন[৩] ॥
এমন চতুরবর, কবহুঁ না পেখলুঁ
এ মহি-মণ্ডল মাঝে।
মণিময় কঙ্কণ, দুহু ভুজে সাজন,
শঙ্খ শোভয়ে তছু মাঝে ॥

১। কুটীল

২। সুন্দর

৩। অন্যরূপ অর্থাৎ পুরুষ বলিয়া কেহ চিনিতে পারিল না।

পদতল অরুণ- কিরণ মণি পেখলুঁ
তেঞি হোয়ত অনুমান।
জ্ঞানদাস কহে, রাইক মন্দিরে,
নাগর কয়ল পয়ান ॥

কামোদ—বড় একতালা।

কানু উপেখি, রাই মহি লেখই,
মানিনি অবনত মাথ।
নিরুপম নারি- বেশ ধরি সো হরি,
আওল সহচরি সাথ ॥
সজনি কী ফল মানিনি-মানে।
ঢীট কানাই, কতয়ে ভঙ্গি জানত,
কো করু কত অবধানে ॥ ধ্রু ॥
শ্যামরি হেরি, সখিক রাই পূছত,
সো কহ ব্রজ নব রামা[১]।
তুয়া সখি হোত, যতনে চলি আওল
কোরে করহ ইহ শ্যামা[২] ॥

১। শ্যামবর্ণা একটি স্ত্রীলোক দেখিয়া শ্রীরাধা সখীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কে? সখী বলিল, ইনি ব্রজের এক নব নাগরী।

২। তোমার সখী হইবার জন্য আগ্রহ সহকারে আসিয়াছেন, তুমি এই শ্যামবর্ণাকে ক্রোড়ে ধারণ কর।

করইতে কোরে, পরশ সঞে জানল[১],
কানুক কপট বিলাস।
নাসা পরশি, হাসি দিঠি কুঞ্চিত,
হেরত গোবিন্দ দাস ॥

বর্ষা সময়োচিত বাসক-সজ্জা।

শ্রীগৌরচন্দ্র।

করুণ কামোদ—দশকুশী।

পালঙ্ক উপরে, গৌরাঙ্গ সুন্দর,
বসিয়া বিরস মনে।
রাধা-ভাবেতে, ভাবিত অন্তর,
বাসক-সজ্জার ভানে ॥
কহে শ্যাম বন্ধু, আসিবে বলিয়া,
শেজ সাজাইলুঁ ফুলে।
গত প্রায় নিশি, কোথা কালশশী,
রজনি গেল বিফলে ॥

১। স্পর্শ হইতে বুঝিতে পারিলেন।

না আসিল কালা, আর প্রেমজ্বালা,
কত বা সহিবে প্রাণে।
কহে নরহরি, ভাঙ্গিব পিরীতি,
সে শ্যাম নিঠুর সনে ॥

কামোদ—সমতাল।

ভুজগে ভরল পথ কুলিশ পাত শত
আর কত বিঘিনি বিথার।
কুলবতি গৌরব বাম চরণে ঠেলি
কুঞ্জে করল অভিসার[১] ॥
সজনি কী ফল পাপ পরাণ।
যামিনি আধ অধিক বহি যাওত
অবহু না মীলল কান ॥ ধ্রু ॥
যত এ মনোরথ তত ভেল অনরথ
কানুক পিরীতি অভিলাষে।
না জানি এ কোন কলাবতি বান্ধল
ভাঙু ভুজঙ্গিনী পাশে[২] ॥

১। পথে সর্পের বাহুল্য, ঘন ঘন বজ্রপাত, আরও কত বিস্তারিত বিঘ্নরাশি—সে সকল উপেক্ষা করিয়া, কুলবতীর গৌরব বামপদে ঠেলিয়া ফেলিয়া কুঞ্জে অভিসারে আসিলাম।

২। হয়ত কোনও রসিকা (কুলবতী) রমণী তাঁহাকে ভুরূ-বিলাসরূপ নাগপাশে বন্ধন করিয়াছে।

দারুণ ফুলশর কুঞ্জে বিথারল
মন্দিরে গুরুজন গারি[১] ॥
গোবিন্দ দাস কহ এ দুহুঁ সংশয়
নিরসব রসিক মুরারি[২] ॥

ভূপালী—একতালা।

তুহুঁ রহ গরবিনি বাসক গেহ।
সো ভিগি আওল শাঙন মেহ[৩] ॥
তুহুঁ শূতলি সুখময় পরিযঙ্ক।
সো তরি আওল পাঁতর পঙ্ক[৪] ॥

১। (এক্ষণে) কুঞ্জে বিষম কুসুম শরে আমাকে অস্থির করিতেছে, (গৃহে যে ফিরিয়া যাইব, তাহারও উপায় নাই কারণ) গৃহে গুরুজনের গঞ্জনা ভোগ করিতে হইবে।

২। পদকর্ত্তা বলিতেছেন যে এই উভয়বিধ সংশয় রসিকশেখর কৃষ্ণ আসিয়া মিটাইয়া দিবেন।

৩। তুমি বাসক-গৃহে গৌরবে বিরাজ করিতেছ, আর সে শ্রাবণ মেঘের জলধারায় ভিজিয়া আসিতেছে।

৪। তুমি সুখময় পালঙ্কে শয়ানা রহিয়াছ। আর সে পঙ্কিল প্রান্তর পার হইয়া আসিল।

এ ধনি দূর কর অসময় মান।
পুণ ফলে মীলল রসময় কান॥
ঝলকত দামিনি যামিনি ঘোর।
কামিনি কি তেজই কান্তক কোর॥
ঘন ঘন গরজন অম্বর মাহ।
বরজত কোনে এ হেন বর নাহ[১]॥
এতহুঁ কহত যব গতি মতি বাম।
না জানিয়ে কোই আরাধলি কাম[২]॥
গোবিন্দদাস দেখব তব সাঁচ।
কাকর অঙ্গনে কো পুন নাচ[৩]॥

১। ঘন ঘন মেঘ গর্জ্জন হইতেছে, এ হেন দুর্দ্দিনে কে নাথ-শ্রেষ্ঠকে বর্জ্জন করিতে পারে?

২। এত বলা সত্ত্বেও যখন তোমার গতি ও মতি প্রতিকূল, তখন বুঝিলাম যে অন্য কোনও রমণী কামদেবকে পূজা করিয়াছে—অর্থাৎ তোমার মানের জন্য বিমুখ শ্রীকৃষ্ণকে সেই রমণী লাভ করিবে।

৩। কাহার অঙ্গনে কে নাচে! অর্থাৎ এক্ষণে তোমার অঙ্গনে যিনি আসিয়া ফিরিয়া যাইতেছেন, অন্য রমণীর অঙ্গন তাঁহাকে পাইয়া ধন্য হইবে।

কেদার—ঠুংরী।

শুন শুন গুণবতি রাধে।
পরিচয় পরিহর কোন অপরাধে[১] ॥
গগনে উগয়ে কত তারা।
চাঁদ আনহি অবতারা[২] ॥
আন কি কহবি বিশেখি।
লাখ লখিমি চয় লেখি না লেখি[৩] ॥
শুনি ধনি মন হৃদি ঝূর
তবহিঁ মনহিঁ মন পূর ॥
বিদ্যাপতি কহে মীলন ভেল।
শুনইতে ধন্দ সবহি ভৈ গেল[৪] ॥

১। তুমি কোন অপরাধে পরিচয় (আলাপ) পরিত্যাগ করিতেছ?

২। গগনে কত কত তারা উদিত হয়, কিন্তু চন্দ্র অন্য অবতার অর্থাৎ চন্দ্রের সঙ্গে তাহার তুলনা হয় না।

৩। তোমাকে আর বিশেষ করিয়া কি বলিব? তোমার সৌভাগ্যের সীমা নাই। লক্ষ লক্ষ লক্ষ্মীও আমি গণনার মধ্যে আনি না।

৪। শুনিয়া সব সংশয় মিটিয়া গেল।

পুনশ্চ বিপ্রলব্ধা।

শ্রীগৌরচন্দ্র।

সুই—সমতাল।

কি লাগি গৌর মোর।
নিজ রসে ভেল ভোর ॥
অবনত করি মুখ।
ভাবয়ে পুরুব দুখ ॥
বিহি নিকরুণ ভেল।
আধ নিশি বহি গেল ॥
জ্ঞান দাস কহে গোরা।
নিজ রসে ভেল ভোরা ॥

বিহাগড়া—মধ্যম দশকুশী।

ধনি সহজে রাজার ঝি।
ঘরের বাহির কখন না হও
আমরা দেখিয়াছি ॥ ধ্রু ॥
তাহাতে রজনি কানন মাঝারে
করিয়ে কমল-শেজ।
মিনতি করিয়া প্রিয় সখিগণে
কানুর উদ্দেশে ভেজ ॥

সবহুঁ রজনি নিন্দ যায় ধনি
রতন পালঙ্ক পরে।
সে যে কমলিনী জাগয়ে যামিনী
নিমিখ না দেই ডরে॥
করপদ তল ওথল কমল
ননীর পুতলি দেহ।
সে যে সুকুমারী কান্দয়ে গুমরি
এত না সহিবে কেহ॥
এঘর বাহির করে নিরন্তর
কপট শঠের আশ।
এতহু বিপদ সহিতে না পারি
ধায় কানুরাম দাস॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখীর উক্তি।

বেহাগ—তেওট।

মাধব কি কহব ধনিক সন্তাপ।
চিতহি তোহারি এ দরশ দুরাপ॥
বিরহক বেদনে সো বর নারী।
নিরজনে বিরচই মুরতি তোহারি॥

দারুণ দৈবত তহি নাহি গেল।
লিখইতে আন আন ভৈ গেল ॥
লিখইতে বদন বেকত ভেল চন্দ।
হেরি হেরি সুন্দরী পড়লহি ধন্দ ॥
ভাঙ ধনুয়া ভেল লোচন বাণ।
অঙ্গে অনঙ্গ হেরি হরল গেয়ান ॥
পুন কিয়ে লিখব যতন করি তোয়।
ভীতক চিত পুতলী[১] ভেল সোয় ॥
গোবিন্দ দাস কহই করি সেবা।
শুনইতে সো ভেল মরকত দেবা ॥

পুনশ্চ মান।

শ্রীগৌরচন্দ্র।

বিভাস—মধ্যম দশকুশী।

সকল ভকত মেলি, আনন্দে হুলাহুলি,
আইলা গৌরাঙ্গ দরশনে।
গৌরাঙ্গ শুতিয়া আছে, কেহ ত নাহিক কাছে
নিশি জাগি মলিন বদনে ॥

১। ভিত্তিগাত্রে চিত্রিত পুতুলের ন্যায়

ইহ বড় অদভুত রঙ্গ।
উঠিয়া গৌরাঙ্গ হরি, ভূমেতে বসিয়া ফেরি,
না বৈসয়ে কাহুক সঙ্গ ॥ ধ্রু ॥
দেখিয়া ভকতগণ, চমকিত হৈল মন,
বিরস বদন কি কারণে।
সবে কহে হায় হায়, কিছুই না বুঝা যায়,
কি ভাব উঠিল আজি মনে ॥
কেহ লহু লহু করে, মুখানি পাখালে নীরে,
কেহ করে কেশ সম্বরণ।
কিছু না জানিয়ে মোরা, ভাবের মূরতি গোরা,
বাসু ঘোষ মলিন বদন ॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—দূতীর প্রতি।

ধানশী—মধ্যম একতালা।

এ সখি মঝু বোলে কর অবধান।
রাই দরশ বিনে না রহে পরাণ ॥
তুহুঁ অতি চতুরিণি কি কহব হাম।
ঐছে করহ যৈছে সিধি হয়ে কাম ॥
বহুত যতন করি বুঝায়বি তায়।
নহে পরবোধবি ধরি তছু পায় ॥

ইথে যদি তুয়া বোল না শুনই রাই।
ইহ কেশ তৃণ দিয়া পড়বি লোটাই॥
সো রঙ্গিণি যদি তেজই মান।
নিচয়ে জানিহ তুয়া অনুগত কান॥
বংশীবদনে কহ পূরব আশ।
চলল দোতি তব রাইক পাশ॥

কামোদ—মধ্যম দশকুশী।

কানু প্রবোধ করি, আয়ল সহচরি,
মীলল রাইক পাশ।
কহতহিঁ চাতুরি, বচন সুমাধুরি,
তাহে মিশাইয়া হাস॥
মানিনি অবনত, বদনহি লীখত,
ইহ মহি-মণ্ডল মাঝ।
ইতি উতি সহচরি, রহে নিশবদ করি
সবহুঁ বিছুরল কাজ॥
দোতি কহয়ে ধনি, কাহে ভেলি মানিনি
তোহারি সে নাগর-রাজ।
বিষম কুসুম শরে, সো ভেল জর জর,
লুঠই নিকুঞ্জক মাঝ॥

অনেক যতন করি, মোহে পাঠায়ল হরি,
জিউ রাখে তুয়া আশোয়াসে।
বংশীবদন কহ, হামারি বচন রাখ,
মীলহ কানুক পাশে ॥

শ্রীরাগ—ছোট দশকুশী।

মানিনি দূর কর দারুণ মানে।
তুয়া বিনে মোহন, চীত পুতলি সম,
তেজল ভোজন পানে ॥
কোমল অমল, শেজ কুসুম দল,
তুয়া বিনু তেজল শয়নে।
গন্ধ চতুঃসম,[১] অঙ্গ বিলেপন,
তেজল তাম্বূল বয়নে ॥
কত কত যুবতি- যূথ শত সেবই,
তাহে যে বোধ না মানে।
সো তুয়া লাগি অব, সতত উতাপিত,
মুদি রহত দুই নয়ানে ॥

১। সমপরিমাণে মিশ্রিত কর্পূরাদি গন্ধদ্রব্য চতুষ্টয়।

এ ধনি রমণি, শিরোমণি মানিনি,
কিয়ে তুয়া মানক কাঁতি।
রায় বসন্ত কত, তোহে বুঝায়ব,
নাহ দেখিলুঁ এক ভাতি॥

সুহই—বৃহৎ একতালা।

পদুমিনি পুন পরবোধও তোয়[১]।
পঙ্কজ পরিহরি, পীতাম্বর পদ,
পামরি পাঁতরে রোয়[২]॥ ধ্রু॥
পুছইতে পহিলে, পাণি পালটায়সি,
পরিজন পর করি মান[৩]॥

১। হে পদ্মিনী, তোমাকে পুনরায় প্রবোধ দিতেছি।

২। যে রমণী পামরী অর্থাৎ দুর্ভাগ্যবতী, সেই পীতাম্বরের পদকমল পরিত্যাগ করিয়া প্রান্তর মধ্যে রোদন করে।

৩। তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলে তুমি উদাসভাবে হাত উল্টাইয়া জবাব দেও এবং আমাদের ন্যায় স্বজনগণকেও পর বলিয়া মনে কর।

পিয় পরিবাদ, পরশে পরিহারসি,[১]
পূরে পাহুন পাঁচবাণ[২] ॥
পিরিতিক পাঁতি- পাঠে পরিহাসসি,
পহুঁ পরণাম নাহি মান[৩] ।
পাহুন পুতলি, পরখি পয়ে পেখলুঁ,
পর পীড়ন নাহি জান ॥
পুরুষোত্তমক, প্রেম পরিরম্ভন,
পুণবতি পাবই কোই ।
প্রাণ পিয়ারি, পদবি পরিপালহ,[৪]
গোবিন্দদাস কহ তোই ॥

১। প্রিয়ের কলঙ্ক-স্পর্শেই তাহাকে ত্যাগ করিতেছ।

২। পাহুন—প্রাধনিক শব্দ হইতে; অর্থ প্রবাসী, অতিথি। এস্থলে, নিষ্ঠুর বা পাষাণ সদৃশ। নিষ্ঠুর কন্দর্প বাণ সন্ধান করিতেছে।

৩। পিরীতির পংক্তি মাত্র পাঠ করিয়া পরিহাস করিতেছ। প্রভু যে প্রণাম করিয়া গেলেন, তাহা মানিলে না, অর্থাৎ গ্রাহ্য করিলে না।

৪। তুমি শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়, এই খ্যাতি রক্ষা কর।

জয় জয়ন্তী ধানশী—মধ্যম দশকুশী।

না বোল না বোল, কানুক বোল,
ও কথা নাহিক মানি।
বিষম কপট, তাহার প্রেম,
ভালে ভালে হাম জানি।
নিকুঞ্জ কাননে, সঙ্কেত করিয়া,
তাঁহা জাগাইল মোরে।
আন ধনি সনে, সো নিশি বঞ্চিয়া
বিহানে মিলল দূরে॥
সিন্দুর কাজর, সব অঙ্গ পর,
কপটে মিনতি কেল।
ছল করি শির- সিন্দূর কাজর,
আমার চরণে দেল॥
শতগুণ হিয়া, আনল জ্বালিল,
চলিয়া আইলুঁ বাস।
এ হেন শঠের, বদন না হের,
কহয়ে অনন্ত দাস॥

তিরোথা ধানশী—একতালা।

দোতিক বচন না শূনল রাই।
আপন মনহি বিচারল তাই॥

কানুক তৃণ কেশ ধরু তছু আগে।
তবহুঁ সুধামুখি নহ অনুরাগে ॥
কত কত বিনতি করিয়া কহ বাণী।
মানিনি চরণে পসারল পাণি ॥
সুন্দরি দূর কর অসময় মান।
ইহ সুখ সময়ে মিলহ বর কান ॥
তেজিয়া নাগর ও সুখ-পুঞ্জে।
তুয়া লাগি লুঠই কেলি নিকুঞ্জে ॥
ক্ষেম অপরাধ চলহ সোই ঠাম।
ইহ সুখ জানি সময় অনুপাম ॥

কল্যাণী অথবা বরাড়ী—কাওয়ালী।

বিরচিত-চাটুবচন-রচনং চরণে রচিত-প্রণিপাতম্।
সম্প্রতি মঞ্জুল বঞ্জুল সীমনি কেলি-শয়নমনুযাতম্ ॥
মুগ্ধে মধুমথনমনুগতমনুসর রাধিকে[১] ॥ ধ্রু ॥

১। হে মুগ্ধে, হে রাধিকে, যিনি চাটুবাক্য রচনা করিয়া এবং চরণে প্রণত হইয়া তোমার মানাপনোদন করিয়াছেন এবং যিনি সম্প্রতি মনোহর কুঞ্জের মধ্যস্থ কেলি শয্যায় উপনীত হইয়াছেন, তুমি সেই সর্ব্বতোভাবে বশীভূত মাধবের অনুগমন কর।

ঘন-জঘন-স্তন-ভার-ভরে দর-মন্থর-চরণ-বিহারম্।
মুখরিত-মণি-মঞ্জীরমুপৈহি বিধেহি মরাল-নিকারম্[১] ॥
শৃণু রমণীয়তরং তরুণী-জন-মোহন মধুরিপু-রাবম্।
কুসুম-শরাসন-শাসন-বন্দিনি পিক-নিকরে ভজ ভাবম্[২] ॥
অনিল-তরল কিশলয় নিকরেণ করেণ লতা-নিকুরম্বম্।
প্রেরণমিব করভোরু করোতি গতিং প্রতি মুঞ্চ বিলম্বম্[৩] ॥
স্ফুরিতমনঙ্গ-তরঙ্গ-বশাদিব সূচিত হরি-পরিরম্ভম্।
পৃচ্ছ মনোহর হার-বিমল জল-ধারমমুং কুচকুম্ভম্[৪] ॥

১। তোমার সুপীন স্তন ও নিতম্ব ভার বশতঃ মন্থরগতি বিচরণে যে মণিময় নূপুর বাজিবে, তাহাতে হংসকুল পরাজয় মানিবে।

'নিকারঃ স্যাৎ পরাভবে' ইতি বিশ্বঃ

২। শ্রীকৃষ্ণের অতি মধুর যুবতীমনোমোহনকারী (বংশী) রব শ্রবণ কর এবং মদনের স্তুতিগায়ক কোকিলকুলের গানে প্রীতি কর।

৩। হে করীশাবকশুণ্ডসদৃশ উরুশালিনী, মৃদুল বায়ু-সঞ্চালিত কোমল পল্লব সদৃশ হস্তের দ্বারা লতাকুল তোমাকে যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছে! বিলম্ব পরিত্যাগ কর।

৪। (যদি আমার কথায় তোমার বিশ্বাস না হয়) তোমার কুচরূপ কলসকে জিজ্ঞাসা কর। কেন না তোমার কুচ মদন-

অধিগতমখিল সখীভিরিদং তব বপুরপি রতিরণ-সজ্জম্।
চণ্ডি রণিত-রসনারব ডিণ্ডিমমভিসর সরসমলজ্জম্[১] ॥
স্মর-শর সুভগ-নখেন করেণ সখীমবলম্ব্য সলীলম্।
চল বলয় ক্বণিতৈরববোধয় হরিমপি নিজ গতি-শীলম্[২] ॥
শ্রীজয়দেব-ভণিতমধরীকৃত হারমুদাসিত-বামম্।
হরি-বিনিহিত-মনসামধিতিষ্ঠতু কণ্ঠতটীমবিরামম্[৩] ॥

তরঙ্গে আন্দোলিত (কলসী যেরূপ সরসীর ঢেউয়ে কম্পিত হয় সেই রূপ) হইতেছে এবং তাহাতে হরির আলিঙ্গন সূচনা করিতেছে। তোমার গলার সুন্দর হার সেই কুচকলস হইতে একটি বিমল জল-ধারার ন্যায় ঝরিয়া পড়িতেছে। (নারীর বাম স্তন স্পন্দিত হইলে প্রিয়-সমাগম হয়, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে)।

১। হে চণ্ডি (রণ-প্রবীণা) তোমার (শুধু মন নহে) দেহও যে রতি রণোপযোগী বেশ ধারণ করিয়াছে, তাহা তোমার সকল সখীগণ বুঝিতে পারিয়াছে। অতএব লজ্জাপরিত্যাগ পূর্ব্বক সানন্দে কিঙ্কিণীর রব করিতে করিতে অভিসার কর।

২। তোমার মদন-শর তুল্য নখরাদি বিশিষ্ট হস্তে সখীকে অবলম্বন পূর্ব্বক নৃত্যভঙ্গীতে চল। বলয়ধ্বনির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে তোমার আগমন বার্ত্তা জানাইয়া দেও।

সমীচীন যোদ্ধাদিগের বিপক্ষকে সতর্ক করিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইবার রীতি আছে।

৩। শ্রীজয়দেবের বাক্য যদ্দারা মণিহারও লজ্জিত হয় এবং যাহা সুন্দরী রমণী অপেক্ষাও মন আকৃষ্ট করে, সেই বাক্য শ্রীকৃষ্ণার্পিত মানস ভক্তগণের কণ্ঠে চিরকাল বিরাজ করুক।

সুরট্ মল্লার—তেউট।

সরস সুখময়, সময় যামিনি,
কানু কেলি নিকুঞ্জ।
তোবিনু কিশলয়, শয়নে রোয়ত,
যৈছে মধুকর গুঞ্জ[১] ॥
রোখ পরিহরি, চলহ সুন্দরি,
যাই হেরহ কান।
সময় কামদে[২] কো কলাবতি,
কান্ত পর করু মান ॥
তোহারি মূরতি জোতি দশদিশ,
হেরি আকুল হোই।
সোই গুণমণি, রূপ গুণি গুণি,
গুমরি যামিনি রোই ॥

১। ভ্রমর যেরূপ গুঞ্জন করে, সেইরূপ ভাবে কিশলয় শয্যায় শুইয়া কাঁদিতেছেন। (বিরহের জ্বালায় নবীন কোমল পল্লবের দ্বারা শয্যা রচনা করিয়া তাহাতে শয়ন করিয়াছেন, তথাপি জ্বালার নিবৃত্তি নাই)।

২। অভীষ্টপ্রদ বা কামোদ্দীপক।

এ হেন দোতিক, 		বচন শুনইতে,
মান ভেল অবসান।
সবহুঁ সহচরি, 		বদন নিরখই,
তবহুঁ বেশ বনান ॥

গৌরী ভূপালী—মধ্যম একতালা।

কতহুঁ যতন করি সাধল দোতি।
যৈছনে ধনি-চিত দরবিত হোতি[১] ॥
যোই নিকুঞ্জে বিষাদই কান।
তহিঁ ধনি ভামিনি কয়ল পয়ান ॥
পদ দুই চারি চলই পুন থারি[২]
ধৈরজ চীত ধরই নাহি পারি ॥
মানিনি গর গর অন্তর থোর।
ঐছন পাওল কুঞ্জকি ওর ॥
যতনহি কানু সমুখ নাহি গেল।
যৈছন পুরুব মুগধি সম ভেল[৩] ॥

১। যাহাতে রাইয়ের চিত্ত দ্রবীভূত হয়।

২। পুনরায় স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন।

৩। পূর্ব্বের মত (অর্থাৎ বালিকা অবস্থায় যেরূপ মুগ্ধা ছিলেন সেইরূপ) মুগ্ধার ন্যায় হইলেন।

সহচরিগণ তব করই বিষাদ।
কো বিহি ঘটায়ল ইহ পরমাদ ॥
কত কত দোতি করই পরিহার[১]।
প্রেমদাস কছু কহই না পার ॥

কামোদ—মধ্যম দশকুশী।

সহচরি বচনে, সমতি ভেলি মানিনি,
নাহ নিকটে তব গেল।
মনরথ কতহুঁ, মনহি পরি পূরল,
মনমথে জর জর ভেল ॥
সুবদনি কুঞ্জে মিলল বরকান।
দারিদ ধন জনু, খোই পুন পায়ল,
নাগর ঐছন মান ॥ধ্রু ॥
কত কত ভাব, বিথারল অঙ্গহি,
লোচন ছল ছল পানি।
কানুক বদন, হেরি ধনি আকুল,
কহতহিঁ গদ গদ বাণী ॥

১। মিনতি।

গুর্জ্জরী—ছোট দশকুশী।

মাধব তোহে পিরিতি করু কোই।
সুকপট কঠিন হৃদয় তুয়া পুন পুন
কত পরবোধব তোই ॥ ধ্রু ॥
আন সঙ্কেত আন সঞে মীলন
আন কহিতে কহ আনে।
ঐছন চাতুরি শঠপন পুন পুন
মনিনি সহজে পরাণে ॥
হামারি মরম তুহুঁ ভালে ভাল জানসি
হাম নহ কামিনি নারী।
কাম-কলঙ্কিনি যব কহ দুরজনে
সো দুখ সহই না পারি ॥
প্রেম-অধিন হাম নিরমল প্রেমহি
মোসঞে করহ বিলাস।
কামিনি ঠাম হেরি পুন তেজব
প্রেমদাস অভিলাষ ॥

ধানশী—একতালা।

বিদলিত-সরসিজ-দলচয় শয়নে।
বারিত-সকলসখীজন নয়নে ॥

বলতি মনো মম সত্বর রচনে।
পূরয় কামমিমং শশি-বদনে ॥ ধ্রু ॥
অভিনব-বিস-কিশলয় চয় বলয়ে।
মলয়জ রস পরিসেচিত নিলয়ে ॥
সুখয়তু রুদ্র-গজাধিপ-চিত্তম্।
রামানন্দ রায় কবি ভণিতম্ ॥ *

কেদার—তেওট।

কতহুঁ মিনতি করু কান।
মানিনি তেজল মান ॥
ছল ছল লোচন লোর।
কানু কয়ল ধনি কোর ॥

---

* হে চন্দ্রাননে, আমার মন বিমর্দ্দিত পদ্মপত্রে সত্বর রচিত শয্যার জন্য উৎসুক হইয়াছে; সখীগণও নয়নান্তরালে গিয়াছে; অতএব আমার কামনা পূর্ণ কর। কোমল পদ্মপত্রের দ্বারা সুসজ্জিত এবং চন্দন রসে সিক্ত ভবনে চল। কবি রামানন্দ রায়ের এই বাক্য প্রতাপরুদ্র রাজার চিত্ত সুখান্বিত করুক।

এই কবিতাটি জগন্নাথ বল্লভ নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে চন্দ্রা নাম্নী সখীর প্রতি রাধিকার উক্তি; কিন্তু এখানে ইহা শ্রীকৃষ্ণের উক্তি রূপে শ্রীপদকল্পতরুতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

বুঝল হিয় অভিলাষ।
নিধুবনে রচই বিলাস॥
চুম্বন করইতে কান।
বঙ্কিম ইষত বয়ান॥
কঞ্চুকে যব কর দেল।
মুকুল হৃদয় জনু ভেল॥
নিবি পরশিতে কর কাঁপ।
নিরস কমলে অলি ঝাঁপ॥
ঐছে না পূরয়ে আশ।
নাগর গদ গদ ভাষ॥
ধনিক কষায়িত চীত।
সরস করয়ে প্রকটীত॥
পেশল মনহি অনঙ্গ।
জ্ঞান কহই ইহ সঙ্গ॥

তুড়ী—জপতাল।

গলে গলে লাগল হিয়ে হিয়ে এক।
বয়ানে বয়ান রহু আরতি অনেক॥
মনে রহু মনসিজ শূতল শেজে।
নাহি পরকাশল থোরিহুঁ লাজে॥

মণিময় দীপ উজোরল গেহ।
সুকুসুম শেজহি ঝলমল দেহ॥
কোকিল কুহরত ভ্রমর ঝঙ্কার।
শারি শুক কত কপোত ফুকার॥
মলয় পবন বহ মন্দ সুগন্ধ।
দ্বিজ কুল শবদ গীত অনুবন্ধ॥
সুখময় মন্দির কালিন্দি তীর।
শূতল দুহুঁ জন কুঞ্জ কুটীর॥
সখিগণ হেরই ঝরকহিঁ ঝাঁকি[১]।
আরতি অধিক তিপিত[২] নহ আঁখি॥
কোই কোই সেবই শেজক পাশ।
জ্ঞান দাস কহ পূরল আশ॥

ঝুমর—ধামালি।

নিকুঞ্জ মাঝারে আজু সুখের নাহি ওর রে।
হেরি হেরি সখিগণ আনন্দে বিভোর রে॥

১। ঝরোকা হইতে ঝুঁকিয়া
২। তৃপ্ত



যুগল কিশোর

শুক মুখের গান-শ্রবণে মান।

শ্রীগৌরচন্দ্র।

সুহই—কাটাদশকুশী।

রোষভরে গৃহে পহুঁ আসি।
মানে মলিন মুখশশী॥
শেজ পাতি কয়ল শয়ান।
বলে একি ছিয়ে ছিয়ে কান॥
সব তেজি ভজিনু তোমারে।
তাই বুঝি হেন ব্যবহারে॥
আন সনে বিহারের সাধ।
হাম কি করিনু অপরাধ॥
হেরি হেন অহেতুক মানে[১]।
হরি রাম হাসে মনে মনে[২]॥

১। প্রেম্ণঃ কুটিলগামিত্বাৎ কোপনা কারণং বিনা।
(সাহিত্য দর্পণ)
প্রেম স্বভাবতঃই কুটিল এই জন্য বিনা কারণেও মান হয়।

২। পদকর্ত্তা মনে মনে হাসিতেছেন, কারণ গৌরচন্দ্র যাহার উপর মান করিতেছেন সে ও ত তিনি।

গান্ধার—একতালা।

তরু পর রৈয়া শুক ফুকারিয়া
কহয়ে আপন স্বরে।
কানুরে লইয়া চলিল ধাইয়া
পদ্মা সহচরী ঘরে॥
শুকের বচন শুনি বিনোদিনী
অরুণ যুগল আঁখি।
অবনত মুখে মন্দলিত স্বরে[১]
কহে গদগদ ভাখি॥
পদ্মার সখীর সঙ্গতি সুন্দর
শ্যাম মধুকর-রাজ।
যৈছে রসবতী তৈছনে রসিক
মোর সনে নাহি কাজ॥
কামকলা-রসে কয়ল সরসে
জানয়ে কামের রীত।
কামুকী বুঝিয়া কামুক নাগর
তা সঞে কয়ল প্রীত॥

১। মৃদুলিত; মৃদু মধুর বচনে।

তুহুঁ যাই সখি এ সব বচন
কহবি কানুক পাশ।
শুনিতে তুরিতে নাহ নিয়ড়ে
চললি উদ্ধব দাস॥

তিরোথা ধানশী—মধ্যম দুঠুকী।

সহচর লৈয়া যেখানে বসিয়া
আছয়ে নাগর-রাজ।
দূতী দ্রুত গতি যাইয়া নয়ন-
ইঙ্গিতে কহল কাজ॥
চতুর নাগর ধরি তার কর
নিরজনে চলি যাই।
কি লাগি বিরস বদন তোহারি
বিবরি কহ বুঝাই[১]॥
সখী কহে শুনি শুকের শবদ
আন সঞে তুয়া কাম।
সহজে মানিনী ভৈগেল দ্বিগুণি
না শুনে তোহারি নাম॥

১। বিস্তৃত করিয়া বুঝাইয়া বল।

এত শুনি হরি ব্যাজ পরিহরি
মিলল রাইক পাশ।
হেরি ভয়ে ভীত মানিনী চরিত
কহয়ে উদ্ধব দাস॥

মায়ূর—মধ্যম দশকুশী।

সুন্দরি তুরে কর বিপরিত রোষ।
বনচর পাখি- বচন শুনি মানিনি
না বিচারি গুণ কিয়ে দোষ॥
যো যৈছে পাখিক পাঠ পঢ়ায়ত
তৈছন কহতহিঁ ভাখি।
কাহা সোই কাহা মুঞি কাহা বিলসন ভই
এ তুয়া সহচরি সাখী॥
তুহুঁ যব মোহে ছোড়ি সুখ পাওবি
হাম নাহি ছোড়ব তোয়।
তুয়া পদ-নখমণি- হার হৃদয়ে ধরি
দিশি দিশি ফীরব রোয়॥
এত শুনি মানিনি ঐছে কাতর বাণি
আকুল থেহ না পায়।
অভিমান পরিহরি বৈঠলি সুন্দরি
আধ নয়ানে মুখ চায়॥

নাহ রসিক বর কোরে আগোরল
দুহুঁক নয়নে ঝরু বারি।
দুহুঁ করে দুহুঁক নয়ন লোর মোছই
উদ্ধব দাস বলিহারি॥

বংশী ধ্বনি-শ্রবণে মান।

শ্রীগৌরচন্দ্র।

সুহই—মধ্যম দশকুশী।

স্বরূপের করে ধরি গোরা রায়।
গালি কত পাড়ে শ্যাম বন্ধুয়ায়॥
সো শঠ লম্পট রতি-চোর।
কত না দুর্গতি করে মোর॥
কুলমান সকলি নাশিল।
পতি-গেহে আনল ভেজাইল॥
শেষে কালা মোহে পরিহরি।
কেলি করে লৈয়া অন্য নারী॥
মুই কি হইলুঁ তার পর।
ইহা কহি (গৌরহরি) কাঁদিয়া ফাঁফর॥
বাসু কহে কি বুঝিব আমি।
যার লাগি কাঁদ পহুঁ সেই ধন তুমি॥

সিন্ধুড়া—বৃহৎ একতালা।

যমুনা সমীপ নীপ তরু হেলন
শ্যামর মুরলিক রন্ধে।
রাধা চন্দ্রা- বলিত বিমল মুখি[১]
গাওয়ে গীত পরবন্ধে॥
শুনি ধনি রাই রোখে ভেল গরগর
থর থর কম্পিত অঙ্গ।
চন্দ্রাবলি বলি বংশী বাজাওত
বিলসয়ে তাকর সঙ্গ॥
এত কহি মানে মলিন ভেল বিধুমুখ
ঢর ঢর অরুণ নয়ান।
কহতহি চপল- চরিত সঞে পীরিতি
আজু হোয়ল সমাধান॥
রাইক নিরস বচন শুনি এক সখি
মন মাহা দুখচয় পাই।
কানুক নিয়ড়ে কহিতে সব বিবরণ
উদ্ধব সঞে চলি যাই॥

১। শ্রীকৃষ্ণ বাঁশীতে 'চন্দ্রাবলী অর্থাৎ শশীনিকর-বলিত (মনোহর) বিমলবদনা রাধা' এই বলিয়া যমুনার তীরে কদম্বে হিলন দিয়া বাঁশী বাজাইলেন।

সুহিনী—ছোট একতালা।

শুন শুন নীলজ কান।
কৈছন মুরলিক গান॥
চন্দ্রাবলি বলি গীত।
একিয়ে চপল চরিত॥
শুনি ধনি কয়লহি মান।
কি করবি অব সমাধান॥
শুনি হরি সচকিত ভেল।
সো সখি সঞে চলি গেল॥
নাগর হেরইতে রাই।
অধিক রোখ নিরমাই॥
সমুখে যুড়িয়া দুই হাত।
নাগর কহে মৃদু বাত॥
হাম করু তুয়া গুণ গান।
না বুঝি করসি তুহুঁ মান॥
কাহে ভেলি অরুণ নয়ান।
উদ্ধব দাস গুণ গান॥

কড়খা ধানশী—ছুটাতাল।

কর যোড়ি কানু কয়ল কত কাকুতি
শ্রবণে সরল ভৈ রাধা।
বিমুখ বদন পুন ফেরি নেহারই
মুদিত উদিত দিঠি আধা॥
নাগর চতুর বুঝিয়া তছু অন্তর
ধাই কয়ল ধনি কোর।
হেরইতে দুহুঁক বদন দুহুঁ ঢর ঢর
দুহুক গলয়ে দিঠি লোর॥
ধৈরজ ধরি দুহুঁ দুহুঁ মুখ চুম্বই
গদ গদ মধুরিম ভাব।
চামর বীজন করত সখীগণ
হেরত উদ্ধব দাস॥

বাক্য-স্খলনে মান।

শ্রীতিরোথা—বৃহৎ জপতাল।

দেখ রাই কানু সখি সনে
দুহুঁ বসিয়াছে নিরজনে।
রস-পরসঙ্গ কহিতে কহিতে
খলিত ভেল বচনে॥

কাহে তুয়া মুখ বলি যাই
কত চন্দ্রাবলি নিছাই[১] ॥
শ্যাম বদনে শুনিতে বচনে
কোপে ভরল রাই ॥
কাহে কি কহলি কহ ফেরি।
উহ নাম শুনি পুন বেরি।
মোসঞে কপট পিরিতি তোহারি
মরম বুঝলুঁ তোরি ॥
কহি রাই উঠয়ে রোষই।
তব শ্যাম নাগর ক্ষেম ক্ষেম কহি
বাহু ধরল ধাই ॥
কত সাধয়ে মধুর ভাখি
ভই সজল যুগল আঁখি।
কহ শুনিতে হামারি জুড়াক শ্রবণ
অমিয়া বচন মাখি ॥
তুয়া চন্দ্র-নিচয় মুখ
হেরি হোয়ত বহু সুখ।

১। তোমার মুখের বলিহারি যাই। কত কত চন্দ্র (তোমার চাঁদ মুখের নিকটে) আপনাকে বিলাইয়া দেয়।

তুহুঁ উলটি বুঝিয়া রোখে ভরলি
পাওলি বহুত দুখ॥
ধনি বুঝিয়া বচন ছন্দ
তব লাজে ভৈগেল ধন্দ।
পুন ধৈরজ ধরিয়া অবনত মুখে
কহয়ে মধুর মন্দ॥
তব সরমে ভরমে ভোর
শ্যাম রাই করল কোর।
হেরি উদ্ধব দাস হৃদয় আনন্দ
যৈছন চাঁদ চকোর॥

স্বপ্নদর্শনে মান।

শ্রীগৌরচন্দ্র।

পঠমঞ্জরী—ছোট সমতাল।

মানে মলিন বদন চাঁদ।
হেরি সহচর হৃদয় কাঁদ॥
অবনত করি রহয়ে শির।
সঘনে নয়নে বহয়ে নীর॥

নখে গোরা চাঁদ লিখই মহী।
থির নয়নে রহল চাহি॥
সঙ্গিগণে কছু না কহে বাত।
অরুণ বসন খসয়ে গাত॥
ফুয়ল বসন[১] না পরে তায়।
কাতরে শেখর দাঁড়ায়া চায়॥

বিভাষ—মধ্যম একতালা।

আপন মন্দিরে শুতিয়া সুন্দরী
দেখই ঘুমের ঘোরে।
কানু আন সঞে রভস করই
করিয়া আপন কোরে॥
আন রমণী বিহরে রজনী
হামারি নাগর কোর।
দেখিতে দেখিতে পাইয়া চেতন
মান ভরমে ভোর॥
অলসে অবশ বয়ন নয়ন
অরুণ কমল-জোর।
কোপে ভরল সব কলেবর
কহই বচন থোর॥

১। আলু থালু বাস

একি বিপরীত চপল চরিত
হামারি সমুখে সঙ্গ।
গৌরচরণ- সঙ্গতি মোহন[১]
হেরই এসব রঙ্গ ॥

গান্ধার—মধ্যম দশকুশী।

প্রাত সহচরি সঙ্গহি বৈঠল
মানিনি মন মাহা ভাবই।
শ্যাম মুখ যহিঁ পেখি পুন নাহি
সোই দেশ হাম যাবই ॥
রভস পুন শুনি শ্যাম গুণমণি
মনহিঁ মনহিঁ বিচারই[২]।
পাঁজি করে লই একলি নাগর
গণকি রূপ ধরি ধাবই[৩] ॥

১। (গুরু) গৌরচরণের পদাশ্রিত মোহন দাস।

২। শ্রীকৃষ্ণ নির্জ্জনে এই কথা (অর্থাৎ শ্রীরাধা অন্য দেশে যাইবার সংকল্প করিতেছেন, ইহা) শুনিয়া মনে মনে বিচার করিলেন (কি উপায়ে মান ভঞ্জন করা যায় ?)।

৩। (তখন) একখানি পাঁজি হস্তে লইয়া একাকী গণকীর রূপ ধরিয়া তিনি দ্রুত চলিলেন (যেখানে রাই আছেন)।

রাই তহিঁ হেরি পুছই বেরি বেরি
দেশ ইহ কোন সো হোই[১]।
সোই কহে পুন কানু বিহর ন
ভুবনে হেন নাহি হোয়ই[২] ॥
বাণি ইহ শুনি রোখে পুন ধনি
পাঁজি তছু লেই ডারই[৩]।
শ্যাম নিরখই রোখ প্রকটই
অঙ্গ বসন উঘাড়ই[৪] ॥
রাই চমকিনি হাসি মুচকিনি
দেই দেশিনি নাশই[৫]।
রায় রঘুপতি- বল্লভ সঙ্গতি
বৃন্দাবন দাস ভাষই ॥

১। রাই তাঁহাকে দেখিয়া পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন যে, সেই দেশ (অর্থাৎ যে দেশে গেলে শ্রীকৃষ্ণের মুখ দর্শন করিতে হইবে না এমন দেশ) কোথায়?

২। গণকী বলিল, কৃষ্ণ নাই এমন দেশ ভুবনে নাই।

৩। পাঁজি তাহার নিকট হইতে লইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।

৪। শ্যাম তাহা দেখিয়া রোষ প্রকাশ পূর্ব্বক শ্রীমতীর অঙ্গের বসন উন্মোচন করিলেন।

৫। রাই (তাহাতে) চমকিত হইয়া মুচকি হাসিয়া দেব-দেয়াসিনীকে নাশ করিলেন অর্থাৎ তাহার ছদ্মবেশ ঘুচাইয়া দিলেন।

পুনশ্চ মান

শ্রীগৌরচন্দ্র ।

সুই গান্ধার—কাটা সমতাল ।

গোরা পহুঁ বিরলে বসিয়া ।
অবনত বদন করিয়া ॥
ভাবাবেশে ঢুলু ঢুলু আঁখি ।
রজনী জাগিল হেন সাখী ॥
বিরস বদনে কহে বাণী ।
আশা দিয়া বঞ্চিলা রজনী ॥
কাঁদিয়া কহয়ে গোরা রায় ।
এ তুখ সহনে নাহি যায় ॥
কাতরে কহয়ে সবিষাদ ।
নরহরি মাগে পরসাদ ॥

দূতীর উক্তি ।

সুহই—কাটা দশকুশী ।

শুন শুন রাজার ঝী ।
লোকে না বলিবে কী ॥
মিছই করিলি মান ।
তো বিনু আকুল কান ॥

আনত সঙ্কেত করি।
তাহা জাগাইলে হরি[১] ॥
উলটি করসি মান[২]।
বড়ু চণ্ডীদাস গান ॥

শ্রীমতীর উক্তি।

কৌ-ভৈরবী—বৃহৎ জপতাল।

পহিলহিঁ রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল[৩]।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল[৪] ॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনভব পেশল জনি[৫] ॥

১। সখী বলিতেছেন যে অন্যত্র সঙ্কেত করিয়া তুমি কৃষ্ণকে সারানিশি জাগিতে বাধ্য করিলে।

২। তোমার দুঃখিত হওয়া উচিত; তাহা না হইয়া তুমি আবার মান করিতেছ!

৩। প্রথমে নয়ন-ভঙ্গে অনুরাগের উদয় হইল।

৪। (তাহার পর হইতেই) প্রতিদিন সেই অনুরাগ বাড়িতে লাগিল, তাহার আর সীমা রহিল না।

৫। তিনি আমার স্বামী নহেন বা আমি তাহার স্ত্রী নই, তথাপি কন্দর্প আমাদের উভয়ের হৃদয় পিষ্ট করিয়া যেন অভিন্ন করিয়া দিল।

এ সখি সো সব প্রেম-কাহিনী।
কানু ঠামে কহবি বিছুরহ জনি[১] ॥ ধ্রু ॥
না খোজলুঁ দূতি না খোজনু আন।
দুহুঁক মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ[২] ॥
অব সো বিরাগে তুহুঁ ভেলি দূতি।
সুপুরুখ-প্রেমক ঐছন রীতি[৩] ॥
বৰ্দ্ধন রুদ্র-নরাধিপ-মান।
রামানন্দ রায় কবি ভাণ[৪] ॥

১। হে সখি, সেই সকল প্রেম-কথা কৃষ্ণের নিকট বলিও, যেন ভুলিয়া যাইওনা।

২। (বলিও প্রেমের সেই প্রথম অবস্থায়) দূতীও খুঁজি নাই, অন্য কাহাকেও খুঁজি নাই, আমাদের উভয়ের মিলনে শুধু মদনই (অর্থাৎ প্রেমই) মধ্যস্থ ছিল।

৩। এখন তোমাকে দূতী রূপে তাঁহার নিকট পাঠাইবার প্রয়োজন হইয়াছে! ভাবার্থ এই যে আর তাঁহার প্রেমের সে গাঢ়তা নাই। সুজনের প্রেমের এই রূপ রীতিই বটে! (শ্রীমতী মানবশতঃ এই বক্রোক্তি করিতেছেন—শ্রীরাধামোহন ঠাকুরের টীকা দ্রষ্টব্য)।

৪। রামানন্দ রায়ের এই উক্তি প্রতাপ রুদ্র রাজার সম্মান-বৰ্দ্ধক হউক। অথবা মহারাজ প্রতাপচন্দ্র কর্তৃক বৰ্দ্ধিতমান কবি কর্তৃক উক্ত হইতেছে।

সখীর উক্তি।

ধানশী—ছোট একতালা।

হৃদয়ক মান গোপসি তুহুঁ থোরি।
বুঝলম খল-জন-বচনহি ভোরি॥
কী ফল মানিনি মান বাঢ়াহ।
তাকর দরশ পরশ অবগাহ॥ ধ্রু॥
বিচারিতে দোষ লেশ নাহি তাই।
গুণগণ ঐছন কাহাঁ নাহি পাই॥
গোবিন্দ দাস বচন হিয় লাই[1]।
অভিসর ইথে জনি কর বড়ুয়াই[2]॥

শ্রীকরুণ-বরাড়ী—আড়াডাঁসপাহিড়া।

ঘুচাও ঘুচাও আরে সখি ও সব জঞ্জাল।
তোমার কানুরে মোর শতেক নমস্কার॥
অমল কুলেতে কালী যে মত দিয়াছি গো
তেমতি পাইলুঁ পুরস্কার॥ ধ্রু॥
গুরু ভয় তেয়াগিলুঁ লাজে তিলাঞ্জলি দিলুঁ
তেজিলুঁ গৃহের সুখ সাধ।

১। হৃদয়ে লইয়া বা গ্রহণ করিয়া।

২। যেন বড়পনা করিওনা অর্থাৎ তুমি ভাবিও না যে তোমার সম্মানে আঘাত লাগিবে।

সখি দোষ দিব কারে এতেকে না পাইলুঁ তারে
বিধাতা সাধিলে তাহে বাদ ॥
যত্ন করি রুপিলাম অন্তরে প্রেমের বীজ
নিরবধি সিঁচি আঁখি জলে।
কেমন বিধাতা সে এমতি করিল গো
অমিয়া বিরিখে বিষফলে ॥
বংশী বদন দাস ছাড়ি নিদারুণ আশ
তেজহ দারুণ অভিমান।
তোমা বিনে কানু ক্ষেণে ক্ষীণ তনু
দাবানলে দহে যেন প্রাণ ॥

কানড়া কামোদ—ঝাঁপতাল।

মঞ্জুতর-কুঞ্জতল-কেলিসদনে
বিলস রতি-রভস-হসিতবদনে।
প্রবিশ রাধে মাধব-সমীপমিহ[১] ॥ ধ্রু ।*

---

* অনেক পুস্তকে এই ধ্রু কলিটি প্রত্যেক কলির দুইটি চরণের মধ্যে মুদ্রিত দেখা যায়। কিন্তু সেরূপ করিবার কোনও কারণ নাই। গান করিবার সময় অবশ্য প্রত্যেক কলির প্রথম চরণের পরে 'প্রবিশ রাধে' ইত্যাদি কলিটি গায়িতে হয়। কেবল শেষ পদে ধ্রু কলির স্থলে 'কুরু মুরারে' ইত্যাদি গান করিতে হয়।

১। হে রাধে এখানে কৃষ্ণ সকাশে প্রবেশ (গমন) কর।

নব-ভবদশোক-দল শয়ন-সারে।
বিলস কুচ-কলস-তরলহারে[১] ॥
কুসুমচয়-রচিত শুচি-বাস-গেহে।
বিলস কুসুম সুকুমার দেহে[২] ॥
চল-মলয় বন-পবন সুরভি-শীতে।
বিলস রতি-বলিত ললিত-গীতে[৩] ॥
বিতত-বহুবল্লি নব পল্লব-ঘনে।
বিলস চিরমলস পীন জঘনে[৪] ॥

প্রবেশ করিয়া মঞ্জুল অর্থাৎ সুন্দর কুঞ্জ ভবনে রতিরঙ্গজনিত হাস্যমুখে বিহার কর।

১। নব বিকশিত অশোকদলে রচিত শয়নে কুচকলসে আন্দোলিত হার সহ বিহার কর।

২। কুসুমে রচিত এই বাসক ঘরে তোমার কুসুমাপেক্ষাও সুকুমার দেহে বিহার কর।

৩। হে রতিরসোপযোগী সঙ্গীত-পরায়ণে! চঞ্চল মলয়ারণ্যে প্রবাহিত পবন কর্তৃক সুরভিত ও শীতল কুঞ্জকাননে বিহার কর।

৪। হে অলসপীনজঘনশালিনি, তুমি ঘন লতাজালে বেষ্টিত কুঞ্জ ভবনে বিহার কর।

মধুমুদিত-মধুপকুল কলিত-রাবে।
বিলস মদন-রস সরস-ভাবে[১] ॥
মধুরতর পিকনিকর নিনদ-মুখরে।
বিলস দশনরুচি রুচির-শিখরে[২] ॥
বিহিত-পদ্মাবতী-সুখ-সমাজে
কুরু মুরারে মঙ্গল-শতানি
ভণতি জয়দেব কবিরাজ-রাজে[৩] ॥

করুণ গান্ধার—মঠক তাল।

সুন্দরি আর কত মান বাঢ়ায়সি ভোর।
সো নব নাগর কাতর অন্তর
সঘনে নয়নে বহে লোর ॥

১। হে শৃঙ্গার রসের দ্বারা সরস ভাবসম্পন্নে, তুমি মধুপান-হৃষ্ট মধুকর-কুলের গুঞ্জন-বিশিষ্ট কুঞ্জ ভবনে বিহার কর।

২। হে মাণিক্য-সুন্দর-দশনশালিনি, তুমি মধুরতর কোকিল-কুল-কুজিত কুঞ্জ ভবনে বিলাস কর।

পকদাড়িমবীজাভং মাণিক্যং শিখরং বিদুঃ।—হারাবলী

৩। হে মুরারে, জয়দেব কবিবর কর্তৃক (সখীভাবে) যাহা উক্ত হইল, যাহাতে পদ্মাবতী অর্থাৎ শ্রীরাধার (পক্ষান্তরে জয়দেব-পত্নীর) সুখ সমূহ বিহিত হয়, তাহা শত শত মঙ্গল বিধান করুক।

তুয়া বিনু কুসুম- শয়নে ঘন কাঁপই
ঘন ঘন বহত নিশ্বাস।
তোহারি পরশ বিনু ঘামই সব তনু
খরতর বিরহ-হুতাশ॥
তুয়া বিনু আন মনহি নাহি জানত
তুয়া গুণগণ করু গান।
তোহারি পরশ লাগি ধাবই অনুখণ
লোরহি করত সিনান॥

কামোদ মঙ্গল—ছোট দশকুশী।

প্রাণ পিয়া দুখ শুনিঞা শশিমুখি
পুছই গদ গদ বোল।
অমল কুবলয় নয়ন যুগলহি
গলয়ে ঝর ঝর লোর॥
বেশ বিসাহন[১] সবহু বিছুরল
চললি পরিহরি মান।
তেজল কুলভয় নাহি গৌরব
মনহি জাগল কান[২]॥

১। বেশ বিন্যাস প্রসাধন ইত্যাদি।
২। কুলের আশঙ্কা পরিত্যাগ করিলেন, এখন আর সে

পীন পয়োধর জঘন গুরুতর
ভারে গতি অতি মন্দ।
আরতি অন্তর পন্থ দুরতর
বিহিক বিরচন নিন্দ[৩] ॥
গঢ়ল মনরথে চঢ়ল সুন্দরি
বিঘিনি বিপদ না মান[৪]।
মিলল ভামিনি কুঞ্জ ধামিনি
দাস গোবিন্দ ভাণ ॥

সুহই—লোফা।

মানিনি মীলল কুঞ্জক মাঝ।
আনন্দে নিমগন নাগর-রাজ ॥

গৌরব বা গর্ব্ব নাই, মান দূরে ত্যাগ করিয়া চলিলেন, কেন না মনে কৃষ্ণচন্দ্র উদিত হইয়াছেন।

৩। বিধাতার সৃষ্টিকে নিন্দা করিতে লাগিলেন, কেননা যেখানে হৃদয়ে অনুরাগ সেখানে তিনি পথ অতি দীর্ঘ করিয়া ভাল করেন নাই।

৪। মন অর্থাৎ সংকল্প রূপ রথ গড়িয়া তাহাতে আরোহণ পূর্ব্বক চলিলেন, তাহাতে বাধা বিপত্তি কিছুই মানিলেন না।

আগুসরি বিনয় করউ কতছন্দ।
কতবিধ সেবন যাহে নিরবন্ধ॥
তবহুঁ বিমুখি ভেল মানিনি রাই।
কত পরকারে বুঝায়ল তাই॥
সো কিছু বচন করহ অবধান।
রাধা মোহন পহুঁ যো কর গান॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

শ্রীরাগ—নন্দন তাল।

বদন না কর মলিন ছান্দ[১]।
বাদে জিয়ায়সি পুণিম চান্দ[২]॥
অধর বান্ধুলি মধুর হাস।
নিরস নাকর দীঘ নিশাস[৩]॥

১। তোমার মুখচন্দ্র মানে মলিন করিওনা।

২। তোমার এই মান-কলহে পূর্ণিমার চন্দ্রকে বাঁচাইয়া রাখিতেছ? অর্থাৎ মানে তোমার বদন চন্দ্র কিঞ্চিৎ মলিন হওয়ায় পূর্ণ চন্দ্র বাঁচিয়া যাইতেছে, অন্যথা তুলনায় পরাভব স্বীকার করিয়া তাহাকে মরিতে হইত।

৩। বান্ধুলি ফুলের ন্যায় অধরে মধুর হাসি দীর্ঘ নিঃশ্বাসে মলিন করিওনা।

রাই হে অব তেজহ মান।
চরণে লাগিয়া সাধয়ে কান ॥ ধ্রু ॥
চঞ্চল নয়ন খঞ্জন জোর।
ভাঙু ভুজঙ্গম রহু অগোর[১] ॥
কী ফল মোহে এতহুঁ রোষ।
জগতে বিদিত দাসক দোষ ॥
বচন অমিয়া যে জন জিয়ে।
মান-কুলিশ দেখাও কিয়ে ॥
গোবিন্দদাস চিতে এই হাস।
এজন করয়ে মান অভিলাষ ॥

বালা ধানশী—জপতাল।

বহুখন পদতলে যব রহুঁ কান।
সখিগণ কহইতে ভাঙ্গল মান ॥

১। তোমার খঞ্জন পাখীর ন্যায় চঞ্চল নয়ন (মান জনিত) ভ্রূকুটী রূপ সর্প আগুলিয়া রহিয়াছে, অর্থাৎ তাহাদের নৃত্য লীলা স্ফুরিতে পারিতেছে না।

দুহুঁজন গদ গদ লোচন লোর।
কানু জানি তব কয়লহি কোর॥
কত কত প্রেম কয়ল পুন নাহ।
বর সঙ্কীরণ রস নিরবাহ॥
রাধামোহন-পহুঁ গুপত যোকারি[১]।
সো সুখ কোজন কহইতে পারি॥

ধানশী মিশ্র ভূপালি—মধ্যম একতালা।

দুহুঁ মুখ দরশনে দুহুঁ ভেল ভোর।
দুহুঁক নয়নে বহে আনন্দ লোর॥
দুহুঁ অঙ্গ পুলকিত গদ গদ ভাষ।
ইষদবলোকনে লহু লহু হাস॥
অপরুপ রাধামাধব রঙ্গ।
মান বিরামে ভেল এক সঙ্গ॥

১। যোকার কথাটি এখনও পূর্ব্ববঙ্গে হুলুধ্বনি অর্থে প্রচলিত আছে। সেই অর্থ গ্রহণ করিলে, পদকর্ত্তা এস্থলে সখীভাবে গোপনে প্রভুর আনন্দে হুলুধ্বনি দিতেছেন। যো কারি এইরূপ ভাবে বিন্যস্ত করিয়া পাঠ করিলে অর্থ হয় যে, রাধামোহনের প্রভু শ্রীকৃষ্ণ গোপনে যে লীলা করিলেন।

ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণ।
আনন্দে মগন ভেল দেখি দুহুঁজন॥
নিকুঞ্জের মাঝে দুহুঁ কেলি বিলাস।
দূরহি নেহারত নরোত্তম দাস॥

সুহই—লোফা।

নিমগন দুহুঁজন রতিরণ রঙ্গে।
থির দামিনি নব জলধর সঙ্গে॥
কুসুম শেজ পর রাধা কান।
দুহুমন মনসিজ পেশল জান॥
ঘন ঘন চুম্বই চকিত নয়ান।
কুচ যুগ পর খরতর নখ হান॥
কুঞ্জহি দুহুঁজন নিধুবন কেলি।
জ্ঞানদাস চিতে আনন্দ ভেলি॥

কারণাভাসে মান।

শ্রীগৌরচন্দ্র।

সুই—মধ্যম দশকুশী।

অপরূপ গৌরাঙ্গের লীলা।
সুরধুনী সিনানে চলিলা॥

রাধিকার ভাব হৈল মনে।
ঘন চাহে কাল জল পানে॥
নিজ প্রতিবিম্ব দেখি জলে।
কোপিত অন্তরে কিছু বলে॥
ঢীট নাগর শ্যাম রায়।
আন জন সহিতে খেলায়॥
কোপ করি চলে নিজ বাসে।
কহে কিছু হরিরাম দাসে॥

কৌবিভাষ—ছুটুকী।

রসবতি যাই রসিক বর ঠাম।
শ্যাম তনু মুকুরে হেরই অনুপাম॥
নিজ প্রতিবিম্ব শ্যাম অঙ্গে হেরি।
রোখি কহত ধনি আনন ফেরি॥
নাগর এত কিয়ে চঞ্চল ভেলি।
হামারি সমুখে করু আন সঞে কেলি॥
এত কহি রাই করল তহি মান।
আন ঠামে চললি উপেখিয়া কান॥
সহচরিগণ তব কতয়ে বুঝায়।
উদ্ধব দাস মিনতি করু পায়॥

শ্রীরাগ—মধ্যম দশকুশী।

সুন্দরি জানলু তুয়া দুরভান[১]।
হরি-উর মুকুরে হেরি নিজ ছাহরি
তাহে সৌতিনি করি মান[২] ॥ ধ্রু ॥
কানন কুঞ্জে কুসুম শরে জর জর
পন্থ নেহারই তোরি।
ভাগে মিলল পুন কাহে কমল-মুখি
রোখে চললি মুখ মোড়ি ॥
কত কত মুগধিনি ঐছে ভেল বঞ্চিত
হরি পুন তাহে না লাগি।
তুহুঁ পুণবতি তোহে ওহি মানাওত
কি কহব তোহারি সোহাগি ॥
তোবিনু শূতল শীতল ভূতলে
দুরতর বিরহ হুতাশে।
তুয়া কর সরস পরশে রিঝাওহ[৩]
তোহে কহ গোবিন্দ দাসে ॥

১। বিপরীত ধারণা।

২। সপত্নী বলিয়া মনে করিতেছ ?

৩। আহ্লাদিত কর।

ধানশী—লোফা।

যাহাঁ সখিগণ সব রাই বুঝায়ত
তুরিতে আওল তাহাঁ কান।
হেরইতে কমল বয়নি ধনি মানিনি
অবনত করল বয়ান॥
হেরইতে নাগর গদ গদ অন্তর
মন মাহা ভেল বহু ভীতে।
গলে পীতাম্বর চরণ যুগল ধরি
কহতহি গদ গদ চীতে॥
সুন্দরি মিছাই করহ মুঝে মান।
নিরহেতু হেতু জানি তুহুঁ রোখলি
প্রতিবিম্ব হেরি কহ আন॥ ধ্রু॥
তুয়া বিনে নয়নে আন নাহি হেরিয়ে
না কহিয়ে আন সঞে বাত।
তোহারি সখিনি বিনে বাত না পূছিয়ে
না বসিয়ে কাহুঁক সাথ॥
তব তুহুঁ কাহে মান মুঝে করতহি
না বুঝিয়ে তুয়া মন কাজে।
উদ্ধব দাস মিনতি করি কহতহি
হেরহ নাগর রাজে॥

বরাড়ি—মধ্যম একতালা।

নিজ প্রতিবিম্ব রাই যব শূনল
অবনত করু মুখ লাজে।
নিরহেতু হেতু জানি হাম রোখলুঁ
তেজলুঁ নাগর-রাজে॥
এত কহি রাই চীরে মুখ ঝাঁপল
বয়নে না নিকসয়ে বাণী।
রসিক শিরোমণি কোরে আগোরল
রাইক অন্তর জানি॥
অপরূপ প্রেমক রীত।
সবহুঁ সখিগণ চীত পুতলি যেন
হেরত দুহুঁক চরীত॥ ধ্রু॥
পুন সভে হাসি মন্দির সঞে নিকসল
দুহুঁ জন ভেল এক ঠাম।
মদন মহোদধি নিমগন দুহুঁ জন
উদ্ধব দাস গুণ গান॥

পুনশ্চ।

করুণ সুহই—একতালা।

নিকুঞ্জ মন্দিরে রাই প্রবেশিলা রঙ্গে।
আপনার বরণ দেখয়ে শ্যাম অঙ্গে॥

আন রমণী কহি নিবারই দীঠ।
ফিরিয়া চলিলা ধনী শ্যাম করি পীঠ ॥
আকুল গোকুল চাঁদ পসারিয়া বাহু।
শরদের চাঁদ যেন গরাসয়ে রাহু ॥
দরশে বিরস কেন কিয়ে অপরাধ।
চান্দ বিনে চকোর না জিয়ে তিল আধ ॥
বলরাম দাস কহে শুন বিনোদিনি।
শ্যাম অঙ্গ কত কোটি দরপণ জিনি ॥

তিরোথা সিন্ধুড়া—বিষম দশকুশী।

মরকত দরপণ, শ্যাম হৃদয় মাহা,
আপন মুরুতি দেখি রাই।
গুরুয়া কোপ, অধর ঘন কাঁপই,
অরুণ নয়ান ভৈ যাই ॥
দেখ দেখ কানুক রঙ্গ।
আনহি রমণি, হৃদয়ে করি বঞ্চই
ঐছন না দেখিয়ে ঢঙ্গ ॥ ধ্রু ॥
এত অনুমানি, বিমুখ ভৈ বৈঠল,
কানু সে পড়লহিঁ ধন্দ।
কাহে কমল-মুখি, মোহে উপেখসি,
তুহুঁ হাম নহ কিছু দন্দ ॥

কত পরকারে, মিনতি করু মাধব,
তব ধনি উতর না দেল।
দর দর হৃদয়, নয়ন যুগ ছল ছল
মনমথে জর জর ভেল॥
চরণ কমল করে, পরশি মাথে ধরু,
সরস পরশ অভিলাষ।
তুয়া বিনু রাতি, দিবস নাহি জানত,
কহতহিঁ প্রেমক দাস॥

সুহই—কাটাদশকুশী।

শুন ধনি কহি তুয়া কানে।
জনি করু অরুণ নয়ানে॥
হরি-হিয় অধিক উজোর।
জনু মণিময় ত মুকুর॥
কানু কোরে নহ আন নারী।
প্রতিবিম্ব ভেল তোহারি॥
ইথে যদি তুহুঁ করি আনে।
সবহুঁ হসব তুয়া মানে॥
ঐছন কতিহুঁ না দেখি।
অবিচারে নাহ উপেখি॥

দোষ দেখি দূষহ তাই।
গোবিন্দ দাস বলি যাই॥

সুহিনী—একতালা।

এ ধনি এ ধনি বচন শুন।
মাধব মিলয়ে বহুত পুণ॥
এত পরিহার করয়ে যে।
তাহারে সুন্দরি বঞ্চয়ে কে॥
দোষ নাহি কছু নয়ানে চাহ।
আপন সরস পরশ দেহ॥
হাসিয়া সুন্দরি চাহল ফিরি।
ও কর-কমল ধরল হরি॥
তুহুঁক পূরল মনের আশ।
বিজন বিজই[১] চৈতন্য দাস॥

পুনশ্চ

শ্রীগৌরচন্দ্র।

সুহই—মধ্যম দশকুশী।

প্রেম করি কুলবতী সনে।
এত কি শঠতা কানুর মনে॥

১। চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন।

বংশী-নাদে সঙ্কেত করিল।
ঘরের বাহির মুই আইল॥
কহে পুন হইবে মিলন।
তাই মুই আইনু কুঞ্জবন॥
বেশ বনাইলুঁ কত মতে।
আশা করি বঞ্চিনু কুঞ্জেতে॥
কিন্তু কানু বঞ্চিয়া আমারে।
রজনী বঞ্চিল কার ঘরে॥
স্বরূপেরে এত কহি গোরা।
অভিমানে কাঁদে হৈয়া ভোরা॥
নরহরি তা হেরিয়া কাঁদে।
কেমনে কঠিন হিয়া বাঁধে॥

দূতীর উক্তি।

গান্ধার—মধ্যম দশকুশী।

তুয়া বিনে কান আন নাহি জানত
ফুলশরে জরজর দেহ।
তুহুঁ বিনু মান আন নাহি জানসি
অপরূপ তোহারি সুনেহ[১]॥

১। স্নেহ, প্রেম

সুন্দরি দূরে কর বচন বিভঙ্গ।
তোহারি বিরহ জরে ছিরি গিরিবর-ধর[১]
ধরই না পারই অঙ্গ ॥ ধ্রু ॥
কি কহব তোহে অতি তোহারি চরণে নতি
কহইতে কথন না ফূর।
এতহুঁ বিপতি যব শুনইতে তুহুঁ অব
চাতুরি না করহ দূর[২] ॥
হেরইতে রীত ভীত মঝু চীতহিঁ
কঠিন হৃদয় হেন জানি।
কহ ঘনশ্যাম দাস তুয়া পাশহিঁ
অতয়ে সে ঐছন বাণী ॥

ললিত—ছোট দশকুশী।

প্রেম আগুনি মনহিঁ গুণি গুণি
এদিন যামিনি জাগি।
মদন-পঞ্জর কুঞ্জে রোয়ই
তোহারি রস-কণ লাগি ॥

১। শ্রীগিরিধারী

২। তুমি এত বিপদের কথা শুনিয়াও যখন চাতুরী পরিত্যাগ করিতেছ না।

কি ফল মানিনি মান মানসি
কানু জানসি তোরি।
তুহু সে জলধর- অঙ্গে শোভিত
যৈছন দামিনি গোরি॥
নওল কিশলয় বলয় মলয়জ
পঙ্ক পঙ্কজ পাত।
শয়নে ছটফট লুটই মহিতলে
তোবিনু দহদহ গাত॥
জানহ পুন পুন সো পিয়া পরিখন
সোই পূজে পাঁচ বাণ।
প্রাত আদিত ওরস গাহক
দাস গোবিন্দ ভাণ॥

সুহই—কাটা দশকুশী।

শুন শুন গুণবতি রাই।
তোবিনু আকুল মাধাই॥
কিশলয় শয়ন উপেখি।
ভূমি উপর নখ লেখি॥
তেজ ধনি অসময় মান।
কানুক তুহুঁ সে নিদান॥

তুয়া মুখ হৃদি অবগাই।
বিলপয়ে অবধি না পাই॥
যো জগ জীবন জান।
তাকর জ্বলত পরাণ॥
ভূপতি কি কহব তোয়।
তোহে সে পুরুখ-বধ হোয়॥

শ্রীরাগ—কাটা সমতাল।

শুন শুন সুন্দরি রাধে।
কানু সঞে প্রেম করসি কাহে বাদে॥
অনুখন যো জন তুয়া গুণে ভোর।
তুহুঁ কৈছে তেজবি তাকর কোর॥
নিশি দিশি বয়নে না বোলই আন।
আন জন বচনে না পাতয়ে কান॥
তুয়া লাগি তেজল গুরুজন আশ।
কাহে লাগি তুহুঁ তাহে ভেলি উদাস॥
ঐছন সুপরুখ কথিহুঁ না দেখি।
আপন দিব তোহে হরি না উপেখি॥
এ সব বচনে যদি রাখহ মান।
না জানিয়ে কৈছে কঠিন তুয়া প্রাণ॥

জ্ঞানদাস কহ হিত উপদেশ।
ঐছন নায়কে না কর আবেশ॥

শ্রীমতীর উক্তি।

সুহিনী—ছুটাতাল।

না কহরে সখি উহার কথা।
দ্বিগুণ হৃদয়ে না দেহ ব্যথা॥
যৈছন চতুর শঠের পহুঁ।
তৈছন তাহার দূতী সে তুহুঁ[১]॥
নিকুঞ্জে হৃদয়ে ধরল যে।
তাহারে না কহ সেবউ সে[২]॥
সোই কলাবতী নিবসে যাঁহা।
তুরিতে গমন করহ তাঁহা॥
এমতি তাহারে সাধহ যাই।
যে সুখ পাওবি অবধি নাই॥
পুন না আসিহ আমার পাশ।
শুনিয়া চলল রসিক দাস॥

১। তিনি যেমন চতুর শঠের রাজা, তুমি তেমনি তাহার দূতী অর্থাৎ চতুরার শিরোমণি।

২। নিকুঞ্জে যে তাহাকে কাল নিশিতে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছে, তাহাকে গিয়া সেবা করিতে বল না।

বালাধানশী—জপতাল।

রাইক ঐছন অকরুণ ভাষ।
শুনি সখি আওল কানুক পাশ॥
কহই না পারই সকল সম্বাদ।
গদগদ কহইতে করই বিষাদ॥
নাগর শুনিয়া অছু বাণী।
কহ সখি কি করয়ে কমল নয়ানী॥

ধানশী—মধ্যম একতালা।

মাধব বোধ না মানয়ে রাই।
নিভৃত নিকুঞ্জ গৃহে ধনি নিবসই
তুরিতে গমন করু তাই॥ ধ্রু॥
এত শুনি নাগর নাগরি বেশ ধরি
সখি সঞে চলু বনমালী।
সোই নিকুঞ্জে আছয়ে বর মানিনি
তাহঁা যাই উপনিত ভেলি॥*

---

* কোনও কোনও পুথিতে নিম্নলিখিত কলিদ্বয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে ঃ

শ্রীমঙ্গলরাগ—ধামালি।

পাটাম্বর পরি অভিনব নাগরি
ঐছন কয়ল পয়ান।
শিরপর সিথি করি কাম সিন্দুর পরি
লখই না পারই আন ॥
দেখ সখি অদভুত রঙ্গ।
রসিক শিরোমণি রমণি বেশ ধরি
আওত দোতিক সঙ্গ ॥ ধ্রু ॥
আগু পদ বাম বাম গতি ধাবই
মোহিনি চাহনি বামা।
ভানু-সুতা পাশে উপনিত ভেলহিঁ
শ্যামা পেখল রামা।

নাগরি বেশ দেখি হরষিত সখিগণ
কহ সভে বলিহারি যাই।
কোপে সুধামুখি চরণে লিখয়ে মহী
পীছে রহল তহিঁ যাই ॥
কাতর নয়নে নেহারই নাগর
সখি পদে অবনত কেল।
বংশী কহয়ে ইবে থীর রহু মাধব
সব জন অনুমতি ভেল ॥

মণিময় কঙ্কন দুই ভুজে শোভই
শঙ্খ শোহই তছু মাঝ।
এহেন চাতুরি কবহুঁ না পেখলুঁ
এমহি-মণ্ডল মাঝ।
অরুণ কিরণ শ্যামা পদতলে পেখলুঁ
তেঞি করিয়ে অনুমান[১]।
বংশীবদন কহ রাইক নিকটহি
ঐছন করল পয়ান॥

ধানশী—ছোট একতালা।

নাগরি বেশ হেরি, হরষিত সহচরি
করে ধরি আদর কেল।
কোপে কমল মুখি, চরণে লিখয়ে সখী,
তাক সমুখ লই গেল॥

১। শ্রীকৃষ্ণ এমন ভাবে নাগরী বেশ করিয়াছেন যে, পুরুষ বলিয়া কোনও মতে চেনা যায় না। তাই পদকর্ত্তা বলিতেছেন এরূপ চাতুরী ভুবনে কোথায়ও দেখি নাই। শ্যামার চরণ কোমল সুলোহিত, কেবল ইহা দেখিয়া অনুমান হয় যে ইনি আর কেহ নহেন শ্রীকৃষ্ণই বটে।

সুন্দরি হেরহ ইহ নব রামা।
মাথুর নগরক, ইহ নব রঙ্গিনী
তোহে মিলব ইহ শ্যামা ॥
ঐছন বচন শুনি, বিমল বয়নি ধনি,
বাহু পশারি করু কোর।
পরশহি জাগল, রসিক-শিরোমণি,
কো কহ কৌতুক ওর ॥
টুটল মান, আন মনে বৈঠল,
সহচরি মুখ হেরি হাস।
অমল কমল মুখ, হেরইতে বংশীক,
পুরল মরম অভিলাষ ॥

বরাড়ী—জপতাল।

সুমুখী চরণে, চিকণ কালার,
বরণ কেন বা দেখি।
সখীর বচনে, ঈষত হাসিয়া,
নেহারে কমল-মুখী ॥
কনক মুকুর, জিনিয়া, চরণ,
মুখানি রসের কূপ।
তাহার মাঝারে, পশিয়া পেখলুঁ,
পরাণ-নাথের রূপ ॥

আপনা আপনি, বয়ান হেরিয়া,
ধরিতে না পারে হিয়া।
এ রস পাসরি, রসিক নাগর,
কেমতে আছয়ে জীয়া ॥
কহিতে কহিতে, রসের আবেশে,
নাগরী নাগর ভেল।
বংশী কহয়ে, বুঝিয়া বিশাখা,
নাগরী আনিয়া দেল ॥

বালা ধানশী—ছোট একতালা।

মুখ যব মাজল রসিক মুরারি।
সুন্দরি রহলি করহি কর বারি ॥
প্রেম সবহুঁ গুণ দুহুঁ করি নেল।
মূদল নয়ন যুগল কর দেল ॥
করে কর বারিতে উপজল হাস।
দুহুঁ পুলকায়িত গদ গদ ভাষ ॥
গুরুয়া কোপ তিরোহিত ভেল।
নাগর তবহুঁ কোর পর নেল ॥

ঝুমর ঝুজ্ঝুটি তাল।

রাধা মাধব দুহুঁ মিলন ভেল।
প্রিয় সখিগণে কত আনন্দ কেল ॥

পুনশ্চ প্রতিবিম্ব-দর্শনে মান।

বিভাস—জপতাল।

বড় অপরূপ পেখলুঁ হাম।
কি লাগিয়া দুহুঁ কয়ল মান॥
বিবরি কহিবে সজনি হে।
এ কথা শুনিলে আউলায় দে॥
এত অদভুত কোথা না শুনি।
নাগরী উপরে নাগর মানি॥
এহো অপরূপ কোথা না দেখি।
হেন প্রেম দুহুঁ শেখরে সাখী॥

রামকেলি—একতালা।

এ সখি অদভুত প্রেম-তরঙ্গ।
দুহুঁ অদরশে দুহুঁ, অতি সে বিয়াকুল,
দরশনে ঐছন রঙ্গ॥ ধ্রু॥
মরকত কনক, মুকুর জিনি দুহুঁ তনু,
দুহুঁ ছাহ হেরি দুহু অঙ্গে।
দুহুঁ জন দেখি, হৃদয়ে দ্বিধা উপজল,
দুহুঁ বৈঠল মুখবঙ্কে॥

কিয়ে দুহু মনহিঁ, রোখ অতি বাঢ়ল,
দোঁহে চলু তেজইতে প্রাণে।
নিবিড় কুঞ্জে দোহে, দৈবে মিলায়ল,
কোরে কয়ল আন ভাণে॥
কোরহি পরশে, মদন দুঁহু উপজল,
গেলহিঁ দূর দুরভান।
কত কত চুম্বন, কতহি আলিঙ্গন,
প্রেমদাস রস গান॥

পুনশ্চ দিনান্তরে।

নটরাগ—চন্দ্রশেখর তাল।

রাধা মাধব সহচরি সাথ।
কত কত উপজয়ে রসময় বাত॥
না জানিয়ে প্রেম-কলহ কিয়ে ভেল।
নিজ প্রতিবিম্ব ভাণে দুহুঁ গেল॥
চীত পুতলি সম সহচরি থারি।
কি কহব বচন কহই নাহি পারি॥
দুহুঁ জন ভেল অকারণ মান।
একদিশে সুন্দরি আর দিশে কান॥
বন মাহা দুহুঁ পরবেশল যাই।
এক তরুর মূলে বৈঠলি রাই।

একলি রোয়ত অবনত শীর।
ঝর ঝর নয়নে গলয়ে ঘন নীর॥
ভ্রমি ভ্রমি মাধব আওল তাই।
হেরল তরু মূলে রোয়ত রাই॥
কানুক নয়নে ঝরয়ে তব লোর।
ধিরে ধিরে যাই রাই করু কোর॥
কহ গোপিকান্তদাস কিয়ে ভেলি।
অদভুত দুহুঁক প্রেমরস-কেলি॥

করুণ বরাড়ি—জপতাল।

ঢূঁড়য়ে সবহু সখীগণ মেলি।
যাঁহা দুহু রোয়ত তাহি সবে গেলি॥
হেরল দুহু জন রহু এক ঠাম।
রোয়ত সুন্দরি কোরহি শ্যাম॥
কহ গদ গদ তব নাগর কান।
কাহে তুহুঁ রোয়সি কাহে করু মান॥
মোছই বদন আপন পীতবাসে।
দূরহি সহচরিগণ হেরি হাসে॥
সখিগণ মুখ সব হেরল রাই।
লাজহি অবনত কানু মুখ চাই॥

উঠি চলল দুহুঁ সখিগণ দেখি।
তুরিতহি মীলল দুহুঁ পরতেকি॥
লাজহি দুহুঁ কছু না কহয়ে ভাষ।
কহ গোপিকান্ত পুরল মন আশ॥

পুনশ্চ অকারণ মান।

শ্রীগৌরচন্দ্র।

সুহই—মধ্যম দশকুশী।

গদাধর মুখ হেরি কিবা উঠে মনে।
সোঙরি সে সব সুখ নিকুঞ্জ বৃন্দাবনে॥
ঝুরয়ে সদাই মন সে গুণ শুনিয়া।
হারাইল দুখি যেন পরশমণিয়া॥
হরি হরি বলে পহুঁ কাঁদিতে কাঁদিতে।
নাজানি কাহার ভাব উপজিল চিতে॥
টলমল করয়ে সোনার বরণ খানি।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে লোটায় ধরণী॥
কহয়ে নয়নানন্দ গদাধর আগে।
এত পরমাদ হইল কার অনুরাগে॥

শ্রীভূপালী—মধ্যম একতালা।

রসবতি রাধা রসময় কান।
কো জানে কাহে কয়ল দুহুঁ মান॥
দুহুঁ অতি রোখে বিমুখ ভই বৈঠ।
দুহুঁ চললি যমুনা জলে পৈঠ॥
কি কহব রে সখি কহইতে হাস।
কিয়ে কিয়ে অদভুত দুহুঁক বিলাস॥ ধ্রু॥
লোচন লোরে ভোরি দুহুঁ পন্থ।
পাওল তিমির নিকুঞ্জক অন্ত॥
দুহুঁ দোঁহা পুছইতে দুহুঁ মতি বাম।
দুহুঁ সে কহল নিজ সহচরি নাম॥
ভরমে কহত দুহুঁ মরমক বোল।
সহচরি বলি দুহে দুহুঁ করু কোর॥
যব দুহুঁ মেলি আলিঙ্গন দেল।
গোবিন্দদাস কহ তব কিয়ে ভেল॥

শ্রীতিরোথা ধানশী—বিষম দশকুশী।

লাজ সায়রে দুহুঁ নিমগন ভেল।
হেরইতে সবহুঁ সখী চলি গেল॥

নিবিড় তিমিরে দুহুঁ লুকায়ল যাই।
নিয়ড়ে সখীগণ হেরত তাই ॥
যাহাঁ লুকায়ত রাধা শ্যাম।
কত কোটি চাঁদ উদয় সোই ঠাম ॥
কৈছে লুকায়ব লাজে ভেল ভীত।
সখিগণ হেরত দুহুঁক চরীত ॥
যব দুহুঁ নিয়ড়ে সখীগণ গেল।
বদন চাঁদ তব অবনত কেল ॥
হাসি হাসি সহচরি দুহুঁক আগোর।
লেয়ল নিভৃত নিকুঞ্জক ওর ॥
কত কত কৌতুক কেলি বিলাস।
মোহন নিরখই সহচরি পাশ ॥

পুনশ্চ।

শ্রীগৌরচন্দ্র।

সুহই—দশকুশী।

দেখ দেখ গৌরসুন্দর মোর।
কি লাগি একলে, বসিয়া বিরলে
নয়নে গলয়ে লোর ॥ ধ্রু ॥

হরি-অনুরাগে আকুল অন্তর
গদ গদ মৃদু কহে।
সকল অকাজ, করে মনসিজ,
এতকি পরাণে সহে ॥
অবলা নারিরে, করে জর জর
বুকের মাঝারে পশি।
কহিতে ঐছন, পূরব বচন,
অবনত মুখ শশী ॥
প্রলাপয়ে পারা, কিবা কহে গোরা
মরম কেহ না জানে।
পূরব চরিত, সদা বিভাসিত
দাস নরহরি ভণে ॥

কামোদ—ছোট দশকুশী।

রাধা মাধব, রতনহি মন্দিরে,
নিবসই শয়নক সুখে।
রসে রসে দারুণ, দ্বন্দ উপজায়ল,
কান্ত চলল তহি রোখে ॥

নাগর অঞ্চল, করে ধরি নাগরি,
হাসি মিনতি করু আধা।
নাগর হৃদয়ে, পাঁচ শরে হানল,
উরজ দরশি মন বাধা॥
দেখহ সখি ঝুঠক মান।
কারণ কছুহু, বুঝই নাহি পারিয়ে,
তব কাহে রোখল কান॥ ধ্রু॥
রোখ সমাপি পুন, রহসি পসারল,
তহি মধ্যত পাঁচ বাণ।
অবসর জানি, মানবতি রাধা,
বিদ্যাপতি ইহ ভাণ॥

সখীর উক্তি।

শ্রীরাগ—গঞ্জন তাল।

ইহ মধু যামিনি মাহ।
কাহে লাগি মান, দহনে তনু দহি দহি,
তুহু মুখ তুহুঁ নাহি চাহ॥
উহ সুপুরুখবর, বিদগধ-শেখর,
এ অবিচল কুলবালা।

বিহি ও না জানল, মদন ঘটায়ল,
জনু জলধর বিজুমালা।*
চাঁদ উদয় কিয়ে, কুমুদিনি মূদিত,
চাঁদনি বিমুখ চকোর।
ঐছন যামিনি, কথিহুঁ না পেখিয়ে,
কিয়ে বিহি মতি অতি ভোর॥
দুহু তনু পরশে, ক্ষণিক পরশ রস[১],
জনু জলধরে বিজুমালা।
ঐছন কামিনি, ও সুপরুখবর,
দুঁহুক দুলহ নব বালা॥
সহচরি বচন, শুনিয়া দুহুঁ হরষিত
দুহুঁ মুখ হেরি দুহুঁ হাস।
দুহুঁক অনুভব, পূরল মনোরথ,
গোবিন্দ দাস পরকাশ॥

---

* পদামৃত সমুদ্রে এই কলিটি নাই। পরের একটি কলিতেও 'জনু জলধরে বিজুমালা' এরূপ থাকায় মনে হয় যে, এই কলিটি প্রক্ষিপ্ত। বিজুমালা = বিদ্যুন্মালা। কলিটির অর্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণ রসিক-চূড়ামণি সুপুরুষগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আর শ্রীমতী কুলবতী সাধ্বী রমণী। ইঁহাদের মিলন নবনীরদে তড়িতদ্যুতির ন্যায়। মদন কিরূপে যে সেই যোগ্য মিলন ঘটাইল, তাহা বিধাতাও জানেন না। (এক্ষণে তাহার পরিণাম কি এই ?)

১। খেনেক পরশ রস—পাঠান্তর।

শ্রীগৌরচন্দ্র।

তুড়ি—মধ্যম একতালা।

গৌরাঙ্গের ভাব কিছু বুঝন না যায়।
খেণে রাধা রাধা বলি ডাকে উভরায়॥
খেনে কৃষ্ণ কৃষ্ণ করি আর্ত্তনাদ করে।
কত মন্দাকিনি-ধারা নয়নেতে ঝরে॥
খেনে কৃষ্ণ ভাবে গোরা বলে রাই রাই।
খেনে রাধা ভাবে বলে কোথায় কানাই॥
অদ্ভুতভাবে বিভাবিত গৌরচন্দ।
দেখি সঙ্কর্ষণ মনে লাগিলহু ধন্দ॥

জয়জয়ন্তী—ছুঠুকী।

বাড়িল মান দ্বিগুণ দেখি কান।
কাঁদিতে কাঁদিতে পহুঁ করল পয়ান॥
মদন কুঞ্জ-পর বৈঠল যায়।
কাতরে বৃন্দাদেবী মুখ চায়॥
বৃন্দা কহত কাঁহে রোয়সি কান।
নাগর কহে সখি কর অবধান॥
মঝু পরি রোখে সুধামুখি রাই।
মানিনী তেজল মঝু কাঁহা যাই॥

বৃন্দা কহে কাহে তেজল কিশোরী।
নাগর কহত দোষ হইল হামারি॥
আর না শুধাবে সখি জোড় করি পাণি।
তুরিতে মিলায়ে দেহ না রহে পরাণি॥
কি ধন আছয়ে আমার কমলিনী বিনে।
সে ধনে বঞ্চিত হইলে না জীব পরাণে॥
মোহন ছল ছল সজল নয়ান।
বৃন্দা কহত তব কর অবধান॥

শ্রীরাগ– তেওট।

নারীরূপ ধরি যদি যেতে পার শ্যাম।
তবে সে ভাঙ্গিতে পারে মানিনীর মান॥
নাগর কহত বৃন্দে ক্ষতি কিহে তায়।
নাগরী বেশ তবে বনাহ আমায়॥
নাগরে সাজায়ে দিল নাগরী বেশ।
বেণী বনায়ল চাঁচর কেশ॥
কুন্তল খুলি কর্ণে ফুল পরাইল।
সীমন্তে সিন্দুর বিন্দু শোভা ভালে হইল॥
কেশর মৃত্তিকা আনি মাখাইল অঙ্গে।
স্বর্ণ চুড়ি হাতে দিল কঙ্কণ সঙ্গে॥

পয়োধর করি দিল কদম্ব কেশরে।
নীল সাড়ী পরাইল ধড়া করি দূরে॥
চরণে আলতা পাতা নূপুর বাজে॥
রাধানাম বিদেশিনী বীণা যন্ত্রে সাজে॥
গোবিন্দ দাসে কহে যাই বলিহারি।
মান লাগি বিদেশিনী সাজল মুরারি॥

বালা ধানশী—মধ্যম একতালা।

বামপদ বাড়াইল নারীর স্বভাবে।
দাঁড়াইয়ে বৃন্দা দেবী চেয়ে দেখে তবে॥
রাধার নিকটে যান বীণা বগলেতে।
রাধে রাধে বলি গান করিতে করিতে॥
একে তো সুতান তাথে রাধা নাম শুনি।
কর্ণ-তৃষ্ণা ক্ষোভ করে জুড়ায় পরাণি॥
বীণার সুতান শুনি হরে নিলে চিত।
দেখি সখি রাই পাশে কহেন তুরিত॥
ললিতা আসিয়া বলেন শুন ওগো রাই।
কি অপূর্ব্ব বীণা এমন শুনি নাই॥
কোথা হইতে বিদেশিনী আইল একজন।
বীণার সুতান শুনি জুড়াইল মন॥

রাধা বলে আন গিয়ে আমার নিকটে।
বীণা যন্ত্রে গান করে সে কেমন বটে॥
শুনিয়া রেয়ের কথা ললিতা চলিল।
গোবিন্দ দাসের মনে আনন্দ বাড়িল॥

বরাড়ী—একতালা।

আসিয়া ললিতা কহিছেন কথা
শুনি বিদেশিনী ধ্বনি।
লইতে তোমারে পাঠাইল মোরে
রাধা বন-বিলাসিনী॥
শুনিয়ে গোবিন্দ হৃদয়ে আনন্দ
চলিল রেয়ের বাসে।
বসি আছেন রাই বিদেশিনী যাই
দাঁড়াইল এক পাশে॥
দেখি বিনোদিনী উঠিয়া অমনি
বসাইল নিজ কাছে।
মনেতে হরষি মৃদু মৃদু ভাষি
নাম ধাম তারে পুছে॥

কোথা তোমার ধাম　কিবা তোমার নাম
বিদেশিনী কেন হলে।
শুনি নবনারী　আপনা সম্বরি
মৃদু মৃদু স্বরে বলে॥
সুখময়ী নাম　মধু পুরে ধাম
শুন রাধা বিনোদিনী।
দুঃখ যেবা বটে　বলতে প্রাণ ফাটে
সে লাগিয়ে বিদেশিনী॥
এক যুবরাজ　পুরুষ সুন্দর
তা সনে লেহ ঘটিল।
অবলা সরলা　না বুঝিয়ে কলা
পরাণ বাঁটি দিল॥
গত নিশি তার　সঙ্কেত অনুসার
কানন মাঝারে আসি।
সাজাইয়ে শয্যা　পাইলাম লজ্জা
কাঁদিয়ে পোহাইলাম নিশি॥
আন কুঞ্জ থাকি　রতি চিহ্ন সখী
লইয়ে প্রভাতে আইল।
দুঃখ আর চিতে　নারি সম্বরিতে
প্রেমে জলাঞ্জলি দিল॥

মানিনী হইয়ে বন্ধু উপেখিয়ে
বিদেশিনী তেই আমি।
শুনিলাম শ্রবণে এই বৃন্দাবনে
দয়াময়ী বট তুমি ॥
যদি কৃপা কর এ দাসী উপর
দাসী-পদ দাও দান।
নতুবা কিশোরী দুঃখে যাই মরি
মোহন করয়ে গান ॥

ধানশী—ঝাঁপতাল।

শুনিয়ে সকল কথা রাধা বিনোদিনী।
সহাস্য বদনে বলে শুন বিদেশিনী ॥
তোমার দশা আমার দশা একই হইল।
তোমাতে আমাতে তবে সই পাতাইল ॥
আজ হইতে সই হইলে শুন প্রাণ সই।
বিদেশিনী বলে দেখো ভুলনা গো সই ॥
সুখময়ী কহে দুঃখ সম্বর ধনী।
বীণা যন্ত্রে গান কর একবার শুনি ॥
শুন শুন ওহে সই বীণা করে ধর।
কৃষ্ণনাম যে গানে নাই সেই গান কর ॥

নারীর বেদন যে না জানে সে নামে কাজ নাই।
বিদেশিনী বলে তবে শিবের গান গাই॥
তেয়াগিয়ে বসন ভূষণ দিগম্বর।
হলাহল করু পান শ্মশান-বাসী হর॥
শির-পর সতিন সঙ্গে বিলাসন।
তাহা হেরে উমা করে কত অভিমান॥
বিদেশিনী কহে কাত্তিক গণেশ নামে গাই।
ধনি কহে দুই ভেয়ের পাণিগ্রহণ নাই॥
তারা কি জানয়ে বেদন সঙ্গ হীন দারা।
মোহন ভণে ত্রিভুবনে গীত নাই কানু ছাড়া॥

কড়খা ধানশী—ছুটাতাল।

বিদেশিনী কহে বাণী শুন শুন কমলিনী
রাম নামে গান তবে করি।
রাম নাম শুনি কানে চেয়ে বিদেশিনী পানে
হাসি হাসি বলেন কিশোরী॥
দশরথ-নন্দন জানি জানি তার গুণ
যার গুণে সাতকাণ্ড হইল।
প্রিয়সি যার জানকী বিপিনহি তেজল
অবলারে আগুনে পোড়াইল॥

নারীরে পোড়ায় যে তার নাম শুনে কে
রাম নাম না শুনিব কানে।
তবে কি করিবে গান সকলি দেখি সমান
কর গান লয় যেবা মনে ॥
বিদেশিনী বলে বাণী, আমি বীণা বাজাই ধান
বীণায় যার নামে গান বলে।
সেই সে মধুর নাম, প্রেমানন্দ রস ধাম
সেই নাম শুনহ সকলে ॥
এত বলি বাজায় বীণে অনুরাগে বাজে বীণে
রাধা রাধা বলি ঘন ডাকে।
বৃন্দাবন বিলাসিনী মহাভাব স্বরূপিনী
এইবার করুণা কর মোকে ॥
হেমাঙ্গ বরণি তনি নীলাব্জের মন-মোহিনী
বৃষভানু-নন্দিনী রাধে।
নিশি দিন ডাকিছি তোরে দয়া না ছাড়িহ মোরে
মোহনের ক্ষম অপরাধে ॥

তুড়ি—একতালা।

অপূর্ব্ব বীণার গান শুনিয়ে শ্রবণে।
সব পাশরিল রাধা হরিল গেয়ানে ॥

অঙ্গের খুলিয়ে দিছে যত আভরণ।
হাসি হাসি বিদেশিনী ফিরাইল বদন॥
কমলিনী বলে ধনি কোন বর চাও।
যাহা চাবে তাহা দিব বদন ফিরাও॥
শুনিয়ে বিদেশিনী ফিরায়ে বদন।
জোড়কর করি তবে কহয়ে বচন॥
নন্দের নন্দনে যত করিয়াছ মান।
ঐ মান রতন ধন মোরে দেহ দান॥
শুনিয়ে বচন মুখ বসনে ঝাপিল।
সব দুঃখ দূরে গেল আনন্দ বাড়িল॥
নারী হয়ে দাসী হতে এলে আমার স্থানে।
তোমার উপর আর কখন না করিব মানে॥
দুহুঁ মুখ দরশনে দুহুঁ ভেল ভোর।
মিলল তৈখন যুগল কিশোর॥
দাঁড়াল শ্যামের বামে নওল কিশোরী।
গোবিন্দ দাস কহে যাই বলি হারি॥

ভূপালী—দশকুশী।

শুন শুন প্রাণনাথ ক্ষম অপরাধ।
দারুণ বিধাতা এবে সাধি গেল বাদ॥

যখন আইলা তুমি কক্ষের দুয়ারে।
মান ভুজঙ্গিনী আসি দংশিল আমারে॥
বিষেতে বিভোর তনু না চাহিনু ফিরি।
উপেখিয়ে তোমা শেষে ঝুরে ঝুরে মরি॥
প্রেমে ছল ছল আঁখি গদ গদ ভাষ।
আলস্যে নিরখই মোহন দাস॥

কামোদ—দশকুশী।

মান ভুজঙ্গিনী মঝু তনু দংশল
না চাহিনু নয়ন মিলিতং।
ধিক ধিক মনে ধিক মম জীবন
ধিক রহু মঝুক পিরীতং॥
মাধব ক্ষম অপরাধী জনে অপরাধং।
তুয়া গরবে গরবি কহায়ত
ব্রজ রমণীগণ মাঝং॥
মান ভরমে তোঁহে শত কটু ভাষনু
পামরী হৃদয় কঠিনং।
যো মঝু দোষ সবহুঁ ক্ষমা কুরু
অবলা সরলা জ্ঞান-হীনং॥

ত্রিজগত মাঝে আপনা নাই তুয়া বিনে
চরণ যুগল মম সারং।
সিংহ কহত মম হৃদয়-কন্দরে পশি
নিশিদিন করহ বিহারং॥

পুনশ্চ
শ্রীগৌরচন্দ্র।
ললিত বিভাস—মধ্যম দশকুশী।

সকল ভকত মেলি আনন্দে হুলাহুলি
আইলা গৌরাঙ্গ দরশনে।
গৌরাঙ্গ শুতিয়া আছে কেহ ত নাহিক কাছে
নিশি জাগি মলিন বদনে॥
ইহ বড় অদভুত রঙ্গ।
উঠিয়া গৌরাঙ্গ হরি, ভূমেতে বসিয়া ফেরি,
না বৈসে কাহুক সঙ্গে॥ ধ্রু॥
দেখিয়া ভকতগণ, চমকিত হইল মন,
বিরস বদন কি কারণে।
সভে করে হায় হায়, কিছুই না বুঝা যায়,
কি ভাব উঠিল আজু মনে॥

কেহু লহু লহু করে, মুখানি পাখালে নীরে,
কেহ করে কেশ সম্বরণ।
কিছু না জানিয়ে মোরা, ভাবের মুরতি গোরা,
বাসু ঘোষ মলিন বদন ॥

বালা ধানশী—মধ্যম একতালা।

কিসের লাগিয়ে রাই হইলা মানিনী।
ভাগ্যে মিলয়ে হেন মধুর যামিনী ॥
ভাগ্যে মিলয়ে হেন রসময় কান্ত।
তোহে বিমুখ বিহি বুঝল নিতান্ত ॥
অকারণ মানে খোয়লি নিজ দেহ।
ঐছে কুমতি দরশায়ল কেহ ॥
ঐছন সহচরি শুনইতে বাত।
সুবদনি হাসি ধুনায়ত মাথ ॥
কো মানিনি কাহে সাধসি এহ।
কিয়ে পরলাপসি না বুঝিয়ে থেহ ॥
নাগর কহ সখি কি কহসি বাণী।
কাহে তুহুঁ ইহ মানিনি অনুমানি ॥
শুনি সহচরি সব হাসি উতরোল।
সো সখি অবনত কছু নাহি বোল ॥

বিলসই দুহুঁ তব বিবিধ বিলাস।
দূরহি নেহারই বল্লভ দাস॥

দিনান্তরে—

সুরট সারঙ্গ—তেওট।

দেখ রাধা-মাধব রঙ্গ।
তনু তনু দুহুঁ জন, নিবিড় আলিঙ্গন,
আরতি রভস তরঙ্গ॥ ধ্রু॥
কিয়ে অনুভাব, কলহ দুহেঁ উপজল,
সুন্দরি মানিনি ভেল।
ঐছন প্রেম, আরতি বিছুরাইয়া,
কো বিহি ইহ দুখ দেল॥
মানিনি বদন ফেরি তহিঁ আওল,
যাহাঁ নিজ সখিনি সমাজ[১]।
অঙ্গহি অঙ্গ, সঙ্গ সুখ-ভঙ্গহি,
জর জর নাগর-রাজ॥

১। মানিনী মুখ ফিরাইয়া অর্থাৎ কৃষ্ণের দিকে না চাহিয়া সখীগণ যেখানে ছিলেন, সেখানে আগমন করিলেন।

রাইক বদন, মলিন হেরি সহচরি,
সুচকিত লোচন হোই।
কহ বিপরীত, রীত কাহে হেরিয়ে,
ইহ সুখ ভাঙ্গল কোই॥
অবনত আনন, করি ধনি বৈঠল,
তব সখি বূঝল মান।
কহ যদুনাথ, দাস তহিঁ কর যোড়ি,
সমুখহিঁ আওল কান॥

সখীর উক্তি।

শ্রীসুহই—দুঠুকী।

কোরে রহিতে যো মানয়ে দূর।
সো অব কৈছন ভিন ভিন ঝূর[১]॥
না বুঝিয়ে দারুণ প্রেম তরঙ্গ।
করইতে আন আন ভেল রঙ্গ॥
সুন্দরি ঐছন সো করু মান।
পর বেদন হিয়ে যো নাহি জান॥ ধ্রু॥

১। যে ক্রোড়ে রাখিয়াও দূর মনে করে, সে এখন কেমন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন হইয়া রোদন করিতেছে!

তুয়া লাগি যো হরি করত ধেয়ান।
সো সুখে তুহুঁ ধনি ভেলি অগেয়ান॥
ধরণি-বিলম্বিত বিরস বয়ান।
কাহে বাঢ়াহ অকারণ মান॥
শ্যাম কলেবর ধূলিক সাত।
মলিন বদন ভেল দূবর গাত[১]॥
কমল নয়ানে নীর ঘন গলই।
তোহার অরুণ দিঠি নিঝরহিঁ ঝরই॥
সো তনু ছট ফট মদনকি বাণে।
তোহারি মরম দুখ মরমহি জানে[২]॥
করুণ নয়ানি বৈঠহ পিয়া পাশ।
চরণে লাগি কহ গোবিন্দ দাস॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

তুড়ী—বৃহৎ জপতাল।

রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে অনুপাম।
স্বপনে জপন মোর তোহারি ওনাম॥

১। দুর্ব্বল গাত্র

২। তাঁহার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের দেহ মদন বাণে জর্জ্জরিত, আর তোমার যে মর্ম্মের দুঃখ তাহা তোমার অন্তরই জানে!—কাহাকেও বুঝাইবার নহে।

শুন বিনোদিনি ধনি রসময়ি রাধা।
কবহুঁ করহ জনি ইহ রস-বাধা[১] ॥ ধ্রু ॥
অঙ্গুল-আগ পরশ যব পাই[২]।
সুখের সায়রে রহি ওর না যাই[৩] ॥
লোচন ইঙ্গিত করু মোহে দান।
জ্ঞানদাস কহ অকারণ মান ॥

ধানশী—দশকুশী।

হাসি হাসি সহচরি, সবহুঁ জানাওল,
ইহ তুয়া নিরহেতু মান।
তব ধনি লাজে, অধিক মুখ অবনত
বুঝল রসিক বর কান ॥
সখিগণ ইঙ্গিতে, রসিক-মুকুট-মণি,
কোরে আগোরল রাই।
আনন্দে দুহুঁ জন, পুন ভেল নিমগন,
কৌতুক ওর না পাই ॥

১। কখনও যেন এমন রস-হানিকর মান করিওনা।
২। তোমার অঙ্গুলির অগ্রভাগের স্পর্শ পাই।
৩। সুখের সাগরে নিমগ্ন হইয়া তাহার কূল পাই না।

ইহ অদভুত দুহুঁ দন্দ।
ঐছন কথিহুঁ না হেরিয়ে ত্রিভুবনে,
শুনইতে লাগয়ে ধন্দ ॥ ধ্রু ॥
দুহুঁ দুহুঁ সরস, পরশ পুন বাঢ়ল,
দুহুঁ দুহুঁ অধিক উল্লাস।
নিকটহি চামর, করে করি হেরত,
তহিঁ রাধামোহন দাস ॥

মানান্তে রসোদ্গার—ভাবাঢ্য শ্রীগৌরচন্দ্র।

বিভাস—মধ্যম দশকুশী।

দেখ দেখ গৌর প্রেমরস ধাম।
পদ নখে জীতল, কতহু শশিকুল,
লাখ লাখ মদযুত কান ॥ ধ্রু ॥
চকিত বিলোকনে, সব দিশ চাহই,
ঝাঁপই চম্পক অঙ্গ।
আপাদ মস্তক, পুলকহি পূরিত,
নিরুপম ভাব তরঙ্গ ॥

১। প্রেমের পরম সারকে মহাভাব বলে; মহাপ্রভু সর্ব্বোত্তম প্রেমের অবতার।

খেনে মৃদু হাসি, কহই সো পিরীতি,
যৈছন হেম দশবাণ।
শ্যাম নাগর মোর, প্রাণ মনোহর,
কহইতে ঝরয়ে নয়ান ॥
ভাবহি বিবশ, কহই বরজ-রস,
অভিনয় তৈছে পরকাশ।
পরমানন্দ সার, মহাভাব অবতার,
ভণ রাধামোহন দাস ॥

কামোদ—মধ্যম দশকুশী।

মান দহনে মোর, তনু ভেল জর জর,
শূতলুঁ মন্দির মাঝ।
কানু নিয়ড়ে আসি, চরণ সম্বাহই,
ঐছন বিদগধ-রাজ[১] ॥
সো কর কিশলয়, পরশে তনু আকুল,
সখি বলি করিলুঁ সম্ভাষ।
বাহু পসারি, আলিঙ্গি মুখ চুম্বই,
পুন মুখ হেরি লহু হাস ॥

১। কৃষ্ণ নিকটে আসিয়া আমার পা টিপিয়া দিতে লাগিলেন, এমনি রসিক চূড়ামণি তিনি!

সজনি কি কহব তাকর কাজ।
যে ছিল মনোরথ, কয়লহুঁ অভিমত,
কহইতে নাহি রহে লাজ ॥ ধ্রু ॥
ঐছে রসিক সঞে, যো ধনি রোখয়ে,
কৈছন তাকর চীত[১]।
হাম পুন তা সঞে, কবহুঁ না রোখব,
দলপতি[২] কহ বিপরীত ॥

সুহই—ডাঁশপাহিড়া।

শুন সাঙ্গাতিনি নাগর চৌয়ানপনা[৩]।
বিনহি সাধনে, ভাঙ্গিলে কানাই,
মানিনীর মানপনা ॥ ধ্রু ॥
মুখের শিঙ্গার,[৪] করিতে আছিনু,
মুকুর লইয়া মুঠে।
ঢীট কানাই, অঙ্গ নিরখয়ে,
দাড়াঞা আমার পিঠে ॥

১। বিদ্যাপতি—পাঠান্তর।

২। ঐপ্রকার রসিক নাগরের সঙ্গে যে রমণী রোষ প্রকাশ করে, তাহার চিত্ত কি রূপ ? অর্থাৎ সে কেমন কুলিশ-হৃদয় !

৩। সেয়ানাপনা, চতুরতা।

৪। বেশ-বিন্যাস

চিকণ কালিয়া, আধেক দেখিলুঁ,
আধ মুকুরের পাশে।
গিম মোড়া দিয়া, ফিরিয়া চাহিতে,
চুম্ব দিয়া দিয়া হাসে॥

মায়ুর—মধ্যম দশকুশী।

সজনি কি কহব কৌতুক ওর।
অলখিতে হাত হাত মোর সরবস,
মান রতন গেও চোর॥ ধ্রু॥
অবনত বয়নে, যবহুঁ হাম বৈঠলুঁ,
বিগলিত কুন্তল ভার।
উরু অম্বর করি, স্থত চরণে ধরি,
গাঁথিয়ে মোতিম হার॥
লহু লহু পদ করি, নূপুর পরিহরি,
কৈছে আওল সেই ঢীট।
শীর শপথি দেই, সখিগণে নিষেধই,
লুকি রহল মঝু পীঠ॥

মৃগ মদ চন্দনে, মন চঞ্চল ভেল,
হেরইতে বঙ্কিম গীম[১]।
চিবুক চিকুর ধরি, মুখ সমুখে করি,
চুম্বয়ে বয়নক সীম[২]॥
ঘন ঘন চুম্বন, দৃঢ় পরিরম্ভন,
কয়লহি হিয়ে হিয়ে লাগি।
কবিশেখর কহ, মদন শূতি রহু,
চমকি উঠয়ে জনু জাগি[৩]॥

ধানশী—একতালা।

শ্যাম তনু কিয়ে তিমির বিরাজ[৪]।
সিন্দুর চিহ্ন কিয়ে অলকত সাজ[৫]॥

১। মৃগমদ চন্দনের গন্ধে মন চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং গ্রীবা বাঁকাইয়া দেখিলাম।

২। বদনের প্রান্তে চুম্বন করিলেন।

৩। মদন সুপ্ত থাকুক যেন এই প্রেম-বিলাসের আতিশয্যে চমকিয়া না জাগিয়া উঠে!

৪। প্রভাত কালে শ্যামকে দেখিয়া মনে হইল একি সন্ধ্যার অন্ধকার?

৫। তাঁহার ললাটে সিন্দূর চিহ্ন অথবা অলক্তকের রাগ?

তরল তার কিয়ে টুটল হার।
নখ পদ কিয়ে নব শশিক সঞ্চার॥
ঐছে দোষাকর হেরইতে কান।
প্রাতরে পহিল রজনি ভেল ভান[১]॥
পুন অনুমানি হাম ভেল ভোর[২]।
ঢীট কানাঞি কয়ল মোহে কোর॥
তবহুঁ যতন করি করইতে মান।
হাস-কুমুদে তহিঁ সব করু আন॥
মানিনি মান গরব ভেল চূর।
নাগর আপন মনোরথ পূর॥
তবহুঁ না জানল দিন কিয়ে রাতি[৩]।
গোবিন্দ দাস কহ সমুচিত শাতি[৪]॥

১। ঐরূপ দোষ-বিশিষ্ট কৃষ্ণকে দেখিয়া প্রভাত কালে সন্ধ্যার ন্যায় মনে হইল।

২। এইরূপ অনুমান করিয়া আমি বিভোর হইয়া পড়িলাম।

৩। তখন ও বুঝিতে পারিলাম না দিন কিম্বা রাত্রি!—এতই বিভোর হইয়া পড়িয়াছিলাম।

৪। পদকর্ত্তা বলিতেছেন যে শ্রীকৃষ্ণের উপর মান করার উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে।

শ্রীরাগ—মধ্যম একতালা।

আছিলুঁ হাম অতি মানিনি হোই।
ভাঙ্গল নাগর নাগরি হোই॥
কি কহব রে সখি আজুক রঙ্গ।
কানু আয়ল তহিঁ দোতিক সঙ্গ॥ ধ্রু॥
বেণী বনাইয়া চাঁচর কেশে।
নাগর-শেখর নাগরি-বেশে॥
পহিরলি হার উরজ করি উরে।
চরণহি নেয়ল রতন নূপুরে॥
পহিলহি চলইতে বামপদঘাত[১]।
নাচত রতিপতি ফুলধনু হাত[২]॥
হেরি হাম সচকিত আদর কেল।
অবনত হেরি কোর পর নেল॥
সো তনু সরস পরশ যব ভেল।
মানক গরব রসাতল গেল॥
নাসা পরশি রহলুঁ হাম ধন্দ।
বিদ্যাপতি কহে ভাঙ্গল দন্দ॥

১। প্রথমে বাম চরণ ফেলিয়া চলিতেছেন—রমণীর যাহা স্বভাব।

২। (সেই গতি-ভঙ্গী দেখিয়া মনে হইল) যেন মদন ফুল-ধনু হাতে লইয়া নৃত্য করিতেছেন।

সুহই—কাটা দশকুশী।

বড়ই চতুর মোর কান।
সাধন বিনহি ভাঙ্গল মঝু মান॥
যোগি-বেশ ধরি আওল আজ।
কো ইহ সমুঝব অপরূপ কাজ॥
শাশ বচনে[১] হাম ভিখ লেই গেল।
মঝু মুখ হেরইতে গদগদ ভেল॥
কহ তব মান-রতন দেহ মোয়।
সমুঝলুঁ তব হাম সুকপট সোয়॥
যে কিছু কয়ল তব কহইতে লাজ।
কোই না জানল নাগর-রাজ॥
বিদ্যাপতি কহ সুন্দরি রাই।
কিয়ে তুহুঁ সমুঝবি সো চতুরাই[২]॥

শঙ্করাভরণ বা ধানশী—ডাঁসপাহিড়া।

চললি নিতম্বিনি যমুনা সিনানে।
সঙ্গিনি রঙ্গিনি গজগতি ভানে॥

১। শাশুড়ীর আদেশে
২। তুমি তাহার চতুরালী কি বুঝিবে?

তৈল হলদি কোই আমলকি নেল।
সুবরণ ঘট লেই কোই চলি গেল॥
জানি নাগরবর চলু ধীরে ধীরে।
আগুসরি আওল কালিন্দিতীরে॥
একলি কানু খেলই জল মাহি।
সহচরি সনে ধনি মীলল তাহি॥
আন জন কোই নাহি তব সাথ।
নাগর হেরি ধুনায়ত মাথ॥
কাহুক জল দেই কাহুক পঙ্ক।
কাহুক চুম্বই ধাই নিশঙ্ক॥
হেরি সব সহচরি চমকিত ভেল।
ঝটিতহিঁ ধাই রাই লেই গেল॥
কণ্ঠমগন জলে দুহুঁ এক ঠাম।
পূরল দুহুক মনোরথ কাম॥
কহ কবিশেখর সহচরি পাশ।
হোর দেখ রাধাকানু-বিলাস॥

মল্লার—মিশ্র জয়জয়ন্তী ঠুংরী।

তুরিতহি সুন্দরি কানুক পরিহরি
আওল সহচরি মাঝ।
লাজহি বদন কমল নাহি তোলয়ে
দূরহি হেরয়ে রসরাজ॥
সহচরি নিয়ড়ে মিলল পুন মাধব
হেরি সভে সচকিত ভেল।
কাহুকে চুম্বই, কাঁচুলি ফারই
কাহুকে আলিঙ্গন কেল॥
কত কত ভাতি, বিলসি পুন মাধব
তুরিতে চলল নিজ গেহ।
সিনান সমাপি তীরে উঠি সুবদনি
মোছল আপন দেহ॥
নিজ নিজ মন্দিরে, আওল সখিগণ
কত কত কৌতুক রঙ্গে।
চরণ পাখালই, শেখর সহচরি
আপনগণ লেই সঙ্গে॥

১। সখীভাবে বিভাবিত পদকর্ত্তা রায়শেখর নিজ পরিজন সঙ্গে লইয়া যুগলচরণ ধৌত করিয়া দিতেছেন।

শ্রীরাধাকুণ্ড-মিলন।

শ্রীগৌরচন্দ্র

সুহই—মধ্যম দশকুশী।

গোরা পহুঁ বিরলে বসিয়া।
অবনত বদন করিয়া॥
ভাবাবেশে ঢুলু ঢুলু আঁখি।
রজনী জাগল হেন সাখী॥
বিরস বদনে কহে বাণী।
আশা দিয়া বঞ্চিল রজনী॥
কাঁদিয়া কহয়ে গোরা রায়।
এ দুখ সহনে না যায়॥
কাতরে কহয়ে সবিষাদ।
নরহরি মাগে পরসাদ॥

ললিত—ছোট দশকুশী।

নাগর আসিয়া, সাহস করিয়া,
দাঁড়াইল মানিনী আগে।
পীত বাস গলে, দুই কর জোড়ে,
(ধনির) চরণ পরশ মাগে॥

(শ্যাম নাগরের) নয়নে ধারা বহে।
ধনির চাঁদ মুখ চেয়ে রহে ॥
চূড়া হইতে ফুল নিল হাতে।
কুসুম অঞ্জলি, পায়ে দিছে ফেলি,
(ধনি) ঠেলিয়া ফেলিলা রাগে ॥
মানিনী আপনা না চেনে কোপে।
নয়ান ভাঙরি, ভঙ্গিমা দেখিয়া,
তরাসে নাগর কাঁপে ॥ ধ্রু ॥
নিজ হাত দিয়া, গাঁথয়ে মুকুতা,
যাহা নাহি সুরপুরে।
মলয়জ মালা, তাম্বুলের থালা,
ঠেলিয়া ফেলিলা দূরে ॥
সহচরী সব, হইলা নিরব,
কেহত না বলে কিছু।
চরিত দেখিয়া, নাগর শেখর,
দাঁড়াইয়া রহল পিছু ॥
জগন্নাথ ভণে, বুঝি অনুমানে,
কঠিন বরজ বধূ।
মানরত প্রিয়, ভয়ে ভেল ভীত,
সো হেন বধূর বঁধু ॥

ধানশী—জপতাল।

ধিক রহু মাধব তোহারি সোহাগ।
ধিক রহু যো ধনি তোহে অনুরাগ॥
চলহ কপট শঠ না কর বিয়াজ।
কৈতব বচনে অবহুঁ কিয়ে কাজ॥
সহজই অনলে দগধ ভেল অঙ্গ।
কাহে দেহ আহুতি বচন বিভঙ্গ[১]॥
সো ধনি কামিনী গুণবতী নারী।
হাম নিরগুণবতী রভসে গোঙারী[২]॥
সোই পূরব তুয়া হিয়া-অভিলাষ।
বঞ্চলি ইহ নিশি যো ধনি পাশ॥
পুন পুন কাহে ধরসি মঝু পায়।
তুহুঁ বহুবল্লভ তোহে না জুয়ায়॥

১। অমনিই আমার দেহ অনলে পুড়িয়া যাইতেছে, তাহাতে আবার বচনচাতুরী দ্বারা আহুতি দিতেছ কেন?

২। রসক্রীড়ায় অপটু। গোঙারী—গাওঙার—গ্রাম্য, অশিক্ষিত, অপটু।

সিন্দূর কাজর ভালহি তোর।
ছল করি চরণে লাগায়সি মোর[১] ॥
কহইতে রোখে অবশ ভেল অঙ্গ।
কহ বলরাম ইহ প্রেম-তরঙ্গ ॥

সুহই—ধানশী।

মাধব কাহে কাঁদায়সি হামে।
চলি যাহ সো ধনি ঠামে ॥
তোহারি হৃদয়ে অধিদেবী।
তাকর চরণ যাই সেবি ॥
যো যাবক দেল অঙ্গ।
ততহি করহ পুন রঙ্গ ॥
সোই পূরব তুয়া কাম।
কি ফল মুগধিনী ঠাম ॥
এত কহি গদ গদ ভাষ।
ভণ রাধা মোহন দাস ॥

১। তোমার কপালে (অপরা নায়িকার) সিন্দূর ও কাজল লাগিয়া রহিয়াছে। তুমি ছল করিয়া তাহা আমার পায়ে লাগাইয়া দিতেছ!

কামোদ—একতালা।

মুরহর কহত শুনগো ললিতা সখী
সুমুখী বিমুখী যব ভেল।
প্রেম পসার হাট তব ভাঙ্গল
সুখঘরে আগি লাগি গেল॥
অবহুঁ জীবনে কিয়ে কাম।
রাইক কুণ্ড সলিলে হাম যাইয়ে
তেজব পাপ পরাণ॥
সুখে রহ তুহুঁ সব, কাজে কি বোলব,
দৈবে বিমুখী ভেল মোয়।
তুমিহু শুধাও সখী, অব হাম যাইয়ে,
এত কহি চলে রোই রোই॥
ললিতা কিছুই কহই নাহি পারই
নিশ্বসি রহল নত কন্দ।
কহত অনন্ত দাস রাধা কুণ্ডেতে হরি
উপজল শ্যামর চন্দ॥

সুহিনী—দশকুশী।

শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে গিয়া হরি।
কহিছেন দুটী কর যোড়ি॥

অহো পুণ্যবতী রাধাকুণ্ড।
তব প্রিয়ে কৈল মোর দণ্ড ॥
তুমি না বিমুখ হইও মোরে।
স্থান দিয়ো এ নির্ম্মল নীরে ॥
এই লেহ চূড়ার চন্দ্রিকা।
গুঞ্জাহার মোহন বংশীকা ॥
পূর্ণ কর গদাধর আশ।
পুন যেন হই রাধার দাস ॥

ধানশী—লোফা।

ঐছন শুনইতে মুরহর বাণী।
রাধাকুণ্ড কহতহি অতি ভয় মানি ॥
অনুচিত বাণী কহসি কহ কাহে।
লাখ রমণি তাহে বাঞ্ছিত তোহে ॥
ক্ষণ এক কুঞ্জহি বিরমহি যাই।
সখীসহ তোহে ইহা মিলায়ব রাই ॥
কহত গদাধর শুনি ইহ বাত।
কুঞ্জহি শুতল গোকুল নাথ ॥

ললিত—মধ্যম দশকুশী।

কানু উপেখি ধনি, ভাবই একাকিনী
বিরলহি মন্দিরে বসি।
নয়নক নীরে অবিরত গলতহি
বদন কমল যায় ভাসি॥
হেট বয়ানে রসবতী।
পিয়াক গুণ যত চিতহি ভাবত
নখে করি লিখতহি ক্ষিতি॥ ধ্রু॥
ধরণী শয়ন করি, আছয়ে সুন্দরী,
সখীগণ মিলল পাশ।
নাহ বিমুখ হেরি, কান্দয়ে ফুকরি,
কহতহি গোবিন্দদাস॥

সুহই—কাটা দশকুশী।

শুন শুন বিনোদিনী রাধে।
কাহে তেজলি তুহুঁ সো ব্রজরাজে॥
রোই রোই করত পয়ান।
সো জীবন নাহি রাখব কান॥
ভাঙ্গলি প্রেমক হাট।
বজর পড়ল আজু সব জন মাথ॥

তুহুঁ অতি কলহে বিরাজ।
কানু মুখ না হেরব আর॥
কাঁহা গেও মঝু প্রাণনাথ।
হাম যায়ব তছু ঠাম॥
দুনয়নে বহে জলধার।
সখী মুখ চাহে বার বার॥
থাকি থাকি চমকিত রাই।
এ যদুনন্দন মুখ চাই॥

কড়খা ধানশী—ছুটাতাল।

তখন উনমনা হয়ে, সখীগণ সঙ্গে লয়ে,
ইন্দুরেখা আদি সহচরী।
কানুর উদ্দেশে সবে, বিপিনে প্রবেশ করে,
খোঁজই ইতি উতি হরি॥
এ সখী কোথাও দেখিতে নাহি পাই।
ভ্রমিয়ে ভ্রমিয়ে, উতরিলা সবে গিয়ে,
শ্রীরাধাকুণ্ডেতে যাই॥ ধ্রু॥

রহিয়ে তাহার কূলে, চৌদিগে নেহারে সবে,
দেখে নীরে চূড়ার চন্দ্রিকা।
মোহন বংশীকা পড়িয়ে জলমাহা
ফুলহার জলেতেই ভাসে ॥
তাহা দেখি ব্যাকুলিতা, হইয়ে সবে চমকিতা,
কি জানি কি হইল কপালে।
শুনিয়া ললিতা সখী, দুঃখান্বিতা হয়ে অতি,
কহে দ্বিজ দাস গদাধরে ॥

কামোদ—দশকুশী।

কানু অনাদরি, নতমুখী সুন্দরী,
আধ আধ দিঠে চায়।
ঢর ঢর লোচনে মুখ অতি ম্লানে
নিরখি ললিতা তাই ॥
সুন্দরী বোলত সখীমুখ হেরি।
তুহুঁ কাহে রোয়সি, কহ কহরে সখী,
কথি গেও সোই মুরারি ॥ ধ্রু ॥

ললিতা কহত, শুন ওহে মানিনী,
তোহে কি কহব হাম আর।
দারুণ মান- শমন সংহারল,
শ্রীব্রজরাজ কুমার ॥
অব গরবিনী তুহুঁ গরব লেই বৈঠহ
ফুরায়ল বরজ কি হাট।
কহ গদাধর, বিনি মেঘে দারুণ
বজর পড়ল সব মাথ ॥

পুনশ্চ শ্রীরাধাকুণ্ড-মিলন।

শ্রীগৌরচন্দ্র।

ধানশী—দশকুশী।

দেখ দেখ ভাবাবেশে গৌর কিশোর।
স্বরূপের মুখে শুনি, মান-লীলা দ্বিজমণি,
ভাবিনীর ভাবেতে বিভোর ॥ ধ্রু ॥
রাধাকুণ্ড রাধাকুণ্ড বলি, নাচে ভুজদণ্ড তুলি,
প্রেম ধারা বহে দুনয়নে।
না বুঝি ভাবের গতি, ধীরে ধীরে করে গতি,
গজরাজ জিনিয়া গমনে ॥

যাইয়া স্থরধুনি তটে, বসি জল সন্নিকটে,
ভাবনা করয়ে মনে মনে।
সে·ভাব তরঙ্গ হেরি, কিছুই বুঝিতে নারি,
রহিয়াছে হেট বদনে ॥
বাস্থদেব ঘোষ ভণে, অনুভব যার মনে,
রসিকে জানয়ে রস-মর্ম্ম।
অনুভব নাহি যার, বোধ নাহি হয় তার,
বৃথা তার হইল এ জন্ম ॥

ললিত—দশকুশী।

রাই কহে সজনী কোই কিছু না বোলসি
মোহে বিধি বুঝল বিপরীত।
আদর সাধে, বাদ করি বিপরীত,
আজু মোহে ভেল উপনীত ॥
সখি হে অবহু করহ উপকার।
(হামারি) হৃদয়ে আনি দেহ বংশী শিখী চন্দ্রিকা
গুঞ্জাবলী শ্যাম উরু[1] হার ॥ ধ্রু ॥

১। বিশাল।

প্রতি অঙ্গে শ্যাম নাম- পাঁতি সব লেখহ,
হরি হরি এই বল তুণ্ডে।
সেই চরণ ধ্যায়, গুণ গায়ি পামরী,
প্রবেশ করব শ্যাম কুণ্ডে॥
এত কহি যায় ধনি, পড়ল সলিল পরি,
রোয় সব সখী কর ধরে।
কহে গদাধর, এ বিপদ ঘোরতর,
ত্রাহি মধুসূদন মুরারে॥

কড়খা ধানশী—ছুটা।

কাঁদি বদন করি, হৃদি পর কর ধরি,
মুদই যুগল নয়ান।
সো নব নীরদ, নব কিশোর শ্যা
মুরতি করতহি ধ্যান॥
ওহে মাধব এহি নিবেদন বেড়ি।
অভয় চরণ- পঙ্কজে নাহি ঠেলবি,
রাখবি নিজ অনুচারী॥ ধ্রু॥

দিয়ে জল তুলসী, দেহ ইহ সমর্পলুঁ,
আর মোর অন্য গতি নাই।
করম্ বিপাক দুঃখ যব ভুঞ্জব,
তব কি তোহারি বড়াই ॥
হাম বিরাগিনী, কৃত অপরাধিনী,
নিজ গুণে করবি নিস্তার।
দীন গদাধর, গুণ নাহি পায়বি,
করইতে দোষ বিচার ॥

ধানশী—একতালা।

তেজইতে প্রাণ, দুঃখ নাহি হোয়ত,
মনে বড় খেদ রহি গেল।
কানু অনাদরি, ইহ জীউ নিকসই,
তব দরশন নাহি ভেল ॥
আরে সখী জীবন করত পয়ান।
ঐছন বেরি, নয়ান ভরি না হেরিনু,
শ্যামরু চন্দ্র বয়ান ॥ ধ্রু ॥

মরমক বাত, মরমে রহি গেয়ল,
কহই না পারলু আর।
আজুক করম, দৈব যোই করমহি,
মরণ কোন প্রতীকার ॥
হাম হতভাগিনী, কপালে কি আছিল,
কি পেখলুঁ দারুণ কাজ।
পামরী দীন, গদাধর ডুবল,
ইহ শোক সাগর মাঝ ॥

পূরবী জপতাল—ঠুংরী।

ভাবি আমি চিতে মরণ কালেতে
শ্যামেরে সম্মুখে থুবো।
দুটী পদ লইয়া, হৃদয়ে রাখিয়া,
বদনে গুণ গাইব।
সখী! শ্রীমুখে নয়ন দিয়ে।
অনিমিখ হব, প্রাণ তেয়াগিব,
পিয়া মুখ নিরখিয়ে ॥ ধ্রু ॥

সে বাসনা যত, সব হইল হত,
এবে হইল বিপরীত।
স্বপনে কখন, নহে প্রার্থনা,
সে হইল উপনীত ॥
হায় কি হইল, পিয়া কোথা গেল,
আর না হইল দেখা।
অকৃতী পামর, দ্বিজ গদাধর,
কি ছিল কপালে লেখা ॥

স্থহিনী—একতালা।

ওকি বোলহ সহচরী।
হায় কোথা গেল কিনা করি ॥
কারু মুখে আর শুনি না কথা।
সত্য কহ খাও মোর মাথা ॥
শুনি প্রাণ চমকি উঠিল।
স্থদ্ধি বুদ্ধি সব মোর গেল ॥
এত বলি ধরি সখীর করে।
সখেদিত কহে গদাধরে ॥

ললিত—মধ্যম দশকুশী।

কানুক বচন, যবহুঁ তুহুঁ না শুনলি
না রাখলি বান্ধব ভায।
তবহু বিমুখ চায় রোই রোই নাগর
আয়ল মঝু কর পাশ ॥
মাধব বোলল সখি হাম যাই।
রাই তেজল হামে, কিয়ে ফল জীবনে,
হোয়নু জনম বিদায় ॥
তব মোর প্রাণ করল কত বেয়াকুলি
না জানি কি করে প্রাণনাথ।
তব হাম তোহারি বদন পানে হেরিয়ে
তব তুহুঁ অবনত মাথ ॥
দেখহ তোহারি কুঞ্জে, বংশী শিখি চন্দ্রিকা,
ভাসত গুঞ্জাবলী হার।
দেব গদাধর ঐছন শুনইতে
নয়নে সলিল শতধার ॥

সুহিনী—নটশেখর।

সখীমুখে শুনি এই কথা।
রাধিকা হইল বিসম্বিতা ॥

কহ একি দুঃসহ বচন।
বজর ঘাতক সম জনু ॥
না সম্বরে কেশ বেশ ধনি।
কুণ্ডমুখে ধায়ই অমনি ॥
কহে গদাধর তীরে গিয়ে।
মূচ্ছাগত বংশী নিরখিয়ে ॥

সুহই রাগ—ছোটদশকুশী।

রোই রোই বার বার বলে।
একি ছিল আমার কপালে ॥
কি করিতে কিনা এবে হইল।
পরাণ বঁধুয়া কোথা গেল ॥
কেন বা করিলাম অভিমান।
মানে গেল উভয়েরি প্রাণ ॥
সখেদিত গদাধর চাই।
প্রাণ যায় একি বিপর্য্যয় ॥

শ্রীমতীর উক্তি।

বরাড়ী—একতালা।

বহুত যতনে হাম, তোরে নিরমায়লু
রাখলুঁ নাম রাধাকুণ্ড।
বিনি অপরাধে, বাদ করি দারুণ
মোহে করলি ইহ দণ্ড ॥
ধিক রহু তোহারিক বারি।
কৈছন সলিল মাঝে নিমগায়লি
সো বিধুবদন নেহারি ॥ ধ্রু ॥
কত না জানিয়ে প্রাণ করত বিয়াকুলি,
শীতল নহ তুহুঁ শুন।
তুয়া নীরে ভাসত, বংশী শিখীচন্দ্রক,
শ্রবণক দেখি বনফুল ॥
যৈছন সখীগণ, তুহু ভেলি তৈছন,
তৈছন হামারিক মান।
কহত গদাধর ব্রজকুলে গোকুল
সবহু করল সমাধান ॥

ধানশী—একতালা।

ওগো ললিতা হাম, যব কানু উপেখনু,
না রাখলুঁ তুয়া সব বাত।
তব মোহে লাখ গারি কাহে না দেয়লি
তোরা না রাখলি প্রাণনাথ ॥
সখি হে হাম রাগিণী তুহুঁ বিরাগী।
কুমতিনী বচনে কোপ করি দারুণ
সুখের ঘরে দেয়লুঁ আগি ॥ ধ্রু ॥
শুনলি হামারি, কুণ্ডে গেও মাধব,
তুহুঁ না রোখলি সোয়।
করম বিপাক, দৈব মোহে বৈমুখ,
যৈছে ভেল সব মোয় ॥
বিপদক সময়ে, সুজন-মতি নাশত,
যো নিরখল হাম আজ।
কহত গদাধর, বিনি মেঘে দারুণ,
বজর পড়ল সব মাথ ॥

ধানশী ললিত—দশকুশী।

দূতী প্রতি কমলিনী, বোলয়ে মধুর বাণী,
মোরে মিলাইয়া দেহ শ্যাম।
তুমি মোর প্রিয় সখী, দেখাহ সে গুণমণি,
শূন্যময় হেরি ব্রজধাম ॥
শুন শুন প্রাণ সখী, মন্ত্রণা বলহ দেখি,
কিসে পাই শ্রীনন্দ কুমার।
দূতী কহে শুন ধনি, মোর নিবেদন বাণী
পুন দেখা না পাইবা তার ॥
শ্যাম নাগর ইহা বলি, কুঞ্জ তেজি গেল চলি,
প্রাণ দিব রাধাকুণ্ড জলে।
তাহা শুনি রাই ধনি, কান্দি কান্দি বলে বাণী,
শ্যাম যদি আমারে তেজিলে ॥
আমি শ্যাম কুণ্ড নীরে, শ্যাম নাম হৃদে ধরে,
বন্ধু লাগি এ প্রাণ তেজিব।
জ্ঞানদাস বলে শুন, হেন কহ কি কারণ,
শ্যাম অন্বেষণে চল যাব ॥

সিন্ধুড়া—মধ্যম দশকুশী।

রাই দূতী দুইজনে চলে শ্যাম অন্বেষণে
উপনীত রাধাকুণ্ডতীরে।
চুড়া বাঁশী ভাসে জলে, দেখি আঁখি বহে লোরে,
করাঘাত করে শির পরে ॥
ব্যাকুলা হইলা ধনি, মুখে নাহি সরে বাণী,
বলে বন্ধু দেহ দরশন।
দরশন দেহ তুমি, নতুবা মরিব আমি,
সত্য এই বলি হে বচন ॥
এত বলি বিনোদিনী, বৃষভানুর নন্দিনী,
শ্যাম কুণ্ডে ঝাঁপ দিতে যায়।
দূতী গিয়া ধরে হাতে, ধনীরে না দেয় যাইতে
কি কর কি কর ধনি রাই ॥
বৃন্দাবন দাসে কয়, করি কিছু অনুনয়,
প্রাণ নাহি কর বিসর্জ্জন।
না তেজ না তেজ প্রাণ, শুন মোর নিবেদন,
শূন্য না করিহ বৃন্দাবন ॥

গান্ধার—একতালা।

কুণ্ড পূর্ব্বদিগে এক অন্ধ মুনি বৈসে।
রাধা রাধা রব করে মনের হরিষে॥
রাধা নাম শুনি শ্যাম বাহির হইল।
তাহার অগ্রেতে হরি আসি দাঁড়াইল॥
বল বল বলি হরি বলে বার বার।
নাম শুনি তাপ দূর হইল আমার॥
মুনি কহে কেবা তুমি অগ্রেতে আইলা।
নন্দের কুমার বলি পরিচয় দিলা॥
তাহা শুনি সেই মুনি বৈসে পাছু হইয়া।
দেখিয়া তাহার ভাব শ্যাম বিনোদিয়া॥
কেন বা বিমুখ হইলা বল তাহা শুনি।
মুনি বলে রাই-অপরাধী হও জানি॥
শ্যামল সুন্দর কহে করিয়া শ্রবণ।
অন্ধ তুমি কেমনে বা হেরিবা বদন॥
মুনি কহে কৃষ্ণ তুমি সর্ব্ব শক্তি ধর!
আমার অন্ধতা দোষ যদি দূর কর॥
নয়ন হইলে রাই-অপরাধীর বদন।
যদি হেরি এই ভয়ে ফিরাইলুঁ নয়ন॥

শ্রীরাধা মোহনে কহে করি পরিহার।
নিকট ছাড়হ তুমি নন্দের কুমার॥

সুহিনী—একতালা।

হেথা দূতী রাই সনে ছিলা।
শ্যাম চাঁদে দেখিতে পাইলা॥
রাইয়েরে দেখায় শ্যাম চাঁদে।
হেরি রাই ফুকরিয়া কাঁদে॥
দূতী রাইয়ের নয়ন মুছায়।
না কাঁন্দিহ বলি নিবারয়॥
আমি ছলে মিলাইব শ্যাম।
তুমি হেথা করহ বিশ্রাম॥
এত বলি চলে দূতী রঙ্গে।
তুরিতে ভেটল শ্যাম সঙ্গে॥
বলরাম দাস সঙ্গে যায়।
শ্যাম-মুখ ঘন ঘন চায়॥

শ্রীরাগ—লোফা।

দূতীরে দেখিয়া শ্যাম বলেন বচন।
রাইয়ের কুশল বল করি হে শ্রবণ॥

বারে বারে তাহারে জিজ্ঞাসয়ে বাণী।
আমারে কি লইতে পাঠাইল রাই ধনি॥
এত বলি দূতী করে ধরি কহে শ্যাম।
লইয়া চলহ দূতী শ্রীরাধার ধাম॥
রাধা বলি মোর প্রাণ ফাটি বাহিরায়।
কেমন করয়ে মন কহিব কাহায়॥
মান-গরবিনী রাই তেজিল আমারে।
তাহারে না দেখি মোর পরাণ বিদরে॥
কান্দিয়া কহয়ে শ্যাম কি করি উপায়।
রাধার লাগিয়া প্রাণ ত্যজিব হেথায়॥
রাই তেজলি প্রাণ কি লাগি রাখিব।
রাধাকুণ্ড জলে প্রাণ শীতল করিব॥
কথোপকথনে আইল কুঞ্জের নিকটে।
দূতী তখন নাগরে কহয়ে করপুটে॥
হেথা রাধা আনিয়া মিলাব তব সনে।
কুঞ্জের ভিতরে তুমি করহ গমনে॥
কুঞ্জের ভিতর নাগর প্রবেশ করিল।
দূতী শীঘ্রগতি আসি রাইয়েরে মিলিল॥
কর জোড়ে কহে দূতী শুন ধনি রাই।
তোমার লাগিয়া শ্যাম ধরণী লোটায়॥

রাধা নাম জপি জপি রেখেছে জীবন।
তুমি দেখা না দিলে শ্যাম তেজিবে পরাণ ॥
দূতী মুখে কথা শুনি অস্থির হইলা।
কৃষ্ণ মিলিবারে রাই তুরিতে উঠিলা ॥
শ্যাম সঙ্গে রাই মিলাইতে লইয়া চলে।
নিভৃত নিকুঞ্জ মাঝে আসি কুতূহলে ॥
শ্যাম সঙ্গে রাই লইয়ে করাইল মিলন।
মনের আনন্দে হেরে এ যদুনন্দন ॥

সুহই—কাটা দশকুশী।

রাই হেরল যব সো মুখ ইন্দু।
উছলল মন মাহা আনন্দ সিন্দু ॥
ভাগল মান রোদনহি ভোর।
কানু কমল করে মোছই লোর ॥
মান জনিত দুঃখ সব দূরে গেল।
দুহুঁ মুখ দরশনে আনন্দ ভেল ॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণ।
আনন্দে মগন ভেল দেখি দুই জন ॥
কুণ্ড জল হৈতে চূড়া বাঁশী আনি দিল।
চূড়া বাঁশী দিয়া বৃন্দা শ্যামেরে সাজাইল ॥

রাই কানু মিলই বাহু পসারি।
দুহুঁ মুখ নিরখই সব সহচরী ॥
শ্যামের বামে বৈঠল রসের মঞ্জরী।
জ্ঞান দাসেতে মাগে চরণ মাধুরী।

বালা ধানশী—একতালা।

রাই কানু বিলসই নিকুঞ্জ মাঝারে।
সখীগণ ভাসল আনন্দ পাথারে ॥
নয়নে নয়নে দোঁহার বয়ানে বয়ানে।
দুহুঁ মুখ চুম্বই দুহুঁক বদনে।
দুখ সঞে সুখ ভেল দুহুঁ অতি ভোর।
হের দেখ এ সখি রাই শ্যাম কোর ॥
দুহুঁ মুখ হেরইতে দুহুঁ ভেল ভোর।
দুহুঁক নয়নে বহে আনন্দ লোর ॥
নিকুঞ্জের মাঝে দোঁহার কেলি বিলাস।
দূরহি নেহারত নরোত্তম দাস ॥

কামোদ—ছুঠুকী।

নিকুঞ্জ মাঝারে, রাই বিনোদিনী,
বসিয়া শ্যামের বামে।
চৌদিকে বেড়িয়া, সখীগণ মেলি,
দাঁড়াইয়া রহিল ঠামে॥
দুহুঁ মুখে হাস, হেরিয়া উল্লাস,
কতনা আনন্দ তায়।
শ্রীরূপ মঞ্জরী, বীজন বিজই,
আনন্দে ভাসিয়া যায়॥
ময়ুরা ময়ুরী, দুহুঁ মুখ হেরি,
রঙ্গেতে নাচিছে তায়।
শুক সারী মেলি, তরু ডালে বসি,
রাধাকৃষ্ণ গুণ গায়॥
নবীন গান, নবীন তান,
নব অলিকুল বেড়িয়া।
ভ্রমরা ভ্রমরী, গুণ গুণ করি,
আনন্দে পড়ে মাতিয়া॥

নবীন শ্যাম, নবীন ধাম,
নবীন রাধিকা সঙ্গে।
নবীন চাহনি, নবীন হাসনি,
নব নব রস রঙ্গে ॥
নবীন কুণ্ড, নবীন জল,
নবীন তরঙ্গ তায়।
নব প্রেম হেরি, দাস গোবিন্দ
প্রেমানন্দে ভাসি যায় ॥

ঝুমর—ধামালী।

নবরে নবরে নব দোঁহাকার প্রেম।
দোঁহার পীরিতি খানি অতি অনুপাম ॥
রাধাকুণ্ড তীরে আজু দোঁহার মিলন।
হেরি হেরি সখীগণ আনন্দে মগন ॥
সখী সঙ্গে দুহুঁ জনে হেরিয়া বিভোর।
(প্রেমে) ডুবল নরোত্তম না পাইল ওর ॥

স্বয়ং দৌত্য। *

কামোদ—মধ্যম দশকুশী।

গৌরবরণ হেরিয়া বিজুরী
গগনে বসতি কেল।
ত্রিভুবনে যত শোভার বিততি[১]
হারি পরাজিত ভেল॥
দেখ দেখ মদনমোহনরূপ।
মাজার শোভায়, গরব তেজিয়া,
পলায়ল গিরিভূপ॥ ধ্রু॥
শুনি করিবর, গমন সঞ্চার,
চরণ সোঁপিয়া গেল।
ভয় পাঞা মনে, কুরঙ্গিনীগণে,
লোচন ভঙ্গিমা দেল॥

---

* অত্যোৎসুক্যাক্রটদ্ ব্রীড়া যা চ রাগাতিমোহিতা।
স্বয়মেবাভিযুঙ্‌ক্তে সা স্বয়ংদূতী ততঃ স্মৃতা॥

যে নায়িকা অতিরিক্ত ঔৎসুক্যবশতঃ বিগত-লজ্জা ও অনুরাগে অভিভূতা হইয়া নায়কের নিকট স্বীয় মনোভাব ইঙ্গিতে ব্যক্ত করে, তাহাকে স্বয়ং দূতী বলে। উজ্জ্বল নীলমণি—দূতীভেদঃ।

১। বিস্তৃতি, প্রসার।

কেশের শোভায়, চামরীর গণে,
নিজ অহঙ্কার ছাড়ি।
বনে প্রবেশিয়া, লজ্জিত হইয়া,
অভিমানে রহে পড়ি॥
যুবতী গরব, তেজিতে গৌরব,
নদীয়া নগর মাঝে[১]।
চন্দ্র শেখর কহয়ে বজর
পড়িল যুবতী লাজে॥

নাপিতানী মিলন।

জয় জয়ন্তী—মধ্যম দুঠুকী।

ধরি নাপিতানী বেশ, মহলেতে পরবেশ
যেখানে বসিয়া আছে রাই।
হাতে দেই দরপনী, খোলে নখরঞ্জনী,[২]
বোলে বৈস দেই কামাই॥

১। নদীয়া নাগরীরা যুবতী-গর্ব্ব পরিত্যাগ করিতেই গৌরব বোধ করিলেন।

২। নরুন।

বসিলা যে রসবতী নারী।
খুলিল কনক বাটী, আনিল বিমল ঘটী,
ঢালিল সুবাসিত বারি ॥ ধ্রু ॥
করে নখ রঞ্জনী, চাঁছয়ে নখের কণি,
শোভিত করল যেন চাঁদে[১]।
নাপিতানী একে শ্যামা,[২] নুনীর অধিক ঝামা,[৩]
বুলাইছে মনের আনন্দে ॥
ঘসিয়া ঘসিয়া পায়, আলতা লাগায় তায়,
নিরখি নিরখি অবিরাম।
রচয়ে বিচিত্র করি, চরণ হৃদয়ে ধরি,
তলে লেখে আপনার নাম ॥
নাপিতানী বলে ধনি, দেখহ চরণখানি,
ভাল মন্দ করহ বিচার ॥
দেখি সুবদনী কহে, কি নাম লেখিলা ওহে
পরিচয় দেহ আপনার ॥

১। নখ চাঁছিয়া চাঁদের মত শোভান্বিত করিল।

২। শ্যামবর্ণা, সুন্দরী।

৩। ঝামাটি নবনীত কোমল—অর্থাৎ মোটেই কর্কশ লাগিতেছে না।

নাপিতানী কহে ধনি, শ্যাম নাম ধরি আমি,
বসতি এ তোমার নগরে।
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়, এহ নাপিতানী নয়,
কামাইলা যাহ নিজ ঘরে॥

সুহিনী—পিয়ারী তাল।

নাপিতানী কহে শুন গো সই।
অনাথী জনের বেতন কই॥
কহ তুমি যাই রাইয়ের কাছে।
বেতন লাগি সে বসিয়া আছে॥
যদি কহে তবে নিকটে যাই।
যে ধন দেন তা সাক্ষাতে পাই॥
শুনি সখী কহে রাইয়ের কাছে।
নাপিতানী বসি আছয়ে নাছে[১]॥
রাই কহে তবে আনহ তায়।
কতেক বেতন আমারে চায়॥
সখী যাই তবে ডাকয়ে আইস।
আসিয়া রাইয়ের নিকটে বৈস॥

১। বহির্দ্বার।

আসি নাপিতানী কহয়ে তায়।
বেতন কেন না দেহ আমায়॥
রাই কহে কিবা হইবে তোর[১]।
সে কহে বেতনে নাহিক ওর[২]॥
হাসিয়া কহয়ে সুন্দরী রাই।
হেন নাপিতানী দেখিয়ে নাই॥
এমতে ধন যে কর‍্যাছ কত।
সে কহে ভুবনে আছয়ে যত[৩]॥
এক ধন আছে তোমার ঠাঞি।
সে ধন পাইলে ঘরকে যাই॥
হৃদয়ে কনক কলস আছে।
মণিময় হার তাহার কাছে॥
তাহার পরশ-রতন দেহ।
দরিদ্র জনারে কিনিয়া লেহ॥

১। তোমার কত পাওনা হইবে?
২। আমার বেতনের সীমা নাই—যত ইচ্ছা দিতে পার।
৩। জগতে যত ধন আছে, তত ধন সঞ্চয় করিয়াছি। (বিদ্রূপের ভঙ্গীতে সত্য কথাই বলিতেছেন।)

হাসিয়া কহয়ে সুন্দরী গোরী।
ভালে নাপিতানী পরাণ-চোরী॥
পরশ-রতন পাইবা বনে[১]।
এখন চলহ নিজ ভবনে॥
চণ্ডীদাসে কহে না কর লাজ।
নাপিতানী নহে রসিক-রাজ॥

ধানশী—মধ্যম দশকুশী।

সখি গৌরাঙ্গ গড়িল কে।
সুরধুনী তীরে, নদীয়া নগরে,
উয়ল রসের দে॥
পিরীতি পরশ, অঙ্গের ঠাম,
ললিত লাবণ্য কলা।
নদীয়া নাগরী, করিতে পাগলী,
না জানি কোথা না ছিলা॥

১। স্পর্শ-রত্ন বা পরশ পাথর চাহিতেছ? তাহা বনে পাইবে। পক্ষান্তরে, স্পর্শ-সুখ (সঙ্কেত-) কুঞ্জবনে মিলিবে।

সোনায়ে বাঁধন, মণির পদক,
উর ঝল মল করে।
ও চাঁদ মুখের, মাধুরী হেরিতে,
তরুণী হিয়া না ধরে॥
যৌবন তরঙ্গ, রূপের বাণ,
পড়িয়া অঙ্গ যে ভাসে।
শেখর পহু, বৈভব কো কহুঁ,
ভুবন ভরল যশে॥

মালিনী মিলন।

সুহিনী—ছোট দ্ঠুকী।

এক দিন মনে রভস কাজ।
মাল্যানী হইলা রসিক-রাজ॥
ফুল মালা গাঁথি ঝুলাই হাতে।
কে নিবে কে নিবে ফুকরে পথে॥
তুরিতে আইলা ভানুর বাড়ি।
রাই কহে কত লইবে কড়ি॥

মাল্যানী লইয়া নিভৃতে বসি।
মালা মূল করে[১] ঈষৎ হাসি ॥
মাল্যানী কহয়ে সাজাই আগে।
পাছে দিবা কড়ি যতেক লাগে ॥
এত কহি মালা পরায় গলে।
বদন চুম্বন করয়ে ছলে ॥
বুঝিয়া নাগরী ধরিলা করে।
এত ঢিট পনা আসিয়া ঘরে ॥
নাগর কহয়ে নহি যে পর।
চণ্ডীদাস কহে কি কর ডর ॥

পসারী[২] মিলন।

বরাড়ি—মধ্যম একতালা।

গোকুল নগরে, ইন্দ্রপূজা করে,
দেখি আইল যত নারী।
নগর ভিতরে, মহা কলরব,
নাগর হইলা পসারী ॥

১। মূল্য বা দর করে।

২। পসরা লইয়া যে সকল বণিক স্থানে স্থানে দোকান করিয়া বেড়ায়।

দোকান দাকান, মেলিলা তখন,
:দেখিয়া গাহকীগণ।
কহয়ে পসারে, বহু দ্রব্য আছে,
যে চাহে নিতে যে ধন॥
মুকুতা প্রবাল, মণিময় মাল,
পোতিক মাণিক যত।
বহুদিন মনে, আনিল যতনে,
তোমাদের অভিমত॥
খন্তিকা পুতিয়া, মুকুতা ঝুলাঞা,
কহে গাহকিনী আগে।
শুনি গাহকিনী, আসিয়া আপনি
দোকান নিকট লাগে॥
সুমধুর বাণী, বলে সে দোকানী,
কিসের লইবে ছড়া।
মুকুতা মাল, লইবা ভাল,
কড়ি যে লাগিবে বাঢ়া॥
শুনি নারিগণ, বোলয়ে বচন,
গাহকী নহিয়ে মোরা[১]।

১। আমরা গ্রাহকী নহি, শুধু দেখিতে আসিয়াছি। (ক্রেতা কনিবার আগ্রহ চাপিয়া রাখে, প্রকাশ করে না।)

কিবা ভাগ্যে মেনে, দেখ্যাছ জনমে,
এমন ধন যে তোরা[১] ॥
যুবতী রসাল, নিল এক মাল,
দিল এক সখী গলে[২] ।
পরিমাণ হৈল,[৩] আনন্দ বাঢ়িল,
কতেক লইবে বলে ॥
আর এক জনে, সাধ করি মনে,
লইল সোণার সুঁচ ।
লই চলি যায়, বেতন না দেয়,
পসারী ধরিল কুচ ॥
ফিরাফিরি করে, কুচ নাহি ছাড়ে,
কহে মূল্য দেহ মোর ।
সঘন বদন, করয়ে চুম্বন,
এমতি কাজ সে তোর ॥

১। (এই কথা শুনিয়া দোকানী বলিল) এমন জিনিস তোমরা ভাগ্যে কখনও দেখিয়াছ ?

২। (এই কথা শুনিয়া যুবতীরা লজ্জা পাইল এবং নিজের সামর্থ্য দেখাইবার জন্য) এক রসিকা যুবতী এক ছড়া মালা কিনিয়া (নিজে না পরিয়া) এক সখীর গলায় পরাইয়া দিল।

৩। মানানসই হইল।

কাড়াকাড়ি ঘন, না মানে বচন,
অরাজক হৈল পারা।
যাহার বন, কাটে সেই জন,
রক্ষক হইব কারা ॥
রজকী সঙ্গতি, চণ্ডীদাস গীতি,
রচিল আনন্দ বটে।
দোকান দাকান, হৈল সমাধান,
সকল গেল সে লুটে ॥

দেয়াসিনী[১] মিলন।

শ্রীসিন্ধুড়া—বৃহৎ একতালা।

দেয়াসিনী বেশে, মহলে প্রবেশে
রাধিকা দেখিবার তরে।
সুরক্ত চন্দন, কপালে লেপন,
কুণ্ডল কাণেতে পরে ॥
নাগর সাজি বাম করে ধরে[২]।
পিন্ধিয়া বিভূতি, সাজিল মূরতি,
রুদ্রাক্ষ জপয়ে করে ॥ ধ্রু ॥

১। দেবদাসী

২। বাম হস্তে ফুলের সাজি লইলেন।

কহে জয় দেবী, ব্রজপুর সেবি,
গোকুল রক্ষক নিতি।
গোপ গোয়ালিনী, সুভদ দাইনী,
পূজ দেবী ভগবতী ॥
আশীর্ব্বাদ শুনি, গোপের রমণী,
আইলা দেয়াসিনী কাছে।
জিজ্ঞাসা করয়ে যত মনে লয়ে,
বলে গোপ ভাল আছে ॥
সভাকার জয়, শত্রু হবে ক্ষয়,
মনে ভয় না ভাবিবে।
তোমাদের পতি, সুন্দর সুমতি,
সভাকার ভাল হবে ॥
সঙ্গেতে কুটিলা, আসিয়া জটিলা,
পড়য়ে চরণ ধরি।
আমার বধূর, পতির মঙ্গল,
বর দেহ কৃপা করি ॥
শুনি দেয়াসিনী, হরষিত বাণী,
জটিলা সমুখে কয়।
বর যে লইবে, ভালই হইবে,
নিকটে আনিতে হয় ॥

জটিলা যাইয়া, আনিল ধরিয়া,
আপন বধূর হাতে।
বসিলা হরিষে, দেয়াসিনী পাশে,
ঘুচাঞা বসন মাথে॥
দেখি দেয়াসিনী, বোলে শুভবাণী,
সব সুলক্ষণ-যুতা।
গন্ধর্ব্ব পাবনী, জগদানন্দিনী,
রাধা নাম ভানুসুতা॥
ধরি ধনী হাতে, মনের আকুতে,
নিরখে বদন তার।
দেখিতে দেখিতে, আনন্দিত চিতে,
মদন কৈল বিকার॥
সাজিটা খুলিয়া, ফুলটি তুলিয়া,
বান্ধেন নাগরীর চুলে।
আনন্দে থাকিবে, সকলি পাইবে,
কলঙ্ক নহিবে কুলে॥
শুনিয়া সুন্দরী, কহে ধীরি ধীরি,
এ কথা কহিবি মোয়।
আমার হৃদয়ে, বেথাটি ঘুচয়ে,
তবে সে জানিয়ে তোয়॥

একটি শপতি, রাখহ যুবতি,
দেখিয়ে বাসিয়ে ভয়।
প্রাণপতি সনে, বান্ধ্যাছ পরাণে,
ইহাই দেবতা কয়॥
হাসিয়া নাগরী, চাহে ফিরি ফিরি,
দেয়াসিনী ঘর কোথা।
আমার ঘর, হয়ে যে নগর,
কহিব বিরলে কথা॥
সঙ্কেত বুঝিয়া, নয়ান ফিরাইয়া,
তাক করে এক দিঠে।
নিরখি বদন, চিহ্নিল তখন,
শ্যাম নাগর ঢীটে॥
ধীরি ধীরি করি, বসন সম্বরি,
মন্দিরে চলিলা লাজে।
চণ্ডীদাসে কয়, স্থবুদ্ধি যে হয়,
বেকত না করে কাজে॥

বণিকিনি মিলন।

শ্রীরাগ—জপতাল।

নাগর আপনি, হৈলা বণিকিনি
কৌতুক করিয়া মনে।
চুয়া যে চন্দন, আমলকী বর্ত্তন,[১]
যতন করিয়া আনে॥
কেশর যাবক, কস্তুরী দ্রাবক,
আনিল বেণার জড়।
সোন্ধা সুকুঙ্কুম, কর্পূর চন্দন,
আনিল মুথা শিকড়॥
থলিতে করিয়া, আনিল ভরিয়া,
উপরে বসন দিয়া।
মিছামিছি করি, ফিরে বাড়ী বাড়ী,
ভানুর দুয়ার দিয়া॥
চুবক[২] লইবে, ফুকরি কহয়ে,
আইল দাসী যে তবে।
মোদের মহলে, আনি দেহ বলে,
অনেক নিতে যে হবে॥

১। সুগন্ধি দ্রব্য বিশেষ
২। চুয়া

থলিতে ধরিয়া, আইলা লইয়া,
যেখানে নাগরী বসি।
চুয়া সুচন্দন, করহ রচন,
বেণ্যানী মনেতে খুসি ॥
চন্দন চুবক, লইবে কতেক
জানিতে চাহিয়ে আমি।
সকলি লইব, বেতন সে দিব,
যতেক আনহ তুমি ॥
আমলকা হাতে, দিল যে মাথে,
ঘসিতে লাগিল কেশ।
ঘসিতে ঘসিতে, শ্রম যে আইল,
নাগরী পাইল ক্লেশ ॥
সুমধুর বাণী কহে সে বেণ্যানী,
চুয়া মাখিবার তরে।
চুল যে ছাড়িয়া, হাত নামাইয়া
মাথায় হৃদয় পরে ॥
পরশে নাগরী, হইলা আগরি,
পড়িয়া বেণ্যানী কোরে।
নিন্দ যে আইল, অতি সুখ হৈল,
সব শ্রম গেল দূরে ॥

বেণ্যানী বলে, গেল সে বেলে,
যাইতে চাহিয়ে ঘরে।
উঠিলা নাগরী, বসন সম্বরি,
কহে কি লাগিবে মোরে॥
বট[১] আনিবারে, কহিল সখীরে,
শুনিয়া নাগর রাজে।
কহে না লইব, আর ধন নিব,
না কহি তোমারে লাজে॥
কহ না কেনে, কি আছে মনে
শুনিতে চাহিয়ে আমি।
থাকিলে পাইবে, নহিলে যাইবে,
থির হৈয়া কহ তুমি॥
বেণ্যানী কহয়ে, হিয়ার ভিতরে,
বড় ধন আছে সেহ।
কৃপা যে করিয়া, বাস উঘারিয়া
সে ধন আমারে দেহ॥

১। কড়ি, মুল্য

তখন নাগরী, বুঝিল চাতুরী,
হাসিল আপন মনে।
গন্ধের বেতন, হইল এমন,
জীবন যৌবন টানে॥
কর সমাধান, বুঝিলাম কান,
আর না বলিহ মোরে।
এতেক গুণে, রাখহ প্রাণে,
কেবা শিখাইল তোরে॥
পরের নারী আশ যে করি,
মরয়ে আপন মনে।
কোথা বা হৈয়াছে, কেবা বা পাইয়াছে,
না দেখিয়ে কোন স্থানে॥
চণ্ডীদাসে কয়, কত ঠাক্রি হয়,
যাহাতে যাহাতে বনে[১]।
যৌবন ধনে, কিবা বা মানে
সোঁপে যে প্রাণেতে প্রাণে॥

১। যাহার সঙ্গে যাহার বনিবনাও হয় বা মিলে।

পুনশ্চ—শ্রীগৌরচন্দ্র।

সুহই—সমতাল।

ভাব ভরে গর গর চিত।
খেণে উঠে খেনে বৈসে না পায় সম্বিত ॥
অতি রসে নাহি বান্ধে থেহ।
সোঙরি সোঙরি কান্দে পূরুব সুনেহ[১] ॥
নাচে পহুঁ গোরা নটরাজ।
কি লাগি গোকুলপতি সঙ্কীর্ত্তন মাঝ ॥ধ্রু॥
নিজ পর কিছুই না জানে।
দীন হীন উত্তম অধম নাহি মানে ॥
প্রিয় গদাধর কর ধরি।
মরম কথাটি কহে ফুকরি ফুকরি ॥
ডগমগ আনন্দ হিলোলে।
লোলিয়া লোলিয়া পড়ে পতিতের কোলে ॥
গোরা-রসে সব রসময়।
না দরবে বলরাম পাষাণ-হৃদয় ॥

---

১ সুনেহ, সিনেহ, সনেহ = স্নেহ, প্রেম।

বাদিয়া মিলন।

বরাড়ী—মধ্যম দশকুশী। *

বাদিয়ার বেশ ধরি, বেড়ায় সে বাড়ী বাড়ী,
আইলেন ভানুর মহলে।
খুলি হাঁড়ির ঢাকুনি, বাহির করে সাপিনী,
লইয়া এক পরিলেন গলে ॥
বিষহরি বলি দেই কর।
শুনিয়া যতেক বালা, দেখিতে আইলা খেলা,
খেলাইছে মাল পুরন্দর[১] ॥ধ্রু॥
সাপিনীরে দেয় থোব, সাপিনীর বাঢ়ে কোপ,
দণ্ড করি উঠে ধরে ফণা[২]।
অঙ্গুলী মুড়িয়া যায়, নাগিনী ফিরিয়া চায়,
ছোয়ে যাই বাদিয়ার দাপনা[৩] ॥

---

* এই পদটিতে শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীর উক্তি প্রত্যুক্তি চলিয়াছে।

১। পুরন্দর নামক মাল বা সর্প বৈদ্য।

২। দণ্ডের আকারে ফণা ধরিয়া উঠে।

৩। উরুর নিম্ন ভাগ।

খেলা দেখি গোপীগণ, বড় আনন্দিত মন,
কহে তুমি থাক কোন স্থানে।
থাকি বনের ভিতরে, নাগ-দমন বোলে মোরে,
মোর নাম জানে সব জনে ॥
বস্ত্র মাগিবার তরে, আইলুঁ তোমাদের ঘরে,
বস্ত্র দেহ আনিয়া আপনি।
ছেঁড়া বস্ত্র নাহি লব, ভাল এক খানি পাব,
দেখি দেহ শ্রীঅঙ্গের খানি ॥
বটের[1] ভিখারি হও, বহুমূল্য নিতে চাও,
নহিলে শোভিত নহে বটে।
বনে থাক সাপ ধর তেনা[2] পরিধান কর,
সদাই বেড়াও নদীতটে ॥
বাদ্যা কহে ধীরে ধীরে, তোমার বস্ত্র নিব শিরে,
মনে মোর হবে বড় সুখ।
তোমার সঙ্গ করিতে, অভিলাষ হয় চিতে,
তুমি যদি না বাসহ দুখ ॥

১। কড়ি।
২। ছিন্ন বস্ত্র

চুপ কর‍্যা থাক বাদ্যা, যা পাও তা লও সাধ্যা
ভরমে ভরমে যাহ ঘরে।
চুরি দারি নাহি করি, ভিখ মাগি পেট ভরি,
আমি ভয় করিব কাহারে ॥
তোমা লইয়া করি ক্রীড়া তুমি কেন মান পীড়া
সুখী কর এ দুখিয়া জনে।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়, বাদিয়া যে এই নয়,
বুঝিয়া দেখহ আপন মনে ॥

স্বয়ং দৌত্য।

কামোদ—দশকুশী।

দেখ দেখ গোরচন্দ্র বর-রঙ্গী[১]।
কামিনি-কাম মনহি মন সঞ্চরু
তৈছন ললিত ত্রিভঙ্গী[২] ॥ ধ্রু॥

১। শ্রেষ্ঠ রঙ্গ অর্থাৎ রস বিশিষ্ট গোরচন্দ্রকে দর্শন কর।

২। কামিনী অর্থাৎ শ্রীরাধার কামক্রীড়াদির মূলীভূত প্রেম হৃদয়ে সঞ্চারিত হওয়াতে সেইরূপ ললিত অর্থাৎ মনোহর নানা ভঙ্গী বিশিষ্ট। পক্ষান্তরে নদীয়া-নাগরীগণের মনে মনে কাম সঞ্চার করে এমন নানাবিধ বিলাস-সমন্বিত মূর্ত্তি।

বিন্যাসভঙ্গি-রঙ্গানাং ভ্রূবিলাসমনোহরা।
সুকুমারা ভবেদ্ যত্র ললিতং তদুদীরিতম্ ॥

বেশবিন্যাস-ভঙ্গীর বৈচিত্র্যে ও ভ্রূভঙ্গীর দ্বারা মনোহর এবং সুকুমার ভাবকে 'ললিত' বলে।

স্মিতযুত বয়ন কমল অতি সুন্দর[১]
শোভা বরণি না হোয়[২]।
কত কত চাঁদ মলিন ভেল রূপ হেরি
কোটি মদন পুন রোয়॥
চামরি চামর লাজে সুকুঞ্চিত
কুঞ্চিত কেশক বন্ধ।
পন্থহিঁ পন্থ চলত অতি মন্থর
মদ-গজ দমনক ছন্দ[৩]॥
আন উপদেশে কহত করি চাতুরি[৪]
মধুর মধুর পরিহাস।
নিজ অভিযোগ করত পুরুব মত[৫]
ভণ রাধামোহন দাস॥

১। সদা হাস্যযুক্ত বদন-কমল অতীব লাবণ্যময়। (কমল দিনমানেই প্রফুল্ল থাকে, কিন্তু মহাপ্রভুর বদন-কমল সর্ব্বদাই প্রফুল্ল, ইহাই তাৎপর্য্য।)

২। এতাদৃশ শোভা, যে বর্ণিবার শক্তি হয় না।

৩। মদযুক্ত গজেন্দ্রের গমন যেন নিজ উৎকৃষ্ট গমন-ভঙ্গী দ্বারা দমন অর্থাৎ জয় করিতেছেন।

৪। অন্য ব্যপদেশ বা ছলে চাতুর্য্যপূর্ণ বাক্য কহিতেছেন।

৫। স্বকীয় পুরুব অর্থাৎ ব্রজলীলার অনুরূপ বাক্‌ভঙ্গী এবং বিলাসকলার দ্বারা প্রণয়সূচক ইঙ্গিত করিতেছেন।

বেলোয়ার—বৃহৎ একতালা।

অতি অনুরাগ ভরল মন উৎসুক
টুটল ধৈরজ লাজ।
তনু অনুলেপন সঙ্গক পরিজন
তেজল যত কিছু সাজ[১] ॥
দেখ রাই চলত অতি মন্দ[২]।
নিজ অভিযোগ করত অতি নিশ্চয়
বূঝিয়ে কাজক বন্ধ[৩] ॥
মুখ জিত শরদ সুধাকর, তনু-রুচি
কবলিত-কাঞ্চন-দণ্ড[৪]।
নয়ন তিখন শর ফুলশর-মদহর
ভাঙ্ মদন-ধনু-খণ্ড[৫] ॥

১। অনুরাগের ঔৎসুক্য বশতঃ অঙ্গে কুঙ্কুম চন্দনাদির অনুলেপন ও সঙ্গী পরিজন সকল এবং সমস্ত বেশ ভূষা পরিত্যাগ করিলেন।

২। ধীরমন্থর পদবিক্ষেপে চলিয়াছেন। তুলনা করুন—

প্রতিপদ সমুদিত মনসিজ বাধা।—রায় রামানন্দ।

৩। কাজের অর্থাৎ কৃষ্ণদর্শনের নির্ব্বন্ধ বুঝিয়া নিজ প্রণয়-দৌত্য নিজেই নিশ্চিত করিতেছেন।

৪। মুখের দ্বারা শরতের চন্দ্র পরাজিত হইয়াছে এবং তনুরুচির দ্বারা কাঞ্চন যষ্টির শোভা কবলিত অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হইয়াছে।

৫। শ্রীরাধিকার সুতীক্ষ্ণ নয়নবাণে কুসুমশরের গর্ব্ব নিরাকৃত হইয়াছে এবং তাঁহার চক্রীকৃত ভ্রূযুগল যেন মদনের ধনুখণ্ডরূপে প্রতিভাত হইতেছে।

ঐছন ভাতি ভাবিনি ভালে ভেটল
মনমথ-মনমথ পাশে[১]।
অনুভব লাগি গুপতহিঁ সখি চলু
কহ রাধামোহন দাসে ॥

ভীমপলশ্রী—ধড়া।

মুরলি মিলিত অধরে নব পল্লব
গায়ত কত কত রাগ[২]।
কুলবতি হোই মন্দির ছোড়ি আয়লু
সহই না পারি বিরাগ[৩] ॥

১। মন্মথের মন যিনি মথন বা মোহিত করেন। তুলনা করুন—

পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ।—শ্রীমদ্ভাগবত।

২। তোমার মুরলী সংলগ্ন নব কিসলয় সদৃশ অধরে কত কত রাগ রাগিণী গান করিতেছ।

৩। সেই গান শুনিয়া আমি কুলবতী রমণী হইয়াও গৃহত্যাগ করিয়া আসিলাম। এক্ষণে বিরাগ (ঔদাসীন্য, পক্ষান্তরে রাগ রাগিণীর ব্যতিক্রম) সহ্য করিতে পারিতেছি না।

মাধব তোহে কি শিখায়ব গান[১]।
গৌরি আলাপি শ্যাম নট সঞ্চরু
তব তুহুঁ বিদগধ জান[২] ॥ ধ্রু ॥
মুরলি ছোড়ি অছু মধুর আলাপবি
তেসর জন জনি জান[৩]।
কণ্ঠহি কণ্ঠ মেলি অব সমুঝিয়ে
যতি খনে হোত সুঠান[৪] ॥

১। এই পদে রাগরাগিণী ও অনুরাগের ধাতুগত ঐক্য লইয়া কবি সুন্দর পরিহাসের অবতারণা করিয়াছেন। শ্রীমতী বলিতেছেন মাধব, তোমাকে আমি আর কি গান শিখাইব?

২। হে শ্যামচন্দ্র! তুমি গৌরীরাগিণী আলাপ করিয়া নৃত্য কর, তবে জানিব তুমি রসিক বটে। এস্থলে গৌরী রাগিণীর নাম ও নট—নৃত্য অথবা নটনারায়ণ রাগ। পক্ষান্তরে গৌরী = শ্রীরাধিকা; শ্যাম নট = নটবর শ্যাম।

৩। শুধু বাঁশীতে গান গায়িলে হইবে না। বাঁশী ছাড়িয়া কণ্ঠে মধুর সঙ্গীত আলাপ করিতে হইবে। পক্ষান্তরে, এমন মিষ্টকথা বলিতে হইবে, যেন তৃতীয় ব্যক্তি না জানিতে পারে।

৪। কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইতে হইবে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সুন্দর ভাবে না মিলে; পক্ষান্তরে কণ্ঠে কণ্ঠ লগ্ন করিতে হইবে, যতক্ষণ সাধ না মিটে।

নিরজন জানি হৃদয়ে অবধারবি
ঐছন গুণবতি ভাস[১]।
গুণি জন লাজ যৈছে নাহি হোয়ত
কহতহি গোবিন্দ দাস॥

শ্রীকৃষ্ণের উত্তর।

সুহই—কাটা দশকুশী।

রাগ তাল দুহুঁ হৃদয়ে ধরলি তুহুঁ
জানলুঁ বচনক রীতে[২]।
গ্রাম তিন স্বর বহুবিধ পরকার
জানসি কত কত নীতে[৩]॥
গুণবতিঅতয়ে নিবেদিয়ে তোয়॥
মধুর আলাপ শিখায়বি নিরজনে
নিজ জন জানিয়া মোয়॥ ধ্রু॥

১। নির্জ্জন বুঝিয়া তোমার হৃদয়ে ঐরূপ গুণবতীর রূপকান্তি ধারণ করিবে। 'ভায' বলিলে বাক্য বুঝাইত।

২। তোমার বচনভঙ্গীতে বুঝিলাম যে তুমি হৃদয়ে রাগ (পক্ষান্তরে অনুরাগ) ও তাল (তালফল সদৃশ কুচযুগ) ধারণ করিতেছ। (অতএব তোমার নিকট গান শিক্ষা করাই উচিত।)

৩। তিন স্বরগ্রাম (উদারা মুদারা তারা অথবা ষড়্জ মধ্যম

মুরলি ছোড়ি হাম নিকটহি বৈঠব
শীখব সুমধুর গান[১]।
গৌরি শ্যাম নট তব নহ দুরঘট[২]
হোয়ব মিলন সন্ধান[৩] ॥
মুখহিঁ মুখহিঁ যব তুহুঁ শিখায়বি
হৃদয়ে ধরব তব হাম।
ভণ রাধামোহন বচন রচন পুন
ভালে সে জানয়ে শ্যাম ॥

গান্ধার এই তিন স্বরশ্রেণী পক্ষান্তরে গুণগ্রাম) ও বহুপ্রকার স্বর তোমার জানা আছে।

সপ্তস্বর তিনগ্রাম, মুর্চ্ছনা একুশ নাম
শ্রুতি কলা সতত সঙ্গিনী।—অন্নদামঙ্গল।

১। আমি তোমার নিকটে বসিয়া সুমধুর গান শিক্ষা করিব।

২। গৌরী ও নটনারায়ণ তখন দুর্ঘট বা দুঃসাধ্য হইবে না।

৩। (কণ্ঠে কণ্ঠে) মিলনের সঙ্কেত তখন সম্ভব হইবে!

বরাড়ী—একতালা।

মনমথ-মকর ডরহিঁ ডর-কাতর
মঝু মানস-ঝষ কাঁপ[১]।
তুয়া হিয়ে হার- তটিনি-তট কুচ-ঘট
উছলি পড়ল দেই ঝাঁপ[২]॥
সুন্দরি সম্বরু কুটিল কটাখ।
কলসিক মীন বড়খি কিয়ে ডারসি[৩]
এ অতি কঠিন বিপাক ॥ধ্রু॥
পুন দেই ঝাঁপ পড়ল যব আকুলে
নাভি সরোবর মাহ।
তাহিঁ রোমাবলি- ভুজঙ্গি সহ ভয়ে
ত্রিবলি বেণি অবগাহ॥

১। মন রূপ মীন মন্মথের মকরের ভয়ে কাতর হইয়া কাঁপিতেছে। (মন্মথের এক নাম মকর-কেতন)

২। তোমার হৃদয়ে হার রূপ নদীর তটে কুচ কুম্ভ দেখিয়া তাহাতে উচ্ছলিত হইয়া ঝাঁপ দিল।

৩। এক্ষণে তোমার কটাক্ষ রূপ শাণিত অস্ত্র সংবরণ কর। কেননা কলসীতে যে মৎস্য আবদ্ধ হইয়াছে, তাহাকে বড়ষি দিয়া কেন ধরিতে চাহিতেছ?

তাহি ফিরত কত কতহুঁ মনোরথ
দৈবকি গতি নাহি জান।
কিঙ্কিণি জালে পড়ত ভেল সংশয়
গোবিন্দ দাস রস গান ॥

শ্রীললিত—দশকুশী। *

মদন-কিরাত কুসুম শর দারুণ
বৃন্দাবন-বন মাঝ[১]।
তেঞি আকুল হরি তোহারি শরণ করি
পরিহরি পৌরুষ লাজ[২] ॥
সুন্দরি তুয়া দিঠি অথির সন্ধান।
মনমথ মারিতে জোড়ি নয়ন শর[৩]
হানয়ে হামারি পরাণ ॥ধ্রু॥

---

* এই পদটি অনেকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করেন।

১। বৃন্দাবনের মধ্যে মদন রূপ ব্যাধের ফুল-শর অত্যন্ত ভয়ঙ্কর।

২। তাহার ভয়ে আকুল হইয়া আমি (হরি) পুরুষোচিত লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া তোমার শরণ লইয়াছি।

৩। (কিন্তু) তোমার চঞ্চল নয়ন শর মদনকে মারিতে গিয়া আমারই প্রাণে বিদ্ধ হইতেছে। (অথির সন্ধান=যাহা লক্ষ্য তাহাকে না লাগিয়া অপরকে লাগিতেছে।)

তুহুঁ শরে জর জর জীবন অন্তর
কীয়ে করব নাহি জান।
নিজ যশ চাই রাই অব দেয়বি
অধর সুধারস পান॥
মণিময় হার- তরঙ্গিণি তীরহি
কুচ-কনকাচল-ছায়।
ঐছে তপত জনে গোপতে রাখবি তব
গোবিন্দ দাস যশ গায়॥

তিরোথা ধানশী—চঞ্চুপুটতাল।

কনক-লতা কিয়ে বিকশল পদুমিনি
কিয়ে মহি বিজুরি উজোর[1]।
কুঞ্জ-কুটিরে কিয়ে উয়ল হিমকর
হেরইতে আয়লুঁ ভোর[2]॥

১। কনকলতায় কি স্বর্ণপদ্ম ফুটিল ? কিম্বা পৃথিবীতে উজ্জ্বল বিদ্যুৎ নামিয়া আসিল ?

২। অথবা কুঞ্জভবনে চন্দ্র উদিত হইল, তাহাই দেখিবার জন্য আকুল হইয়া আসিলাম।

সুন্দরি তোহারি চরিত বিপরীতে।
কাজর-গরলহি ভরল নয়ন শর
হানলি অন্তর চীতে[১] ॥ ধ্রু ॥
তব অগেয়ানে কয়লি তুহুঁ ঐছন
অব সুপুরুখ বধ জান[২]।
উচ কুচ চুম্বক সরস পরশ দেই
উদঘাটহ দিঠি বাণ[৩] ॥
আশা-পাশ হাসি দরশায়সি
কতি খণে রাখবি পরাণ[৪]।
বিঘটন সময় পালটি নাহি আয়ত[৫]
গোবিন্দদাস পরমাণ ॥

১। কিন্তু আসিয়া দেখিলাম তোমার চরিত্র অতি বিচিত্র! কেননা কাজল রূপ বিষে তোমার নয়নশর ডুবাইয়া আমার মর্ম্মের অন্তস্তলে আঘাত করিলে।

২। হঠাৎ অজ্ঞানে এই কার্য্য করিয়া বসিয়াছ, এক্ষণে বুঝিতে পারিতেছ যে, তাহাতে সুপুরুষ-বধের ভাগী হইয়াছ।

৩। (অতএব প্রতীকার স্বরূপ) তোমার কুচ রূপ চুম্বকের সরস স্পর্শদ্বারা সেই বাণ উদ্‌ঘাটিত কর (আমার মর্ম্মস্থল হইতে আকর্ষণ করিয়া বাহির কর।)

৪। আমাকে হাসিয়া হাসিয়া আশারূপ রজ্জু দেখাইতেছ, কিন্তু কতক্ষণে আমার মজ্জমান প্রাণকে বাঁধিয়া তুলিবে!

৫। দৈবগতিকে যে সময় আসিয়াছে, তাহা একবার গেলে আর ফিরিয়া আসে না।

পুনশ্চ স্বয়ং দৌত্য।

শ্রীগৌরচন্দ্র।

সারঙ্গ—তেওট।

লাখবান হেম[১] চম্পক জিনি গোরা তনু
লাবণি অবনি উজোর।
চন্দন-চরচিত মালতি-মণ্ডিত
হেরইতে আঁখি ভেল ভোর॥
মাঝ দিনহিঁ[২] আজু গৌর কিশোর।
বসনহিঁ ঝাঁপি নিজ আপাদ মস্তক
যায়ত সুরধুনি ওর॥ ধ্রু॥
বাম নয়নে ঘন চাহত দশ দিশ
বামপদ আগু সঞ্চার।
বাম ভুজহি কাহে বসন আগোরই
গজ গতি চলু অনিবার॥

১। লক্ষবার দগ্ধ সুবর্ণ
২ দিবসের মাঝে অর্থাৎ মধ্যাহ্নে।

গদ গদ শবদে করত হরিকীর্ত্তন
অনুমানি মুখ-শশি ছান্দে ।
রাধামোহন দাস না বুঝয়ে ও রস
নিজদোষ ভাবিয়া কান্দে ॥

বালাধানশী—জপতাল ।

দেব-আরাধন-ছলে চলু গোরী ।
সঙ্গহি সম-বয় নবিন কিশোরী ॥
চন্দন কুঙ্কুম আর ফুল মাল ।
লেয়ল বহু উপহার রসাল ॥
চলু বর-নাগরি সঙ্গব মাহ[১] ।
সচকিত নয়নে দীগ দশ চাহ ॥
ঐছন সময়ে নিবিড় বনমাঝ ।
মীলল একলে বিদগধ-রাজ ॥
হেরি সুবদনি অতি হরষিত ভেলি ।
কহ কবিশেখর দুহুঁজন কেলি ॥

১। গোষ্ঠের মধ্যে

তিরোথা ধানশী—ছুটা।

কাননে কুসুম তোড়সি কাহে গোরি[১]।
কুসুমহি঳ নিরমিত সব তনু তোরি[২] ॥ ধ্রু ॥
আনন হেম-সরোরুহ-ভাস[৩]।
সৌরভে শ্যাম-ভ্রমর মিলু পাশ[৪] ॥
নয়ন যুগল নিল উতপল জোর।
সহজে শোহায়ল শ্রবণক ওর[৫] ॥
অপরুপ তিলফুল সুললিত নাস।
পরিমলে জিতল অমর-তরু-বাস[৬] ॥
বান্ধুলি-মিলিত অধর কাহাঁ হাস।
মুকুলিত কুন্দ-কুমুদ পরকাশ ॥

১। ফুলবনে তুমি ফুল তুলিতেছ কেন?

২। তোমার সমস্ত দেহ ফুলের দ্বারা নির্ম্মিত।

২। তোমার মুখমণ্ডলে স্বর্ণকমলের কান্তি।

৪। তাহার সুগন্ধে কৃষ্ণবর্ণ ভ্রমর (পক্ষান্তরে শ্যামরূপ ভ্রমর) তোমার নিকটে জুটিতেছে।

৫। নয়নযুগল নীল কমলের ন্যায়; কাজেই তাহারা স্বভাবতঃই কর্ণের শোভা সম্পাদন করিতেছে। অর্থাৎ মনে হয় যেন তুমি কর্ণে নীলোৎপল ধারণ করিয়াছ।

৬। সুরতরু বা পারিজাতের সুগন্ধ

সব তনু ফুটল চম্পক-গোর[১]।
পাণিক তল থল-কমল উজোর ॥
গোবিন্দদাস অতয়ে অনুমান।
পূজহ পশুপতি নিজ তনু দান[২] ॥

ভূপালী—মধ্যম দশকুশী।

পতি অতি দুরমতি কুলবতি নারী।
স্বামি-বরত পুন ছোড়ি না পারি[৩] ॥
তেঁ রূপ যৌবন একু নহ উন।
বিদগধ নাহ না হোয় বিনি পূণ[৪] ॥

১। তোমার সকল দেহে যেন স্বর্ণ চম্পক ফুটিয়া রহিয়াছে।

২। নিজ কুসুমময় দেহদ্বারা পশুপতি অর্থাৎ মদন-মথন মহাদেবের অর্চ্চনা কর। পশুপতি অর্থে গোগণের পতি শ্রীকৃষ্ণ বুঝাইতে পারে।

৩। আমার পতি দুর্ম্মতি; কিন্তু আমি কুলবতী রমণী, সহজে স্বামীব্রত বা সতীত্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারিতেছি না।

৫। তাহাতে আবার রূপ যৌবন—একটিও কম নহে। নায়িকার রসিক নায়ক প্রার্থনীয় বটে; কিন্তু পুণ্যবল ব্যতীত তাহা হয় না।

এ হরি অতয়ে দেখায়বি পন্থ।
পূজব পশুপতি গোরি একন্ত[১] ॥
সহজে বধূজন গতি মতি-হীন।
ঘর সঞে বাহির পন্থ না চীন ॥
না মিলল কোই বনহিঁ বন আন।
অনুসরি মুরলি আয়লুঁ এহি ঠাম[২] ॥
আয়লুঁ দূর পূরব নিজ সাধে[৩]।
একলি বোলি করহ জনি বাধে[৪] ॥

১। হে কৃষ্ণ, (আমি অবলা সরলা, ভাল মন্দ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না) তুমি আমাকে পথ দেখাও। আমি নির্জ্জনে গৌরী ও মহাদেবকে পূজা করিব—(যাহাতে রসিক নাগরকে স্বামীরূপে পাইতে পারি)।

২। বনে বনে ভ্রমণ করিতে অন্য কাহাকেও সঙ্গী পাইলাম না। তোমার বাঁশীর স্বর অনুসরণ করিয়া এখানে একাকী (অসহায়া অবস্থায়) আসিয়াছি। (আমার প্রতি নির্দ্দয় হইও না।)

৩। দূরপথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি, আমার মনস্কামনা যেন পূর্ণ হয়।

৪। আমি একাকী বলিয়া যেন আমাকে অবহেলা করিও না (বাধা দিও না)।

তুহুঁ যৈছে গোরি আরাধলি কান[১]।
গোবিন্দ দাস তাহে পরমাণ[২] ॥

বরাড়ী—ছুঠুকী।

ন কুরু কদর্থনমত্র সরণ্যাম্।
মামবলোক্য সতীমশরণ্যাম্ ॥
চঞ্চল মুঞ্চ পটাঞ্চলভাগম্।
করবাণ্যধুনা ভাস্কর-যাগম্ ॥ ধ্রু ॥
ন রচয় গোকুল-বীর বিলম্বম্।
বিদধে বিধুমুখ বিনতি-কদম্বম্ ॥
রহসি বিভেমি বিলোল-দৃগন্তম্।
বীক্ষ্য সনাতন দেব ভবন্তম্ ॥ *

১। হে কৃষ্ণ, তুমি যেমন গৌরীপূজা করিয়াছ, আমিও যেন সেইরূপ পশুপতিকে পূজা করিতে পারি।

২। শ্রীকৃষ্ণ যে গৌরীর আরাধনা করিয়াছেন, (অর্থাৎ শ্রীরাধার ভজনা করিতেছেন) সে বিষয়ে পদকর্ত্তা গোবিন্দ দাস সাক্ষী।

* হে মাধব! পতিব্রতা আমাকে এই পথে অসহায় অবস্থায় দেখিয়া কোনও কু-ভাব পোষণ করিওনা। হে চপল! আমি সূর্য্য পূজা করিতে যাইতেছি, অতএব আমার বস্ত্রাঞ্চল ত্যাগ কর। হে গোকুলবীর! বিলম্ব করাইওনা। হে চন্দ্রানন! আমি তোমাকে বহু মিনতি করিতেছি (বা প্রণাম করিতেছি)। হে সনাতন দেব! (পক্ষান্তরে শ্রীসনাতনগোস্বামী বলিতেছেন) তোমাকে নির্জ্জনে লালসাপূর্ণ কটাক্ষযুক্ত দেখিয়া আমি অত্যন্ত ভীত হইয়াছি।

সুরট মল্লার—জপতাল।

পুলকমুপৈতি ভয়ান্মম গাত্রম্।
হসসি তথা মদাদতিমাত্রম্॥
বারয় তূর্ণমিমং সখি কৃষ্ণম্।
অনুচিত-কর্ম্মণি নির্ম্মিত-তৃষ্ণম্॥ ধ্রু॥
জানে ভবতীমেব বিপক্ষাম্।
মামুপনীতা যদ্বনকক্ষাম্॥
অদ্য সনাতনমতিসুখ-হেতুম্।
ন পরিহরিষ্যে বিধি-কৃত-সেতুম্॥ *

---

* (শ্রীরাধা পুনরায় বলিতেছেন) হে মাধব! ভয়ে আমার দেহে পুলক অর্থাৎ রোমাঞ্চ হইতেছে। (অনুরাগের আতিশয্যে পুলকোদ্গম হইতেছে—ইঙ্গিতে ইহাই বুঝানো হইল।) কিন্তু তুমি যৌবনমদে অতিমাত্র মত্ত হইয়া হাসিতেছ!

হে সখি! শীঘ্র এই কৃষ্ণকে নিবারণ কর। অনুচিত কর্ম্মে এরূপ আগ্রহ কেন? (সখী কিছুই করিলেন না দেখিয়া বলিতেছেন) বুঝিলাম, তুমিই আমার শত্রু হইয়াছ; তাহা না হইলে, এই নির্জ্জন বনে আমাকে লইয়া আসিবে কেন?

(যাহাই হউক) আমি আজ অতিশয় সুখের নিমিত্ত বিধি প্রবর্ত্তিত সনাতন সেতু (বা পন্থা) পরিত্যাগ করিব না। (ইঙ্গিত এই—বিধাতা এই যে অতিশয় সুখের সনাতন সেতু যত্নে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, ইহা আমি পরিত্যাগ করিব না।—কৃষ্ণসঙ্গ-সুখ বিধাতা মিলাইয়াছেন।)

ধানশী—কন্দর্পতাল।

সুন্দরি কাহে কহসি হেন বাণি।
মোহে পরশবি অব নিজ জন জানি॥
সব ছোড়ি আয়লুঁ তোহারি লাগিয়া।
পূরহ আশ অধর-সুধা দিয়া॥
এত কহি চুম্বয়ে চিবুক ধরিয়া।
ঠমকি ঝাঁপয়ে মুখ পটাঞ্চল দিয়া॥
করে ধরি গিরিধর আয়ল নিকুঞ্জে।
রচিত কুসুম-শেজ মধুকর গুঞ্জে॥
বৈঠল দুহুঁ জন পুরল মন আশ।
নিরখয়ে দুহুঁ রূপ জগন্নাথদাস॥

সারঙ্গ—তেওট।

অপরুব দিনহি[১] কুঞ্জ-মণি-মণ্ডপে
শিতল পবন বহ মন্দ।
দ্বিজকুল নাদ সুবাদন যৈছন
মনমথ-যন্ত্রক ছন্দ[২]॥

১। দিনটি অপূর্ব্ব, কারণ এমন আর কখনও হয় নাই।

২। আজ পক্ষীকুলের কল কাকলি যেন সুমধুর বাদ্যধ্বনি; শুনিয়া মনে হয় যেন মন্মথের বাদ্যযন্ত্র ধ্বনিত হইতেছে।

জয় রাধামাধব মেলি।
দুহুঁক প্রেম-লব কো করু অনুভব
যবহুঁ সুরত-রস-কেলি ॥ ধ্রু ॥
তহিঁ পুন অতিশয় নাগরি আগরি
অতয়ে সে নিমিলিত আঁখি।
আনন্দ-সিন্ধু নিবেশহিঁ মোহিত
দেয়ই প্রতি অঙ্গ সাখি ॥
তহিঁ অতি সুশিতল আনন্দ-নিরঝর
পুলক ভরল সব অঙ্গ।
চীত পুতলি জনু কাঁপয়ে ঘন ঘন
অদভুত পুন সর-ভঙ্গ ॥
অনধিন দেহ দণ্ড পরি শোভিত
মুকুতা সম স্বেদবিন্দু।
বিগলিত অঙ্গ- রাগ মণি-ভূষণ
কঞ্চুক অরু নিবি-বন্ধ ॥
যাকর পরিমলে মাতল থাবর
তাহে কিয়ে জঙ্গম লেখি[১]।

১। যাহার পরিমলে বৃক্ষলতাদি স্থাবর উন্মত্ত হইল, জঙ্গম অর্থাৎ প্রাণীদিগের কথা আর কি বলিব ?

রাধামোহন-পহু চিতে নিতি জাগই
জনু উহ পাথর-রেখি[১] ॥

রসোদ্‌গার।

বিভাস—বড় সমতাল।

মহাভুজ নাচত চৈতন্য রায়।
কে জানে কত কত ভাব শত শত
সোণার বরণ গোরা-গায় ॥ ধ্রু ॥
প্রেমে ঢর ঢর অঙ্গ নিরমল
পুলক অঙ্কুর শোভা।
আর কি কহব অশেষ অনুভব
হেরইতে জগমন লোভা ॥
শুনিয়া নিজ-গুণ নাম কীর্ত্তন
বিভোর গঠন বিভঙ্গ।
নদিয়া পুরলোক পাশরিল দুখ শোক
ভাসল প্রেম তরঙ্গ ॥

১। পদকর্ত্তার চিত্তে এই রস নিত্য জাগিতেছে যেন উহা প্রস্তরে ক্ষোদিত রেখার ন্যায় (চিরস্থায়ী)।

রতন বিতরণ প্রেম রস বরিখণ
অখিল ভুবন সিঞ্চিত।
চৈতন্যদাস গানে অতুল প্রেম-দানে
মুঞি সে হইলুঁ বঞ্চিত॥

কৌবিভাস—জপতাল।

না পুছ না পুছ সখি পিয়াক পিরিত।
পরাণ নিছনি দিলে না হয় উচিত[১]॥
হিয়ার উপর হৈতে শেজে না ছোয়ায়।
বুকে বুকে মুখে মুখে রজনি গোঙায়॥
নিঁদের আলসে যদি পাশ মোড়া দিয়ে।
কি ভেল কি ভেল বলি চমকি উঠয়ে॥
হিয়ায় হিয়ায় এক বয়ানে বয়ানে।
নাসিকায় নাসিকায় নয়ানে নয়ানে॥
ইথে যদি মুঞি তেজি দীঘ নিশাস।
আকুল হইয়া পিয়া উঠয়ে তরাস॥
এমতি বঞ্চিয়ে নিশি দোঁহে এক মেলি।
জ্ঞানদাস কহে ঐছে নিতি নিতি কেলি॥

বিভাস—মধ্যম একতালা।

সজনি বড়ই বিদগধ কান।
কহিল নহে সে প্রেম আরতি
কষিল হেম দশবান ॥ ধ্রু ॥
সমুখে রাখিয়া মুখ আঁচরে মোছই
অলকা তিলকা বনাই।
মদন রসভরে বদন হেরি হেরি
অধরে অধর লাগাই ॥
কোরে আগোরি রাখই হিয়া পর
পালঙ্কে পাশ না পাই।
ও সুখ-সাগরে মদন রস ভরে
জাগিয়া রজনি গোঙাই ॥
কেবল রসময় মধুর মূরতি
পিরিতিময় প্রতি অঙ্গ।
নরোত্তম দাস কহ যাহার অনুভব
সে জানে ও রস রঙ্গ ॥

কৌবিভাস—তেওট।

এমন পিরিতি কভু দেখি নাই শুনি।
নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি ॥

সমুখে রাখিয়া করে বসনের বা।
মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাঁপে গা॥
একতনু হৈয়া মোরা রজনি গোঙাই।
সুখের সাগরে ডুবি অবধি না পাই॥
রজনী প্রভাত হৈলে কাতর হিয়ায়।
দেহ ছাড়ি যেন মোর প্রাণ চলি যায়॥
সে কথা কহিতে সই বিদরে পরাণ।
চণ্ডীদাস কহে ধনি সব পরমাণ॥

কৌ—ছুঠুকী।

আমি যাই যাই বলি বলে তিন বোল।
কত না চুম্ব দেই কত দেই কোল॥
পদ-আধ যায় পিয়া চাহে পালটিয়া।
বয়ান নিরখে কত কাতর হইয়া॥
করে কর ধরি পিয়া শপতি দেই মোরে।
পুন দরশন লাগি কত চাটু বোলে॥
নিগূঢ় পিরিতি পিয়ার আরতি বহু।
চণ্ডীদাস কহে হিয়ার মাঝারে রহু॥

ঝুমর—সমতাল।

যে কহিলাম সেই ভাল আর কব না।
(পিয়াগুণ)
কহিলে কি জানি হয় তেঞিঃ কহি না।
(গুণ কহিতে আউলায় অঙ্গ)

পুনশ্চ রসোদ্গারানুরাগ।

বিভাস—মধ্যম দশকুশী।

পরশ মণির সনে কি দিব তুলনা রে
পরশ ছোঁয়াইলে হয় সোনা।
আমার গৌরাঙ্গের গুণে নাচিয়া গাইয়া রে
রতন হইল কত জনা॥
শচীর নন্দন বনমালী।
এতিন ভুবনে যার তুলনা দিবার নাই
গোরা মোর পরাণ-পুতলী॥ ধ্রু॥
গৌরাঙ্গ চাঁদের ছাঁদে ও চাঁদ কলঙ্কীরে
এমন করিতে নারে আলো।
অকলঙ্ক পূর্ণ চাঁদ উদয় নদীয়া পুরে
মনের আন্ধার দূরে গেলো॥

এগুণে সুরভি সুর- তরু সম নহে রে
মাগিলে সে পায় কোন জন।
না মাগিতে অখিল ভুবন ভরি জনে জনে
যাচিয়া দেওল প্রেম-ধন[১] ॥
গৌরাঙ্গের তুলনা গোরা চাঁদ গোসাঞি রে
বিচার করিয়া দেখ সভে।
পরমানন্দের মনে এ বড় আকুতিরে
গৌরাঙ্গের দয়া কবে হবে ॥ *

সখীর উক্তি।

সুহিনী—নন্দন তাল।

চলিতে না পারে রসের ভরে।
আলসে নয়ান অলপ ঝরে ॥

১। নন্দন বনের কল্পতরুও গৌরাঙ্গের গুণের সহিত তুলনার যোগ্য নহে; কারণ কল্পতরু প্রার্থনা করিলে কদাচিৎ কামনা পূর্ণ করেন। মহাপ্রভু প্রার্থনা না করিতেই সমস্ত জগতের প্রত্যেক লোককে যাচিয়া যাচিয়া সাধিয়া প্রেমধন বিতরণ করেন।

* গৌরাঙ্গ চাঁদের ভাই তুলনা দিবার নাই
হৃদয়ে ভাবিয়া সব দেখ।
নয়নানন্দের মনে অধিক আনন্দরে
গোরা-গুণ বিচারিয়া লেখ ॥—পাঠান্তর

ঘন ঘন তুমি বাহিরে যাও।
আন ছলে কত কথা বুঝাও॥
না জানিয়ে কিবা অন্তরে সুখে।
আঁচরে কাঞ্চন ঝলক মুখে[১]॥
মরমে পিরিতি বেকত অঙ্গে।
তিলেক সোয়াথ না দেয় অনঙ্গে॥
কালাবরণ দেখি চমকি চাও।
ভাবে বেয়াকুল ওর না পাও॥
কপোলে পুলক বেকত দেখি।
প্রেম কলেবর ততহিঁ সাখী।
জ্ঞানদাস রস ভাবিয়া গায়।
রসের বেভার লুকা না যায়॥

১। তোমার অন্তরে না জানি কত সুখ উথলিয়া উঠিতেছে! বসনের অঞ্চলে স্বর্ণ থাকিলে যেমন দীপ্তি পায়, তোমারও তেমনি দেখিতেছি।—তুলনা করুন :—

আঁচরে কাঞ্চন ঝলক দেখি।
প্রেম কলেবর দিয়াছে সাখী॥—৩৭৫পৃষ্ঠা।

জয়জয়ন্তী মল্লার—মধ্যম দুঠুকী।

সুন্দরি বুঝিলুঁ তোমার ভাব।
প্রেম রতন গোপতে পাইয়া
ভাঁড়িলে কি হবে লাভ ॥ ধ্রু ॥
আন ছলে কহ আনের কথা
বেকত পিরিতি রঙ্গ।
রসের বিলাসে অঙ্গ ঢল ঢল
রঙ্গিত প্রেম তরঙ্গ ॥
ভাবের ভরে চলিতে না পারে
বচন হইলা হারা।
কানুর সনে নিকুঞ্জ বনে
রঙ্গেতে হৈয়াছ ভোরা ॥
পুছিলে না কহ মনের মরম
এবে ভেল বিপরীত।
বলরাম কহে কি আর বলিবে
ভাবেতে মজিল চীত ॥

শ্রীরাগ—ছুটা।

কি পুছহ সখি প্রেমের কথা।
কহিতে না জানি কহিয়ে এথা ॥

পিয়ার পিরিতি কি না জান তুমি ।
এতদিনে তাহে ঠেকিলুঁ আমি ॥
যত যত শ্যাম বঁধুর গুণ ।
সোঙরি পাঁজরে বিন্ধিল ঘুণ[১] ॥
দিবস রজনি কিছু না জানি ।
মনে পড়ে চাঁদ বদন খানি ॥
চণ্ডীদাস কহে রসের সার ।
পিয়ার পিরিতি অনঙ্গ পাথার ॥

সিন্ধুড়া—আড়া পঞ্চম সোয়ারি ।

সই নিরবধি কত পড়ে মনে ।
শ্যাম বন্ধু বিনু না রহে মোর তনু
সোয়াস্তি নাহিক রাতি দিনে ॥ ধ্রু ॥
ধরিয়া আপন করে বৈসায় আপন কোরে
পুন দেই সিথায়ে সিন্দুর ।
তাম্বুল সাজাঞা ভোলে খাও খাও কত বোলে
কত গুণ কহিব বন্ধুর ॥

১। কঠিন কাষ্ঠে ঘুণ ধরিলে যেমন তাহাকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে, বন্ধুর গুণও তেমনি আমার দেহ পঞ্জরে বিন্ধিয়া আমাকে দিন দিন ক্ষীণ করিয়া ফেলিতেছে।

ঝাড়িয়া বান্ধয়ে চুল বেঢ়িয়া মালতী ফুল
বসন পরাই আমা দেখে।
দেখিয়া আমার মুখ না জানি কি পায় সুখ
রসের আবেশে করে বুকে ॥
হিয়ার উপরে ধরি কাঁপে পহু থরহরি
মুখে মুখ দিয়া ঘন কান্দে।
বিহি পোহাইলে রাতি মোরে ছাড়ি যাবা কতি
ধরণী থীর নাহি বান্ধে ॥

গান্ধার—মধ্যম একতালা।

মরম কহিলুঁ মো পুন ঠেকিলুঁ
সে জনার পিরিতি ফান্দে।
রাতি দিন চিতে ভাবিতে ভাবিতে
তারে সে পরাণ কান্দে ॥
বুকে বুকে মুখে মুখে চোখে লাগিয়া থাকে
তমু মোরে সতত হারায়।
ও বুক চিরিয়া হিয়ার মাঝারে
আমারে রাখিতে চায় ॥

হার নহোঁ পিয়া গলায় পরয়ে
চন্দন নহোঁ মাখে গায়[১]।
অনেক যতনে রতন পাইয়া
থইতে সোয়াস্ত না পায়[২]॥
কর্পূর তাম্বুল আপনি সাজিয়া
মোর মুখ ভরি দেয়।
হাসিয়া হাসিয়া চিবুক ধরিয়া
মুখে মুখ দেই লেয়॥
সাজাঞা কাচাঞা বসন পরাঞা
আবেশে লইয়া কোরে।
দীপ লৈয়া হাতে মুখ নিরখিতে
তিতিল নয়ান লোরে॥

১। (আমাকে কোথায় রাখিবে, ভাবিয়া পায় না) আমি হার নই যে আমাকে গলায় পরিবে! (বন্ধুর ইচ্ছা যেন আমাকে হার করিয়া গলায় পরে!)

২। দরিদ্র মহামূল্য রত্ন পাইলে যেমন কোথায়ও রাখিয়া সোয়াস্তি পায় না, সেইরূপ আমার বন্ধু কোথায়ও আমাকে রাখিয়া স্থির হইতে পারে না।

চরণে ধরিয়া যাবক রচই
আউলায়্যা বান্ধয়ে কেশ।
বলরাম চিতে ভাবিতে ভাবিতে
পাঁজর হইল শেষ ॥

শ্রীরাগ—আড়া দুঠুকী।

সই কি না সে বন্ধুর প্রেম।
আঁখি পালটিতে নহে পরতীত
যেন দরিদ্রের হেম ॥ ধ্রু ॥
হিয়ায় হিয়ায় লাগিব লাগিয়া[১]
চন্দন না মাখে অঙ্গে।
গায়ের ছায়া বায়ের দোসর
সদাই ফিরয়ে সঙ্গে[২] ॥
তিলে কত বেরি মুখানি হেরয়ে
আঁচরে মোছায়ে ঘাম।
কোরে থাকিতে কত দূর হেন মানয়ে
তেঞি সদাই লয়ে নাম ॥

১। হৃদয়ে হৃদয় একান্ত লগ্ন হইবে এইজন্য।

২। অঙ্গের ছায়া এবং বাতাস যেমন সর্ব্বদাই সঙ্গে থাকে, কদাচ সঙ্গছাড়া হয় না, তেমনি বন্ধু আমার সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে ফিরে!

ঘুমক আলসে যদি পালটিয়ে পাশ।
মান-ভয়ে মাধব উঠয়ে তরাস[১] ॥
আন সঞে কাহিনি না সহে পরাণ।
আন সম্ভাষণে হরয়ে গেয়ান ॥
কহে কবিরঞ্জন শুন বর-নারি।
তোহারি পরশ রসে লুবধ মুরারি ॥

সুহই—দশকুশী।

অবলা কি জানি গুণ ধরে।
রসিক মুকুট মণি নাগর হইয়া গো
এত না আদর কেনে করে ॥ ধ্রু ॥
মোর অঙ্গ-সঙ্গ আশে লালসা পাইয়া বৈসে
রসে পহুঁ বোলে জিলুঁ জিলুঁ।
নিজ অনুগত জনে গণিয়া রাখিহ মনে
এ তনু তোমারে দিলুঁ দিলুঁ ॥
আউলাঞা কবরী ভার বেশ করে বারে বার
বসন পরায় কুতূহলে।
বসাঞা আপন উরে নূপুর পরায় মোরে
চরণ পরশে করতলে ॥

১। মান করিয়াছি এই ভয়ে ত্রাসে শয্যা হইতে উঠিয়া বসে।

বঁধুয়া বলয়ে ধনি কালিয়া-কস্তুরী খানি
ও রাঙ্গা চরণতলে মাখি[১] ।
সখীর সমাজে তোর ঘোষণা রহুক মোর[২]
নিগূঢ় মরম তার সাখী[৩] ॥
বিদগধ শ্যাম রায় বসনে করয়ে বায়
আপনি যোগায় গুয়া পান ।
গোবিন্দ দাসের বাণী শুন রাধা বিনোদিনি
তেঁঞি তুমি শ্যামের পরাণ ॥

১। আমার বন্ধু আদর করিয়া বলেন, ধনি এই কালো মৃগমদ (অর্থাৎ আমার এই কৃষ্ণবর্ণ দেহ) তোমার রাঙ্গা পায়ের নিম্নে মাখাইয়া দি ।

২। তোমার সখী-সমাজে এই ঘোষণা (খ্যাতি) থাকুক যে, আমি চিরদিনের মত তোমার চরণতলে লগ্ন হইয়া রহিয়াছি ।

৩। এ যে আমার কত বড় গৌরব, তাহা আমার মর্ম্মের মর্ম্মস্থল বুঝিতেছে !

সিন্ধুড়া—মধ্যম দশকুশী।

নিজ পরসঙ্গ স্বপনে না করে
আনে না পাতয়ে কান[১]।
দিঠে দিঠে রহে নিমিখ না বহে
নিরখে মঝু বয়ান॥
কিনা সে বন্ধুর পিরিতি কি রিতি
কহিতে কহিব কী[২]।
সে সব চরিতে কত উঠে চিতে
পরাণ নিছনি দি॥
খেনে খেনে তনু পুলকে আকুল
তিলেক না ছাড়ে সঙ্গ।
হাসির মিশালে রসের আলাপ
অমিয়া সিনায় অঙ্গ॥

১। স্বপ্নেও নিজে প্রসঙ্গ করে না, অন্যের প্রসঙ্গেও মন দেয় না।

২। প্রীতির যে রীতি তাহা তোমাদের নিকট কেমন করিয়া প্রকাশ করিব?

এত করি মোরে কোরে আগোরয়ে
রঞ্জয়ে বেশ বিশেষ।
জ্ঞানদাস কহে ধনি ধনি সেহ
যাহে এ পিরিতি লেশ[১] ॥

ভাটিয়ারি—একতালা।

কত নাস বেশ করি[২] পরায় পাটের শাড়ী
সাধে সাধে সমুখে হাটায়।
দেখিয়া হাটন মোর হইয়া আনন্দে ভোর
দুই বাহু পশারিয়া ধায় ॥
সই তেঞি সে হিয়ার মাঝে জাগে।
কত কুলবতী যারে হেরিয়া ঝুরিয়া মরে
সেহ যোড় হাথে মোর আগে ॥ ধ্রু ॥

১। এই পিরীতির এক কণামাত্র যে পাইয়াছে, সে ধন্যাতিধন্য।
২। নাস-বেশ—বিলাসের বেশ, (নাস—সংস্কৃত লাস্য, বা বিলাস শব্দ হইতে)

অতি রসে গর গরি কাঁপে পহু থরহরি
আরতি করিয়া কোলে করে।
ঘন ঘন চুম্বনে নিবিড় আলিঙ্গনে
ডুবাইল রসের সাগরে॥
চন্দন মাখায় গায় দেয় বসনের বায়
নিজ করে তাম্বুল খাওয়ায়।
বিনি কাজে কত পুছে, কত না মুখানি মোছে
হেন বাসে দেখিতে হারায়[১]॥
তুমি মোর ধন প্রাণ তোমা বিনে নাহি আন
কহে পিয়া গদগদ ভাষে॥
যতেক পিরিতি তার জগতে কি আছে আর
কি বলিবে বলরাম দাসে॥

ধানশী—বৃহৎ জপতাল।

শিশুকাল হৈতে বন্ধুর সহিতে
পরাণে পরাণে নেহা[২]।
না জানি কি লাগি কো বিহি গঢ়ল
ভিন ভিন করি দেহা॥

১। এইরূপ মনে করে যেন আমাকে পলকে হারায়।
২। পিরীতি

সই কিবা সে পিরিতি তার।
আলস করিয়া নারি পাসরিতে
কি দিয়া শোধিব ধার ॥ ধ্রু ॥
আমার অঙ্গের বরণ লাগিয়া
পীতবাস পরে শ্যাম।
প্রাণের অধিক করের মুরলী
লইতে আমার নাম ॥
আমার অঙ্গের বরণ সৌরভ
যখন যে দিগে পায়।
বাহু পসারিয়া বাউল হইয়া
তখন সে দিগে ধায় ॥
লাখ কামিনী ভাবে রাতি দিনি
যে পদ সেবিতে চায়।
জ্ঞানদাস কহে আহীর-নাগরী
পিরিতে বান্ধিলা তায় ॥

ধানশী—বৃহৎ একতালা।

রাতি দিনে চোখে চোখে বসিয়া সদাই দেখে
ঘন ঘন মুখখানি মাজে।
উলটি পালটি চায় সোয়াস্ত নাহিক পায়
কত বা আরতি হিয়ার মাঝে॥
সই ও দুখ লাগিয়া আছে মনে।
যারে বিদগধ রায় বলিয়া জগতে গায়
মোর আগে কিছুই না জানে[১] ॥ ধ্রু ॥
জ্বালিয়া উজ্জ্বল বাতি জাগিয়া পোহায় রাতি
নিঁদ নাহি যায় পিয়া ঘুমে।
ঘন ঘন করে কোলে খেনে করে উতরোলে
তিলে শতবার মুখ চুমে॥
খেণে বুকে খেণে পিঠে খেণে রাখে দিঠে দিঠে
হিয়া হৈতে শেজে না ছোয়ায়।
দরিদ্রের ধন হেন রাখিতে না পায় স্থান
অঙ্গে অঙ্গে সদাই ফিরায়॥

১। জগতের লোক যাহাকে রসিক-শেখর বলে, সে আমার নিকটে যেন কিছুই জানে না, এমনি মনে হয়। বন্ধু আমার এতই প্রেমবিহ্বল!

ধরিয়া দুখানি হাতে কখন ধরয়ে মাথে
খেণে ধরে হিয়ার উপরে।
খেণে পুলকিত হয় খেণে আঁখি মুদে রয়
বলরাম কি কহিতে পারে॥

শ্রীললিত—মধ্যম দশকুশী।

নয়ানে নয়ানে থাকে রাতি দিনে
দেখিতে দেখিতে ধান্দে[১]।
চিবুক ধরিয়া মুখানি তুলিয়া
দেখিয়া দেখিয়া কান্দে॥
সই কি ছার পরাণ ধরি।
কি তার আরতি কিবা সে পিরিতি
জীতে কি পাসরিতে পারি[২]॥ ধ্রু॥

১। অনেকক্ষণ একদৃষ্টে কোনও দিকে চাহিয়া থাকিলে যেমন চোখে ধান্দা লাগে, আমার বন্ধুর তেমনি আমার দিকে রাত্রিদিন চাহিতে চাহিতে চোখে ধান্দা লাগে।

২। জীবন থাকিতে কি ভুলিতে পারি?

নিশ্বাস ছাড়িতে গুণে পরমাদে
কাতর হইয়া পুছে।
বালাই লইয়া মো মরোঁ বলিয়া
আপনা দিয়া কত নিছে[১] ॥
না জানি কি সুখে দাড়াঞা সমুখে
যোড় হাতে কিবা মাগে।
যে করয়ে চিতে কে যাবে প্রতীতে
বলরাম চিতে জাগে ॥

বিভাস—মধ্যম দশকুশী।

কিবা সে কহিব বঁধুর পিরিতি
তুলনা দিব যে কিসে।
সমুখে রাখিয়া মুখ নিরখয়ে
পরাণ অধিক বাসে ॥
আপনার হাতে পান সাজাইয়া
মোর মুখ ভরি দেয়।
মোর মুখে দিয়া আদর করিয়া
মুখে মুখ দিয়া নেয় ॥

১। 'বালাই যাই' 'বালাই যাই' বলে।

মরোঁ মরোঁ সই বঁধুর বালাই লৈয়া।
না জানি কেমনে আছয়ে এখনে
মোরে কাছে না দেখিয়া ॥ ধ্রু ॥
করতলে ঘন বদন মাজই
বসন করয়ে দূর।
পরসিতে অঙ্গ সকলি সোঁপিলুঁ
ধৈরজ পাওল চুর[১] ॥
মরম বান্ধল নানা সুখ দিয়া
বচন ঠেলিতে নারি[২]।
যখন যেমতি করে অনুমতি
তখন তেমতি করি ॥
তোর সঞে সখি কথাটি কহিতে
সোয়াস্ত না পাঙ হিয়া[৩]।
বলরাম কহে মরি যাই হেন
পিরিতি বালাই লৈয়া ॥

১। বন্ধু বলে যে তোমার অঙ্গস্পর্শ করিবার অধিকার লাভ করিতে আমি সমস্ত অর্পণ করিলাম। এই সকল কথায় আমার ধৈর্য্য চূরমার হইল।

২। এইরূপ নানা সুখ দিয়া আমার মনকে এমন বাঁধিয়া ফেলিয়াছে যে, আমি আর তাহার কথা রক্ষা না করিয়া পারি না।

৩। সখি! এই যে তোমার সঙ্গে অল্পক্ষণের জন্য কথা

সিন্ধুড়া—মধ্যম দশকুশী।

পিয়ার কথা কি পুছসি রে সখি
পরাণ নিছনি[১] দিয়ে।
গইড়ের কুটাগাছি[২] শিরে ঠেকাইয়া
আলাই বালাই তার নিয়ে[৩] ॥ ধ্রু ॥
হাত দিয়া দিয়া মুখানি মোছাঞা
দীপ নিয়া নিয়া চায়।
কতেক যতনে পাইয়া রতনে
থুইতে ঠাঞি না পায় ॥
কত না আদরে রসের বাদরে
নিমগন কৈল মোরে।
তিলে না দেখিলে নিমিখ তেজিলে
ভাসয়ে নয়ান-লোরে ॥

কহিতেছি, ইহাতেও সোয়াস্তি পাইতেছি না। সর্ব্বদাই মনে উৎকণ্ঠা যে বন্ধু আমার এতক্ষণ আমাকে না দেখিয়া কি যেন করিতেছেন!

১। প্রাণ উৎসর্গ করিতে ইচ্ছা হয়।

২। চালের গোড় বা গইড়—প্রান্ত।

৩। গৃহাগত প্রিয় জনের আপদ অমঙ্গল দূর করিবার জন্য চালের একটি কুটা তাহার মাথায় ঠেকাইয়া দূরে ফেলিয়া দিবার প্রথা এখনও দেখা যায়।

সে হেন নাগর রসের সাগর
গুণের নাহিক সীমা।
দাস গোবিন্দে কহল আনন্দে
তুমি সে জান মহিমা ॥

বিভাস—গঞ্জলতাল।

যবে দেখা দেখি হয় হেন ভাব মনে লয়
নয়ানে নয়ানে মোরে পিয়ে[১]।
পিরিতি-আরতি[২] দেখি হেন মনে লয় সখি
আমি তারে চাহিলে সে জিয়ে[৩] ॥
আহা মরি মরি মুঞি কি কব আরতি।
কি দিয়া শোধিব শ্যাম বঁধুর পিরিতি ॥ ধ্রু ॥
রসিয়া নাগর যে নিতুই দুয়ারে সে
বিনা কাজে কত আইসে যায়।
জ্ঞান দাস তবে কয় তোমার চিতে যেবা লয়
তাহা বা কহিবা তুমি কায় ॥

১। চোখের দ্বারা যেন আমাকে পান করে।
২। প্রেমের আবেগ।
৩। বাঁচে।

গান্ধার—একতালা।

কাহারে কহিব কানুর পিরিতি
তুমি সে বেদনী সই।
সে রস ধাধসে[১] ধস ধস হিয়া
তেঞি সে তোমারে কই॥
ও নব নাগর রসের সাগর
আগর[২] সকল গুণে।
সে সব চরিত আদর পিরিতি
ঝুরিয়া মরিব মেনে॥
পিরিতি বোলে কত না ছলে সে
কি না সে আকুতি সাধে[৩]।
মান নাশিয়া মধুর ভাষিয়া
হাসিয়া মরম বাঁধে[৪]॥

১। রসের অর্থাৎ প্রেমের বেদনায় বা আকুলতায়।

২। অগ্রসর, পরিপূর্ণ।

৩। আগ্রহ জানায়।

৪। আমার মান দূর করিয়া, মধুর সম্ভাষণে আমার হৃদয় আবদ্ধ করে।

সে মোরে কোলেতে করিয়া ভরিয়া
বদনে বদন দিয়া।
মধুর চুম্বিয়া বিধু বিড়ম্বিয়া
পরাণ লইল পিয়া॥
কাঁচুয়া ফাড়িয়া সে রস লুটিয়া
ভুলিয়া মধুপ জনু।
কমল কোরক ভরমে কি কৈল
গুণেত ঘুণিত তনু[১]॥
ও দিঠি চাতুরী মুখের মাধুরী
লহরী কত বা আর।
এ সুখ শুনিতে ঝুরি না মরয়ে
দাস গোবিন্দ ছার॥

ধানশী—হুঠুকী।

হাসিয়া হাসিয়া মুখ নিরখয়ে
মধুর কথাটি কয়।
ছায়ার সহিতে ছায়া মিশাইতে
পথের নিকটে রয়॥

১। গুণের দ্বারা আমাকে এমন মুগ্ধ করিয়াছে যে তাহার প্রেম ভাবিতে ভাবিতে আমার দেহ ঘুণ-দষ্ট বাঁশের ন্যায় হইয়াছে।

আলো সই সে জন মানুষ নয়।
তাহার সঙ্গে যে পিরিতি করয়ে
কি জানি কি তার হয় ॥ ধ্রু ॥
সহজে রসের আকর সে যে
ভাবের অঙ্কুর তায়।
বাতাসে বসন উড়িতে আপন
অঙ্গে ঠেকাইয়া যায় ॥
চমক চলনি ওগীম-দোলনি
রমণী-মানস-চোর।
জ্ঞানদাস কহে সে পিয়া পিরিতি
মরমে পশিল তোর ॥

পঠমঞ্জরী—ছোট দুঠুকী।

একলা যাইতে যমুনা-ঘাটে।
পদ-চিহ্ন মোর দেখিয়া বাটে ॥
প্রতি পদ-চিহ্ন চুম্বয়ে কান।
তা দেখি আকুল বিকল প্রাণ ॥
লোকে দেখিলে কি বলিবে মোরে।
নাসা পরশিয়া রহিলুঁ দূরে ॥
হাসি হাসি পিয়া মিলল পাশ।
তা দেখি কাঁপয়ে গোবিন্দ দাস ॥

ললিত—ছুটা।

সিনান দোপর সময়ে জানি ।
তপত পথে পিয়া ঢালয়ে পানি[১] ॥
কি কহিব সখি পিয়ার কথা ।
কহিতে হৃদয়ে লাগয়ে বেথা ॥ ধ্রু ॥
তাম্বুল ভখিয়া দাঁড়াই পথে ।
হেন বেলে পিয়া পাতয়ে হাথে ॥
লাজে হাম যদি মন্দিরে যাই ।
পদ-চিহ্ন তলে লুটয়ে তাই ॥
আমার অঙ্গের সৌরভ পাইলে ।
ঘুরি ঘুরি জনু ভ্রমরা বুলে[২] ॥
গোবিন্দ দাসের জীবন হেন ।
পিরিতি বিষম মানহ কেন[৩] ॥

ঝুমর

যে কহিলাম সেই ভাল আর কব না ইত্যাদি।

১। দ্বিপ্রহর বেলায় আমার স্নানের সময় জানিয়া আমার বন্ধু তপ্ত পথে জল ঢালে। (বালুকা তাতিয়া আমার কোনও ক্লেশ না হয়)।

২। বেড়ায়।

৩। পদকর্ত্তা বলিতেছেন যে এই যে প্রেম, ইহা আমার জীবনের জীবন। ইহাকে বিষম বলিয়া মনে করিতেছ কেন?

আক্ষেপানুরাগ

কৃষ্ণঞ্চ মুরলীঞ্চৈব আত্মানঞ্চ সখীন্ প্রতি।
দূত্যাং ধাতরি কন্দর্পে তথা গুরুগণাদিষু॥ *

সাক্ষাৎ আক্ষেপানুরাগ।

সুহই—ছোট সমতাল।

দেখি গোরা নীলাচল নাথ।
নিজ পারিষদগণ সাথ॥
বিভোর হইলা গোপীভাবে।
কহে পঁহু করিয়া আক্ষেপে॥
আমি তোমায় না দেখিলে মরি।
উলটি না চাহ তুমি ফেরি॥
করিলা পিরিতিময় ফাঁদ।
হাতে দিলা আকাশের চাঁদ॥

---

* আক্ষেপ অনুরাগ নানাবিধ—যথা কৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ, বংশীর প্রতি আক্ষেপ, নিজপ্রতি আক্ষেপ, সখীগণের প্রতি, দূতীর প্রতি, বিধাতার প্রতি, কন্দর্পের প্রতি এবং গুরুজনের প্রতি আক্ষেপ।

এবে তোমায় দেখিতে সন্দেশ[১]।
কহে গোরা করিয়া আবেশ ॥
ছল ছল অরুণ নয়ান।
বিরস সে সরস বয়ান ॥
অপরূপ গৌরাঙ্গ বিলাস।
কহে কিছু নরহরি দাস ॥

বালাধানশী----মধ্যম একতালা।

কুঞ্জহি ভেটল নাগর শ্যাম।
ধনি অনুরাগিণী সহজই বাম ॥
গদ গদ কহে কথা নাগর পাশ।
তুহু কাহে মাধব ভেলি উদাস ॥
পহিলহি যত তুহু আরতি কেল।
সো অব দূরহি দূরে রহি গেল ॥
হাম তুয়া দরশন লাগি বিভোর।
তুহুঁ কাহে বচন না শুনসি মোর ॥
তুয়া লাগি কুল শীল তেজলুঁ হাম।
না জানি কি অবহুঁ আছয়ে পরিণাম ॥

১। তোমার দর্শন পাইতে হইলে এখন সংবাদ পাঠাইতে হয়।

জ্ঞানদাস কহে নহে চতুরাই।
ধনি অতি সরল কহয়ে পুন তাই॥

শ্রীরাগ—দ্বঠুকী।

বন্ধু হে সকলি আমার দোষ।
না জানিয়া যদি করেছি পিরিতি
কাহারে করিব রোষ॥
সুধার সমুদ্র সম্মুখে দেখিয়া
খাইনু আপন সুখে॥
কে জানে খাইলে গরল হইবে
পাইব এতেক দুখে॥
মো যদি জানিতাম অলপ ইঙ্গিতে
তবে কি এমন করি॥
জাতি কুল শীল মজিল সকলি
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি॥
অনেক আশার ভরসা মরুক
দেখিতে করিয়ে সাধ।
প্রথম পিরিতি তাহার নাহিক
ত্রিভাগ আধের আধ॥

যাহার লাগিয়া যে জন মরয়ে
সেহ যদি করে আনে।
চণ্ডীদাস কহে এমন পিরিতি
করয়ে সুজন সনে॥

ললিত ধানশী—ছোট দশকুশী

ওহে শ্যাম তুবড়ি সুজন জানি।
কি গুণে বাড়াইলা কি দোষে ছাড়াইলা
নবীন পিরিতি খানি॥
তোমার পিরিতি আদর আরতি
আর কি এমন হবে।
মোর মনে ছিল এ সুখ সম্পদ
জনম এমনি যাবে।
ভাল হইল কান দিলা সমাধান
বুঝিলাম অলপ কাজে॥
মুঞি অভাগিনী পাছু না গণিলাম
ভুবন ভরিল লাজে॥

তখন আমার ছিল শুভদিন
তখনে বাসিতে ভাল।
এখন এ সাধে না পাই দেখিতে
কাঁদিতে জনম গেল ॥
কহয়ে শেখর বন্ধুর পিরিতি
কহিতে পরাণ ফাটে।
শঙ্খ বণিকের করাত যেমন
আসিতে যাইতে কাটে ॥

বিহাগড়া মিশ্র ভাটিয়ারী—ডাঁশপাহিড়া।

কি মোহিনী জান বন্ধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন ॥
রাতি কৈলাম দিবস দিবস কৈলাম রাতি।
বুঝিতে নারিলুঁ বন্ধু তোমার পিরিতি ॥
ঘর কৈলাম বাহির বাহির কৈলাম ঘর।
পর কৈলাম আপন আপন কৈলাম পর ॥
যদি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া চাও ॥
বাশুলি আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়।
পরের লাগিয়া কি আপনা পর হয় ॥

শ্রীরাগ—বৃহৎ জপতাল।

সেকাল গেল বৈয়া বন্ধু সেকাল গেল বৈয়া।
আঁখি ঠারাঠারি মুচকি হাসি
কত না করিতে রৈয়া ॥
বেশের লাগিয়া দেশের ফুল
না রহিত কিছু বনে।
নাগরীর সনে নাগর হৈলা
আর বা চিনিবে কেনে॥
কুলে বেড়াইয়া নামটি লইয়া
ফিরিতা বাঁশী বাজাইয়া।
মুখের কথা শুনিতে কত না
লোক পাঠাইতে ধাইয়া ॥
হাতেতে করিয়া মাথায় কৈলাম
কলঙ্কের ডালা।
শেখর কহে পরের বেদন
নাহি জানে কালা ॥

মাথুর—তেওট।

যখন পিরিতি কৈলা আনি চাঁদ হাতে দিলা
আপনি করিতে মোর বেশ।
আঁখির আড় নাহি কর হিয়ার উপরে ধর
এবে তোমায় দেখিতে সন্দেশ॥
একে হাম পরাধিনী তাহে কুলকামিনী
ঘরে হৈতে আঙ্গিনা বিদেশ।
এত পরমাদে প্রাণ না যায় তবুও আন
আর কত কহিব বিশেষ॥
ননদী বিষের কাঁটা বিষমাখা দেয় খোঁটা
তাহে তুমি এত নিদারুণ॥
কবি চণ্ডীদাসে কয় কিবা তুমি কর ভয়
বন্ধু তোর নহে অকরুণ॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

গান্ধার—দশকুশী।

সুন্দরী কাহে করসি তুহুঁ খেদ।
তুয়া বিনে রাতি দিবস হাম না জানিয়ে
কোন কয়ল তুহুঁ ভেদ॥

তুয়া মুখচাঁদ হেরি মঝু মানস
অহনিশি তহি রহি গেল।
নয়ন কমল পর ভাঙু মদন ধনু
তাহে উমতি মতি ভেল॥
কোটী রমণী তুয়া পায়ে নিরমঞ্ছিয়ে
তুহুঁ মঝু জীবন রাই।
তোহারি নাম গুণ অবিরত জপি হাম
সদয় হৃদয় তুয়া চাই॥
এত কহি মাধব ছল ছল লোচন
হৃদয় উপরে ধনি রাখি।
চরণ পরশি কহে হাম তুয়া অনুগত
প্রেমদাস তহি সাখি॥

তুড়ি মিশ্র বালা ধানশী—শশিশেখর তাল।

দুখিনীর ব্যথিত বন্ধু শুন দুখের কথা।
কাহারে মরম কব কে জানিবে ব্যথা॥
কাঁদিতে না পাই পাপ ননদীর তাপে।
আঁখির লোর দেখি কহে কান্দে বন্ধুর ভাবে॥
বসনে মুছিয়া কায়া রাখি যদি গায়।
আন ছলে ধরি গুরুজনেরে দেখায়॥

কানু নাম লইতে না দেয় দারুণ শাশুড়ী।
কাল হার কাড়ি লয় কাল পাটের শাড়ি॥
দুখের উপরে বন্ধু অধিক আর দুখ।
দেখিতে না পাই বন্ধু তোমার চাঁদমুখ॥
দেখা দিয়া যাইতে বন্ধু কিবা ধন লাগে।
না যায় নিলাজ প্রাণ দাঁড়াই তোমার আগে॥
বলরাম দাস বলে হউক খেয়াতি।
জিতে পাসরিতে নারি তোমার পিরিতি॥

গৌরী—ডাঁশপাহিড়া।

সুন্দরি আমারে কহিছ কি।
তোমার পিরিতি ভাবিতে ভাবিতে
বিভোর হইয়াছি॥
থির নহে মন সদা উচাটন
সোয়াস্ত নাহিক পাই।
গগনে ভুবনে দশ দিক-গণে
তোমারে দেখিতে পাই॥
তোমার লাগিয়া বেড়াই ভ্রমিয়া
গিরি নদী বনে বনে।
খাইতে শুইতে আন নাহি চিতে
সদাই জাগয়ে মনে॥

শুন বিনোদিনী প্রেমের কাহিনী
পরাণ রইয়াছে বান্ধা।
একই পরাণ দেহ ভিন ভিন
জ্ঞান কহে গেল ধান্ধা ॥

শ্রীরাগ ললিত—ছুঠুকী।

তোমাতে আমাতে যেমত পীরিতি
ভাল সে জানহ তুমি।
লোক চরচাতে ভাস্থর ভায়ই[১]
এমতি থাকিব আমি ॥
আসিবা যাইবা দূরেতে থাকিবা
না চাবা আমার পানে।
বড়ই বিষম গুরু দুরুজন
দেখিলে মরিবে প্রাণে ॥
তুমি যদি বল পরাণ বন্ধু তবে
কুলে বা আমার কি।
ইঙ্গিত পাইলে সব সমাধিয়ে
কুলে তিলাঞ্জলি দি ॥

১। ভাস্থর ও ভ্রাতৃবধূর মধ্য যেরূপ মুখ দেখাদেখি নাই, সেইরূপ।

সে সুখ চাইতে এ দুখ বড়
কেহো কাহো নাহি দেখি।
গোপত পিরিত রাখিতে যুকতি
কহে রসময়ী দাসী ॥

সুহিনী—একতালা।

দোহে কহি দুহুঁ অনুরাগ।
দুহুঁ প্রেম দুহুঁ হৃদে জাগ ॥
দুহুঁ দুহাঁ করি পরিহার।
দুহুঁ আলিঙ্গই কত বার ॥
দুহুঁ বিম্বাধর দুহুঁ দংশ।
দুহুঁ গুণ দুহুঁ পরশংস ॥
দুহুঁ হেরি দোঁহার বয়ান।
দুহুঁজন সজল নয়ান ॥
দুহুঁ কহ মধুরিম ভাষ।
নিরখয়ে যদুনাথ দাস ॥

ধানশী—জপতাল।

নব অনুরাগিনী নব অনুরাগ।
মিলয়ে দুহুঁ জন গলে গলে লাগ ॥

তহি এক রঙ্গিনী পরম রসাল।
দুহুঁ গলে দেয়ল এক ফুল হার॥
টুটব ভয়ে দুহুঁ পড়ু একবন্ধ।
দৈবে ঘটায়ল প্রেম আনন্দ॥
সখিমুখ হেরইতে উলসিত ভেল।
দোহে মেলি সেই মালা সখীগলে দেল॥
বাহু পসারিয়া দুহুঁ দোহা ধরু।
দুহুঁ অধরামৃত দুহুঁ মুখ ভরু॥
দূরে গেও ময়ূর শিখণ্ড পীতবাস।
দুহুঁ গুণ গায়ত গোবিন্দ দাস॥

মুরলীর প্রতি আক্ষেপ।

শ্রীগৌরচন্দ্র।

সুহিনী—কাটা দশকুশী।

রামানন্দ স্বরূপের সনে।
বসি গোরা ভাবে মনে মনে॥
চমকি কহয়ে আলি আলি।
ক্ষণে ক্ষণে বাঁশীরে রহিয়া দেয় গালি॥

পুন কহে স্বরূপের পাশে।
বাঁশী মোর জাতি কুল নাশে॥
ধ্বনি কানে পশিয়া রহিল।
বধির সমান মোরে কৈল॥
নরহরি মনে মনে হাসে।
দেখি এই গৌরাঙ্গ-বিলাসে॥

গান্ধার--মধ্যম দশকুশী।

মুরলী মিনতি করিয়ে বারেবার।
শ্যামের বদনে রৈয়া, রাধা রাধা নাম লৈয়া
তুমি যেন না বাজিহ আর॥
খলের বদনে থাক, সদা রাধা বলে ডাক,
গুরু জন করে অপযশ।
খল হয় যেই জনা, সেকি ছাড়ে খলপনা,
তুমি কেন হও তার বশ॥
তোমার মধুর স্বরে রহিতে না পারি ঘরে,
নিঝরে ঝরে দুনয়ান।
পহিলে বাজিলে যবে, কুলশীল গেল তবে,
অবশেষে আছে মোর প্রাণ॥

যে বাজিলে সেই ভাল, ইথেই সকলি গেল,
তোরে আমি কহিনু নিশ্চয়।
এ উদ্ধব দাস ভণে, যে বংশীর গান শুনে,
সেজন তেজয়ে কুল ভয়[১] ॥

সুহিনী—মধ্যম একতালা।

শুন তোরে কি বলিব বাঁশী।
সতীকুল সকলি বিনাশি ॥
গোবিন্দ-অধর-সুধারস।
পিয়া পিয়া বাড়ালি সাহস ॥
জগৎ মোহসি মৃদুস্বরে।
রমসি শবদে যারে তারে ॥
অথবা কি তুমি অতি দোষী।
বাঁশীনী বাঁশের জাতে বাঁশী ॥
দারুতে গঢ়ল তব দেহ।
কেবল দারুময় সেহ ॥

১। সে কুল এবং ভয় ত্যাগ করে।

এ যদুনন্দন দাস ভণে।
কি করুণা সুকঠিন জনে॥

কড়খা ধানশী—আড়াকাওয়ালী।

ছিদ্র জালে পূর্ণা তুমি শুনহে মুরলী।
অতি লঘু সুকঠিনা হৃদয় তোহারি॥
নীরস তোহারি তনু গ্রন্থি তাহে হয়।
কৃষ্ণ করে থাক তুমি কেমন হৃদয়॥
কৃষ্ণের অধরে তুমি রহি অনুক্ষণ।
তাহাতে পাইলে তার নিবিড় চুম্বন॥
যদুনাথ দাসে বলে শুনহ মুরলী।
নারীপ্রাণ লওয়া হেন কোথায় পাইলি[১]॥ *

১। এই কলিটি অনেক পুথিতে নাই।

* এই পদটি বিদগ্ধ মাধবের একটি শ্লোকের ভাব অবলম্বনে রচিত :

সখি! মুরলি বিশালচ্ছিদ্রজালেনপূর্ণা।
লঘুরতিকঠিনা ত্বং গ্রন্থিলা নীরসাসি॥
তদপি ভজসি শশ্বচ্চুম্বনানন্দ-সান্দ্রম্।
হরিকর-পরিরম্ভং কেন পুণ্যোদয়েন॥

ধানশী—জপতাল।

শ্যামের মুরলী, হৃদয় খুবলি[১],
করিলি সকল নাশ।
আমার মিনতি না শুনি আরতি,
করহ বাজিতে আশ॥
শুন শুনরে ধরম-নাশা।
দেব আরাধিয়া ও মুখ বাঁধিব
ঘুচাব তোমার আশা॥ ধ্রু॥
আমরা অবলা সহজে অখলা
দেখিয়া তোহারি লোভ।
অলপে অলপে সকল খাইয়া
জীবনে করহ ক্ষোভ॥
এখনে আমরা সতর্ক হইনু,
তেজহ এসব আশ।
যাহার যেমন, না ছাড়ে করণ,
কহে মনোহর দাস॥

১। হৃদয় ক্ষত বিক্ষত করিলি।

মায়ুরমিশ্র ধানশী—গঞ্জল তাল।

গুরুজনার জ্বালায় প্রাণ করয়ে বিকলি।
দ্বিগুণ আগুন দেয় শ্যামের মুরলী॥
উভহাতে তোমায় মিনতি করি আমি।
মোর নাম লইয়া আর না বাজিও তুমি॥
তোর স্বরে গেল মোর জাতি কুল ধন।
কতনা সহিব পাপ লোকের গঞ্জন॥
তোরে কহি বাঁশীয়া নাশিয়া সতীকুল।
তোর স্বরে মুই অতি হইয়াছি ব্যাকুল॥
আমার মিনতি শত না বাজিহ আর।
জ্ঞানদাস কহে উহার ঐছে বেভার॥

সখীর নিকটে মুরলী-চরিত্র বর্ণন।

সুহইমিশ্র মায়ূর—বীর বিক্রম তাল।

সজনী লো সই,
খাণিক বৈসহ শ্যামের বাঁশীর কথা কই।
শ্যামের বাঁশীটি, দুপুরে ডাকাতি,
সরবস হরি লৈল॥

হিয়া দগদগি, পরাণ পোড়ানি,
কেন বা এমতি কৈল।
খাইতে শুইতে, আন নাহি চিতে
বধির করিল বাঁশী।
সব পরিহরি করিল বাউরী
মানয়ে যেমন দাসী॥
কুলের করম ধৈরজ ধরম
সরম মরম ফাঁশী।
চণ্ডীদাস কহে, এই সে কারণে,
শ্যাম-সরবস বাঁশী॥

সিন্ধুড়া—মধ্যম দশকুশী।

কালা গরলের জ্বালা, আর তাহে অবলা
তাহে মুই কুলের বৌহারী।
অন্তরে মরম ব্যথা, কাহারে কহিব কথা,
গোপতে গুমরি মরি মরি॥
সখি হে বংশী দংশিল মোর কাণে।
ডাকিয়া চেতন হরে পরাণ না রহে ধড়ে
তন্ত্র মন্ত্র কিছুই না মানে॥

কালার লাগিয়া হাম হব বনবাসী।
কালা নিল জাতি কুল প্রাণ নিল বাঁশী॥
তরল বাঁশের বাঁশী নামে বেড়াজাল।
সবার সুলভ বাঁশী রাধার হ'ল কাল॥
অন্তরে অসার বাঁশী বাহিরে সরল।
পিবয়ে অধর-সুধা উগারে গরল॥
যে ঝাড়ের তরল বাঁশী ঝাড়ের লাগি পাও।
ডালে মূলে উপাড়িয়ে সাগরে ভাসাও॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে বাঁশী কি করিবে।
সকলের মূল কালা তারে না পারিবে॥

মায়ূর—দশকুশী।

আর না রহিতে দিলি ঘরে।
ঘরে পরে নগরে জানাইলি সবাকারে
কলঙ্কিনী করিলি আমারে॥
লম্পট শঠের গুরু কপট-কলপতরু
নারী-বধে ভয় নাহি যার।
তার দূত হয়ে আসি নারীর শ্রবণে পশি
পরাণ সহিত টান তার॥

বেণুস্বরে প্রাণ হরে ধর্ম্মভয় নাহি করে
দুরন্ত খলের এই রীত।
যে হয় সুজন জন, হিংসাতে না করে মন
প্রত্যক্ষে পরোক্ষে করে হিত॥
পুরুবে হরের ধনু তেয়াগিয়া নিজ তনু
সীতা দেবীর পুরাইল মানসা।
শ্রীরাম ধরিয়া করে বৈরি বিনাশ করে
সুবংশের গুণের প্রশংসা॥
নন্দের নন্দন কানু বনে বনে রাখে ধেনু
তার তুমি সোহাগের মুরলী।
কুবংশে জনমিয়া কুবুদ্ধি কুমতি পাইয়া
কুলবতীর কুল বিনাশিলি॥
কুটিলে কুটিল পাইলে পিরিতি বড়ই মিলে
অবলা সরলা হানি হয়।
নাহি তোমার রস-লেশ সদাই কর পরের দ্বেষ
তাতে তোমার অসার হৃদয়॥
এক ছিদ্র হয় যার করে তারে ছিছি কার
কত লোকে কত দোষ দেয়।
বহু ছিদ্রবান যেই পরম পবিত্র সেই
পরের কলঙ্ক সদা গায়॥

ঝাড়ের লাগাল পাইলে উপাড়ি ফেলাই জলে
কিছুমাত্র নাহি রাখি চিন।
বংশী বদনে কয় এ কথা অন্যথা নয়
বাঁশী মোরে কৈল উদাসীন ॥

জয়জয়ন্তী মল্লার—মধ্যম দশকুশী।

মুরলীর স্বরে কে রহিবেক ঘরে
গোকুল যুবতীগণে।
আকুল হইয়া বাহির হইবে
চাবে কুলের পানে ॥
কি রঙ্গলীলা মিলায় শিলা
শুনতে সে ধ্বনি কাণে।
যমুনা পবন স্থগিত গগন
ভুবন মোহিত গানে ॥
আনন্দ উদয় শুধু সুধাময়
ভেদিয়া অন্তরে টানে।
মরমের জালা জীয়ে কি অবলা
হানয়ে মদন বাণে ॥
কুলবতী কুল করে নিরমূল
নিষেধ নাহিক মানে।

চণ্ডীদাস ভণে রাখিও মরমে
কি মোহিনী কালা জানে ॥

সুহই মিশ্র মায়ুর—তেওট

বিষম বাঁশীর কথা কহনে না যায়।
ডাক দিয়া কুলবতী বাহির করায় ॥
কেশে ধরি লইয়া যায় শ্যামের নিকটে।
পিয়াসে হরিণী যেন পড়য়ে সঙ্কটে ॥
সতী ভুলে নিজপতি মুনি ভুলে মন।
শুনি পুলকিত হয় তরুলতাগণ ॥
কি হবে অবলা জাতি সহজে সরলা।
কহে চণ্ডীদাস সব নাটের গুরু কালা ॥

মিশ্র ধানশী—ছোট দশকুশী।

কি কহব রে সখি ইহ দুঃখ-ওর।
বাঁশী-নিশাসে গরলে তনু ভোর ॥
হঠসঞে পৈঠয়ে শ্রবণক মাঝ।
তৈখনে বিগলিত তনু মন লাজ ॥
বিপুল পুলকে পরিপূরয়ে দেহ।
নয়ানে না হেরি হেরয়ে জনি কেহ ॥

গুরুজন সমুখই ভাব তরঙ্গ।
যতনহি বসনে ঝাঁপি সব অঙ্গ ॥
লহু লহু চরণে চলিয়ে গৃহমাঝ।
দৈবে সে বিধি আজু রাখল লাজ ॥
তনুমন বিবশ খসয়ে নিবিবন্ধ।
কি কহব বিদ্যাপতি রহু ধন্দ ॥

ধানশী—জপতাল।

ধনি অনুরাগিনী রহিতে না পারে।
তুরিতে উঠিলা ধনি শ্যাম অভিসারে ॥
সখি সাথে চলে পথে বিনোদিনী রাধা।
কানু অনুরাগে ধনি না মানয়ে বাধা ॥
হংস-গমনী ধনি আইলা কুঞ্জবনে।
হরষিত হৈয়া রাই মিলল শ্যাম সনে ॥
আগুসরি যাই শ্যাম রাই কর ধরি।
আহা মরি কত দুখ পেয়েছ কিশোরী ॥
করে ধরি রাই লইয়া বসাইলা বামে।
পীত বাসে মোছয়ে রাই মুখ ঘামে ॥
শ্যাম বামে বৈঠল রসের মঞ্জরী।
জ্ঞানদাসেতে মাগে চরণ-মাধুরী ॥

নিজ প্রতি আক্ষেপ।

শ্রীগৌরচন্দ্র।

তুড়ি—বড় রূপক তাল।

গৌরাঙ্গ চান্দের ভাব কহনে না যায়।
বিরলে বসিয়া পহুঁ করে হায় হায়॥
প্রিয় পারিষদগণ পুছয়ে তাহারে।
কহে মুঞি ঝাঁপ দিব যমুনার নীরে॥
করিনু দারুণ প্রেম আপনা আপনি।
দুকুলে কলঙ্ক হইল না যায় পরাণী॥
এত কহি গোরাচাঁদ ছাড়য়ে নিশ্বাস।
মরম বুঝিয়া কহে নরহরি দাস॥

সুহিনী—ছোট একতালা।

ধিক রহু নারীর যৌবনে।
পিরিতি করয়ে শঠ সনে॥
যার লাগি প্রাণ সদা ঝুরে।
ফিরিয়া না চাহে সেই মোরে॥
কি করিব তারে দোষ দিয়া।
না দেখিয়া ললাট চিরিয়া॥

আপনা আপনি বাঢ়াইলুঁ।
দুই কুলে কলঙ্ক রাখিলুঁ॥
না করিলুঁ সুপুরুখ সঙ্গ॥
সকল করিলুঁ হাম ভঙ্গ॥
ছিয়ে ছিয়ে পাপ পরাণ।
অবহু নাহিক বাহিরান॥
এ পাপ পিরিতি নাহি আশ।
শুনি কহে নরহরি দাস॥

বালা ধানশী—একতালা।

ধিক রহু জীবনে যে পরাধীনে জীয়ে।
তাহার অধিক ধিক পরবশ হয়ে॥
এ পাপ কপালে বিধি এমতি লিখিল।
সুধার সাগর মোরে গরল হইল॥
অমিয়া ভাবিয়া যদি ডুব দিলাম তায়।
গরল ভরিয়া কেনে উঠিল হিয়ায়॥
শীতল বলিয়া যদি পাষাণ কৈলাম কোলে।
এ দেহ অনল তাপে পাষাণ সে গলে॥
ছায়া দেখি যাই যদি তরুলতার বনে।
জ্বলিয়া উঠয়ে তরু লতাপাতা সনে॥

যমুনার জলে যদি দিয়ে হাম ঝাঁপ।
পরাণ জুড়াবে কি অধিক উঠে তাপ॥
হায় আমার এ ছার পরাণ যাবে কিসে।
নিচয়ে ভখিমু মুঞি পাইলে গরল বিষে॥
চণ্ডীদাস কহে দৈবগতি নহি জান।
দারুণ পিরিতি সেই বধয়ে পরাণ॥

ধানশী—জপতাল।

যত নিবারিয়ে তায় নিবার না যায় রে
আন পথে যাইতে সে কানু-পথে ধায় রে॥
এ ছার রসনা মোরে হইল কি বাম রে।
যার নাম নাহি লই লয় তার নাম রে॥
এ ছার নাসিকা মুঞি যত করি বন্ধ।
তবুত দারুণ নাসা পায় শ্যাম-গন্ধ॥
সে না কথা না শুনিব করি অনুমান।
পরসঙ্গ শুনিতে আপনি যায় কাণ॥
ধিক রহু এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব।
সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব॥
কহে চণ্ডীদাস রাই ভাল ভাবে আছ।
মনের মরম কথা কারে জানি পুছ॥

শ্রীরাগ—মধ্যম দুঠুকী।

রাজার ঝিয়ারী কুলের বৌহারী
স্বামী সোহাগিনী নারী।
পিরিতি লাগিয়া এ তনু খোয়াইলুঁ
হইলুঁ কুল-খাঁখারী॥
সই কি ছার পরাণ কাজে॥
স্বপনে সে জন নাহি দরশন
জগৎ ভরিল লাজে॥
ধরম করম সব তেয়াগিনু
যাহার পিরিতি সাধে।
জাতি কুলশীল সকলি মজিল
সে জনার পরিবাদে॥
ভাবিতে চিন্তিতে হিয়া জরজর
না রুচে আহার পানি।
কহে বলরাম এ তিন আখর
কেবল দুখের খনি॥

ধানশী—বিষম দশকুশী।

কোন বিধি সিরজিল কুলবতী নারী।
সদা পরাধিনী ঘরে রহে একেশ্বরী॥

ধিক রহু হেন জন হৈয়া প্রেম করে।
বৃথা সে জীবন রাখে তখনি না মরে॥
বড় ডাকে কথাটি কহিতে যে না পারে।
পর পুরুষেতে রতি ঘটে কেনে তারে॥
এ ছার জীবনে মুঞি ঘুচাইব আশ।
চণ্ডীদাস কহে কেন ভাবহ উদাস॥

সুহই মিশ্র মায়ুর—তেওট।

আন্ধার ঘরের কোণে থাকি একেশ্বরী।
কোন বিধি সিরজিল ছার কুলনারী॥
কথার দোসর নাই যারে কহোঁ দুখ[১]।
দেখিতে না পাও চাঁদ সুরুযের মুখ॥
কহ সখি কি হবে উপায়।
না জানি কি গুণ কৈলে বিদগধ রায়॥ধ্রু॥
ঘরের আঙ্গিনা দেখিবারে লাগে সাধ।
তবু ত না গুণে মনে এত পরমাদ॥
ওরূপ দেখিয়া কৈলুঁ মরণ সমাধি[২]।
রাতি দিনে কাঁদে প্রাণ বিষম বেয়াধি॥

১। কথা বলিবার এমন লোক নাই, যাহাকে মনের দুখ বলিতে পারি।

২। সমাধা—সমাধান ; মৃত্যু ঘটাইলাম।

আন কথা কহোঁ যদি গুরুর সমুখে।
ভরমে তখনি মোর শ্যাম আইসে মুখে॥
ভাবিতে বিভোর তনু গদ-গদ বাণী।
ধরিতে ধরণে না যায় দুটি আঁখির পানি[১]॥*
সে রূপে মজিল চিত পাসরিল নয়।
বলরাম দাস বলে না জানি কি হয়॥

ললিত—মধ্যম দশকুশী।

অনুক্ষণ কোণে থাকি বসনে আপনা ঢাকি
দুয়ারের বাহির পরবাস[২]।
আপনি বলিয়া বলে হেন নাহি ক্ষিতিতলে
হেন ছারের হেন অভিলাষ॥

১। দুই চক্ষুর জল ধারণ অর্থাৎ নিবারণ করিতে পারি না।
* কোনও কোনও পুথিতে নিম্নলিখিত অতিরিক্ত কলিটি আছে:—
ও চান্দ মুখের হাসি আধ আধ বোলে।
হিয়ার ভিতর প্রাণ নিরবধি দোলে॥
২। প্রবাস, বিদেশ।

সখি হে তুয়া পায়ে কি বলিব আর।
সে হেন দুলহ[১] জনে অবিরত যার মনে
নিশ্চয় মরণ প্রতিকার ॥ধ্রু॥
যত যত মনে করি নিশ্চয় করিতে নারি
রাতি দিবস নাহি যায়।
ঘরে যত গুরুজন সব মোর রিপুগণ
কি করিব কি হবে উপায় ॥
মরমে মরিয়া থাকি কাহুকে বলিতে নারি
শুন শুন পরাণের সই।
বলরাম দাসে ভণে শ্যাম জাগে রাত্রি দিনে
দুখের কথা কার কাছে কই ॥

সখীর প্রতি আক্ষেপ

শ্রীগৌরচন্দ্র।

সুহই—কাটা দশকুশী।

আরে মোর গৌর কিশোর।
পুরব প্রেমরসে ভোর ॥
স্বরূপ দামোদর রাম রায়।
করে ধরি করে হায় হায় ॥

১। দুর্লভ।

কহে মৃদু গদ গদ ভাষ।
ঘন বহে দীঘ নিশাস॥
মরম না বুঝে কেহ মোর।
কহে পহুঁ হৈয়া বিভোর॥
কেনে বা এ প্রেম বাঢ়াইলুঁ।
জীয়ন্তে পরাণ খোয়াইলুঁ॥
নিঝরে ঝরয়ে দুনয়ান।
নরহরি মলিন বয়ান॥

বালাধানশী—মধ্যম একতালা।

কাহারে কহিব দুখ কে বুঝে অন্তর।
যাহারে মরমি কহি সে বাসয়ে পর॥
আপনা বলিতে বুঝি নাহিক সংসারে।
এতদিনে বুঝিলুঁ সে ভাবিয়া অন্তরে॥
মনের মরম কহি জুড়াবার তরে।
দ্বিগুণ আগুন সেই জ্বালি দেয় মোরে॥
এতদিনে বুঝিলাম মনেতে ভাবিয়া।
এতিন ভুবনে নাহি আপনা বলিয়া॥
এদেশে না রব একা যাব দূরদেশে।
সেই সে যুকতি কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

বেহাগ মিশ্র শ্রীরাগ—ছুটাতাল।

কি করিব কোথা যাব কি হবে উপায়।
যারে না দেখিলে মরি তারে না দেখায়॥
যার লাগি সদা প্রাণ আনচান করে।
মোরে উপদেশ করে পাশরিতে তারে॥
এতদিন ধরি মুঞি হেন নাহি জানি।
যে মোর দুখের দুখি তার হেন বাণী॥
আন ছলে রহি কত করে কানাকানি।
প্রেমদাস বলে তুমি বড় অভিমানী॥

সুহই—ছোট দশকুশী।

তোমরা মোরে ডাকিয়া সুধাও না
প্রাণ আনচান বাসি।
কেবা নাহি করে প্রেম
আমি হইলাম দোষী॥ ধ্রু॥
গোকুল নগরে কেবা কি না করে
তাহে কি নিষেধ বাধা।
সতী কুলবতী সে সব যুবতী
কানু-কলঙ্কিনী রাধা।

বাহির হইলে লোক চরচায়
বিষ মিশাইল ঘরে।
পিরিতি করিয়া জগতের বৈরি
আপনা বলিব কারে॥
তোমরা পরাণের ব্যথিত আছিলা
জীবনে মরণে সঙ্গ।
অনেক দোষের দোষিণী হইলে
কে ছাড়ে আপন অঙ্গ[১] ॥
নন্দের নন্দন গোকুল কানাই
সবাই আপনা বলে।
মো পুনি ইছিয়া[২] নিছিয়া[৩] লইলুঁ
অনাদি জনম ফলে[৪] ॥
রাধা বলি আর ডাকি না সুধাও
এখনি এখানে মৈলে।
চণ্ডীদাস কহে সকলি পাইবা
বঁধুয়া আপনা হৈলে॥

১। নিজের শরীরের কোনও অংশ যদি বহুদোষও করে, তবে তাহাকে ত ত্যাগ করা যায় না।

২। সাধ করিয়া।

৩। কলঙ্ক বরণ করিয়া লইলাম।

৪। আদি রহিত জন্ম জন্মান্তরের ফলে।

বরাড়ী—ছোট দশকুশী।

দেখিলে কলঙ্কিনীর মুখ কলঙ্ক হইবে।
এজনার মুখ আর দেখিতে না হবে॥
ফিরি ঘরে যাও নিজ ধরম লইয়া।
এ দেশে না রব মুঞি যাব বাঢ়াইয়া[১]॥
কালা মাণিকের মালা গাঁথি নিব গলে।
কানু-গুণ-যশ কাণে পরিব কুণ্ডলে॥
কানু-অনুরাগ-রাঙ্গা বসন পরিয়া।
দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া॥
চণ্ডীদাস কহে কেনে হৈলে উদাস।
মরণের সাথী যেই সে কি ছাড়ে পাশ॥

তুড়ী—জপতাল।

আর কত বল সই আর কত বল।
নিভান অনল আর পুন কেন জ্বাল॥
যে অনলে পুড়ে হিয়া সে অনলে সেকি।
কস্তুরী লেপিয়া অঙ্গে শ্যাম নাম লেখি॥
শ্যাম-পরসঙ্গ বিনে যদি প্রাণ রয়।
তমু ত দারুণ লোকে এত কথা কয়॥

১। বাঢ়াইয়া বাড়াইয়া, বারাইয়া—বাহির হইয়া।

জ্ঞান কহে বিনোদিনী নিবারহ চিতে।
কালায় মাতল মন কি করে কথাতে ॥

বিধাতার প্রতি আক্ষেপ।

শ্রীগৌরচন্দ্র।

সুহই—বড় দশকুশী।

কনক চম্পক গোরাচান্দে।
ভূমেতে পড়িয়া কেনে কান্দে ॥
ক্ষেণে উঠে কহে হরি হরি।
কে করিলে আমারে বাউরি [১] ॥
আ'জানুলম্বিত বাহু তুলি।
বিধিরে পাড়য়ে সদা গালি।
কহে ধিক বিধির বিধানে।
এমত জোটনা[২] করে কেনে ॥
কোন ভাবে কহে গোরা রায়।
নরহরি সুধিয়া বেড়ায়[৩] ॥

১। পাগলিনী; শ্রীরাধা ভাবে ভাবিত হইয়া বলিতেছেন, এই জন্য স্ত্রীপ্রত্যয়।

২। সংঘটন, যোগাযোগ।

৩। গৌরচন্দ্রের দশা দেখিয়া আকুল হইয়া পদকর্ত্তা সকলকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

বেহাগ—তেওট।

ধাতা কাতা[১] বিধাতার বিধানে দিয়াছি ছাই।
জনম হইতে একা কৈলে দোসর দিলে নাই[২] ॥
না দিলে রসিক মূঢ় মুরুখের সনে[৩] ।
এমতি আছিলা তোর এ পাপ বিধানে ॥
যার লাগি প্রাণ কান্দে তার নাহি দেখা।
এ পাপ করমে মোর এমতি লেখা যোখা ॥
ঘর-দুয়ারে আগুন দিয়া যাব দূর দেশে।
আরতি পূরিবে কবে কহে চণ্ডীদাসে[৪] ॥

বালা ধানশী—জপতাল।

বিধির বিধানে হাম আনল ভেজাই[৫] ।
যদি সে পরাণ বন্ধু তার লাগি পাই ॥

১। অবজ্ঞা করিয়া বিধাতার উল্লেখ করিতেছেন। বাঙ্গালার প্রাচীন কথা-সাহিত্যে ধাতা কাতা প্রভৃতি গ্রাম্য দেবতার উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

২। জন্ম হইতে আমি একাকিনী, মনের মত সঙ্গী পাইলাম না।

৩। আমাকে রসিক পুরুষের হাতে না দিয়া, এক মূর্খ অরসজ্ঞ লোকের হাতে দিলেন। 'মুরুখের' স্থলে 'পুরুষের' পাঠও দৃষ্ট হয়।

৪। 'কহে কবি চণ্ডীদাসে'—পাঠান্তর।

৫। আগুন লাগাই। 'প্রেরণ করা', অর্থ হিন্দীতে আছে।

গুরু দুরুজন যত বন্ধুর দ্বেষ করে।
সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যামুনি[১] তার বুকে পড়ে॥
আপন দোষ না দেখিয়া পরের দোষ গায়।
কাল সাপিনী যেন তার বুকে খায়॥
আমার বন্ধুকে যে করিতে চাহে পর।
দিবস দুপুরে যেন পুড়ে তার ঘর॥
এতেক যুবতি আছে গোকুল নগরে।
কে না বন্ধুরে দেখি বুক ফাটি মরে॥
বাশুলি আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে।
তোমার বন্ধু তোমার আছে গাল পাড়িছ কেনে॥

শ্রীরাগ—জপতাল।

আপনা আপনি দিবস রজনী
ভাবিয়ে কতেক দুখ।
যদি পাখা পাই পাখী হইয়া যাই
না দেখাই পাপ মুখ॥

তাহা হইতে এই অর্থ আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। দঃজা 'ভেজান' অর্থে বন্ধ করা; তাহার সহিত এই 'ভেজাই'এর সম্বন্ধ নাই।

১। সন্ধ্যাকালে অন্ধকারে পৃথিবী আচ্ছন্ন হয়। এই কারণে শিশুগণকে ভয় দেখাইবার জন্য সম্ভবতঃ সন্ধ্যামুনির কল্পনা।

সই বিধি দিল মোরে শোকে।
পিরিতি করিয়া আশ না মিটিল
কলঙ্ক ঘুষিল লোকে॥
হাম অভাগিনী তাহে একাকিনী
নহিল দোসর জনা।
অভাগিয়া লোকে যত বলে মোকে
তাহা যে না যায় শোনা॥
বিধি যদি শুনিত মরণ হইত
ঘুচিত সকল দুখ।
চণ্ডীদাসে কয় এমতি হইলে
পিরিতি কিসের সুখ॥

কন্দর্পের প্রতি আক্ষেপ

শ্রীগৌরচন্দ্র।

তুড়ী—বড় রূপক।

গৌর সুন্দর মোর।
কি লাগি একলে বসিয়া বিরলে
গলয়ে নয়ন লোর॥ ধ্রু॥

হরি অনুরাগে আকুল অন্তর
গদ গদ মৃদু কহে।
সকল অকাজ করে মনসিজ
এত কি পরাণে সহে ॥
অবলা শরীর করে জর জর
মনের মাঝারে পশি।
কহিতে ঐছন পুরুব বচন
অবনত মুখ শশী ॥
প্রলাপের পারা কিবা কহে গোরা
মরম কেহ না জানে।
পুরব চরিত সদা বিভাবিত
দাস নরহরি ভণে ॥

ধানশী—বড় দশকুশী।

পঞ্চবাণ-ধারী পর মন্দকারী
তোরে আর বলিব কি।
তোর আকর্ষণে পিরিতির ফাঁদে
আমি যে ঠেকিয়াছি ॥

এত দিনে তোর মরম বুঝিনু
অনঙ্গ তোহারি নাম।
অঙ্গ বা থাকিলে আর কি হইত
কি জানি কি গুণগাম॥
মনের মাঝারে পশিয়া নারীর
সরম করিলা দূর।
তার প্রতিফল ফলিবে তোমার
কহিলুঁ বচন গূঢ়॥
কালার পিরিতি লাগি তোর শরে
কাতর হৈয়াছি আমি।
কহয়ে উদ্ধব যেজন অন্তরে
তারে কি ছাড়িবে তুমি॥

তিরোথা—জপতাল।

কতিহুঁ মদন তনু দহসি আমারি,
হাম নহ শঙ্কর হঙ বরনারী[১]॥

১। শিব এক সময়ে মদনকে ভস্ম করিয়াছিলেন, সুতরাং শিবের প্রতি তাহার রোষ থাকিতে পারে। শ্রীমতী বলিতেছেন—হে মদন, তুমি কি শিবভ্রমে আমার দেহ দগ্ধ করিতেছ? আমি শিব নহি; ভাল করিয়া দেখ, আমি একজন রমণী।

নাহি জটা বেণী বিভঙ্গ[১]।
মালতি-মাল শিরে নহ গঙ্গ[২] ॥
মোতিম-বন্ধ মৌলি নহ ইন্দু[৩]।
ভালে নয়ন নহ সিন্দূর বিন্দু ॥
কণ্ঠে গরল নহ মৃগমদ সার[৪]।
নহ ফণিরাজ উরে মণি হার ॥
নীল পটাম্বর নহ বাঘছাল।
কেলি-কমল ইহ না হয়ে কপাল[৫] ॥
বিদ্যাপতি কহ এ হেন সুছন্দ।
অঙ্গে ভস্ম নহ মলয়জ-পঙ্ক ॥

১। তুমি হয়ত আমার বেণী দেখিয়া শিবের জটা মনে করিতেছ, কিন্তু ইহা জটা নহে।

২। আমার কৃষ্ণকেশে মালতীর মালা দেখিয়া তুমি শিবের মাথার গঙ্গা মনে করিতেছ ? কিন্তু ইহা গঙ্গা নহে।

৩। আমার ললাটে মোতীর গুচ্ছ দেখিয়া চন্দ্র-শেখরের ললাটের চন্দ্র মনে করিতেছ ? কিন্তু ইহা চন্দ্র নহে।

৪। আমার কণ্ঠের মৃগমদবিন্দু-পাঁতি দেখিয়া মনে করিতেছ নীলকণ্ঠের গরল-চিহ্ন ? কিন্তু ইহা গরল নহে।

৫। আমার এই হস্তে কেলি-কমল দেখিয়া ভাবিতেছ শিবের নর-কপাল ? কিন্তু ইহা নর-কপাল নহে।

সিন্ধুড়া—মধ্যম দশকুশী।

আরে মনমথ নাহি তুয়া ধরম বিচার।
কো করু দোখ রোখ করু কা সঞে
বড় তুহুঁ মুরুখ গোঙার॥
শুনইতে রূপ কলা গুণ মাধুরি
তেঞি দিঠি হেরল কান।
সোই যোধ-পতি তাহে নাহি পারলি
হৃদয়ে হানলি পাঁচ বাণ॥
কিয়ে গুণে রতি তোহে পতি করি মানল
নাম কে রাখল কাম।
নাশসি কাম কুলটা-পদ দেওসি
অব তোহে চিনলুঁ হাম॥
দেবী-পতি শিব জীব তুয়া রাখল
ছিয়ে ছিয়ে এবড়ি দূখে।
তা সঞে বাদ সাধি যৈছে ধাওলি
তৈছে অনল দিল মূখে॥
অব হাম শম্ভু আরাধব তুয়া লাগি
পুন তোহে করব বিনাশ।
বিরহিণিগণ যেন কিয়ে ঘর কিয়ে বন
যাঁহা তাহা সুখে করু বাস॥

ধরণিক বাণি মান তুহুঁ সুন্দরি
শম্ভু আরাধবি কায়।
মনমথ কোটি মথন করু যো জন
সো তুয়া চরণ ধেয়ায় ॥

সখীর প্রতি উক্তি।

ধানশী—দশকুশী।

সই জীব না এমন বাসি।
পিরিতি আঠা ননদী কাঁটা
পড়সি হইল ফাঁসি[১] ॥
কুলের বৈরি হইল মুরলী
সকলি করিল নাশে।
মদন কিরাতি মধুর যুবতি
ধরিতে আইল দেশে ॥

১। ব্যাধ যেমন পাখী ধরে, মদন তেমনি বৃন্দাবনে যুবতী রূপ পাখী ধরিতেছে। ব্যাধের আঠা, কাঁটা, ফাঁসী যেমন, মদনেরও তেমনি সকলই আছে।

বৃন্দাবন মাঝে বেড়ায় সাজে
ধরিতে যুবতি জনা।
যমুনার কূলে গাছের তলে
বসিয়া করিলে থানা॥
গাছের ডালে বসিয়া ভালে
তাক করে একদিঠে।
জড়ান আঠা না যায় কাটা
লাগিল পাখীর পিঠে॥
পড়িয়া ভূমিতে ধড়ফড়ইতে
কিরাতে ধরিল পাখে।
পাখে পাখা দিয়া বাঁধিল আঁটিয়া
ঝলিতে ভরিয়া রাখে॥
চণ্ডীদাসে কয় মহাজন হয়
কিনিয়া লয় যে পাখী।
ছাড়িয়া দেয় পাখা যে ধোয়ায়
তবে সে এড়ান দেখি[১]॥

১। ব্যাধ পাখায় পাখা দিয়া বাঁধিয়াছে, পাখীর আর উড়িবার শক্তি নাই। আঠা দিয়া পাখী ধরায় ডানা মেলিবারও যো নাই। যদি কেহ সেই পাখী কিনিয়া, তাহার পক্ষ প্রক্ষালিত করিয়া ছাড়িয়া দেয়, তবেই মুক্তি।

গুরুজনের প্রতি আক্ষেপ

শ্রীগৌরচন্দ্র।

সুহই—বড় দশকুশী।

গোরাচাঁদ দেখিয়া কি হৈলুঁ।
গোপত পিরিতি ফাঁদে মুঞি ত ঠেকিলুঁ ॥
ঘরে গুরুজন-জ্বালা সহিতে না পারি।
অবলা করিল বিহি তাহে কুলনারী ॥
গোরারূপ মনে হইলে হইয়ে পাগলী।
দেখিয়া শাশুড়ী মোর সদা পাড়ে গালি ॥
রহিতে নারিনু ঘরে কি করি উপায়।
যদু কহে ছাড়িতে না ছাড়ে গোরা রায় ॥

মালসী—তেওট।

তাহারে বুঝাই সই পাই তার লাগি।
ননদী-বচনে যেন বুকে উঠে আগি ॥
কাহারে না কহি কথা রহি দুখে ভাসি।
ননদি-দ্বিগুণ বাদী এ পোড়া পড়সি ॥
কাহারে কহিব.দুখ যাব আমি কোথা।
কার সনে কব আর কালা কানুর কথা ॥

যত দূরে যায় মন তত দূরে যাব।
পিরিতি পরাণ-ভাগি যথা গেলে পাব॥
তাহারে কহিব দুখ বিনয় করিয়া।
চণ্ডীদাস কহে তবে জুড়াইবে হিয়া॥

শ্রীরাগ—বৃহৎ জপতাল।

পরের রমণী ঘুচিবে কথনি
এমতি করিবে ধাতা।
গোকুল নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
না শুনি পিরিতি কথা॥
সই যে বল সে বল মোরে।
শপতি করিয়া বলি দঢ়াইয়া
না রব এ পাপ ঘরে॥
গুরুর গঞ্জন মেঘের গর্জ্জন
কত না সহিবে প্রাণে।
ঘর তেয়াগিয়া যাইব চলিয়া
রহিব গহন বনে॥

বনেতে থাকিব শুনিতে না পাব
এ পাপ জনার কথা।
গঞ্জনা ঘুচিবে হিয়া জুড়াইবে
ঘুচিবে মনের ব্যথা ॥
চণ্ডীদাস কয় সতন্তরি[১] হয়
তবে সে এমন বটে।
যে সব কহিলে করিতে পারিলে
তবে সে এ পাপ টুটে ॥

গুর্জ্জরী—মঠক তাল।

এ ছার দেশে বসতি হইল নাহিক দোসর জনা।
মরমের মরমী নৈলে না জানে বেদনা ॥
চিত উচাটন সদা কত উঠে মনে।
ননদিনী বচনে পাঁজরে বিন্ধে ঘুণে ॥
জ্বালার উপরে জ্বালা সহিতে না পারি।
বন্ধু হইল বিমুখ ননদী হইল বৈরি ॥
গুরুজন কুবচন সদা শেলের ঘায়।
কলঙ্কে ভরিল দেশ কি করি উপায় ॥

১। স্বতন্ত্রা—যে পরতন্ত্রা বা পরাধীনা নহে অর্থাৎ স্বাধীনা।
পরতন্ত্রঃ পরাধীনঃ পরবান্ নাথবানপি।

বাশুলি আদেশে কবি চণ্ডীদাসের গীত।
(রাধে) আপনা আপনি চিত করহ সম্বিত ॥

পঠমঞ্জরী—জপতাল।

নিশ্বাস ছাড়িতে না দেয় ঘরের গৃহিণী।
বাহিরে বাতাসে ফাঁদ পাতে ননদিনী ॥
বিনি ছলে ছলে সে সদাই ধরে চুলি[১]।
হেন মনে করে জলে প্রবেশিয়া মরি ॥
সতী-সাধে দাঁড়াই যদি সখীগণ সঙ্গে।
পুলকে পুরয়ে তনু শ্যাম-পরসঙ্গে ॥
পুলক ঢাকিতে করি নানা পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার ॥
পোড়া লোক নাহি জানে পিরিতি বলে কারে।
তুমি যদি বল সমাধান দিয়ে ঘরে[২] ॥

১। বিনা কারণে ছল খুঁজিয়া আমার চুল ধরিয়া লাঞ্ছনা করে অর্থাৎ আমার কোনও দোষ নাই, মিথ্যা অপবাদ দিয়া আমার প্রতি অত্যাচার করে।

সদাই ধরে চুরি—পাঠান্তর।

অর্থ—সর্ব্বদা মনে করে আমি গোপনে প্রেম করিতেছি।

২। সখীকে বলিতেছেন, তুমি যদি বল তবে ছার গৃহ শেষ করিয়া দি। অর্থাৎ জন্মের মত গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাই।

চণ্ডীদাস বলে শুন আমার যুকতি।
অধিক যাতনা যার অধিক পিরিতি[১] ॥

বালা ধানশী—একতালা।

গুরুজন বচনে পাঁজর ধসি গেল।
পাড়া পড়সির জ্বালায় প্রাণ সারা হইল ॥
কতনা সহিব আর সহিতে না পারি।
কহিতে কহিতে দুখ কহিতেও নারি ॥
এদেশ ছাড়িয়া যাব রহিব কাননে।
এ পাপ লোকের মুখ না দেখি যেখানে ॥
চণ্ডীদাস কহে ওলো শুন বিনোদিনী।
তবু ত বলিবে লোকে কানু-কলঙ্কিনী ॥

পুনশ্চ

শ্রীগৌরচন্দ্র।

মায়ূর মিশ্রিত ধানশী—মধ্যম দশকুশী।

গোরা রূপ দেখিলুঁ মোহন বেশে।
যার অনুভব সেই সে জানয়ে
না পায় আন উদ্দেশে ॥ ধ্রু ॥

১। যাহার অধিক পিরিতি, তাহারই জ্বালা বেশী।

প্রেমের সাগর বয়ান কমল
লোচন খঞ্জন পারা।
কিয়ে শুভক্ষণ সর্ব্ব সুলক্ষণ
ভেটিলুঁ প্রাণ-পিয়ারা॥
রূপের সদন ও চাঁদ বদন
সরুয়া বসন রাঙ্গা।
রাঙ্গা করপদ জিনি কোকনদ
রহে অঙ্গ তিরিভঙ্গা॥
ভাবের আবেশে ভাবিনী লালসে
অন্তর বাহির গোরা।
এ নয়নানন্দ ভাবে অনুবন্ধ
সতত ভাবে বিভোরা॥

কুটিলার উক্তি।

তিরোথা ধানশী—মধ্যম একতালা।

একি পরমাদ আই[১]।
লোকের বচনে শুনি যে শ্রবণে
তাহাই দেখিতে পাই॥

১। ছি! একি প্রমাদ (বা কেলেঙ্কারী)!

তোমার আমার বাপের কুলেতে
কখন কথাটি নাই।
তবে কেন তুমি কানু কানু করি
সদাই জপহ রাই॥
কানু নাম শুনি চমকি উঠহ
পুলক তাহার সাখি।
কালা রূপ দেখি ছল ছল আঁখি
বেকত এসব দেখি॥
আমি ননদিনী সব রস জানি
পাশার এ চৌপিঠি।
কহে শিবানন্দ বুঝিলুঁ কথায়
তুমি সে বড়ই ঢীট্॥

শ্রীমতীর উত্তর।

সুহিনী—নন্দন তাল।

ননদিনী লো মিছাই লোকের কথা।
যদি কানু সঙ্গে পিরিতি করি ত
শপতি তোমার মাথা॥

নিজ পতি বিনে অন্য নাহি জানি
সেই সে আমার ভাল।
কোন্ গুণে যাই রাখালে ভজিব
যাহার বরণ কাল ॥
মণি মুকুতার আভরণ নাই
সাজনি বনের ফুলে।
চূড়ার উপরে ভ্রমরা গুঞ্জরে
তাহে কি রমণী ভুলে ॥
রাজা হৈয়া যারে দেখিতে না পারে
মায়ে বলে ননীচোরা।
কহে শিবরাম রাধার কলঙ্ক
মিছাই করিলি তোরা ॥

জয়জয়ন্তী-মল্লার—ঠুংরী।

সই এত কি সহে পরাণে।
কি বোল বলিয়া গেল ননদিনী
শুনিলা আপন কাণে ॥
পরের কথায় এত কথা কহে
ইহাতে করিব কি।

কানু পরিবাদে ভুবন ভাসিল
বৃথাই পরাণে জী ॥
কানুরে পাইত এসব কহিত
তবে বা সে বোল ভাল ॥
মিছা পরিবাদে বাদিনী হইয়া
প্রাণ জর জর হইল।
কে আর আছে শ্যামেরে কহিয়া
এ দুখে করিবে পার।
চণ্ডীদাসে কহ ধৈর্য্য ধরি রহ
কে কোথা করিলে কার ॥

প্রেম প্রতি আক্ষেপ

শ্রীগৌরচন্দ্র।

কামোদ—বড় দশকুশী।

অতি অপরূপ গোরা মনোহর
তাহা না কহিবে কে।
সুরধুনি তীরে নদীয়া নগরে
দেখিয়া আইনু সে ॥

পিরিতি পরশ অঙ্গের ঠাম
ললিত লাবণ্য কলা।
নদীয়া নাগরী করিতে পাগলি
না জানি কোথা বা ছিলা ॥
সোনার বান্ধন মণির পদক
উরে ঝলমল করে।
ও চাঁদ মুখের মাধুরী হেরিতে
তরুণী হিয়া না ধরে ॥
যৌবন-তরঙ্গে রূপের পাথারে
পড়িয়া অঙ্গেতে ভাসে।
শেখরের পহুঁ বৈভব কো কহু
ভুবন ভরিল যশে ॥

পূরবী—হুঠুকী।

কি বুকে দারুণ ব্যথা।
সে দেশে যাইব, যে দেশে না শুনি
পাপ পিরিতের কথা।

সই কে বলে পিরিতি ভাল।
হাসিতে হাসিতে পিরিতি করিয়া
কাঁদিতে জনম গেল।
কুলবতী হইয়া কুলেতে দাঁড়াইয়া
যে জন পিরিতি করে॥
তুষের অনল যেন সাজাইয়া
আপনি পুড়িয়া মরে॥
হাম অভাগিনী এ দুখে দুখিনী
প্রেমে ছল ছল আঁখি।
চণ্ডীদাস কয় যে গতি হইল
পরাণ সংশয় দেখি॥

কড়খা ধানশী—ছুটা।

পিরিতি মুরতি কভু না হেরিব
এ দুটি নয়ান কোণে।
পিরিতি বলিয়া নাম শুনইতে
মুদিয়া রহিব কাণে॥
সখি আর কি বলিব তোরে।
পিরিতি বলিয়া এতিন আঁখর
এত দুখ দিল মোরে॥ ধ্রু॥

পিরিতি আরতি কভু না করিব
শয়নে স্বপনে মনে।
পিরিতি নগরে বসতি তেজিয়া
রহিব গহন বনে॥
পিরিতি-পবন পরশ লাগিয়া
তেজিব নিকুঞ্জ বাস।
পিরিতি বেয়াধি ছাড়িলে না ছাড়ে
ভাল জানে চণ্ডীদাস॥

শ্রীরাগ—মধ্যম দুঠুকী।

পিরিতি সুখের সাগর দেখিয়া
নাহিতে নামিলাম তায়।
নাহিয়া উঠিতে ফিরিয়া চাহিতে
লাগিল দুখের বায়॥
কেবা নিরমিল প্রেম সরোবর
নিরমল তার জল।
দুখের মকর ফিরে নিরন্তর
প্রাণ করে টলমল॥

গুরুজন জ্বালা জলের শেহালা
পড়সি জিয়ল মাছে[১]।
কুল পাণিফল কাঁটায় সকল
সলিল বেড়িয়া আছে॥
কলঙ্ক-পানায় সদা লাগে গায়
ছানিয়া খাইলুঁ যদি।
অন্তর বাহির কুটু কুটু করে
সুখে দুখ দিল বিধি॥
কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনী
সুখ দুখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়া যে করে পিরিতি
দুখ যায় তার ঠাঁই॥

সুহই—ছোট দশকুশী।

পিরিতি বলিয়া এতিন আঁখর
ভুবনে আনিল কে।
মধুর বলিয়া ছানিয়া খাইলুঁ
তিতায় তিতিল দে॥

১। মাগুর মাছের ন্যায় মাছকে কোথায়ও সিঙি, কোথায় জিয়ল মাছ বলে। উহার কাঁটা লাগিলে অসহ্য বেদনা হয়।

সখি একথা কহিলে নহে।
হিয়ার ভিতরে বসতি করিয়া
কখন কি জানি কহে ॥
পিয়ার পিরিতি প্রথম আরতি
তাহার নাহিক শেষ।
পুন নিদারুণ শমন সমান
দয়ার নাহিক লেশ ॥
কপট পিরিতি আরতি বাঢ়াঞা
মরণ অধিক কাজে।
লোক চরচায় কুলের খাঁখার
জগৎ ভরিল লাজে।
হইতে হইতে অধিক হইল
সহিতে সহিতে মলুঁ।
কহিতে কহিতে তনু জর জর
পাগল হইয়া গেলুঁ ॥
এমতি পিরিতি না জানি এ রীতি
পরিণামে কিবা হয়।
পিরিতি পরম হয় দুখময়
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় ॥

ধানশী—নন্দন তাল।

পিরিতি পিরিতি কি রীতি মুরতি
হৃদয়ে লাগল সে।
পরাণ ছাড়িলে পিরিতি না ছাড়ে
পিরিতি গঢ়ল কে॥
পিরিতি বলিয়া এতিন আঁখর
না জানি আছিল কোথা।
পিরিতি-কণ্টক হিয়ায় ফুটল
পরাণ পুতলি যথা॥
পিরিতি পিরিতি পিরিতি অনল
দ্বিগুণ জ্বলিয়া গেল।
বিষম অনল নিভাইল নহে
হিয়ায় রহিল শেল॥
চণ্ডীদাস বাণী শুন বিনোদিনী
পিরিতি না কহে কথা।
পিরিতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে
পিরিতি মিলয়ে তথা॥

শ্রীরাগ—ছুটা।

ভুবন ছানিয়া যতন করিয়া
আনিল প্রেমের বীজ।
রোপণ করিতে গাছ যে হইল
সাধল মরম নিজ॥
সই প্রেম তরু কেন হৈল।
হাম অভাগিনী দিবস রজনী
সিঁচিতে জনম গেল॥
পিরিতি করিয়া সুখ যে পাইব
শুনিলুঁ সখির মুখে।
অমিয় বলিয়া গরল কিনিয়া
খাইলুঁ আপন সুখে॥
অমিয়া হইত স্বাদু লাগিত
হইল গরল ফলে।
কানুর পিরিতি শেষে হেন রীতি
জানিলুঁ পুণ্যের বলে॥
যত মনে ছিল সকলি পুরিল
আর না চাহিব লেহা।
চণ্ডীদাস কহে পরশন বিনে
কেমনে ধরিবে দেহা॥

জয়জয়ন্তী মল্লার—দুঠুকী।

কানুর পিরিতি চন্দনের রীতি
ঘসিতে সৌরভময়।
ঘসিয়া আনিয়া হিয়ায় লইতে
দহন দ্বিগুণ হয়॥
সই কে বলে পিরিতি হীরা।
সোনায় জড়িয়া হিয়ায় করিতে
দুখ উপজিল ফিরা॥ ধ্রু॥
পরশ পাথর বড়ই শীতল
কহয়ে সকল লোকে।
মুঞি অভাগিনী লাগুক আগুনি
পাইনু এতেক দুখে॥
সব কুলবতী করয়ে পিরিতি
এমত না হয় কারে।
এ পাড়া পড়শী ডাহিনী-সদৃশী
এমত না খায় তারে[১]॥

১। আর যে সকল কুলবতী রমণী প্রেম করে, এই ডাইনীরা তাহাদিগকে এমনভাবে খায় না?

গৃহের গৃহিণী আর ননদিনী
বলয়ে বচন যত।
কহিলে কি যায় কি করি উপায়
পরাণে সহিব কত॥
নান্নুরের মাঠে গ্রামের হাটে
বাশুলি আছয়ে যথা।
তাহার আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
সুখ যে পাইবা কোথা॥

গান্ধার—মধ্যম দশকুশী।

সই জিয়ন্তে এমন জ্বালা।
জাতি কুল শীল সকলি মজিল
ছাড়িলে না ছাড়ে কালা॥ ধ্রু॥
কানুর পিরিতি মরমে বিয়াধি
হইল এতেক দিনে।
মৈলে কি ছাড়িবে সঙ্গে যাইবে[১]
কিনা করিব বিধানে॥

১। সঙ্গে না যাইবে—পাঠান্তর।

শয়নে স্বপনে না করিয়ে মনে
ধরম গণিয়ে থাকি।
আসিয়া মদন দেয় কদর্থন[১]
অন্তরে জ্বালয়ে উকি[২] ॥
সরোবর মাঝে মীন যে থাকয়ে
উঠে অগ্নি দেখিবারে।
ধীবর কাল হাতে লই জাল
তুরিতে ঝাঁপয়ে তারে।
কানুর পিরিতি কালের বসতি[৩]
যাহার হিয়ায় থাকে।
খলের খলনে জারে সেই জনে[৪]
কলঙ্ক ঘোষয়ে লোকে ॥
চণ্ডীদাস মন বাশুলী-চরণ
আদেশে রজক-নারী।
সহিতে সহিবে কিছু না ভাবিবে
রহিবে একান্ত করি ॥

১। বিড়ম্বনা।

২। উস্কাইয়া দেয়। উকি—জ্বলন্ত তৃণ বা কাষ্ঠখণ্ড, যাহার দ্বারা অগ্নি জ্বালাইয়া দেওয়া হয়।

৩। কাল অর্থাৎ মৃত্যুর আবাস স্থান বা কারণ।

৪। খলজনের প্রতারণায় সে জর্জ্জরিত হয়।

সুহই—দশকুশী।

কি মোর এ ঘর দুয়ারের কাজ
লাজে কহিতে নারি।
তিলেক বিচ্ছেদে লাগে পরমাদ
হিয়া বিদরিয়া মরি॥
আপন ইচ্ছায় বাছিয়া লইলুঁ
যে মোর করমে ছিল।
একথা শুনিয়া যে জন বিমুখ
তারে তিলাঞ্জলি দিল॥
কি আর বুঝাও কুলের ধরম
মন সতন্তর নয়।
কুলবতী হৈয়া রসের পরাণ
জনি কারো পাছে হয়॥
কানু সে জীবন জাতি প্রাণ ধন
এ দুটি নয়ানের তারা।
পরাণ-অধিক নয়ান-পুতলী
তিলেকে বাসিয়ে হারা॥
গঞ্জে গুরুজন বলু কুবচন
সে মোর চন্দন চুয়া।

শ্যাম অনুরাগে অঙ্গ বেচিয়াছি
তীল তুলসী দিয়া ॥

মায়ুর—তেওট।

দিন রজনী গুণ গণি গণি
কি হৈল দারুণ বেথা।
খলের বচনে পাতিয়া শ্রবণে
খাইলুঁ আপন মাথা ॥
শুন শুন দূতি কি কহ মো প্রতি
বচন না লাগে ভাল।
কি ছার পিরিতি ভাবিতে ভাবিতে
সোনার বরণ কাল ॥
সোনার গাগরি বিষ জল ভরি
কেবা আনি দিল আগে।
করিলুঁ আহার না করি বিচার
এ বধ কাহারে লাগে ॥
নীর লোভে মৃগী পিয়াসে ধাইতে
ব্যাধ শর দিল বুকে।
জলের সফরী আহার করিতে
বড়শী লাগিল মুখে ॥

নব ঘন হেরি পিয়াসে চাতকী
চঞ্চু পসারল আশে।
বারিক বারণ করল পবন
কুলিশ মিলল শেষে॥
লাখ হেম পাইয়া যতনে বান্ধিতে
পড়িল অগাধ জলে।
হেন অনুচিত করে পাপ বিধি
দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে॥

বরাড়ী—একতালা।

রহিতে না পারি আর ঘরে।
চল যাব বৃন্দাবনে শ্যামচাঁদ দরশনে
প্রাণ মোর কেমন কেমন করে॥ ধ্রু॥
আয় গো তুরিত হৈয়া বেশ দে মোর বানাইয়া
চল যাব শ্যাম ভেটিবারে।
কবরী কুসুম আনি বান্ধ গো বিনোদ বেণী
মালতীর মালা থরে থরে॥
কুঙ্কুম চন্দন ঘসি সাজা গো বদন শশী
মোহিত করিব নটবরে।
শুনিয়া ললিতা কহে এমন উচিত নহে
গুরুতে গঞ্জন দিবে তোরে॥

কানুর পিরিতিখানি মরমে রাখিবি ধনি
বেকত করবি কুলাচারে।
এ ব্রজ মণ্ডল মাঝে তোর সম কেবা আছে
রূপ গুণ রসের পাথারে ॥
শুনিয়া ললিতা কথা মনেতে পাইয়া বেথা
নারে চিত্ত স্থির করিবারে।
নিমানন্দ দাসে বোলে কি করিবে জাতিকুলে
পিরিতি পাগলী কৈল যারে ॥

ধানশী—জপতাল।

চলিল কুঞ্জ- বনে গো পিয়ারী
চলিল কুঞ্জ-বনে।
মনের সাধে বিজই[১] রাধে
প্রিয় সখীগণ সনে ॥
সঙ্গিনী সঙ্গে প্রেম তরঙ্গে
অতি আনন্দিত মনে।
সখীগণ সাথে আনন্দিত চিতে
পশিল গহন বনে।
পুলকে পুরিল সব কলেবর
চাহিয়া সখীর পানে ॥

১। গমন করে।

সঙ্গের সঙ্গিনী দেখে মুখখানি
চাঁদ কমল জিনে।
অতি অপরূপ যেন রসকূপ
নিমানন্দ দাস ভণে॥

সুহই—ছোট দশকুশী।

ধনি প্রবেশিল কুঞ্জবনে।
অতি হরষিত আনন্দিত চিতে
মিলিলা শ্যামের সনে॥ ধ্রু॥
হের দেখসিয়া দেখ ওগো সই
হের দেখসিয়া আসি।
জলদের কোলে করে ঝলমলে
যেমন উদয় শশী॥
দেখ না কুঞ্জের মাঝে গো সই
দেখ না কুঞ্জের মাঝে।
অতি অদভুত দেখনা বেকত
ভ্রমর কমল সাজে॥
কিবা সে দোঁহার রূপ ওগো সই
কিবা সে দোঁহার রূপে।
নিমানন্দ দাসে হেরিয়া বিলাসে
ডুবিল রসের কূপে॥

সুহই—হুঠুকী।

দেখ না সখিনী মিলি ওগো সই
দেখনা সখিনী মিলি।
যমুনার কূলে কদম্বের মূলে
দোঁহে করে রস কেলি॥
দেখ না আসিয়া তোমরা গো সই
দেখ না আসিয়া তোরা।
দোঁহার চরিত অতি অদভুত
দুহু রসে দুঁহু ভোরা॥
একি অপরূপ হইল গো সই
একি অপরূপ হইল।
নাগর নাগরী প্রেমের আগরি
দোঁহে দোঁহা মিশাইল॥
দেখ না দোহাঁর রীত ওগো সই
দেখ না দোহাঁর রীত।
নিমানন্দ দ্বিজ বংশী অনুজ
মজিল দোহাঁর চীত॥

পুনশ্চ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ।

ধানশ্রী—বড় দশকুশী।

তপত কাঞ্চন কান্তি কলেবর
উন্নত ভাঙুর ভঙ্গী।
করিবর কর জিনি বাহুর সুবলনি
বিহি সে গঢ়ল বহু রঙ্গী॥
গোরা রূপ জগ মনোহারী।
আপন বৈদগধি বিধাতা প্রকাশল
বধিতে কুলবতী নারী[১] ॥ ধ্রু ॥
আপাদ মস্তক পূর্ণ পুলকেতে
প্রেমে ছল ছল আঁখি।
আপন গুণ শুনি আপহি রোয়ত
হেরি কাঁদয়ে পশু পাখী॥
চন্দ্র-চন্দ্রিকা কুমুদ মল্লিকা
জিনিয়া মধুর মৃদুহাস।
মধুর বচনে অমিঞা সিঞ্চনে
নিছনি গোবিন্দ দাস॥

১। বিধাতা নিজের রসজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন গৌর-রূপ সৃজন করিয়া। কারণ সে রূপ দেখিলে কোনও কুলবতী রমণী জীবন ধারণ করিতে পারে না।

শ্রীরাগ—মধ্যম দুঠুকী।

বন্ধু কানাই কহিলে বাসিবা দুখ।
আর যত কুলবতী কুলের ধরম রাখে
সে জনি হেরয়ে তুয়া মুখ॥ ধ্রু॥
সহজে বরণ কাল তিমির কাজর ভেল
অন্তর বাহিরে সমতুল।
মরুক তোমার বোলে কলসী বান্ধিয়া গলে
সে ধনি মজাকু জাতি কুল[১]॥
যখন তোমার সনে পরিচয় নাহি ছিল
আন ছলে দেখিয়া বেড়াও।
বারে বারে ডাকি আমি শুনিয়া না শুন তুমি
আঁখি তুলি সরমে না চাও॥
যখন পিরিতি কৈলা আনি চাঁদ হাতে দিলা
আপনে বনাইতে মোর বেশ।
আঁখি-আড় নাহি কর হৃদয় উপরে ধর
এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ॥

১। যে রমণী তোমার কথায় জাতিকুল মজাইতে প্রস্তুত হয়, সে নিজের গলায় কলসী বান্ধিয়া মরুক।

একে হাম পরাধিনী তাহে কুল কামিনী
ঘরে হৈতে আঙ্গিনা বিদেশ। *
যথা তথা থাকি আমি তোমা বহি নাহি জানি
সকলি কহিলুঁ সবিশেষ ॥
বড় বৃক্ষ ছায়া দেখি ভরসা করিলুঁ মনে
ফুল ফলে একই না গন্ধ।
সাধিলা আপন কাজ আমারে সে দিলা লাজ
জ্ঞানদাস পড়ি রহু ধন্দ ॥

গান্ধার—মধ্যম দশকুশী।

অহে কানাই বুঝিলুঁ তোমার চিত।
আগে আহার দিয়া মারয়ে বান্ধিয়া
এমতি তোমার রীত ॥ ধ্রু ॥
যখন আমাকে সদয় আছিলা
পিরিতি করিলা বড়।
এখন কি লাগি হইলা বিবাগী
নিদয় হইল দড়[১] ॥

---

* 'যখন পিরিতি কৈলা......আঙ্গিনা বিদেশ' পর্য্যন্ত চণ্ডী-দাসের ভণিতাযুক্ত পদে দেখা যায় (৬৩৪পৃষ্ঠা)।

১। দৃঢ়; নিশ্চিত নির্দ্দয় হইলেন।

বুঝিলুঁ মরমে যে ছিল করমে
সেই সে হইতে চায়।
নহিলে কে জানে খলের বচনে
পরাণ সোঁপিলুঁ তায় ॥
তোমার পিরিতি দেখিতে শুনিতে
যে দুখ উঠিছে চিতে।
সে নারী মরুক যে করে ভরসা
তোমার পিরিতি-রীতে ॥
দেখিতে শুনিতে মানুষ আকার
আছি না আছিয়ে ঘরে।
হিয়ার ভিতরে যেমত পুড়িছে
সে দুখ কহিব কারে ॥
পুরুবে জানিতাম হইবে এমতি
পাইব এতেক লাজে।
জ্ঞানদাস কহে ধৈরজ ধরহ
আপন সুখের কাজে[১] ॥

১। নিজের সুখের প্রয়োজনে।

শ্রীভূপালী—মধ্যম একতালা।

কি বলিব আর বন্ধু কি বলিব আর।
নয়ানের লাজে না ছাড়ি লোকাচার॥
গোকুলে গোয়ালা কুলে কেবা কিনা বোলে।
তমু মোর ঝুরে প্রাণ তোমা না দেখিলে॥
একে মরি মন দুখে আরে গুরুর গঞ্জনা।
ডাকিয়া শোধায় হেন নাহি কোন জনা॥
ডরে ডরাইয়া সে বঞ্চিব কত কাল।
তুয়া প্রেম রতন গাঁথিব কণ্ঠমাল॥
নিশি দিশি অবিরত পোড়ে মোর হিয়া।
বিরলে বসিয়া কান্দি তোমা সোঙরিয়া॥
তোমা দেখিবারে বন্ধু আসি নানা ছলে।
লোক ভয় লাগিয়া সে ডরে প্রাণ হালে[১]॥
না দেখিলে মরি যারে তারে কিবা ভয়।
যদুনাথদাসে বলে দড়াইলে[২] হয়॥

১। হালা, হেলা—শঙ্কিত বা কম্পিত হওয়া।
২। দৃঢ় করিলে, নিশ্চয় করিলে।

বালা ধানশী—জপতাল।

পরাণ কান্দে বন্ধু তোমা না দেখিয়া।
অন্তরে দগধে প্রাণ বিদরয়ে হিয়া॥
বারেক দেখিতে নাহি পাই সব দিনে।
কেমনে বা রবে প্রাণ দরশন বিনে॥
এ দুখ কাহারে কব কে আছে এমন।
তুমি যে পরাণ বন্ধু জান মোর মন॥ ধ্রু॥
ছটফট করে প্রাণ রহিতে না পারি।
খেণে খেণে জীয়ে প্রাণ খেণে খেণে মরি॥
কুল গেল শীল গেল না রহিল জাতি।
জ্ঞানদাস কহে এই বিষম পিরিতি॥

তিরোথা ধানশী—নন্দন তাল।

তোমারে বুঝাই বন্ধু তোমারে বুঝাই।
ডাকিয়া সোধায় মোরে হেন জন নাই॥
অনুখণ গৃহে মোরে গঞ্জয়ে সকলে।
নিশ্চয় জানিহ মুঞি ভখিমু গরলে॥
এ ছার পরাণে আর কিবা আছে সুখ।
মোর আগে দাঁড়াও তোমার দেখি চাঁদমুখ॥

খাইতে সোয়াস্ত নাই নাহি টুটে ভুক[১]।
কে মোর বেথিত আছে কারে কব দুখ॥
চণ্ডীদাসে কহে রাই ইহা না যুয়ায়[২]।
পরের বোলে কেবা প্রাণ ছাড়িবারে যায়॥

শ্রীরাগ—ছোট ডাঁসপাহিড়া।

নিজ পতির বচন যেমন শেলের ঘা।
তার আগে দাঁড়াইতে ভয়ে কাঁপে গা॥
তাহে আর ননদিনী করে অপমান।
তোমার পিরিতি লাগি রাখিয়াছি প্রাণ॥
মোর দিব্য লাগে বন্ধু মোর দিব্য লাগে।
চাঁদমুখ দেখি মরি দাড়াও মোর আগে॥
এ তোমার ভুবন মোহন রূপ খানি।
ভাবিতে ভাবিতে মোর দগধে পরাণি॥
গুরুভয় লোক লাজ নাহি পড়ে মনে।
কাঠের পুতলী যেন থাকি রাতি দিনে॥

১। আহারে স্বস্তি নাই বলিয়া ক্ষুধা কখনও দূর হয় না।
২। সঙ্গত মনে হয় না।

কত পরকারে চিত করি নিবারণ।
তমু সে তোমার প্রেম নহে বিসরণ[১] ॥
তোমার পিরিতি বন্ধু পরাণ সনে জড়া।
কহে বলরাম দাস কেমনে যাবে ছাড়া ॥

শ্রীখাম্বাজ—ছোট ডাঁসপাহিড়া।

বিষের অধিক বিষ পাপ ননদিনী।
দারুণ শাশুড়ী মোর জ্বলন্ত আগুনি ॥
শাণান ক্ষুরের ধার স্বামী দুরজন।
পাঁজরে পাঁজরে কুলবধূর গঞ্জন ॥
বন্ধু তোমায় কি বলিব আন।
যে বলু সে বলু লোকে তুমি সে পরাণ ॥ধ্রু॥
তোমার কলঙ্ক বন্ধু গায় সব লোকে।
লাজে মুখ নাহি তোলোঁ সতীর সমুখে ॥
এ বড় দারুণ শেল সহিতে না পারি।
মোরে দেখি আন নারী করে ঠারাঠারি ॥

১। কত প্রকারে চিত্তে ধৈর্য্য ধারণ করিতে চেষ্টা করি; তবু তোমার প্রেম কিছুতেই ভুলিতে পারি না।

বলরাম দাস কহে ভাঙ্গিল বিবাদ।
সকল নিছিয়া নিলু তোমার পরিবাদ॥

তিরোথা ধানশী—মধ্যম একতালা।

কান্দিতে না পাই বন্ধু কান্দিতে না পাই।
নিচয়ে মরিব তোমার চাঁদমুখ চাই॥
শাশুড়ী ননদীর কথা সহিতেও পারি।
তোমার নিঠুরপনা সোঙরিয়া মরি॥
চোরের রমণী যেন ফুকরিতে নারে।
এমতি রহিয়ে পাড়া পড়সীর ডরে॥
তাহে আর তুমি সে হইলা নিদারুণ।
জ্ঞানদাস কহে তবে না রহে জীবন॥

করুণ সুহই—জপতাল।

হেদে হে বিনোদ রায়।
ভাল হৈল ঘুচাইলে পিরিতের দায়॥
ভাবিতে গুণিতে তনু হৈল অতি ক্ষীণ।
জগ ভরি কলঙ্ক রহিল এই চিন॥
না জানি অন্তরে মোর হৈল কিনা বেথা।
একে মরি মন দুখে আর নানা কথা॥

ঘায়ে না মরিয়ে বন্ধু মরি মিছা দায়।
চণ্ডীদাস কহে কাহার কথায়ে কি যায়॥

শ্রীললিত—ছুঠুকী।

তুমি ত নাগর রসের সাগর
যেমত ভ্রমর রীত।
আমি ত দুখিনী কুল-কলঙ্কিনী
হইলুঁ করিয়া প্রীত॥
গুরুজন ঘরে গঞ্জয়ে আমারে
তোমারে কহিব কত।
বিষম বেদনা কহিলে কি যায়
পরাণে সহিছে যত॥
অনেক সাধের পিরিতি বন্ধু হে
কি জানি বিচ্ছেদ হয়।
বিচ্ছেদ হইলে পরাণে মরিব
এমতি মনে সে লয়॥
চণ্ডীদাস কহে পিরিতি বিষম
শুন বড়ুয়ার বহু।
পিরিতি বিচ্ছেদ হইলে বিপদ
এমত না হউ কেহু॥

আশাবরী—তেওট।

আপন শপতি করি হাত দিয়া মাথে।
সুধুই শরীর মোর প্রাণ তোমার হাতে॥
বন্ধু হে তোমারে বুঝাই।
সভাই বলে আমি তোমার তেঞি জীতে চাই॥ ধ্রু॥
নিরবধি তোমা লাগি দগধে পরাণ।
তিলেক দাঁড়াও কাছে জুড়াকু নয়ান॥
কি লাগি দারুণ চিত কাঁদে দিন রাতি।
কহে বলরাম বড় বিষম পিরিতি॥

শ্রীভূপালী—মধ্যম একতালা।

তোমার লাগিয়া বন্ধু যত দুখ পাই।
তাহা কি কহিতে পারি তোমার যে ঠাঞি॥
একে প্রেম-জ্বালা তাহে গুরুর গঞ্জন।
নিরবধি প্রাণ মোর করে উচাটন॥
পতি দুরমতি তাহে সদা দেয় গালি।
ভাবিতে ভাবিতে তনু ক্ষীণ অতি কালী।
এসব দুখেতে আমি দুখ নাহি গণি।
তোমা না দেখিতে পাই বিদরে পরাণি॥

শুনিয়া নাগর কহে করি নিজ কোরে।
বুক ভাসিয়া গেল নয়ানের লোরে॥
গদগদ কহে নাগর কাতর বয়ানে।
পরাণ নিছিলুঁ রাই তোমার চরণে॥
তুয়া গুণে বিকাইয়াছি কিনিয়াছ মোরে।
অধীন জনেরে কেন কহ পুনবারে॥
যে কহ তাহাই করি নাহি কিছু ভয়।
যদু কহে এই ভাল আর কিছু নয়॥

সুহই—একতালা।

এমন পিরিতি কভু নাহি দেখি শুনি।
পরাণে পরাণে বান্ধা আপনা আপনি॥
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥
জল বিনু মীন যেন কবহুঁ না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে॥
ভানু কমল বলি সেহো হেন নয়।
হীমে কমল মরে ভানু সুখে রয়॥

চাতক জলদ কহি সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা॥
কুসুমে মধুপ কহি সেহো নহে তুল।
না আইলে ভ্রমর না যায় ফুল॥
কি ছার চকোর চাঁদ দুহুঁ সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাস কহে॥*

আশাবরী—তেওট।

নিতুই নৌতুন পিরিতি দুজন
তিলে তিলে বাঢ়ি যায়।
ঠাঞি নাহি পায় তথাপি বাঢ়য়
পরিণাম নাহি থায়॥
সখি হে অদভুত দুহুঁ প্রেম।
এতদিন চাহি অবধি না পাই
ইথে কি কষিল হেম॥ ধ্রু॥

* এই পদটি চণ্ডীদাসের রসোদ্গারের পদ (৬০০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। কেবল প্রথম পংক্তিটি এক।

উপমার গণ সব কৈল আন
দেখিতে শুনিতে ধন্দ।
একি অপরূপ তাহার স্বরূপ
স্বভাবে করিলে অন্ধ॥
চণ্ডীদাস কহে দোঁহ সম হয়ে
এখানে সে বিপরীত।
এ তিন ভুবনে হেন কোন জনে
শুনি না দরবে চীত॥

ঝুমর—ঝুঁঝুটি তাল।

জয় রে জয় রাধে গোবিন্দ।
হেরি সহচরিগণে বাঢ়ল আনন্দ॥

পরিশিষ্ট

——:০:——

শ্রীখোল বাদ্য

শ্রীচৈতন্য প্রভুং বন্দে যৎপাদাশ্রয়বীর্য্যতঃ।
সংগৃহ্নাত্যাকরব্রাতাদজ্ঞঃ সিদ্ধান্তসন্মণীন্॥

যাঁহার চরণাশ্রয় রূপ শক্তির বলে নিতান্ত মূর্খ লোকেও আকরসমূহ হইতে সুসিদ্ধান্ত রূপ মূল্যবান মণিসকল আহরণ করিতে সমর্থ হয়, আমি সেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রণাম করি।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় দীনবন্ধু।
জয় জয় শচীসুত জয় কৃপাসিন্ধু॥
জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈতচন্দ্র।
জয় শ্রীবাসাদি জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥

শ্রীপদামৃতমাধুরীর প্রথম খণ্ডে সঙ্কীর্ত্তনে বাদ্য সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ লিখিয়াছিলাম। অনেকে তাহা পড়িয়া এই সম্বন্ধে আরও জানিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু পদাবলীর গ্রন্থে বাদ্য সম্বন্ধে বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিবার অবকাশ কোথায়? তাহা হইলেও কৌতূহলী পাঠকের অবগতির জন্য পুনরায় কিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করিতেছি। অদোষদর্শী বৈষ্ণবগণ আমার ত্রুটী ও অজ্ঞতা মার্জ্জনা করিয়া লইবেন। বাদ্য শুধু তত্ত্বতঃ জানিয়া বিশেষ কোনও লাভ নাই; ইহার প্রয়োগ-বিদ্যাই ফলপ্রদ হয়।

খোল-বাদ্যের বিশেষত্ব এই যে, ইহা শ্রীমন্‌মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত কীর্ত্তনেই বাজে। ভক্তেরা সেই জন্য ইহাকে সাধারণ একটী বাদ্য-যন্ত্র মাত্র মনে করেন না। শঙ্খঘণ্টা নহিলে যেমন দেবতার পূজা হয় না, তেমনি খোল করতাল ব্যতীত সঙ্কীর্ত্তন হয় না। খোলের উৎপত্তির সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ আছে: মহাদেব কর্ত্তৃক ত্রিপুরাসুর নিহত হইলে, তাহার রক্তে ধরণী রঞ্জিত হইল। ব্রহ্মা সেই মৃত্তিকার দ্বারা মৃদঙ্গ নির্ম্মাণ করিলেন। দানবের শিরা-উপশিরার দ্বারা মৃদঙ্গের ডোর ও রজ্জু, তাহার অস্থিতে মৃদঙ্গের গুল্ম, এবং চর্ম্মে ডাহিনা ও বামার তালা প্রস্তুত হইল। দেবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া নটরাজ মহাদেব নৃত্যে প্রবৃত্ত হইলেন এবং গণেশ মৃদঙ্গ বাজাইতে লাগিলেন। দেবগণের আনন্দের সীমা রহিল না। তদবধি মৃদঙ্গ একটি শ্রেষ্ঠ বাদ্যরূপে গৃহীত হইল। সঙ্গীতদর্পণকার বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণলীলার সময়ে মৃদঙ্গ ভঙ্গপ্রবণ বলিয়া, মৃত্তিকার দ্বারা নির্ম্মিত না হইয়া কাষ্ঠের দ্বারা নির্ম্মিত হইতে লাগিল।

কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্ব্বে মাটীর খোল প্রচলিত ছিল কি না সন্দেহ। মহাপ্রভুই আপামর সাধারণের জন্য যেমন যূথ-সঙ্গীত কীর্ত্তনের জন্ম দান করিলেন, তেমনি খোলেরও আবিষ্কার করিলেন। এই জন্য বৈষ্ণবগণ খোলের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। শ্রীখোলকে প্রণাম না করিয়া কেহ কীর্ত্তন করেন না; শ্রীখোলের অঙ্গে মাল্য চন্দন না দিয়া গায়ক বা বাদক কাহাকেও মাল্যদান করিতে নাই। কীর্ত্তনের গায়ক এবং বাদক হৃদয়ে চিন্তা করিবেন শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-চন্দ্রের চরণকমল, স্মরণ করিবেন

সেই মাধুরী, সেই আনন্দের মেলা ! সাবধূত গৌরবিধু পরিকর সঙ্গে কীর্ত্তনে নাচিতেছেন, অদ্বৈত প্রভু স্বয়ং খোল বাজাইতেছেন, স্বরূপ দামোদর বাসুঘোষ মুকুন্দ মুরারি প্রভৃতি গানে তন্ময় হইয়া গিয়াছেন —আর সহস্র সহস্র লোক সেই আনন্দে আত্মহারা।

ধীরে ধীরে নৃত্যতি মধ্যে
নিতাই গৌর কিশোর
প্রেমভরে।

চৌপাশে কৃষ্ণ নাম
সমেতঃ অদ্বৈত বোলত
খোল ধরে॥

স্বরূপ প্রধানঃ
গৌর-ভাব বুঝি গানঃ
মৃদঙ্গ করতাল
মন হরে।

রাগ মিশ্রিত গীত হোয়ত
যোই শুনত, হেরত
নয়ন ভরে॥

এই রূপ মনে প্রাণে অনুধ্যান করিয়া মৃদঙ্গ বাজাইলে, তবেই তাহা সার্থক হয় ; অন্যথা পণ্ডশ্রম মাত্র।

খোল-বাদ্য শিক্ষা করিতে হইলে, প্রথমতঃ ধ্বনি-জ্ঞান হওয়া আবশ্যক। কোন হস্তে কোন বর্ণ উচ্চারিত হইবে, তাহা প্রথমে

জানিতে হয়।:এ সম্বন্ধে আমি প্রথম খণ্ডে 'সঙ্কীর্ত্তনে বাদ্য' নামক প্রবন্ধে সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছি। বর্ণ-পরিচয় না হইলে খোলের ভাষা আয়ত্ত করিতে পারা যায় না। বাজনাও মিষ্ট হয় না।

দ্বিতীয়তঃ মাত্রা-জ্ঞান আবশ্যক। তাল মাত্রা লইয়াই বাদ্য। মাত্রা নহিলে তালের জ্ঞান হয় না। অনন্ত কালের এক একটি ক্ষুদ্র অংশকেই মাত্রা কহা যায়। মাত্রাকে দুই সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া অর্দ্ধ মাত্রা এবং তাহাকে আবার ঐরূপ বিভাগ করিয়া অণুমাত্রা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কালের বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম বিভাগের মধ্যে বহু বিভাগ কল্পনা করা যাইতে পারে, কিন্তু সঙ্গীত সমাজে ¼ অংশ পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে। তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর মাত্রার বিভাগ সঙ্গীতের জন্য অত্যাবশ্যক নহে।

তাল কালের বিচিত্র সংস্থান ব্যতীত আর কিছুই নহে। কালকে মাত্রার দ্বারা পরিমিত করিয়া নানা ভাবে সাজানো যাইতে পারে। এই রূপ সন্নিবেশের নাম তাল। তাল মাত্রা এরূপ নিকট সম্পর্ক-বিশিষ্ট যে, মাত্রা ব্যতীত তালের কোনও ধারণাই হইতে পারে না। এক দুই তিন প্রভৃতি সংখ্যার দ্বারা যেমন কালকে পরিচ্ছিন্ন করা যায়, মাত্রার দ্বারাও সেইরূপ কালকে বিখণ্ডিত করা যায়। সুতরাং সংখ্যা ও মাত্রার মধ্যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে। ভারতের সঙ্গীত মাত্রা বা সংখ্যার উপর নির্ভর করিয়া থাকে, এজন্য কেহ কেহ বলেন যে, ভারতীয় সঙ্গীতের:জন্ম গণিতশাস্ত্রে। আমরা তালের পরিচয় সংখ্যার দ্বারাই দিয়া থাকি। যথা চৌতাল ১২ মাত্রা, একতালা ১২ মাত্রা, তেওট ১৪ মাত্রা, দশকুশী (মধ্যম ও বড়) ২৮ মাত্রা ইত্যাদি।

অতএব দেখা যাইতেছে যে তাল ও মাত্রার মধ্যে আধার আধেয় সম্বন্ধ—মাত্রা আধার, তাল আধেয়।

কীর্ত্তন-গানে তালমাত্রার বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। সাধারণতঃ যে সকল গান কীর্ত্তন নামে অভিহিত হয়, তাহাতে জপতাল, লোফা প্রভৃতি সরল তালের ব্যবহার দেখিয়া অনেকে মনে করেন, ইহাই বুঝি সব। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। কীর্ত্তন-গানে বহু তাল ব্যবহৃত হয়—তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপ আছে। কীর্ত্তন-গানের সমৃদ্ধির যুগে এই সকল তালে গান করিয়া কীর্ত্তন-গায়কগণ দেশব্যাপী খ্যাতি লাভ করিতেন। এক্ষণে এই অবনতির দিনেও কীর্ত্তন-ব্যবসায়িগণ মৃদঙ্গ বাদ্যে অসামান্য নৈপুণ্য দেখাইয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় এই যে, জীবন-ব্যাপী সাধনার দ্বারা তাঁহারা যে বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা উপযুক্ত শিষ্যের অভাবে অচিরে লোপ পাইবে, এইরূপ আশঙ্কা হইতেছে।

নিম্নে কীর্ত্তনের তালের নাম সংকলিত হইল। ইহা হইতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, বাদ্য-বিদ্যায় বৈষ্ণব মহাজনগণ কতদূর পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন :—

১। বড় দশকুশী
২। বিষম দশকুশী
৩। মধ্যম দশকুশী
৪। ছোট দশকুশী
৫। কাটা দশকুশী
৬। বিরাম আড়া দশকুশী
৭। বড় সমতাল
৮। মধ্যম সমতাল
৯। যোত সমতাল
১০। কাটা সমতাল
১১। ছোট সমতাল
১২। সমতালের মূর্চ্ছনা

১৩। পাক ছটা
১৪। শ্রুতি
১৫। পোট
১৬। ধরণ
১৭। আড়া ধরণ তাল
১৮। কাটা পোটতাল
১৯। কর্ণাট
২০। মাতলি তাল
২১। বড় রূপক
২২। মধ্যম রূপক
২৩। ছোট রূপক
২৪। বিষম পঞ্চতাল
২৫। মধ্যম পঞ্চতাল
২৬। পঞ্চম শোয়ারী
২৭। বড় ছুটা তাল
২৮। বিষম ছুটা
২৯। আড়া ছুটা
৩০। ছোট ছুটা
৩১। বড় তেওট
৩২। মধ্যম তেওট
৩৩। তেওরা
৩৪। তিউটি
৩৫। বড় ধড়া তাল
৩৬। মধ্যম ধড়া
৩৭। কাটা ধড়া
৩৮। বড় একতালা
৩৯। মধ্যম একতালা
৪০। ছোট একতালা
৪১। কাটা একতালা
৪২। বড় শশিশেখর
৪৩। মধ্যম শশিশেখর
৪৪। ছোট শশিশেখর
৪৫। বড় ডাঁশপাহিড়া
৪৬। মধ্যম ডাঁশপাহিড়া
৪৭। ছোট ডাঁশপাহিড়া
৪৮। আড়া ডাঁশপাহিড়া
৪৯। বৃহৎ জপতাল
৫০। মধ্যম জপতাল
৫১। ছোট জপতাল
৫২। আড়া জপতাল
৫৩। গঞ্জল তাল
৫৪। পরিমাণ তাল
৫৫। যতি তাল
৫৬। বড় ঝাঁপতাল

৯৭। তুঙ্গবিদ্যার নৃত্য—বান্ধব তাল
৯৮। ইন্দুরেখার নৃত্য—ঝম্পক তাল
৯৯। সুচিত্রার নৃত্য—মন্দস্মিত তাল
১০০। রঙ্গদেবীর নৃত্য—বান্দি তাল
১০১। সুদেবীর নৃত্য—ছক্কাতাল
১০২। শ্রীরাধাকৃষ্ণের এক সঙ্গে নৃত্য – বিকট তাল
১০৩। শ্রীরাসমণ্ডলে সমস্ত গোপীদিগের নৃত্য তাল
১০৪। নটরাজ মহাদেবের নৃত্য—শঙ্কর তাল
১০৫। শ্রীপার্ব্বতীর লাস্য নৃত্য-তাল
১০৬। ঝুমুর তাল
১০৭। খেম্‌টা তাল (বা কাহারবা)
১০৮। ঝুজ্‌ঝুটি তাল

নিম্নে কয়েকটি তালের বিবরণ সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে। সুধীগণ প্রণিধান করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

১। বড় সমতাল—ইহার ৫৬টি মাত্রা। দুই কলাতে বাজনা সম্পূর্ণ হয়। প্রত্যেক কলাতে ২৮টি করিয়া মাত্রা। প্রথমতঃ একটি জোড়া, তৎপরে দুইটি তাল। ইহাতে একটি কলা হয়।

২। যোত সমতাল—ইহার ২৮টি মাত্রা। ইহারও কলা ২টি। প্রথমতঃ একটি জোড়া, তৎপরে দুইটি তাল। এইরূপে একটি কলা হয়। দুই কলাতে বাজনা সম্পূর্ণ হয়।

৩। বড় দশকুশী—ইহারও মাত্রা ২৮টি। প্রথমে একটি তাল,

পরে একটি জোড়া ও তৎপরে একটি তাল। এইরূপে এক কলা হয়। দুই কলায় বাজনা সম্পূর্ণ হয়।

৪। মধ্যম দশকুশী—২৮ মাত্রা। প্রথমে একটি তাল, পরে জোঁড়া, তৎপরে আর একটি তাল। এইরূপ দুই কলায় বাজনা শেষ হইবে। ধরণ দ্বিতীয় তালে।

৫। ছোট দশকুশী—এই তালের মাত্রা ১৪টি। জোড়ে ধরণ পরে দুই তাল। ১৪ মাত্রার মধ্যেই লঘু গুরু দুই কলা বাজিবে।

৬। বড় রূপক—৬ মাত্রা। একটি জোড়া, তার পরে ফাঁক। ইহাতেই ৬টি মাত্রা হয়। এইরূপে দুইবার বাজিলে এক কলা হয়।

৭। বড় ধড়া তাল—১৬ মাত্রা। ৪টি করিয়া তালে একটি কলা হয়। দুইটি কলাতে বাজনা পূর্ণ হয়। শেষ তাল সম।

৮। মধ্যম তেওট—১৪ মাত্রা। শেষ তালে ধরণ। পরে ফাঁক, তৎপরে ৩টি তাল, পুনরায় ফাঁক, তৎপরে দুইটি তাল ইহার মধ্যে লঘু গুরু বাজিয়া ছয় তাল ও দুইটি ফাঁকে বাজনা শেষ। শেষ তালে সম।

৯। বড় ডাঁশপাহিড়া—১৬ মাত্রা। ৪টি তালে একটি কলা হয়। ইহার প্রথম তালে সম।

১০। বড় দুঠুকী—দুইটি তাল করিয়া দুইবার বাজিলে ১টি কলা হয়। ইহাকে যুগ্ম তাল বলে। মাত্রা ১৪টি।

১১। মধ্যম দুঠুকী—জোড়ায় জোড়ায় বাজিবে। ৭ মাত্রা। একটি কলায় বাজনা সম্পূর্ণ হয়।

১২। ব্রহ্মতাল—১৪ মাত্রা। ১০ তালে শেষ হয়। এক তাল এক ফাঁক, দুই তাল এক ফাঁক, তিন তাল এক ফাঁক, চার তাল এক ফাঁক, এইরূপ বাজিবে। প্রথম তালে সম। দুইবার বাজিলে ৫ কলা হয়।

১৩। বড় শশিশেখর—২২ মাত্রা ৬ তাল। প্রথম দুইটি তাল, মধ্যে একটি জোড়া, তৎপরে দুইটি তাল। প্রথম তালে সম। দুইবার বাজিলে ৩ কলা হয়।

১৪। অষ্টতাল (বদসি)—শ্রীজয়দেবের 'বদসি যদি কিঞ্চিদপি' এই মানের পদটি অষ্টতালে গীত হয় বলিয়া গায়ক-বাদক সমাজে ইহাকে 'বদসি' অষ্টতাল বলে। ইহা ৩:টি তালে শেষ হয়। গরাণহাটী বাজনার অষ্টতালে নিম্ন লিখিত আটটি তাল বাজে যথা :—

১। আড় ২। দোজ ৩। যোত সমতাল ৪। শশিশেখর ৫। গঞ্জল ৬। পঞ্চম ৭। রূপক ৮। সমতাল।

বৈষ্ণব দাসানুদাস
শ্রীনবদ্বীপ চন্দ্র ব্রজবাসী।